সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ২০০১

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সাহিত্য সংস্কৃতি

সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ২০০১

সম্পাদক
আসাদ বিন হাফিজ

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১৭১, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩২৪১০

www.pathagar.com

সাহিত্য সংস্কৃতি
সীরাতুন্নবী (সা.) সংখ্যা ২০০১

কভার ডিজাইন
গোলাম মোহাম্মদ
মুদ্রণ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
প্রকাশ কাল
রবিউল আউয়াল ১৪২২
জুন ২০০১
আষাঢ় ১৪০৮
প্রকাশক
ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩২৪১০

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

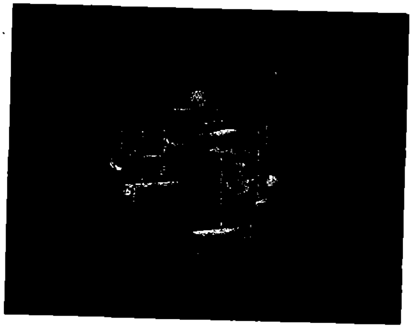

সম্পাদনা পরিষদ

আসাদ বিন হাফিজ
নাসির হেলাল
মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
হাসান আলীম
গোলাম মোহাম্মদ
শরীফ আবদুল গোফরান
জাকির আবু জাফর
রফিক মোহাম্মদ
কামরুল ইসলাম হুমায়ুন

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
পরিচালনা পরিষদ–২০০১

উপদেষ্টা : মমিনুল ইসলাম পাটোয়ারী
সভাপতি : সাইফুল্লাহ মানছুর
সেক্রেটারী : আসাদ বিন হাফিজ

বিভাগীয় সেক্রেটারী

✦ **অফিস ও পাঠাগার বিভাগ :**
সেক্রেটারী : নাসির হেলাল
সহ-সেক্রেটারী : মো: আবদুর রহীম খান

✦ **বায়তুলমাল বিভাগ**
সেক্রেটারী : মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার
সহ-সেক্রেটারী : শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

✦ **প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ**
সেক্রেটারী : মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সহ-সেক্রেটারী : তৌহিদুর রহমান

✦ **সংস্কৃতি বিভাগ**
সেক্রেটারী : শাহ আলম নূর
সহ-সেক্রেটারী : হাসান আখতার

✦ **সাহিত্য বিভাগ**
সহ-সেক্রেটারী : গোলাম মোহাম্মদ

✦ **সাংগঠনিক বিভাগ**
সহ-সেক্রেটারী : হাসান মুর্তজা

✦ **তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ :**
সহ-সেক্রেটারী : শাহীন হাসনাত

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন কমিটি ২০০১

আহ্বায়ক

সাইফুল্লাহ মানছুর

সচিব

আসাদ বিন হাফিজ

সদস্য

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

নাসির হেলাল

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার

শাহ আলম নূর

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

মো: আবদুর রহীম খান

হাসান মুর্তাজা

গোলাম মোহাম্মদ

ইব্রাহীম মণ্ডল

শরীফ আবদুল গোফরান

হাসান আখতার

জাকির আবু জাফর

সালমান আল আযামী

আবেদুর রহমান

তৌহিদুর রহমান

ইয়াকুব আলী বিশ্বাস

শাহীন হাসনাত

www.pathagar.com

বিভাগীয় কমিটি

অফিস বিভাগ :

আহ্বায়ক : নাসির হেলাল
সচিব : আবদুর রহীম খান
সদস্য : আহ্সান হাবীব খান
: আবদুস সালাম

অর্থ বিভাগ :

আহ্বায়ক : মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
সচিব : মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার
সদস্য : শরীফ বায়জীদ মাহমুদ
: আবদুর রহীম খান
: হাসান মুর্তাজা
: আবেদুর রহমান
: সালমান আল আযামী
: জাকির আবু জাফর

প্রচার বিভাগ :

আহ্বায়ক : মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
সচিব : শাহীন হাসনাত
সদস্য : শরীফ আবদুল গোফরান
: আবেদুর রহমান
: রফিক মোহাম্মদ
: সিরাজ মুহাম্মদ

অভ্যর্থনা ও শৃংখলা বিভাগ :

আহ্বায়ক : হাসান মুর্তাজা
সচিব : হাসান আখতার
সদস্য : মোশাররফ হোসাইন সাগর
: মশিউর রহমান
: আবেদুর রহমান
: আবদুর রাজ্জাক
: মাহবুব হোসেন

www.pathagar.com

মেহ্মান বিভাগ :

আহ্বায়ক	: জাকির আবু জাফর
সচিব	: আবেদুর রহ্মান
সদস্য	: রফিক মোহাম্মদ
	: আবদুল লতিফ
	: মমিনুর রহ্মান

কবিতা পাঠের আসর বিভাগ :

আহ্বায়ক	: গোলাম মোহাম্মদ
সচিব	: জাকির আবু জাফর
সদস্য	: রফিক মোহাম্মদ
	: শাহীন হাসনাত
	: ওমর বিশ্বাস

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিভাগ :

আহ্বায়ক	: শরীফ বায়জীদ মাহ্মুদ
সচিব	: আবদুর রহীম খান
সদস্য	: সালমান আল আযামী
	: মশিউর রহ্মান
	: আবদুল্লাহ্ আল মাসুদ
	: সালাহউদ্দীন সুমন
	: যুবাইর হোসাইন
	: আহ্সান হাবীব খান

নাটক বিভাগ :

আহ্বায়ক	: সালমান আল আযামী
সচিব	: আহ্সান হাবীব খান
সদস্য	: শরীফ বায়জীদ মাহ্মুদ
	: আবু হেনা আবিদ জাফর
	: শাহ্জাহান কবীর
	: মোস্তাগিছুর রহ্মান
	: মোশাররফ হোসেন রাজু
	: জাকির আমিন টিটো
	: আবেদুর রহ্মান

www.pathagar.com

স্মারক বিভাগ :

আহ্বায়ক : আসাদ বিন হাফিজ
সচিব : নাসির হেলাল
সদস্য : হাসান আলীম
: মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
: গোলাম মোহাম্মদ
: শরীফ আবদুল গোফরান
: জাকির আবু জাফর
: রফিক মোহাম্মদ
: কামরুল ইসলাম হুমায়ুন

ডেকোরেশন বিভাগ :

আহ্বায়ক : শরীফ আবদুল গোফরান
সচিব : ইব্রাহীম মণ্ডল
সদস্য : গোলাম মোহাম্মদ
: জাকির আবু জাফর

আপ্যায়ন বিভাগ :

আহ্বায়ক : তৌহিদুর রহমান
সচিব : ইয়াকুব আলী বিশ্বাস
সদস্য : শওকত আলী
: কামরুজ্জামান
: আবদুল করীম
: রমজান আলী

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী বিভাগ :

আহ্বায়ক : ইব্রাহীম মণ্ডল
সচিব : গোলাম মোহাম্মদ
সদস্য : মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম
: শরীফ আবদুল গোফরান
: হাসান আখতার
: জাকির আবু জাফর
: ইয়াকুব আলী বিশ্বাস

www.pathagar.com

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন ২০০১ উপলক্ষে
মাসব্যাপী গৃহীত কর্মসূচী

১. **সীরাতুন্নবী (সা.) প্রতিযোগিতা**

দেশব্যাপী স্কুল ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আলাদাভাবে রচনা প্রতিযোগিতা।

ঢাকা মহানগরীর থানা ভিত্তিক ক্বেরাত, হামদ, নাত, ইসলামী গান, উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

২. **ক্যালিগ্রাফীর ওপর জাতীয় সেমিনার**

স্থান: জাতীয় যাদুঘর সুফিয়া কামাল মিলনায়তন।

তারিখ: ২ জুন ২০০১, শনিবার বিকাল ৫টা।

৩. **১০ দিনব্যাপী ক্যালিগ্রাফী প্রদর্শনী**

স্থান: জাতীয় যাদুঘর আর্ট গ্যালারী

তারিখ: ২ জুন থেকে ১২ জুন ২০০১।

৪. **আলোচনা সভা, কবিতা পাঠের আসর, পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক।**

স্থান: ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তন।

তারিখ: ২২ জুন ২০০১, শুক্রবার, বিকাল ৩.৩০ মি.।

৫. **সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে স্মারক প্রকাশ**

দেশ বরেন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও নবীন-প্রবীণ লেখকদের রচনা ছাড়াও সাহিত্যে রাসূল (সা.) চর্চার স্বরূপ তুলে ধরা হবে এ স্মারকে।

www.pathagar.com

আমাদের কথা

মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (সা.) দুনিয়ায় এসেছিলেন মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে, মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে। তাঁর জীবনই একমাত্র আদর্শ জীবন, যাকে অনুসরণ করা যায়। যে কেউ তাঁকে আদর্শ হিসাবে মেনে নিলে সে পায় জীবন পরিচালনার সর্বোত্তম দিকদর্শন। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সর্বক্ষেত্রে তাঁর আগমনের পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তিনিই আদর্শ থাকবেন মানব সভ্যতার। আসুন আমরা এই মহামানবের অনুসরণের মাধ্যমে ধন্য করি আমাদের জীবন।

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রবিউল আউয়াল ভক্তি ও ভালবাসার এক ভিন্ন মাত্রা নিয়ে আসে। আমাদের জনগণ রাসূল প্রেমে বিভোর। শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ তাঁকে নিয়ে নির্মাণ করেন হৃদয়ের আর্তি ঢেলে শিল্পের নন্দিত ভুবন। কবিরা লেখেন নিত্য-নতুন অজস্র কাব্যকলা। সাংস্কৃতিক কর্মীরা মুখর হয়ে উঠেন সংস্কৃতির ভুবনে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার পরিবর্তে শালীনতা ও মানবিকতার বিজয় গানে।

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের সাথে একাত্ম হয়ে প্রতি বছরই রবিউল আউয়ালে মাসব্যাপী গ্রহণ করে ব্যাপক কর্মসূচী। ঢাকা মহানগরীর থানা ভিত্তিক আমাদের আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ছাত্র, যুবক ও সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশ গ্রহণ, স্বনামধন্য ও প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের অংশগ্রহণে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে জনগণের ব্যাপক সাড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটকে উপচেপড়া মানুষের ভীড়, আলোচনা সভায় দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি, কবিতা পাঠের আসরে কবিদের প্রেমময় উচ্চারণ, এ সবই সফল হয় জনগণের স্বতস্ফুর্ত সহযোগিতায়। আমরা জনগণের এ আবেগদীপ্ত সাড়া পেয়ে ধন্য, আপ্লুত।

আমাদের প্রকাশিত স্মারকের প্রতিটি লেখাই নতুন। আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে নতুন লেখা দিয়ে ধন্য করায় কবি ও লেখকবৃন্দকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। যারা বিজ্ঞাপন দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়ে আমাদের কর্মসূচী সফল করতে সহায়তা দিয়েছেন সবাইকে জানাই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশে একটি ইতিবাচক সাংস্কৃতিক ভুবন নির্মাণে আমরা আগামীতেও আপনাদের সহযোগিতা প্রত্যাশী।

www.pathagar.com

সূ চী প ত্র

অনুবাদ কবিতা ১৫–২৬

হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)-এর কবিতা / অনুবাদ: আসাদ বিন হাফিজ

ইথারে ইথারে হাহাকার ধ্বনি! ১৫

কবর দিয়েছে মানুষ ভালবাসাকে ১৬

সুন্নাতের প্রদীপ ছাড়া ১৮

রওজাতুন্নবী ২০

অবিনাশী নেতা ২১

চির সৌন্দর্যের গান ২২

শোকগাথা ২৩

অমল জ্যোতির বিভা ২৪

বিদায় নিয়েছে গরীবের বন্ধু ২৫

তৃষ্ণার্তের অধিক ২৬

অপ্রকাশিত কবিতা ২৭–২৮

তালিম হোসেন-এর দু'টি অপ্রকাশিত হামদ ও নাত

পরিচয় ২৭

পিয়ারা রাসূল ২৮

নতুন প্রবন্ধ ২৯–১০১, ১২৯–১৬৪, ১৯০–২৫৫

মহানবীর (সা.) ন্যায়-নীতি ও মানবতাবোধ / সৈয়দ আলী আহসান ২৯

বাংলা সাহিত্যে রাসূল জীবনী / শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ ৪২

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণে মহানবীর আদর্শ ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনার একটি প্রস্তাবনা / মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ৫২

মহানবীর আদর্শের দর্পণে দারিদ্র বিমোচন / জুলফিকার আহ্‌মদ কিসমতী ৬৯

সীরাত : বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত / ড. আবদুল ওয়াহিদ ৭৩

সাহিত্যে রাসূল (সা.)-এর অবদান / ডক্টর আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম ৯৭

একুশ শতকের ক্যালিগ্রাফি শিল্প : শিল্পীদের করণীয় / ইব্রাহীম মণ্ডল ১২৯

বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা চর্চার মূল সীরাত সাহিত্য / মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ১৪৩

বিশ্বনবীর (সা.) জীবনপঞ্জী / সিদ্দিক জামাল ১৫৩

www.pathagar.com

আলোর রাসূলের (সা.) আলোর ঝলক / ইকবাল কবীর মোহন ১৯০
সুদের বিরুদ্ধে মহানবীর সংগ্রাম / মুহাম্মদ নূরুল হুদা ১৯৪
বাংলা ভাষায় রাসূল (সা.) বিষয়ক গ্রন্থ / নাসীর হেলাল ২০৩
রাসূলের (সা.) অনুসরণের অন্যতম দাবী ইকামতে দ্বীনের প্রচেষ্টা /
মোঃ আবদুর রহীম খান ২৪৪
চাই তোমার সাফায়াত / কাজী তাবাস্সুম ২৫০
ইসলামী ক্যালিগ্রাফি : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ / মোহাম্মদ আবদুর রহীম ২৫২

নতুন গল্প **১২১–১২৭**
চুমুকে চুচুক সোনা / হাসান আলীম ১২১
মুক্তির শ্লোগান / লিয়াকত আলী ১২৪

ভ্রমণ কাহিনী **১৭৮–১৮৮**
নবীর দেশের স্মৃতি / সাইফুল্লাহ মানছুর ১৭৮–১৮৮

নতুন কবিতা **১০৪–১১৯, ১৬৬–১৭৬, ২৫৭–২৬৫**
মরুর গোলাপ / সৈয়দ শামসুল হুদা ১০৪
শ্রেষ্ঠ রাসূলের জন্য / আবদুল মুকীত চৌধুরী ১০৫
আয় রাসূলের পথে চলি / মতিউর রহমান মল্লিক ১০৬
সনেট / মহসিন হোসাইন ১০৭
আলোর ফুল / হোসেন মাহমুদ ১০৮
আপনার নাম / মসউদ-উশ-শহীদ ১০৯
সালাম তাঁকে / জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ ১১০
স্মরণ / আশরাফ আল দীন ১১১
যেনবা নূহের নৌকা / শেখ তোফাজ্জল হোসেন ১১২
তাঁকেনি রাসূল (সা.) / মোশাররফ হোসেন খান ১১৩
না'তে রাসূল / নুরুল ইসলাম মানিক ১১৪
আঁধার ধোয়া আলোয় / ইসমাঈল হোসেন দিনাজী ১১৫
কাওসার তাঁর হাতে / গোলাম মোহাম্মদ ১১৬
হেরার দুয়ার / শরীফ আবদুল গোফরান ১১৭
তোমার ফুলের সৌরভ / রেজা রহমান ১১৮
তোমাকে সালাম / লিলি হক ১১৯
নাত্ ও রাসূল (সা.) / আহমেদ কায়সার ১৬৬

www.pathagar.com

মন করো উজ্বালা / মহিউদ্দিন আকবর ১৬৭
রাসূল পাকের শানে / রহীম শাহ ১৬৭
মহোত্তম পুরুষ / জাকির আবু জাফর ১৬৮
তিনি আল্লাহ্র প্রিয় রাসূল / মমতাজ মহল মুক্তা ১৭০
তুমি এলে / রফিক মুহাম্মদ ১৭১
মহান পুরুষ এক / ওমর বিশ্বাস ১৭১
আলোর উপরে আলো চাঁদ / আল হাফিজ ১৭২
সোনালী আলোর চাঁদ / আমিন আল আসাদ ১৭৩
চাই না এ সাজ / নিজাম সিদ্দিকী ১৭৩
ইয়ানবী আস্সালাম / আলতাফ হোসাইন রানা ১৭৪
জ্যোতির্ময় / জামান সৈয়দী ১৭৫
গন্তব্যের সমাপ্তি / আবু বকর মুহাম্মদ সালেহ ১৭৬
ছালাম ভেজে ফেরেস্তায় / শাহাবুদ্দিন আহমদ ২৫৭
নবী ও কবি / ওমর আল ফারুক ২৫৭
নাত-ই- রসুল (সা.) / সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিঞা ২৫৮
তোমাকে সালাম / ইয়াকুব আলী বিশ্বাস ২৫৮
দরুদ / রায়হান সায়ীদ ২৫৯
লিমেরিক / মোঃ আল আমিন ২৫৯
সত্য, হাঁ সত্য / ফজলুল হক তুহিন ২৬০
হায় উম্মত / শহীদুল্লাহ আনসারী ২৬১
প্রিয় রাসূল / ইউনুস রশিদ ২৬১
নাত্ এ রাসূল (সা.) / আরিফ নজরুল ২৬২
প্রিয় নবী / ডা: শেখ অলি নেওয়াজ রেজা ২৬২
সেই যে শিশু / শাহ মোঃ মোশাহিদুল ইসলাম ২৬৩
রুবাইয়াত / মুহাম্মদ রকীবুল ইসলাম ২৬৩
তোমার পায়ে / ওয়াসীম হক ২৬৪
যখন এলেন / বাবুল তালুকদার ২৬৪
রাসূল (সা.) আছেন / শাহেদ হাসনাইন রাবিত ২৬৫

প্রতিবেদন ২৬৭-২৮২
চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে / শরীফ বায়জীদ মাহমুদ ২৬৭
ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বার্ষিক প্রতিবেদন ২৭৪
মাসব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন ২০০১ ২৮০

www.pathagar.com

তোমার
চোখের মত
সুন্দর চোখ
পৃথিবীতে নেই
এবং কোন মাতা
এমন সুন্দর পুত্র
প্রসব করেনি বিশ্বে।

অনুবাদ কবিতা
অপ্রকাশিত কবিতা

ঢাকা
সাহিত্য
সংস্কৃতি
কেন্দ্র

www.pathagar.com

কবিতা

হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)

কাব্যানুবাদ :
আসাদ বিন হাফিজ

ইথারে ইথারে হাহাকার ধ্বনি!

হে মদীনাতুন্নবী!
রাসূলের উজ্জ্বল স্মৃতি ও নিদর্শন ধারণ করেই তুমি
হয়েছো মহান
কালের করাল গ্রাসে সাধারণ নিদর্শন ও স্মৃতিসমূহ
বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে
কিন্তু সেই পবিত্র স্থানের চিহ্নসমূহ অক্ষয় ও অমর,
যেখানে রয়েছে মহান পথ প্রদর্শকের স্মৃতি বিজড়িত মিম্বর।
যেখানে রয়েছে সেই সব ঘর
যাতে নাযিল হতো আল্লাহর তরফ থেকে
ওহীর অম্লান জ্যোতি।
সেখানে তত্ত্ব ও জ্ঞানের এমন সব কালজয়ী নিদর্শন বিদ্যমান
সীমাহীন কালের আবর্তনেও যা
কোনদিন বিকৃত হওয়ার নয়।
যতই তা প্রাচীন হবে ততই তা থেকে উদগত হবে
নিত্য নতুন তত্ত্ব ও জ্ঞানের অজস্র ধারা।
হে মদীনাতুন্নবী!
তোমার বুকে আমি বিচরণ করতে দেখেছি
প্রিয়তম রাসূল (সা.) রাহমাতুল্লিল আলামীনকে।
দেখেছি তাঁর দিব্য কান্তি, প্রফুল্ল বদন।

www.pathagar.com

তিনি খুলে দিয়েছেন আমাদের চোখের পর্দা,
উন্মোচিত করে দিয়েছেন বিবেকের সব কটি রুদ্ধ দুয়ার।
চিনিয়েছেন হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা,
ন্যায় ও কল্যাণের অবিরাম জমজম।
হে মদীনা!
আজ এই মাটিতেই অশ্রুসিক্ত নয়নে দেখতে পাচ্ছি নবীর কবর
যে কবরে সমাহিত হয়ে আছেন বিশ্বের রহমত।

এখন এ কবরের পাশে বসে আমি অশ্রুপাত করছি রাসূলের জন্য
সৌভাগ্যবান আরো অনেকেই অশ্রুপাত করছে আমারই মতো।
প্রকৃতপক্ষে আমরা রাসূলের (সা.) জন্য অশ্রুপাত করছি না,
এই অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে স্মরণ করছি তাঁর কর্ম ও অবদান,
স্মরণ করছি তাঁর সীমাহীন সুকীর্তি ও অজস্র স্মৃতিখণ্ড-
যার সংখ্যা নির্ণয় করা আমার মতো
হাজার হাস্‌সানেরও সাধ্যের অতীত।
প্রিয় হারানোর বেদনায় রিক্ত ও সিক্ত এ মন
কত ঘটনাই তো স্মরণ করতে চায়
কিন্তু তার দশ ভাগের এক ভাগও কি স্মরণ করা সম্ভব!
হায় মদীনাতুন্নবী! তাহলে এটাই কি সত্যি যে,
আমাদের নবী, আমাদের নেতা আর বেঁচে নেই!
তোমার বুকে এখন শুধু বেঁচে আছে তাঁর অসংখ্য টুকরো স্মৃতি
আকাশে বাতাসে ইথারে ইথারে যার হাহাকার ধ্বনি শোনা যায়!

কবর দিয়েছে মানুষ ভালবাসাকে

দু:খ ভারাক্রান্ত মনে মুহাম্মদ (সা.) যে কবরে শুয়ে আছেন
তার পাশে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা এবং অশ্রুপাত করা ছাড়া
আমার আর কিইবা করার আছে!
হে রাসূলের কবর, ধন্য তুমি
যেমন ধন্য এই আরবের মাটি তাঁর পবিত্র কদমের ছোঁয়া পেয়ে।

www.pathagar.com

তোমার বুকের ভেতর শুয়ে আছেন বিশ্বের রহমত
শুয়ে আছেন বিশ্বের বরকত ও কল্যাণ।
হে কবর, বরকতে পরিপূর্ণ আজ তোমার উদর,
এক পূত:পবিত্র সত্তাকে ধারণ করে রেখেছো তুমি,
ধারণ করে রেখেছো মানবতার অকৃত্রিম বন্ধু ও সুহৃদ।
তাঁরই কল্যাণে তুমি আজ গরীয়ান, মহীয়ান।
তোমাকে যে এমন প্রশস্ত ও সুবিন্যস্ত করে তৈরী করা হয়েছে,
সে কেবল তাঁরই জন্য, তাঁরই জন্য অবিরাম জনতার কাফেলা
তোমার বুকের ওপর ভক্তি ও প্রেমের অশ্রু ফেলছে,
চির সবুজ বৃক্ষ আর মেঘেরা ছায়া দিচ্ছে তোমাকে।
রাসূলকে (সা.) সমাহিত করার মাধ্যমে
জ্ঞান, দয়া ও সহিষ্ণুতাকে সমাহিত করেছে মানুষ,
মাটি চাপা দিয়েছে ভালবাসাকে।
তিনি তো মাটিতে শোয়ানোর মত কেউ নন!

প্রিয়জনকে হারিয়ে লোকেরা বেদনাবিধুর মনে
ফিরে যাচ্ছে ঘরে, ফিরে গেছে হতোদ্যম ও দুর্বল পায়ে।
সেই মহামানবের শোকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছে তাঁরা-
যাঁর মৃত্যুর খবর শুনে কেঁদেছে আকাশ ও পৃথিবী
কেঁদেছে তাবৎ সৃষ্টিকুল, মানুষ তো কাঁদবেই!
তাঁর জন্য যে শোক ও কান্না তা কি কেবল
একজন মানুষ মরে গেছে বলে?
কোনদিন কি কোন মৃতের জন্য শোক
মুহাম্মদের (সা.) মৃত্যুশোকের সমতুল্য হতে পারে?
এই মৃত্যু তো কেড়ে নিল মানুষের ওহীর অবতরণক্ষেত্র,
তিনি নেই, কার কাছে আসবে আর ওহী?
কে আর ধারণ করবে সেই গুরুভার?
রাসূল (সা.)কে কবর দেয়ার মধ্য দিয়ে
তাইতো মানুষ কবর দিয়েছে ভালবাসাকে।

www.pathagar.com

সুন্নাতের প্রদীপ ছাড়া

আল্লাহর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মহাপুরুষ
ফিরে গেছেন আল্লাহর দরবারে
যাওয়ার আগে সেই জ্যোতি তিনি বিতরণ করেছেন
ইয়ামান থেকে নাজদ পর্যন্ত।
বিতরণ করেছেন পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি থেকে বিশ্বের দিকদিগন্তে।

যারা তাঁর অনুসারী
তাদেরকে তিনি দেখিয়েছেন দয়াময় আল্লাহর পথ,
নাজাত দিয়েছেন সব রকম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা থেকে,
অপমান ও জুলুম থেকে বাঁচিয়েছেন তাদের,
দেখিয়েছেন সত্য ও ন্যায়ের স্বর্গ-সড়ক।
মানুষকে তিনি হকের দিকে চালিত করেছেন।
এ জন্য ছিল তাঁর সীমাহীন উদ্বেগ ও পেরেশানী
আজীবন এ জন্যই তিনি করেছেন প্রাণান্ত পরিশ্রম।
পাড়ি দিয়েছেন সীমাহীন ত্যাগের সাগর।

তিনিই ছিলেন সত্যের একমাত্র শিক্ষক ও দিশারী
যার অনুসরণেই কেবল রয়েছে পরিশুদ্ধ জীবন।
মু'মিনদের ভুলত্রুটি তিনি দেখতেন ক্ষমাসুন্দর চোখে
মেনে নিতেন তাদের সমস্ত ওজর। আল্লাহর কাছ থেকে
তাদের জন্য চেয়ে নিতেন ক্ষমা। আর ভালো কাজ?
ভালো ও নির্ভুল কাজের উত্তম প্রতিফলদানে
স্বয়ং আল্লাহই তো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ!
যদি তাদের ওপর এমন কোন কাজের
দায়িত্ব অর্পণ করা হতো– যা তাদের পক্ষে দু:সাধ্য,
তাহলে তিনি তা সহজ করে দিতেন।
যতদিন মানুষ আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে থাকবে

www.pathagar.com

ততদিন তিনিই থাকবেন তাদের একমাত্র আদর্শ ও নেতা
তাদের কাছে তিনি এমন দলীল হয়ে থাকবেন
যা দিয়ে তারা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করতে পারবে সকল কর্মপন্থা।
তাইতো হেদায়াত পাওয়ার পর
আবার গোমরাহ হয়ে যাওয়াকে তিনি
অপছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন,
হিদায়াত পাওয়ার পর মানুষ তার ওপর অনড় ও অটল থাকুক।
যেমন থাকেন আল্লাহর প্রিয় মুমিন বান্দারা!

এইসব মুমিনদের প্রতি তিনি ছিলেন বড়ই রহমদীল,
তাদের প্রতি তাঁর অনুকম্পা ও সহানুভূতি ছিল
বাতাসের মতই অবারিত, উদার।
মানবতা, সভ্যতা ও কল্যাণের তিনি ছিলেন মূর্তপ্রতীক।
মানুষের জীবনের নিরাপত্তা ও কল্যাণ চিন্তায়
ছিলেন সদা উদগ্রীব, পেরেশান।
তাঁর অন্তহীন প্রচেষ্টার বৃক্ষ থেকে ফুটেছিল অজস্র পুষ্প-প্রদীপ
মরুভূমির ঊষর ভূমিতে এসেছিল বসন্ত বাহার।

মানুষ যখন এমনি জ্যোতি-জ্যোৎস্নার প্লাবনে নিমজ্জিত ও বিভোর
সহসা মৃত্যুর বর্শা এসে অব্যর্থ আঘাত হানলো সে মুগ্ধতার ভুবনে
আর তিনি সবকিছু ফেলে দিয়ে ছুটে গেলেন
প্রিয়তম প্রভুর সান্নিধ্যে, আল্লাহর কাছে।
বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই হারাম শরীফের গোটা এলাকা
বিরাণ হয়ে গেল, ঊষর মরুতে পরিণত হলো বিশ্ব চরাচর।
অন্ধকারে ছেয়ে গেল সাজানো ভূ-ভাগ।
রাসূলের (সা.) সুন্নাতের প্রদীপ ছাড়া
এ আঁধার কি দিয়ে তাড়াবে মানুষ!

www.pathagar.com

রওজাতুন্নবী

তাঁর অন্তর্ধানে পৃথিবী বিরাণ হলো,
শুধু বিরাণ হলো না কবরের মাটি
বিশ্বকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে যেখানে
শুয়ে আছেন প্রিয়তম রাসূল (সা.) আমার!
হায় কবর!
কতই না সৌভাগ্য তোমার!
যার শোকে কেঁদে আকুল
গাছপালা, তরুলতা, চারণভূমি
কেঁদে আকুল মরুভূর সবুজ ও বিবর্ণ প্রান্তর
মসজিদে নববীর পবিত্র মাটি এবং
নবীর নিঃশ্বাসের সুঘ্রাণে আমোদিত
হেরা গুহার নিস্তব্ধ নির্জনতা-
পরম মমতায়
তাকেই আগলে রেখেছো তুমি।

পবিত্রতার বিয়োগ ব্যথায় যখন
শোকাকুল ও মুহ্যমান ধরনী, তখন
হায় রওজাতুন্নবী-
শোকের কোন চিহ্নও নেই তোমার চেহারায়!

তাঁর অন্তর্ধানে পৃথিবী বিরাণ হলো,
শুধু বিরাণ হলো না তোমার বুকের জাজিম,
বিশ্বকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে যেখানে
শুয়ে আছেন প্রিয়তম রাসূল (সা.) আমার!

www.pathagar.com

অবিনাশী নেতা

হায় জামরাতুল কুবরা, তুমিই তো ছিলে সেই মহামানবের
বাসস্থান, মুক্তাঙ্গন, জন্মস্থান ও বিচরণক্ষেত্র।
অথচ এখন তা বিরাণ জায়গায় পরিণত হয়েছে।
শূন্যতা খা খা করছে সেখানে।
অতএব হে অশ্রুসিক্ত নয়ন,
রাসূলের শোকে আজ অঝোর ধারায় কাঁদো।
জানিনা এ কান্না কোন কাল-মহাকাল
নিবারণ করতে পারবে কিনা!

মানুষের ওপর অবিশ্রান্ত কল্যাণেরধারা সিঞ্চনকারী
সেই মহান ব্যক্তির জন্য কাল থেকে কালান্তরে
অবিরল ধারায় কান্নাই কি স্বাভাবিক নয়?
আর কিছু না হোক,
অন্তত: অশ্রুর এ উপহারটুকু তো দাও!
কেননা যুগ যুগ ধরে খুঁজলেও
তাঁর মতো মানুষ আর পাবে না ধরায়।

এমন সম্পন্ন মানুষের খোঁজ
অতীত পায়নি, ভবিষ্যতও পাবে না,
কিয়ামত পর্যন্তও এমন পূণ্যবান মানুষ আর পাবেনা ধরা।
পাবেনা এমন পুষ্পিত চরিত্র
এমন দায়িত্বশীল, দয়ার্দ্র ও দানশীল দানবীর।
পাবেনা এমন কর্তব্যনিষ্ঠ, অমায়িক ও স্নেহার্দ হৃদয়।
যার কাছে গিয়ে কেউ কখনো বঞ্চিত হয়নি।

সদ্য অর্জিত কিংবা সঞ্চিত সম্পদ বিতরণে
তাঁর মতো এমন উদারহস্ত মানুষ

www.pathagar.com

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, নক্ষত্র নিচয়
দেখেনি কোন কালে তাঁর মতো প্রশংসিতজন
জন্মগ্রহণ করেনি কোন মানব।
দুর্জয় পর্বত শৃঙ্গের চেয়েও অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য তিনি
সম্ভ্রমের তিনি সুউচ্চ মিনার, সভ্যতার অবিনাশী স্তম্ভ
মানবতার একমাত্র অভিভাবক ও অবিনাশী নেতা।

চির সৌন্দর্যের গান

তিনি সেই স্থিতিশীল বৃক্ষ,
মেঘেরা অকৃপণ হস্তে বারিধারা সিঞ্চন করে যাঁকে
সজীব ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।
যাঁকে বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই
শ্রেষ্ঠতম গুণাবলীতে বিভূষিত, পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ করে
গড়ে তুলেছিলেন এককভাবে।
তাঁর অধীনে মানুষ মতামত প্রকাশের
সর্বোচ্চ অধিকার ভোগ করেছে,
জ্ঞানকে কখনো সীমিত করা কিম্বা চিন্তা ও গবেষণাকে
কখনো দূষণীয় মনে করা হয়নি,
রুদ্ধ করা হয়নি বিবেকের দুয়ার।
এসবই ছিল তাঁর সৌন্দর্যের দ্যুতি ও ঐশ্বর্য।

আমি আজ যা বলছি, একমাত্র নির্বোধই তাকে
অতিরঞ্জিত ভাবতে পারে, ভাবতে পারে বাহুল্য উচ্চারণ।
কিন্তু আমি জানি,
আমি কোন অসত্য ও অতিরঞ্জিত প্রশংসা করছিনা,
বরং এ সত্য প্রকাশ না করলে সত্য গোপনের অপরাধে
জান্নাতের দরজা আমার জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে!
আমার মন কিছুতেই তাঁর প্রশংসা থেকে নির্বৃত্ত হবে না-
কেননা, জান্নাতের চিরস্থায়ী আবাস থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাইনা।

www.pathagar.com

হে মালিক! নবী মুস্তাফার সান্নিধ্য প্রত্যাশী এই হৃদয়
আমৃত্যু যেন গেয়ে যেতে পারে চির সৌন্দর্যের গান।

শোকগাথা

হে চোখ, তোমার কি হয়েছে যে ঘুমাচ্ছো না?
আমার আত্মার ক্রন্দনধ্বনি কি তোমাকে উতলা করে ফেলেছে!
তাহলে কাঁদো! কেঁদে কেঁদে আমারই মতো
ব্যাকুল চিত্তে বলো: তুমি মরোনা, তুমি মরোনা হে রাসূল!
মাটি যেন তোমাকে স্পর্শ না করে!
অমরত্বের ব্যাপ্তি যেনো জড়িয়ে রাখে তোমার সুবাস,
তোমার সীমাহীন মানবতাবোধ ও বিশ্বাস!
হায়! কি আফসোস!
মানবতার প্রাসাদ নির্মাণকারী
আমাদের এতীম করে চলে গেলেন!
যদি তাঁর আগে কবরে বিলীন হয়ে যেতো এই দেহ
তবে কতই না ভাল হতো!
সোমবার যার মৃত্যু অবলোকন করলাম,
তিনিই ছিলেন নির্ভুল পথের দিশারী।
নবীর ওপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক!
তাঁর মৃত্যুর খবর কি আমাকে হতভম্ব হতবুদ্ধি করে ফেললো!
হায়, আমি কেন পৃথিবীতে বেঁচে রইলাম!
হে নবী, তুমি নেই!
তুমি হীন মদীনাতেও কি আমাকে অবস্থান করতে হবে?
হায়! মৃত্যু কেন আমাকে চিনলো না?
আজ এই মুহূর্তে অথবা সন্ধ্যার আগেই যদি
মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিতো আমার জীবন
তাহলে কি ভালই না হতো!
আমি আবার আমার প্রিয়জনের কাছে চলে যেতে পারতাম!
সাক্ষাত পেয়ে ধন্য হতাম সৃষ্টির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম মানুষটির।

www.pathagar.com

অমল জ্যোতির বিভা

পবিত্রাত্মা হে মা আমিনা
আপনার প্রথম সন্তান, যাকে আপনি জন্ম দিয়েছিলেন এক শুভ মুহূর্তে
গোটা সৃষ্টিকে আলোকিতকারী সে ছিল এক
অমল জ্যোতির বিভা।
সেই পবিত্র আলোকের অনুসরণকারী হয়
সাধক পুরুষ। হয় মহিমান্বিত ইনসানে কামেল।
হে আল্লাহ, আমাদেরকে হিংসা দ্বেষ মুক্ত জান্নাতে
আমাদের নবীর সঙ্গে মিলিত কর।
হে পরোয়ারদিগার, আমাদের জন্য বরাদ্দ কর জান্নাতুল ফিরদাউস।

আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো,
নবী মুহাম্মদের জন্য কাঁদতে কাঁদতেই বেঁচে থাকবো।
তাঁর অবর্তমানে আমাদের জীবন
কতটা নিষ্প্রাণ ও নিরানন্দ তা তো তোমার অজানা নেই প্রভু!
আমাদের জীবন কতটা দুর্যোগে পরিপূর্ণ, কতটা দুর্বিসহ হ'য়ে গেল
তার সবই তো তুমি জানো!
জানো কেন আমাদের মুখগুলো আজ এমন বিবর্ণ কালো।

তিনি আমাদের সজ্জন ছিলেন এবং
আমাদের মধ্যেই সমাহিত হয়েছেন।
আমাদের প্রতি তাঁর অবারিত অনুগ্রহের কথা
কখনো আমরা ভুলতে পারবোনা, পারবোনা অস্বীকার করতে।
কেমন করে ভুলবো, আল্লাহ মানুষকে তাঁর দ্বারা
সম্মানিত করেছেন ও সুপথে চালিত করেছেন!
আল্লাহর আরশের চারপাশে অবস্থানকারী পবিত্রাত্মাগণ
কল্যাণময় মুহাম্মাদের ওপর রহমত ও সালাম প্রেরণ করছেন!
তাই পবিত্রাত্মা হে মা আমিনা!

www.pathagar.com

আপনার প্রথম সন্তান,
যাকে আপনি জন্ম দিয়েছিলেন এক শুভ মুহূর্তে
গোটা সৃষ্টিকে আলোকিতকারী সে ছিল এক
অমল জ্যোতির বিভা।

বিদায় নিয়েছে গরীবের বন্ধু

অনাথ ও অসহায়দেরকে জানিয়ে দাও,
তাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে
মহানবী বিদায় নিয়েছেন, সেই সাথে
বিদায় নিয়েছে সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলের একমাত্র উৎসধারা।
এমন কে আর অবশিষ্ট রইল
যার কাছে প্রচণ্ড খরায়
পরিবারের জীবিকা এবং বাহন আশা করা যায়?
এমন কে আছে যাকে ভর্ৎসনা করলেও
তাঁর মুখে লেপ্টে থাকে স্মিত হাসির রেখা?
যার বিরুদ্ধাচরণ করলেও প্রতিশোধের ভয় নেই?
আল্লাহর পর তিনিই ছিলেন আলো ও জ্যোতি–
যার অনুসরণ করা যেত
এবং তিনিই ছিলেন আমাদের চোখ ও কান।
তাঁর মৃত্যুর পর আল্লাহ আমাদের কাউকেই যদি
বাঁচিয়ে না রাখতেন, তাহলেই ভাল হতো।

কিন্তু আল্লাহর যা ফয়সালা, তাই কার্যকর হয়েছে।
অনাথ ও অসহায়দেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে
বিদায় নিয়েছেন মহানবী, সেই সাথে
বিদায় নিয়েছে সমস্ত কল্যাণ ও মঙ্গলের একমাত্র উৎসধারা।

www.pathagar.com

তৃষ্ণার্তের অধিক

আমি কসম খেয়ে বলছি,
দুনিয়ার সকল মানুষের মধ্যে একমাত্র আমিই এমন ব্যক্তি
যে রাসূলুল্লাহর (সা:) কাছে চিরঋণী
এবং একথা মোটেই মিথ্যে নয়।
আল্লাহর কসম,
রাসুলুল্লাহর (সা:) মত সম্পন্ন মানুষ
কোন মাতা আজ পর্যন্ত প্রসব করেনি।

তিনিই ছিলেন সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও দিশারী,
ছিলেন আমাদের একমাত্র আলোকবর্তিকা
যার সব কাজই ছিল বরকতে পরিপূর্ণ, ন্যায়ও ইনসাফ ভিত্তিক।
তাঁর চাইতে অধিক প্রতিবেশীর হক আদায়কারী
এবং ওয়াদা পালনকারী
আল্লাহ তার সমগ্র সৃষ্টিজগতে সৃষ্টিই করেননি।

হে রাসূল (সা.), আপনার পূণ্যাত্মা সঙ্গীনীগণ
শোকার্ত চিত্তে ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়ে আছে।
তাদের পরণে শোকের বসন
মনে হয়, বসন্ত চলে গিয়ে শৈত্যপ্রবাহ বইছে মরুভূমি জুড়ে
সচ্ছলতার পরিবর্তে শুরু হয়েছে দারিদ্রের কৃষ্ণকুটিল আগ্রাসন।
হে রাসূল (সা.), আপনি ছিলেন,
মনে হয় আমরা শান্তির ঝর্ণাধারায় অবগাহণ করছিলাম।
কিন্তু এখন আমি তৃষিত পথিকের চেয়েও তৃষ্ণার্ত।

[আকরাম ফারুক অনূদিত সীরাতে ইবনে হিশাম অবলম্বনে।]

www.pathagar.com

দু'টি অপ্রকাশিত হামদ ও না'ত

তালিম হোসেন

পরিচয়

সব গুণগান, সব আরাধনা এক আল্লার
সৃজন পালন ধ্বংস-সকলি মাহিমা তাঁর:
সকল শক্তি,জ্ঞান ও প্রেমের তিনি আঁধার
আদিতে মধ্যে অন্তে তিনিই সারৎসার-

কে দিল মানুষে পরম জ্ঞানের এ সম্পদ?
খোদার হাবীব মানুষের নবী- মোহাম্মদ।

আল্লাকে জানো: ইহ-পরকাল তাঁহারি রাজ,
বিশ্বভুবনে তাঁরি মহিমা চির বিরাজ।
তুমি আল্লার খলিফা, তোমার সকল কাজ
তাঁর মহিমার মুখ রুখে যেন- পায়না লাজ!

কে দিল মানুষকে এ মহা তাকিদ, এ আহ্বান?
জীবন পথের পূণ্য প্রদীপ- আল কোরআন।

লা-শরীক এক আল্লা সবার প্রভু মহান
সকল মানুষ বান্দা তাঁহার এক সমান;
তাঁর দরবারে উঁচু নীচু নয় কাহারো মান
যে যত মহৎ শুধু তারি তত উঁচুতে স্থান।

কে দিল মানুষে এই মহাবাণী – পাক কালাম?
চির মানুষের মহান ধর্ম- সে ইসলাম।

www.pathagar.com

তালিম হোসেন

পিয়ারা রসূল

শুনেছি তোমার কথা, পিয়ারা রাসূল:
দুনিয়ায় ফুটেছিলে বেহেশ্‌তী ফুল।

-খোদার হাবীব তুমি, পয়দা তোমার
জাহান উজালা নূরে খোদ সে খোদার,

তাইতো এ দুনিয়ার আঁধার কালো
দূরে গেল তোমারি সে আলোয় অতুল।

পাপী -তাপি দু:খী ও মজলুমানের
পথে জ্বেলে দিলে দীপ আল্‌ কোরআনের

সে আলোয় জাগে পথ এক আল্লাহর
সে পথে সকল ভেদ হয় চুরমার;

মিথ্যার জৌলুস সত্যের রূপ
সে আলোয় চিনে নিতে হয়নাকো ভুল।

www.pathagar.com

মহানবীর (সা.) ন্যায়-নীতি ও মানবতাবোধ

সৈয়দ আলী আহসান

বদরের যুদ্ধের পরিণতিতে মক্কার কুরাইশগণ মারাত্মক রকম ক্রুদ্ধ হল, এটা আমরা দেখেছি। তারা প্রতিরোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল এবং প্রথম সুযোগেই তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করবে– এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল। মদীনায়ও এ যুদ্ধের প্রভাব পড়েছিল। মদীনার প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে, মদীনায় রাসূলে খোদা অবস্থান নিয়েছেন এবং মদীনা ইসলামকে সুরক্ষার কেন্দ্রস্থল হয়েছে। ইহুদীগণ, তাদের সঙ্গী-সাথীরা এবং মোনাফেকরা অনুভব করল যে, বদরের যুদ্ধের ফলে মদীনায় অমুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং মদীনার সামগ্রিক অধিকার মুসলমানদের কাছে চলে যাবে। ইহুদীরা তাদের চুক্তি সনদের কথা ভুলে গেল এবং গোপনে গোপনে মিলিত হয়ে মুসলমানকে অবজ্ঞা এবং বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করতে লাগল। বদরের যুদ্ধের পূর্বে মদীনায় অমুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশী এবং তারা দুর্বল ছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধের পর মুসলমানদের মনে শক্তি সঞ্চারিত হল এবং তারা বিরোধীদের মুখোমুখি হওয়ার মনোবল অর্জন করল। মদীনায় বনি আমর ইবন আউফ গোত্রের আবু আফক্ নামক এক ব্যক্তি রাসূলে খোদার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে তা পাঠ করত এবং তার গোত্রের লোকদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। সালিম ইবনে উমাইর এটা সহ্য করতে পারল না। সে একদিন গোপনে গিয়ে ঘুমন্ত আবু আফক্‌কে হত্যা করল। ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় আরেকজন দক্ষ শিল্পী ছিল মারোয়ানের কন্যা আসমা। একদিন উমাইর ইবন আউফ রাত্রিবেলা তাকে হত্যা করল। আসমার আত্মীয়-স্বজন যখন উমাইরকে জিজ্ঞেস করল যে আসমাকে হত্যা করেছে কিনা, তখন সে বলল, "অবশ্যই আমি হত্যা করেছি, তোমাদের ইচ্ছে হলে তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পার। আমার আত্মার অধিকার যার হাতে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, নিহত রমণী যে কদর্য কবিতা লিখত তার জন্য তার

www.pathagar.com

মৃত্যু হয়েছে। তার জন্য আমি আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত রয়েছি। উমাইর-এর ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা, সাহস এবং দৃঢ়চিত্ততা দেখে নিহত আসমার স্বামীর গোত্র বনি খুত্মার লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করল। এদিকে কাব ইবন আল আশরাফ নামক মদীনার একজন বিধর্মী যখন বদরের যুদ্ধে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিহত হবার সংবাদ পেল তখন সে চিৎকার করে বলে উঠল, "মক্কার যে নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছে তারা জীবিতকালে আরবদের বলিষ্ঠ এবং সম্মানিত সন্তান ছিল। মুহম্মদ-এর হাতে তাদের মৃত্যু ঘটেছে। এখন এই পৃথিবীর মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে মাটির নীচে চলে যাওয়াই ভাল।"

ইহুদীদের বনি কাইনুকা গোত্রের লোকেরা ব্যবসায়ী ছিল। তারা স্বর্ণালংকার প্রস্তুত করত এবং তাদের মধ্যে লোহার কাজে দক্ষ কামারও ছিল। একদিন এক বেদুইন মুসলমান রমণী বনি কাইনুকা গোত্রের বসতবাটিগুলোর কাছে একটি স্বর্ণালংকারের দোকানে কিছু অলঙ্কার নির্মাণের জন্য এল। মহিলার মস্তক এবং মুখমণ্ডল আবরিত ছিল। দোকানের স্বর্ণকার এবং আশপাশের ইহুদীরা বেদুইন রমণীকে ঠাট্টা করতে লাগল। তারা তার আবরণ উন্মোচন করতে বলল এবং পিছন দিক থেকে একজন ইহুদী গিয়ে তার মস্তকের আবরণ খুলে ফেলল। এই ঘটনা একজন আনসারের চোখে পড়ল। সে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রমণীর সম্ভ্রম বাঁচাবার চেষ্টা করল এবং যে ইহুদী বেদুইন রমণীর আবরণ খুলে ফেলেছিল তাকে হত্যা করল। ইহুদীরা তখন সম্মিলিতভাবে আনসারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে হত্যা করল।

আনসারের পরিবারবর্গ হত্যার প্রতিশোধ দাবি করল এবং কাইনুকা গোত্রের ইহুদীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল। ইহুদীরা তাদের চুক্তির সনদ মত রাসূলে খোদার কাছে সংঘর্ষ বন্ধ করার দাবি জানাতে পারত, কিন্তু তারা তা না করে তাদের পূর্বতন মিত্র ইবন উবাই এবং উবাদাহ্ ইবন শামিতকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বলল এবং নিজেরা আপন এলাকার অভ্যন্তরে আশ্রয় নিল।

বনি কাইনুকার এলাকাটি দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত ছিল। ইহুদীরা আশা করেছিল উবাই এবং উবাদাহ তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে, কিন্তু উবাদাহ এগিয়ে এল না। মুসলমানরা এদিকে বনি কাইনুকার এলাকার চতুর্দিক বেষ্টন করে ফেলেছে এবং সেই বেষ্টনী ভেদ করে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা যেমন সম্ভবপর ছিল না, তেমনি বাইরে থেকে সাহায্য আসাও সম্ভবপর ছিল না। তখন ইবন উবাই রাসূলে খোদার কাছে এসে বনি কাইনুকা গোত্রের লোকদের জন্য সদ্ব্যবহার দাবি করল। ইবন উবাই-এর ধারণা হল যে, বনি কাইনুকা গোত্রের সকল লোককে বোধহয় হত্যা করা হবে। সে বলল, "বনি কাইনুকার লোকেরা আমাকে সব সময় রক্ষা করেছে, আপনি কি তাদের হত্যা করবেন? রাসূল (সা.) বললেন, "আমি তাদের প্রাণদণ্ড দেব না। সাহাবাদের সাথে আলোচলার পর সিদ্ধান্ত হল যে, বনি কাইনুকার সকল লোককে তাদের সকল সম্পদ ও বাসস্থান পরিত্যাগ করে

www.pathagar.com

চিরকালের জন্য মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। তিনি উবায়দাকে পথ প্রদর্শক হিসেবে বনি কাইনুকার লোকদের সঙ্গে যেতে বললেন।

মদীনার বাইরে উত্তর-পশ্চিম দিকে ওয়াদিলপুরা বলে একটি ইহুদী বসতি ছিল। তারা সেখানেই গিয়ে প্রথমে আশ্রয় নিল। পরে স্থায়ীভাবে সিরিয়ার সীমান্তে বসতি স্থাপন করল। বনি কাইনুকার লোকেরা ধাতব দ্রব্যের ব্যবসা করত। তারা স্বর্ণালংকার বানাত, রৌপ্যের অলংকার বানাত এবং লোহা দিয়ে কৃষির যন্ত্রপাতি বানাত। এ সমস্ত ব্যবসার উপকরণ তারা ফেলে যেতে বাধ্য হল। এগুলো পেয়ে আনসার এবং মোহাজিরগণ খুবই উপকৃত হল।

বনি কাইনুকার বহিস্কারের পর মদীনায় ইহুদীদের শক্তি অনেক খর্ব হয়ে গেল। যে বিচক্ষণতার সঙ্গে রাসূলে খোদা ইহুদীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন এবং তাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিলেন মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবনে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহুদীদের বহিস্কারের পর মদীনার অভ্যন্তরীণ বিভাজন কমে এল। খাজরাজ ও আউফ গোত্রের মধ্যে যারা ইহুদীদের সাহায্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করার সাহস পাচ্ছিল তারা এখন দুর্বল হয়ে পড়ল।

পাশ্চাত্যের সমালোচকরা মদীনা থেকে ইহুদীদের বহিস্কার রাসূলের একটি অন্যায় সিদ্ধান্ত বলে সাব্যস্ত করেছে। এর উত্তর সহজেই দেয়া যায়। একজন রমণীর অপমান আরবদের কাছে তাদের জাতিগত অহংকারের উপর প্রচণ্ড আঘাতের মত। দ্বিতীয়ত রমণীর মর্যাদা রক্ষার্থে যে আনসার পুরুষটি একজন ইহুদীকে হত্যা করেছিল সে কোন অন্যায় করেনি। তৃতীয়ত ইহুদীরা চুক্তিভঙ্গ করে আনসার যুবককে হত্যা করেছিল। এর ফলে একটি যুদ্ধ হতে পারে। কিন্তু রাসূলে খোদা রক্তপাত বন্ধ করার জন্য এবং ভবিষ্যত সংঘর্ষকে সমূলে উৎপাটন করবার জন্য ইহুদীদের বহিস্কার করেছিলেন। এটা তাঁর একটি বিস্ময়কর ন্যায়পরায়ণতার নিদর্শন।

১৯১৪ সালে সারাজেভতে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হওয়ায় প্রথম মহাযুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। সমগ্র ইউরোপের খৃষ্টানরা এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে রাসূলে খোদা মদীনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান ইহুদী ও মোনাফিকদের একই শহরে একত্রে বসবাস অসম্ভব বলে বিবেচনা করে যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে ইহুদীদের বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিলেন।

মদীনায় আপাতত শান্তি ফিরে এল বটে, কিন্তু মক্কার কুরাইশগণের উত্তেজনা ও ক্ষোভ প্রশমিত হল না। আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধের পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি। সে তার ব্যক্তিগত অহমিকা প্রতিষ্ঠার জন্য একদিন কাপুরুষের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ৪০ জন লোক নিয়ে গোপনে মদীনার দিকে যাত্রা করে এবং রাত্রিবেলা আল কুরাইদ নামক একটি এলাকা আক্রমণ করে। সে এলাকাটিতে রাত্রে মাত্র দুজন লোক ছিল। ঐ দুজনকে

www.pathagar.com

সে হত্যা করে এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। গোপনে এই হত্যাকাণ্ড সাধন করে আবু সুফিয়ান তার লোকজনসহ পালিয়ে গেল। কিন্তু এতে কুরাইশদের সম্মান বৃদ্ধি হল না। পালিয়ে যাবার সময় কুরাইশগণ রাস্তার মধ্যে ময়দার বস্তা ফেলে গিয়েছিল। সেই কারণে পরবর্তীতে আবু সুফিয়ানের এই আক্রমণকে 'আল সাবিকের' আক্রমণ বলা হয়। আল সাবিক হচ্ছে ময়দা।

রাসূলে খোদা (সা.) বদরের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার কন্যা রোকাইয়ার কবরের কাছে গেলেন। ফাতিমা তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। খাদিজার মৃত্যুর পর এটাই রাসূলের গৃহে দ্বিতীয় লোক। ফাতিমা এ শোক বহন করতে পারছিলেন না। ভগ্নির কবরের পাশে বসে তিনি ক্রন্দন করছিলেন এবং রাসূল তাঁর গায়ের চাদর দিয়ে তার চক্ষু মুছে দিচ্ছিলেন। কবরস্থান থেকে তারা যখন ফিরে এলেন তখন তারা দেখতে পেলেন যে বদরের যুদ্ধে নিহদের জন্য মহিলারা ক্রন্দন করছে। হযরত উমর তাদের এই শোক প্রকাশে আপত্তি জানাচ্ছেন। রাসূল (সা.) তখন উমরকে লক্ষ্য করে বললেন, "উমর এদেরকে ক্রন্দন করতে দাও, যে বেদনা হৃদয়ের উৎস থেকে এসে অশ্রু হিসেবে পড়ে সে বেদনা আল্লাহর কাছ থেকে করুণা স্বরূপ আসে। কিন্তু যে বেদনার প্রকাশে চিৎকার বিলাপ এবং বুক চাপড়ানি আসে তা আসে শয়তানের কাছ থেকে।"

রাসূলের কন্যাদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠা ছিলেন ফাতিমা (রা.) এবং সে সময় তিনি ছিলেন ২০ বছর বয়স্কা। রাসূল (সা.) আলী (রা.)কে সম্ভাব্য জামাতা হিসেবে গ্রহণ করবার কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু একথা তখনও কাউকে বলেন নি। কেননা তিনি উপযুক্ত সময়ের নির্দেশ আল্লাহর কাছ থেকে পাবেন বলে অপেক্ষা করছিলেন। বদরের যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পর যখন রাসূল (সা.) বুঝতে পারলেন যে উপযুক্ত সময় এসেছে, তখন আলী (রা.)কে তিনি তার ইচ্ছার কথা জানালেন। আলী (রা.) এটাকে তাঁর জন্য একটি বিরাট সৌভাগ্য মনে করলেন। তিনি মসজিদ থেকে কিছুটা দূরে একটি কুটির নির্মাণ করছিলেন কিন্তু তাঁর বিশেষ কোন আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। বিবাহের চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়। একটি দুম্বা জবাই করা হয় এবং কল্যাণ ব্রতী কয়েক জন আনসার, উপঢৌকন হিসেবে কিছু গম নিয়ে আসে। আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে উম্মে সালমা (রা.) আলী (রা.)-এর বাসগৃহে যান এবং বাসগৃহকে বিবাহ বাসরের জন্য সুন্দর করে সাজিয়ে দেন। অতিথিদের জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় এবং ভোজনের শেষে পাকা খেজুর ও ডুমুর পরিবেশন করা হয়। বিবাহের ব্যবস্থাপনাটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পরিচ্ছন্ন ছিল। রাসূলে খোদা (সা.) আলী এবং ফাতেমা (রা.) উভয়ের জন্য আল্লাহর করুণা প্রার্থনা করে তাদেরকে দোআ করলেন।

বদরের যুদ্ধের এক বছর পর হযরত উমরের পরিবারের মধ্যে বিষাদ নেমে আসে। তাঁর কন্যা হাফসার স্বামী খোনাইসের মৃত্যু ঘটে। খোনাইস (রা.) আবিসিনিয়ায় হিযরতকারীদের একজন ছিলেন। তখন মাত্র ১৮ বছর বয়সে হাফসা বিধবা হন। হাফসা

www.pathagar.com

সুন্দরী এবং কর্মদক্ষ ছিলেন এবং তার পিতার কাছে লিখতে ও পড়তে শিখে ছিলেন। রাসূলে খোদা হাফসাকে বিবাহ করেন এবং তার কন্যা উম্মে কুলসমকে ওসমানের সঙ্গে বিবাহ দেন।

মসজিদে নববী সংলগ্ন দুটি বাসকক্ষ আগেই তৈরী ছিল। একটি ছিল সওদার (রা.), অপরটি আয়েশা (রা.)-এর। এখন সেখানে হাফসা (রা.)-এর জন্য নতুন কক্ষ তৈরী হল। আয়েশা (রা.) হাফসাকে পেয়ে আনন্দিত হলেন এবং তাদের মধ্যে একটি গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হল।

ঠিক এসময় ওমরের ভগ্নীপতি এবং হাফসার মামা ওসমান ইবন মাজুনের মৃত্যু হয়। ওসমান এবং তার স্ত্রী খাওলা অত্যন্ত আদর্শবাদী এবং সর্বত্যাগী দম্পতি ছিলেন। ওসমান সর্ব সময় নিজেকে ধর্মকর্মে নিযুক্ত রাখতেন এবং তিনি রাসূলের কাছে গৃহত্যাগী সন্যাসী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। রাসূল তাকে শাসন করে বলেছিলেন, "তুমি কি আমার মধ্যে একটি আদর্শ খুঁজে পাও না? আমি আমার স্ত্রীদের কাছে যাই, আমি আহার্য গ্রহণ করি, আমি রোজা রাখি এবং রোজা ভেঙে ইফতার করি। তুমি প্রতিদিন রোজা রাখ এবং সারারাত জেগে উপাসনা কর। এটা কখনও করবে না। মনে রাখবে, তোমার উপর তোমার চোখের অধিকার আছে, তোমার শরীরের একটি অধিকার আছে এবং তোমার পরিজনদেরও একটি অধিকার আছে। সুতরাং উপাসনা কর এবং নিদ্রার সময় নিদ্রা যাও, রোজার সময় রোজা কর এবং অন্য সময় আহার্য গ্রহণ কর।" রাসূলের একথাগুলো আল্লাহর ওহী অনুসারেই বলা হয়েছে ঃ

"এবং আল্লাহ তোমাকে মাতৃগর্ভ থেকে নির্গত করেছেন যখন তুমি কিছুই জানতে না। কিন্তু তিনি তোমাকে শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন, দৃষ্টি দিয়েছেন এবং মন দিয়েছেন যেন তুমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হতে পার।" (১৬ ঃ ৭৮)

আল্লাহতায়ালা সংসার জীবন যাপনের জন্য মানুষকে কুরআন শরীফে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা আর রুমের ২১ সংখ্যক আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলছেন ঃ

"আল্লাহতায়ালার আশ্চর্য ক্ষমতার মধ্যে এটা একটি যে, তিনি তোমার জন্য তোমার সঙ্গী নির্বাচন করেছেন যেন তুমি তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পার। তোমাদের জন্য তিনি প্রেম এবং মমতা সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্যেই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য ভাববার অনেক বিষয় আছে।"

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলছেন ঃ

"বল তোমরা কি কখনও বিবেচনা করে দেখেছ যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অনন্ত অন্ধকার রাখতে পারতেন এবং তখন অন্য কোন দেবতা কি আলো আনতে পারত? সুতরাং তোমরা কি সত্যের দিকে মুখ ফেরাবে না? বল, তোমরা কি বিবেচনা করে দেখেছে যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত একটি

www.pathagar.com

অনন্ত দিবস রাখতে পারতেন। তখন কি তোমাদের অন্য দেবতা এসে রাত্রি সৃষ্টি করতে পারত? তোমরা কি এরপরও সত্যের মুখোমুখি হবে না?

মহান প্রভু তাঁর অপরিসীম বদান্যতায় রাত্রি এবং দিন সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা বিশ্রাম নিতে পার এবং জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সন্ধান করতে পার। তিনি তোমাদেরকে এ সমস্ত কিছু দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পার।" (২৮ ঃ ৭১-৭৩)

আল্লাহতায়ালার এ সমস্ত উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৎ ও পরিচ্ছন্ন জীবন-যাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। পার্থিব জীবনে সকল সামগ্রী আল্লাহ তায়ালার দান। সুতরাং সেসব দানকে গ্রহণ করা এবং সে জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উপাসনার পবিত্রতার মত। মোহাম্মদ ইবন সাদের 'কেতাব আত-তাবাকাত আল কবীর'-এ রাসূলের একটি উক্তির উল্লেখ আছে যেখানে তিনি বলছেন, "আমাকে সুগন্ধি এবং রমণী ভালবাসরার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং প্রার্থনার মাধ্যমে আমার চোখে শান্তি ও স্নিগ্ধতা দেয়া হয়েছে।"

ওসমানের মৃত্যুর পর তার জানাজার পূর্বে রাসূলে খোদা (সা.) আয়েশা (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে খাওলাকে দেখতে যান। তিনি ওসমান (রা.)-এর কপাল চুম্বন করেন এবং তার চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মানব জীবনের মমতার বন্ধনকে রাসূল (সা.) সম্মান করতেন এবং মমতাকে আল্লাহর নির্দেশিত একটি পবিত্র কর্ম হিসেবে গণ্য করতেন।

তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে সুগন্ধি পছন্দ করতেন এবং কোনরূপ কটুগন্ধ সহ্য করতে পারতেন না। মানুষের মুখে কোনরূপ গন্ধ যাতে না থাকে সেদিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। খাদ্যের কতকগুলো উপকরণে কটুগন্ধ থাকে সেগুলো মানুষের নিঃশ্বাসে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত থাকে। যেমন রাসূন ও পেঁয়াজের গন্ধ। এসব গন্ধ তিনি পছন্দ করতেন না এবং খাদ্যদ্রব্যে এগুলোর ব্যবহার যেন বেশী না হয় এজন্য মানুষকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন। নিঃশ্বাসে রাসূন-পেঁয়াজের গন্ধ নিয়ে তিনি নামাজে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। খাবার গ্রহণ করার পর তিনি দাঁত পরিষ্কার করতেন এবং মুখের মধ্যে পানি নিয়ে ভাল করে কুলি করতেন। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে তাঁর বিশেষ সতর্কতা ছিল। আরব দেশের লোকেরা গিরগিটি খেত। অনেক অঞ্চলের লোকেরা ইঁদুরও খেত। এগুলো খাবার ব্যাপারে তিনি কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন নি, কিন্তু তিনি নিজে কখনও এগুলো খাননি। আরেকটি ব্যাপারে তিনি সজাগ ছিলেন এবং সে ব্যাপারে মুসলমানগণকে সুস্পষ্ট নির্দেশও দিয়ে গেছেন। আল্লাহর নামে জবাই করা না হলে কোন প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ না করা। তিনি সুস্পষ্টভাবে একথা বলেছেন যে, যে প্রাণী আল্লাহর দেয়া তৃণপত্র এবং ঘাস খেয়ে বড় হয়েছে, আল্লাহর দেয়া পানি খেয়ে জীবন রক্ষা করেছে, সেই প্রাণীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ

www.pathagar.com

করার পূর্বে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য।

মদীনায় যে মসজিদটি গড়ে উঠছিল তার দুটি উঁচু স্তম্ভের মাঝখানে একটি অংশ তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন দুর্গতজনদের জন্য, যাদের জীবন ধারণের কোন উপায় ছিল না। এদের বলা হত আহ্‌ল আস্‌সুফফা। তাদের বসবার জন্য একটি পাথরের বেদী সেখানে তৈরী করে দেয়া হয়েছিল। এরা ছিলেন ধর্মভীরু, কঠোর তপস্যাব্রতী এবং সর্বাংশে জীবন রক্ষার জন্য আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল। রাসূলের গৃহ থেকে এদের জন্য খাবার যেত এবং সাহাবীদের অনেকেই এদের প্রতি করুণা পরবশ হয়ে এদের সাহায্য করতেন। এরা কখনও প্রার্থী হিসেবে মানুষের কাছে হাত বাড়াতেন না এবং যে পর্যন্ত না কোন না কোন উপায়ে আহার্য আসছে সে পর্যন্ত তারা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর নাম উচ্চারণে নিমগ্ন থাকতেন। এদের দিকে দৃষ্টি দেবার জন্য রাসূল (সা.) সবাইকে বলতেন ঃ "যদি তোমার কাছে একজনের উপযোগী খাবার থাকে তাহলে দু'জনের জন্য তা যথেষ্ট হবে, যদি দু'জনের উপযোগী খাবার থাকে তবে তা চারজনের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যদি চারজনের খাবার থাকে তবে তা আট জনের জন্যও যথেষ্ট হবে।"

বিবাহের পূর্বে হযরত ফাতিমা (রা.) আহ্‌ল আস্‌সুফফার লোকদের সুবিধার দিকে নজর রাখতেন। কিন্তু বিবাহের পর তাকে নিজের সংসার নির্মাণের দিকে লক্ষ্য দিতে হল। সেখানে তাকে সাহায্য করবার মত কেউ ছিল না। অর্থের সংস্থানের জন্য হযরত আলী (রা.) মশকে করে পানি ভরে বাড়ি বাড়ি দিতেন এবং সেভাবেই কিছু উপার্জন করতেন। গম পিষতে গিয়ে ফাতিমা (রা.)-এর হাতের চামড়া ফেটে যেত। তেমনি পানি বহন করতে গিয়ে আলী ফাতিমা (রা.)ও বুকে ব্যথা পেতেন। রাসূলের কাছে এ খবর পৌঁছে। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "পাথরের বেদীর ওপর যারা কোনও প্রত্যাশার হাত না বাড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে যাচ্ছে তাদের প্রয়োজন সবার চেয়ে বেশী। তাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে আমি আমার পরিজনের কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাব না।

একদিন রাত্রে আলী ও ফাতেমা ফাতিমা (রা.) যখন শয্যায় গিয়েছেন তখন দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনে তারা সচকিত হলেন। রাসূল তাদের অনুমতি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে শয্যার একপাশে বসলেন এবং বললেন, "তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন আমি বুঝি, তোমাদের কাজ কর্মের সহায়তার জন্য একটি দাস বা দাসী তোমাদের জন্য দেয়া যেতে পারে, কিন্তু এর চেয়ে ভাল জিনিস তোমাদের দিতে চাই। তোমরা প্রতিবার নামাজের পর আলহামদুলিল্লাহ্ দশবার বলবে, সোবহানআল্লাহ্ দশবার বলবে এবং আল্লাহু আকবর, দশবার বলবে এবং তোমরা যখন শয্যায় যাবে তখন এগুলো ৩৩ বার করে পড়বে। দেখবে তোমাদের কষ্ট লাঘব হয়েছে।"

যদিও ফাতিমার বাসগৃহ মসজিদ থেকে দূরে ছিল না কিন্তু কন্যাকে আরও নিকটে পেলে রাসূল (সা.) অধিকতর সন্তুষ্ট হবেন এই ভেবে খাজরাজ গোত্রের হারিসা সবিনয়ে

www.pathagar.com

রাসূলকে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি শুনেছি যে আপনি আপনার কন্যা ফাতেমাকে আপনার বাসগৃহের খুব নিকটে পেতে চান। আমার গৃহটি অন্যান্য গৃহের চাইতে আপনার গৃহের অধিকতর নিকটে। আমি এই গৃহটি আপনাকে দিতে চাই এবং গৃহের মধ্যে যা কিছু আছে সবই। আমি কৃতার্থ হব যদি এ গৃহটি আপনি গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) হারিসাকে দোআ করলেন এবং তার উপঢৌকন গ্রহণ করে কন্যা ফাতিমা এবং আলী ফাতিমা (রা.)কে সেই গৃহে বাস করবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

মদীনায় তিনি যে আদর্শ জীবন আরম্ভ করেন সে আদর্শ জীবনে সংসার রক্ষণাবেক্ষণ ছিল, স্বজনদের পরিচর্যা ছিল, মুসলমানদের একটি বিশ্বাসের বৃত্তে সংঘবদ্ধ করার ব্যবস্থা ছিল, রাজনৈতিক কৌশল জ্ঞান ছিল এবং সর্বোপরি আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছিল। এভাবে তিনি যে আদর্শ জীবনের রূপরেখা দিয়ে গেছেন তা আজও অমলিন এবং আজও একজন যথার্থ মানবের মহত্ত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

বদরের যুদ্ধের পর ক্রমশ লোহিত সাগরের নিকটবর্তী জোহাইনাহ গোত্র এবং আরও কয়েকটি গোত্র মদীনার সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হল। এর ফলে সিরিয়ার পথে মক্কার বাণিজ্য ব্যবস্থা ব্যাহত হল। মুসলমানগণ চেষ্টা করতে লাগলেন কুরাইশদের আর কয়েকটি বাণিজ্যপথ বন্ধ করতে। এদিকে কুরাইশগণ আরবের সুলাইম এবং ঘতফানগোত্রের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হল যে, তারা তাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব পথ ধরে ইরাকের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবস্থা স্থাপন করবে।

এ দুটি গোত্রের লোকেরা কুরাইশদের পক্ষ থেকে মদীনার প্রান্তিক অঞ্চলগুলো আক্রমন করতে পারে এই আশঙ্কায় মদীনাবাসীরা সব সময় সতর্ক ছিল। একবার এরা দলবল নিয়ে নজদের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে গোপনে অবস্থান নিল। রাসূল (সা.) এই সংবাদ শুনে কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে গোপনে পার্বত্য অঞ্চলের নিকটে এলেন। এসময় হঠাৎ খুব বৃষ্টি নামল। তাঁর গায়ের জামা ভিজে গেল। তিনি একটি গাছের ডালে ভেজা জামা দুটি শুকোতে দিয়ে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। হঠাৎ তিনি একটি শব্দে জেগে উঠে দেখেন উন্মুক্ত তরবারি হস্তে একটি লোক তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আজকের এই দিনে আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?" রাসূল (সা.) পরম নির্ভাবনায় শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, "আল্লাহ"।

হঠাৎ লোকটির হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ল। রাসূল (সা.) তখন তলোয়ার হাতে তুলে নিয়ে আক্রমণে উদ্যত লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখন তোমাকে আমার কাছ থেকে কে রক্ষা করবে?"

লোকটি বলল, "আমাকে সাহায্য করবার কেউ নেই। তবে আমি এই মুহূর্তে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত পুরুষ।" রাসূল (সা.) তখন তার তরবারি তাকেই ফিরিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

বনি নাজির গোত্রের একজন কবির কথা আগেই বলেছি, তার নাম ছিল কাব। লোকটি কবিতা লিখে কুরাইশগণকে বদরের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করত। এতে কাব-এর কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। কেননা মুসলমানদের কেউ তার কোন ক্ষতি সাধন করেনি। কিন্তু কাব মুসলমানদের বিরুদ্ধে গাথা গেয়ে এবং রাসূল ও তার সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে কুৎসিৎ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করে আনন্দ পেত।

আরব দেশে কবিতার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। কাব-এর অশ্লীল ব্যঙ্গ কবিতাগুলো কুরাইশদের মুখে মুখে ফিরত। কবিতা কখনও উদ্দীপনামূলক হয়, আবার কখনও অপরাধমূলক হয়। পাপকে মূল্য দিয়ে কাব তার ব্যঙ্গ কবিতায় এমন একটি কুৎসিৎ বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছিল যে, মুসলমানগণ প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হল। রাসূলে খোদা আল্লাহর কাছে আবেদন জানালেন, "হে মহান প্রভু, আপনি যে পদ্ধতিতে পারুন আল আশরাফের পুত্রের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কেননা সে পাপ এবং অমঙ্গলের জন্ম দিচ্ছে এবং সে তার কবিতার সাহায্যে আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অপমান করছে।"

মুসলমানগণ কাবকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এজন্য আবু নাইলাহকে নিযুক্ত করে। নাইলাহ কাবের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে এবং একদিন সুযোগ পেয়ে তাকে গৃহের বাইরে এনে মুসলমানদের হাতে ধরিয়ে দেয়। মুসলমানগণ আল্লাহর শত্রুকে হত্যা কর বলে কাবকে হত্যা করে। তখন বনি নাজির গোত্রের ইহুদীরা ভীত হয়ে রাসূলের কাছে আসে এবং অভিযোগ করে যে, কোন কারণ ছাড়াই কাবকে হত্যা করা হয়েছে। রাসূল (সা.) তখন তাদেরকে বললেন, "যদি কাব অন্যান্য ভিন্ন মতাবলম্বীদের মত নিজের মত থাকত তাহলে নিশ্চয়ই সে মুসলমানদের হাতে নিহত হত না। সে তার কবিতার দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করেছে এবং ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছে।" তিনি তখন বনি নাজিরের লোকজনকে নতুন চুক্তিতে আসতে বললেন।

মক্কার কুরাইশগণ লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে যে বাণিজ্য পথ ছিল সে বাণিজ্য পথ মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে হারিয়ে ফেলে তখন তারা নাজদ উপত্যকা দিয়ে ইরাকে যাবার ব্যবস্থা করে। এ পথ অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল এবং শুষ্ক ও উষর মরুভূমি দিয়ে অধিকাংশ সময় যাত্রা করতে হত। সে জন্য এ পথের যাত্রায় পানির মশকবাহী উট সঙ্গে নিতে হত। কোরাইশগণ সাফাওয়ানের নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য বহর ইরাকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই বাণিজ্য বহরে প্রচুর রৌপ্য খন্ড ছিল এবং এক'শ হাজার দিরহাম মূল্যের রৌপ্য সামগ্রী ছিল। মদীনার মুসলমানগণ গোপনে এই খবর পায়। তখন রাসূলে খোদা যায়েদের নেতৃত্বে এক'শ জন অশ্বারোহী পাঠালেন কুরাইশদের মুখোমুখি হবার জন্য। কারাদাহ নামক স্থানে যায়েদ অতর্কিতে হামলা চালিয়ে কুরাইশগণকে পরাভূত করেন। কুরাইশগণ বাণিজ্য সামগ্রী ফেলে দিয়ে পলায়ন করে। বিজয়ী যায়েদ কুরাইশগণের বাণিজ্য সম্ভার এবং উট হস্তগত করে মদীনায় নিয়ে আসেন। যায়েদের হাতে কুরাইশদের কয়েকজন

www.pathagar.com

বন্দীও হয়।

কারাদাহ-এর বিপর্যয় কুরাইশগণকে অসম্ভব বিক্ষুব্ধ করে। তারা দ্রুত মদীনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তখন ছিল ৬২৫ খৃষ্টাব্দ। পবিত্র রজব মাস সবে অতিক্রান্ত হয়েছে এবং তার পরের রমজান মাসে ফাতিমা (রা,)-এর একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। রাসূলে খোদা তার নাম রাখলেন আল হাসান, অর্থাৎ সুন্দর। এরপর বদরের বর্ষপূর্তির সময় যখন হয়ে এল তখন পিতৃব্য আব্বাসের কাছ থেকে তিনি একটি পত্র পেলেন। আব্বাস লিখেছেন যে, তিন হাজারের একটি সাঁজোয়া বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য রওয়ানা দিচ্ছে। এর মধ্যে আবার ২'শ অশ্বারোহী বাহিনীও আছে। মানুষ যতগুলো ছিল, উটও ছিল ততগুলো। কোরেশগণের সঙ্গে সৈনিকগণকে উৎসাহ দেবার জন্য 'হাঁওদা'র পিঠে মহিলারাও ছিল। আবু সুফিয়ান ছিল এদের সৈন্যাধ্যক্ষ। তার সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী হিন্দা এবং অন্য একজন স্ত্রী। সাফাওয়ানও তার দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। মুতীমের পুত্র যুবায়ের মক্কায় রয়ে গেল। কিন্তু সে ওয়াহশিহ নামক তার এক আবিসিনীয় দাসকে যুদ্ধে প্রেরণ করল। ওয়াহশিহ অত্যন্ত দক্ষ বল্লম নিক্ষেপকারী ছিল। যুবায়ের ওয়াশিহকে বলল, "যদি তুমি মুহম্মদের পিতৃব্য হামযাকে হত্যা করতে পার তাহলে আমি তোমাকে স্বাধীন করে দেব।"

মদীনার আনসার ও মোহাজিরগণ হিসেব করে দেখলেন যে, কুরাইশগণের মদীনার নিকটবর্তী হতে আরও এক সপ্তাহ লাগবে। এক সপ্তাহের মধ্যে মদীনার বাইরে যে সব মুসলমানরা অবস্থান করছিল তাদেরকে তাদের গৃহপালিত জন্তুসহ মদীনার বেষ্টনীর মধ্যে নিয়ে আসা হল। আক্রমণকারীরা লোহিত সাগরের তীর দিয়ে ঘুরে এসে মদীনা থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে ওহুদ পর্বতের পাদদেশে ছাউনী ফেলল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে কয়েকজন লোক গিয়ে খবর নিয়ে এল যে, আব্বাস যে খবর দিয়েছেন তা সত্য। কুরাইশদের সঙ্গে সাকিক গোত্রের প্রায় একশ লোক এবং কিনানাহ এবং অন্যান্য গোত্রের বেশ কিছু লোক ছিল। এদিকে রাসূলে খোদা মদীনার অভ্যন্তর থেকে মদীনাকে সুরক্ষিত রাখলেন। রাত্রিবেলা রাসূলের গৃহ পাহারা দিল আউস এবং খাজরাজ গোত্রের দু'জন লোক। তাদের সঙ্গে অবশ্য আরও কিছু প্রহরী ছিল।

পরের দিন সকালে রাসূল যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে সকলের অভিমত জানতে চাইলেন। তিনি প্রথম ভেবেছিলেন যে, তিনি মদীনার অভ্যন্তর থেকে কুরাইশ বাহিনীকে বাঁধা দেবেন। কিন্তু তবু সকলের অভিমত জানতে চাইলেন। ইবন উবাই বললেন, "আমাদের এই শহরে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ প্রবেশ করতে পারেনি এবং যখনই আমরা মদীনার বাইরে যুদ্ধ করতে গিয়েছি তখনই আমাদের ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কোনদিনই মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শত্রুরা বিজয়ী হতে পারেনি। সুতরাং হে আল্লাহর রাসূল, কুরাইশগণ মদীনার বাইরেই থাকুক এবং আমরা মদীনার অভ্যন্তরেই থাকব। যদি তারা বেস্টনী ভেঙে মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে আমরা তাদের সমুচিত শিক্ষা দেব।"

www.pathagar.com

ইবন উবাইর এই অভিমত অপেক্ষাকৃত তরুণদের মনঃপুত্র হল না। তারা বলল, "হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে সাহায্য করুন। তা নাহলে কুরাইশরা ভাববে আমরা তাদের ভয়ে মদীনার বাইরে যাচ্ছি না।"

সমবেত সবাই প্রায় মদীনা থেকে নির্গত হয়ে আক্রমণের পক্ষে মত দিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল বদরের যুদ্ধে মাত্র তিন'শ লোক নিয়ে মুসলামনগণ বিজয়ী হয়েছিল। এখন তো মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী। মালিক ইবন সিনান নামক একজন আনসার বললেন, "আমাদের সামনে দুটি সৌভাগ্য আছে, হয় আল্লাহ শত্রুদের উপর আমাদের বিজয় দেবেন, অথবা আমরা শহীদ হব। উভয় ক্ষেত্রেই মুসলমানদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।" রাসূলে খোদা বুঝতে পারলেন যে, অধিকাংশ লোকই মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুকে মোকাবেলা করার পক্ষপাতী।

সেদিন ছিল শুক্রবার। রাসূলে খোদা নামাজের পূর্বে খুতবার ভাষণে বললেন যে, "এবারকার যুদ্ধ হচ্ছে পবিত্র যুদ্ধ অর্থাৎ জিহাদ। এই যুদ্ধে সকল মুসলমানকে একত্রিত হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।"

নামাজের শেষে তিনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের জন্য শহরের বাইরে এলেন। ইবন উবাই কিন্তু তার দলসহ যুদ্ধে যোগ দিল না। সে তার তিনশ সৈন্যের একটি দলসহ এই বলে ফিরে গেল যে, "রাসূলুল্লাহ আমার অভিমত গ্রহণ করেননি, সুতরাং এ যুদ্ধে যোগ দিতে আমি বাধ্য নই।"

উবাইয়ের লোকজন ফিরে গেলে দেখা গেল যে, রাসূলের সঙ্গে আছে মাত্র সাত'শ সৈন্য। তাদের মাত্র একশ জন ছিল লৌহবর্ম পরিহিত। রাসূলে খোদাও বর্ম পরিহিত ছিলেন।

সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে, যখন মুসলমানরা মদীনা এবং ওহুদের মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হলেন। হযরত বেলাল (রা.) আসরের নামাজের জন্য আজান দিলেন এবং নামাজের শেষে রাসূল (সা.) তার সেনাবাহিনীর তদারক করলেন। তদারকের সময় তাঁর চোখে পড়ল যে, আটজন বালক যুদ্ধে আগ্রহী হয়ে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে যায়েদের পুত্র উসামা ছিল এবং উমরের পুত্র আবদুল্লাহ ছিল। এরা উভয়ই ছিল তের বছর বয়স্ক। রাসূলে খোদা তাদের দু'জনকে ছয়জন সঙ্গীসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে বললেন। কিন্তু পনের বছর বয়স্ক রাফি এবং একই বয়সের সমূরা জানান যে, তারা উভয়ই অত্যন্ত দক্ষ তীরন্দাজ।

একজন আনসার এদের উভয়কে তাদের দক্ষতার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণের পক্ষে মত দিলেন। তখন রাসূলে খোদা এদের দু'জনকে যুদ্ধ যোগ দিতে অনুমতি দিলেন।

পরের দিন সকাল বেলা রাসূল (সা.) তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হবেন বলে সিদ্ধান্ত হল। ইবন উবাই রাসূলের অনুমতি না নিয়েই মুসলমান বাহিনী ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু ইবন উবাই-এর পুত্র মুসলমানদের সঙ্গে থেকে যায়।

www.pathagar.com

আকাশ তখন অন্ধকার এবং এই অন্ধকারের মধ্যেই মুসলমানদের বাহিনী দক্ষিণ দিকে একটি আগ্নেয়গিরিময় উপত্যকা অতিক্রম করে ওহুদের গিরি সংকটের নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা অদূরে কুরাইশ বাহিন্নীর তাঁবু দেখলেন। তখন ফজরের নামাজের সময় হয়েছে। হযরত বেলাল (রা.) আজান দিলেন এবং রাসূল (সা.) নামাজের ইমামতি করলেন।

ওহুদের গিরিবর্তে পৌঁছাবার আগে রাসূলে খোদা একটি তরবারি হাতে নিয়ে উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে এই তরবারি গ্রহণ করবে এবং সে সঙ্গে তরবারির অধিকার লাভ করবে।"

হযরত আলী, উমর এবং যুবাইর (রা.) এঁরা প্রত্যেকেই তরবারিটি গ্রহণ করতে চাইলেন, কিন্তু রাসূল তাদের কাউকেই তরবারিটি দিতে চাইলেন না।

তখন আরবের প্রখ্যাত বীর দুজানা জিজ্ঞেস করলেন, "হে মহান আল্লাহর রাসূল, এই তরবারির অধিকারটি কি?" রাসূল উত্তর করলেন, "এই তরবারির অধিকার হচ্ছে এর সাহায্যে শত্রুর উপর আঘাতের পর আঘাত হানা, যে পর্যন্ত না এটি বাঁকা হয়ে যায়।"

আবু দুজানা উত্তরে বললেন, "আমি তরবারির অধিকার সহ এটিকে গ্রহণ করব।" রাসূল তখন তার হাতে তরবারি দিলেন। দুজানা তার লৌহ শিরস্ত্রাণের চার পাশে লাল পাগড়ি বেঁধে নিলেন। শত্রুদের মধ্যে এই পাগড়িটি মৃত্যুর পাগড়ি বলে পরিচিত ছিল।

রাসূল যাদেরকে তীক্ষ্ণ তীরন্দাজ হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন তারা হলেন, যায়েদ, সাদ, সাঈদ এবং আরও কয়েকজন। এদের নেতৃত্ব দেয়া হল আবদুল্লাহ ইবন যোবাইরকে। তিনি তাকে বললেন, "তোমরা তোমাদের তীরের সাহায্যে শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখবে। সর্বদা সতর্ক থাকবে শত্রু যেন আমাদের পশ্চাদ থেকে আক্রমণ না করে। যুদ্ধের ফল স্বপক্ষে যাক অথবা বিপক্ষে যাক তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকবে। যদি কাউকে মালামাল লুণ্ঠন করতে দেখ, সেই মালামাল লুণ্ঠনের অংশভাগী হতে যেও না। যদি দেখ আমাদের লোকেরা নিহত হচ্ছে তবুও তোমাদের স্থান ত্যাগ করে আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে না।"

বদরের পথে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে হান্যালাহ রাসূলের কাছে আবেদন করেছিল যে, সে পরের দিন এসেই যুদ্ধে যোগ দেবে। কেননা সে রাতে ইবন উবাই-এর কন্যা জামিসার সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা। রাসূল তাকে বিবাহ করতে অনুমতি দিলেন। বিবাহের রাত্রে, রাত্রি শেষের দিকে জামিলা স্বপ্ন দেখল যে, তার স্বামী বেহেশতের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন বেহেশতের একটি দরজা খুলে গেল এবং সে তার ভিতরে প্রবেশ করল। ঘুম ভেঙে জামিলা বুঝতে পারল যে তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হবে। সুতরাং সে তার স্বামীকে আটকে রাখতে চাইল। কিন্তু হানজালাহ নিজে জোর করে জামিলার বাহুবন্ধন ছিন্ন করে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা দিল এবং অচিরেই সে রাসূলের

www.pathagar.com

নিকট গিয়ে উপস্থিত হল।

বদরের যুদ্ধে মদীনায় শান্তি ও সংহতির যে প্রক্রিয়া মহানবী আরম্ভ করেছিলেন সে প্রক্রিয়ার পক্ষে বাধা ছিল ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং কিছু সংখ্যক মোনাফেকের ষড়যন্ত্র। কিন্তু এতে তিনি হতোদ্যম হননি অথবা নিজেকে কখনও বিপদগ্রস্তবোধ করেন নি। তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার সাহায্যে, গভীর বিবেচনার সাহায্যে এবং সুদৃঢ় মনোবলের সাহায্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। এই জটিল সময়ের মধ্যে তিনি সংসারের দিকে মনোনিবেশ করেছেন, আপন পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। সামাজিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্বাসীগণের জীবন-যাপন সুশৃঙ্খল করবার চেষ্টা করেছেন এবং অপরিসীম মমতা ও আশ্রয়ের মধ্যে শিশু এবং কিশোরদের টেনে এনেছেন। তিনি সব সময় লক্ষ্য করেছেন যেন মানুষ তার বিবিধ কর্ম সাধনের জন্য বিশেষ কিছু বিধিবদ্ধতা মান্য করে। ইসলামের অনুশাসন যেমন ধর্ম ও আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল তেমনি সাংসারিক এবং সামাজিক কর্ম ব্যবস্থাপনায়ও তিনি সুশৃঙ্খলা আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখনকার দিনে রাজনৈতিক বিরোধের ক্ষেত্রে বিরোধ মীমাংসার জন্য এমন কোন বিধান ছিল না যা সুস্পষ্টভাবে মনুষ্য জাতির কল্যাণের জন্য বিধিবদ্ধ। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব সংস্থাগুলো যে সমস্ত নীতি-নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছে তার সবগুলোরই সূত্রপাত ঘটেছিল রাসূলে খোদার মদীনার জীবনে। শান্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া এবং চুক্তির অনুশাসনগুলো মেনে চলা মহানবীই প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন, সংগ্রামের সময় এবং শান্তির সময় শত্রুর প্রতি কি রকমের আচরণ করতে হবে তারও নির্দশন তিনি দেখিয়েছেন। বন্দীদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করতে হবে তার যে সমস্ত দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা আজকের পৃথিবীর গর্বিত শক্তিগুলোকেও লজ্জা দেবে। রাসূলের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল সত্য ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানব-হিতৈষণা। অনুদারতা এবং অসৌজন্যের একটি বিকল মুহূর্তে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি উদারতা, সহনশীলতা এবং মমতার সাহায্যে মানুষের জন্য সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন জীবন নির্মাণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে রাসূল জীবনী

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

রাসুল (সা.)-এর উপর বাংলায় লেখা জীবনী গ্রন্থের কথা উঠলেই প্রথমে মোহাম্মদ আকরম খাঁ রচিত "মোস্তফা চরিত" ও পরে গোলাম মোস্তফা রচিত 'বিশ্বনবী'র উল্লেখ করতে হবে। অবশ্য এই সঙ্গে বর্তমানে আবদুল খালেক রচিত "সাইয়েদুল মুরসালীন (১ম ও ২য় খন্ড)"-এর নামটিও এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। আমি এই সঙ্গে আর একটি গ্রন্থের কথা সংযুক্ত করতে চাই। সেটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত মোবিনুদ্দীন আহমদ জাঁহাগীর নগরী লিখিত 'নবীশ্রেষ্ঠ'। প্রকৃতপক্ষে বইটি মেফাতহুল ফোরকান বা কোরআন তত্ত্ব নামক গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড। যেটি নবী করীম মোহাম্মদ মোস্তফা রাসূল (সা.)-এর জীবন-সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা। নামটি প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত। তবে ভিন্নভাবে প্রকাশিত মূল গ্রন্থের এই ৩য় খন্ডটি যে গবেষণার আলোকে নবী জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা তাতে সন্দেহ নেই। সে জন্যে গ্রন্থটির নামকরণ সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে এমন এক সময় ছিল যখন নবী সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন উঠলে তার উত্তর দান সহজ হত না। আল্ কুরআনুল করীম যদিও নবী জীবনীর একটি প্রধান অংশ কিন্তু তার মুখস্ত করা ক্বারী মিললেও তার আরবী ভাষার প্রাচীর ডিঙিয়ে তার বক্তব্য ও বাণীকে জানা সহজ ছিলো না। একই অবস্থা ছিল হাদীস সম্পর্কেও, যা মূলতঃ রাসূল (সা.)-এর জীবনী। শেখ আবদুর রহিম ও আরও কয়েকজন মুসলিম মনীষী এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন। শেখ আবদুর রহিমই প্রথম রাসূল (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ বিশাল জীবনী বাঙালী পাঠকের সামনে নিয়ে আসেন। ১৮৮৭-তে প্রকাশিত তাঁর "হযরত মোহাম্মদ (সা.) জীবন চরিত ও ধর্মনীতি" ঐতিহাসিক বর্ণনায় লেখা ধারানুক্রমিক রাসূল (সা.) এর প্রথম বাংলা ভাষায় রচিত জীবনী।

বাঙালী রাসূল (সা.) এর জীবনীর সঙ্গে অপরিচিত ছিল না। শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মাওলানা মৌলবীদের ওয়াজ নসিহত এবং পুঁথি রচয়িতাদের পদ্য মারফত মুসলমান মাত্রই সেই পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে শুদ্ধ-অশুদ্ধ ভাবে কিছু জ্ঞান রাখে। কিন্তু এই মহাজীবনের বিপুল কীর্তির সামান্য অংশই তাদের ধারনায় আসত। অথচ এই জীবন পর্যালোচনা ছাড়া

www.pathagar.com

ইসলামকে পূর্ণভাবে জানা সম্ভব ছিল না। বাঙালী মুসলমানদের পক্ষে সবার The Prophet of the desert সুরের Life of Mohammad ওয়াশিংটন আরভিং-এর Life of Mohammad মারগোলিয়াথের Mohammad প্রভৃতি বিদেশীদের লেখা রাসূল (সা.)-এর জীবনী পড়ার সৌভাগ্য তাদের হয়নি। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে ১৮৭১-এ লন্ডন থেকে প্রকাশিত স্যার সৈয়দ আহমদের Essays on the life of Mohammad, লণ্ডন থেকে ১৮৭৩-এ প্রকাশিত সৈয়দ আমীর আলীর Life of Mohammad, কলকাতা থেকে প্রকাশিত মীর্জা আবুল ফজলের Life of Mohammad ১৯১৬-এ পাতিয়ালা থেকে প্রকাশিত আবদুল হাকিম খানের The prophet and Islam ১৯২৪-এ লাহোর থেকে মাওলানা মোহাম্মদ আলীর Mohammad the prophet এবং ১৯২৫-এ প্রকাশিত খাজা কামাল উদ্দীনের The Ideal Prophet।

আকরম খাঁর মোস্তফা চরিত প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩২ই-এ। আর গোলাম মোস্তফার বিশ্বনবী প্রকাশিত হয় ১৯৪২-এ। অতএব বাংলা ভাষায় গদ্যে লেখা ইতিহাস ভিত্তিক রাসূল (সা.)-এর জীবনী লেখার কৃতিত্ব শেখ আবদুর রহীমের। অবশ্য রাসূল (সা.)-এর জীবনী এখন আর বাংলা ভাষায় তেমন দুর্লভ নয়। বাংলা ভাষায় আল্লামা শিব্‌লী নু'মানীর সীরাতুন্নবী এখন অনূদিত বাংলা ভাষায় সুলভ। সেটা মরহুম শিব্‌লী নুমানীর ইন্তিকালের পর আল্লামা সোলায়মান নদ্‌ভী সম্পাদনা করেছিলেন এবং যার টিকা সংযোজন করে একে সমৃদ্ধ করেছেন মাওলানা মোহাম্মদ আভীছ সাহেব নেগরামী নদভী। উল্লেখ্য যেসব জীবনীর উপর ভিত্তি করে মাওলানা শিব্‌লী নুমানীর সীরাতুন্নবী লিখিত সেই সব মূল আরবী গ্রন্থগুলোও এখন বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে বা হতে চলেছে।

রাসূল (সা.)-এর জীবনীর প্রাথমিক উৎস ওয়াকেদীর সংকলিত সীরাত, দ্বিতীয় পর্যায়ের সীরাতকার ইব্‌নে ইসহাক, তৃতীয় পর্যায়ের সীরাতকার ইবনে সায়াদ, তাবারী এবং ইব্‌নে হিশাম। উল্লেখ্য রাসূল (সা.)-এর জীবনী রচনায় মুসলিম ঐতিহাসিকরা অসাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। সেই জন্যে সম্ভবত রাসূল (সা.)-এর জীবনী যত বিশুদ্ধভাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে অন্য কোন ধর্মস্রষ্টা, ধর্মপ্রচারক বা পয়গাম্বরদের জীবনী তেমনভাবে লিখিত বা প্রচারিত বা প্রকাশিত হতে পারে নি। আল্ কুরআনুল করীমের পরে আল্ হাদীসই রাসূল (সা.)-এর জীবনীর মূল উৎস। সেই হাদীসকেও বিনা সমীক্ষা, পর্যালোচনা ও তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা না করে গৃহীত হয়নি। রাসূল (সা.)-এর জীবনী রচনায় মনীষাপ্রসূত যুক্তি ও প্রজ্ঞার (দেরায়েত) সাহায্যকে অপরিহার্য মনে করা হয়েছে। সীরাতুন্নবীতে যে ধরনের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় তার একটা তালিকা দেয়া হয়েছে। যেমনঃ ১. যে বর্ণনা আকল বা জ্ঞানের বিপরীত; ২. যে বর্ণনা প্রকাশ্য উপকরণাদি ও সাধারণ অনুভূতির বিপরীত; ৩. যে বর্ণনা কুরআন শরীফ ও হাদীসে মুতাওয়াতের বিপরীত ৪. যে বর্ণনায় সামান্য অপরাধের জন্য নির্মম ও কঠিন আযাবের কথা বলা

www.pathagar.com

হয়েছে; ৫. যে বর্ণনায় মামুলী কাজের বিনিময়ে বিরাট পুরস্কারের অঙ্গীকার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সেই সব বর্ণনা বর্জন করার চেষ্টা করা হয়েছে– ৬. যা অর্থবিভ্রম ঘটায়; ৭. যা বর্ণনাকারী ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে পাওয়া যায় নি; ৮. এমন একক বর্ণনাকারীর বর্ণনা যে সম্বন্ধে অনেকেরই জানার কথা অথচ কেউ এ বিষয়ে কিছু বলে নি; ৯. এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একক বর্ণনা যা প্রকৃত ঘটে থাকলে অনেকেরই জানার কথা ছিল।

'সীরাতুন্নবী' থেকে আরও জানা যায়–

"মোল্লা আলী ক্বারী স্বীয় 'মউজ আলুল কবীর' গ্রন্থের শেষাংশে যুক্তির নিরিখে যে সকল হাদীস অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত হবে তার একটা পূর্ণাঙ্গ তথ্য তুলে ধরেছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ১. এমন কিছু উদ্ভট কথা যা রাসুলে পাক (সা.)-এর জবান মোবারক হতে কখনো প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়, অথচ তা বর্ণনাকারী কোন না কোন সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন ২. যে সকল বর্ণনা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের খেলাপ বা মূলানুগ নয়; ৩. যে সকল বর্ণনা আম্বিয়াগণের বাক্যলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; ৪. যে বর্ণনায় ভবিষ্যৎ বর্ণনার দিন তারিখ বর্ণিত হয়েছে; ৫. যে সকল বর্ণনায় ভুল হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই; ৬. যে সকল বর্ণনা আল্ কুরআনের খেলাফ; ৭. যে সকল বর্ণনা চিকিৎসকদের বর্ণনার অনুরূপ।"

বলা বাহুল্য, আকরম খাঁ তাঁর 'মোস্তফা চরিত' রচনায় সহি ও জয়িফ হাদীস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং অতি বিচক্ষণ সত্যানুসন্ধানী গবেষকদের দুর্বল হাদীসের ভুল তথ্য উপস্থাপন করে তিনি প্রমাণ করেছেন প্রচলিত হাদীসের সব কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। এই সত্য তথ্য সন্ধান করতে গিয়ে নিঃসন্দেহে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। তিনি যে লিখেছেন 'মোস্তফা চরিত' এ অধমের বহু দিনের সাধনা ও দীর্ঘকালের আকাঙ্খার ফল একথা এক বিন্দু মিথ্যা নয়। এই বহু দিনের সাধনা ও পরিশ্রমের কারণের কথাও তিনি মোস্তফা চরিত-এর নিবেদন-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন –

"অতিভক্ত ও অসতর্ক মুছলমান লেখকগণ রাশিরাশি ভিত্তিহীন ও আজগুবী গল্প-গুজবের দ্বারা মোস্তফা চরিতের প্রকৃত ও পবিত্র আদর্শের বিমল জ্যোতিঃ অজ্ঞাতসারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন, অন্যদিকে ইউরোপের এছলাম-বিদ্বেষীগণ প্রধানতঃ ঐ সমস্ত গল্পগুজব অবলম্বন করিয়া হযরতের পূতঃ পবিত্র জীবনকে কলঙ্ক কালিমালিপ্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় শ্রেণীর লেখকগণের বর্ণনার ভিত্তিহীনতা প্রদর্শন করিয়া অকাট্য যুক্তিতর্ক সমন্বিত মীমাংসায় পৌছিবার জন্যই আমাকে অতবড় বিরাট ভূমিকা লিখিতে হইয়াছে।"

বাস্তবিকই প্রায় ন'শ' পৃষ্ঠায় মোস্তফা চরিত-এর প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ নবী করিম (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কিত আলোচনার বিতর্কিকা। ২২৩ পৃষ্ঠা জুড়ে তিনি যে রাসূল চরিতের মহিমা প্রদর্শনের পটভূমি রচনা করে তাঁর সমীক্ষাধর্মী মনীসার পরিচয় দিয়েছেন,

www.pathagar.com

জীবনী রচনায় তা তুলনা রহিত। এ শুধু হাদীসের সত্যাসত্য নিরূপণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই সমগ্র ইসলামের আবির্ভাবের কারণের মধ্যে এই সমীক্ষা নিপুণ শিল্পীর সৃষ্ট পোর্ট্রেটের বা ল্যাণ্ডস্কেপের সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনায় আকরম খাঁ যে মেধা, পরিশ্রম ও মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তা অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফল। নিবেদনাংশে তিনি যে বলেছেন– "এই অসাধ্য সাধন করিতে আমাকে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিরাম নিভৃত সাধনায় সমাহিত থাকিতে হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমাকে ইতিহাস, জীবনী, তফসির, হাদীস ও তাহার ভাষ্য প্রভৃতি হযরতের জীবনী সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ গ্রন্থ অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতে হইয়াছে" তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। কৌতুকের ব্যাপার এই, আকরম খাঁর এই অতি সাধনা ও অধ্যবসায়ের অপরূপ ফল সাইয়েদুল মুরসালীনের লেখক জনাব আবদুল খালেক সাহেবকে আনন্দ দিতে পারে নি। তিনি এর সমালোচনা করেছেন 'জড়বাদের অন্ধকারে' আবর্তিত লেখক হিসাবে। তিনি সাইয়েদুল মুরসালীন-এর ভূমিকায় লিখছেন–

"বর্তমান যুগের কতিপয় লেখকও জড়বাদের অন্ধকারে হাতড়াইয়া ফিরিতেছেন। মুহাম্মদ আলী কাদিয়ানী, স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ, শিবলী নোমানী, জনাব আকরম খাঁ সাহেব প্রভৃতিও তাঁহাদেরই মধ্যে। মুহাম্মদ আলীর ভ্রম স্পষ্ট। স্যার সৈয়দ আহমদের ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তফসীরে হাক্কানীর ভিতর, জনাব আকরম খাঁ সাহেবের ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে মরহুম মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের সুন্নাহ আল জামায়াত নামক পত্রিকার ভিতর।"

মোট কথা, আবদুল খালেক সাহেব আকরম খাঁর বিশ্বস্ততাকে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণের তলোয়ার দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর গ্রন্থের উপক্রমণিকায় রাসূল (সা.)-এর সমকালীন বিশ্বের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা মোস্তফা চরিত্র-এর উপক্রমণিকা ও তার আঙ্গিকের কিছুটা দুর্বল অনুসৃতি বা অনুকৃতি। নিঃসন্দেহে সাইয়েদুল মুরসালীনও বাংলা ভাষায় লিখিত অত্যন্ত তথ্যবহুল রাসূল জীবনী। এবং তার পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা ভিন্ন ও ব্যতিক্রমধর্মী। সেখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সংগ্রামী ও শুদ্ধ জীবনকে সিঁড়ির মত পরস্পরাক্রমে সাজিয়ে রণবিশারদ ও রাষ্ট্রবিশারদ, রাসূলুল্লাহর একটি মহৎ ভিন্ন স্বরূপকে উজ্জ্বল দীপ্তিতে মহিমান্বিত করা হয়েছে এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনায় সূক্ষ্ম দর্শিতার পরিচয় দেয়া হয়েছে। কিন্তু মোস্তফা চরিত-এর লেখককে তিনি যেভাবে আঘাত করেছেন সেটা দৃষ্টিকটুর পর্যায়ে চলে গেছে। স্যার সৈয়দ আহমদ বোধ হয় তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে নির্বাসিত হয়েছেন।

মজার ব্যাপার হল, গোলাম মোস্তফা বিশ্বনবী লিখতে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি। তিনি তাঁর গ্রন্থের 'আরজ'-এ লিখেছেন –

"হজরতের জীবনী সংক্রান্ত আরবী উর্দু-ইংরাজী-বাংলা বহু গ্রন্থই দেখিবার সৌভাগ্য

www.pathagar.com

হইয়াছে; কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটা বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইয়াছি। অনুভূতির আবেদন খুব কম গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে অধিকাংশ লেখকই হজরতের জীবনের সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মহাপুরুষদের জীবন শুধু ঘটনার ফিরিস্তি নহে; শুধু যুক্তিতর্কের কন্টক শয্যাত নহে; সে একটা ভক্তি শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও অনুভবের বস্তু। তাহাকে বুঝিতে হইলে একদিকে যেমন চাই সত্যের আলোক ও বিজ্ঞানের বিচার বুদ্ধি, অপর দিকে ঠিক তেমনি চাই ভক্তের দরদ, কবির সৌন্দর্যানুভূতি, দার্শনিকের অর্ন্তদৃষ্টি, আর চাই প্রেমিকের প্রেম। আশেকে রাসূল না হইলে সত্যকার রাসূলকে দেখা যায় না।

এখানে বলা আবশ্যক 'মোস্তফা চরিত'-এর লেখক 'সিরাতুন্নবী' লেখক বা Essays on Mohammad and Islam-এর লেখক রাসূল প্রেমের প্রতিযোগিতায় সবাই তালিকার শীর্ষে স্থান পাওয়ার যোগ্য। সেখানে 'কেহ কারে নাহি পারে সমানে সমান'। একথা সত্যি, বিশ্বনবীর লেখক গোলাম মোস্তফা ভাষার মাধুর্য প্রদর্শনে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর লেখায় কবি কল্পনার মনোরম জ্যোৎস্না চমৎকার আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু গম্ভীর গদ্যে আকরম খাঁ যে ধ্রুপদী ভাষার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন জীবনী রচনায় বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা দুর্লভ। গদ্যভাষার অপূর্বতায় ইয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানব মুকুট' ও 'নূরনবী' মনোমুগ্ধকর নিঃসন্দেহে, জীবনী রচনার ভাষা স্রষ্টা হিসাবে তাঁর কীর্তি অবনত চিত্তের শ্রদ্ধা দাবী করে। কিন্তু উর্ধ্বস্তরের মেধার ও সূক্ষ্মদর্শিতার চেতনা সম্পৃক্ত ধ্রুপদী ভাষার যে স্বতঃস্ফূর্ত গম্ভীর চালে আকরম খাঁ 'মোস্তফা চরিত' লিখেছেন সাহিত্যগুণের ও গবেষণাগুণের প্রতিযোগিতায় তা 'বিশ্বনবী' ও সাইদুল মুরসালীন'-এর চেয়ে শ্রেয়তর গ্রন্থ।

উল্লেখ্য, গোলাম মোস্তফা শুধু বাংলা-ইংরেজী শিক্ষিত; তিনি আরবী উর্দু-পারসীতে রচিত ইসলাম সম্পর্কিত বই ইংরেজীর মাধ্যমে অথবা বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে জেনেছেন; এটা অনেকটা পরোক্ষ মাধ্যমে জানা। কিন্তু আরবী-ফারসী-উর্দু আকরম খাঁ সরাসরি মূল ভাষার মাধ্যমে শিখেছেন। মাদ্রাসায় পড়া আকরম খাঁর পক্ষে ইসলামের সঙ্গে আরও গভীরভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়। শাস্ত্রীয় ইসলামকে তিনি যতটা গভীরভাবে জানার সুযোগ পেয়েছেন ততটা গভীর, বিশদ ও আন্তরিকভাবে ইসলামকে জানার সুযোগ গোলাম মোস্তফার হয়েছিল বলে মনে হয় না। প্রতিভা ও সজ্ঞার বলে গোলাম মোস্তফা ইসলামের মর্মবাণী জেনেছিলেন সত্য, তবু শাস্ত্রীয় ইসলামকে আর একটু সূক্ষ্ম ও নিবিড়ভাবে আকরম খাঁ জেনেছিলেন। 'মোস্তফা চরিত' বলে দেয়, ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আকরম খাঁ একটু বেশী ওয়াকিবহাল, অভিজ্ঞ ও সূক্ষ্মচারী, মনে হয় তার নাড়িনক্ষত্র যেন তাঁর নখদর্পণে। এমনকি যে বিজ্ঞান-বিচারের আলোকে বিশ্বনবী গরীয়ান তার উপর মোস্তফা চরিতের প্রভাব পড়েছে। আমরা যখন 'মোস্তফা চরিত'-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদের চতুর্থ নিয়ম 'অসাধারণ ও অস্বাভাবিক' পড়ি সেখানে আকরম খাঁকে বিজ্ঞান-জ্ঞান বিরহিত

www.pathagar.com

বলে মনে হয় না। বিশ্বনবীর দ্বিতীয় ভাগে গোলাম মোস্তফাকে আমরা যে তাত্ত্বিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধ দেখি সেই তাত্ত্বিক জ্ঞানে আকরম খাঁকে এই পরিচ্ছেদে দারুণ বলীয়ান মনীষা হিসাবে না দেখে পারি না।

গোলাম মোস্তফা ও আকরম খাঁকে :defensive method বা আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখি। অবশ্য তর্কযুদ্ধে defense থেকে Offouse-এ যাওয়াটাই বুদ্ধির কাজ। এ-ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে মিল আছে। যুক্তি দু'জনের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ভক্তির উচ্ছাসটা আকরম খাঁতে যতটা নিয়ন্ত্রিত গোলাম মোস্তফাতে ততটা নয়। 'বিশ্বনবী'র প্রথম খণ্ড হৃদয়াবেগ দিয়ে আবৃত কিন্তু এর দ্বিতীয় ভাগ তা নয়। তবে প্রচলিত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সন্দেহের জিজ্ঞাসায় চঞ্চল না হ'লেও তাঁর মস্তিষ্কের যুক্তি হৃদয়ের উপর প্রভুত্ব করতে পারে নি। এই দিকে আকরম খাঁ যে সামান্য মুক্তবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন সেটাই তাঁর জনপ্রিয়তাকে প্রসারিত হ'তে বাধা দিয়েছে। তাঁর বুদ্ধির এই অধিক প্রয়োগকে শুধু সাধারণ মুসলমানরা নয় মনীষাঋদ্ধ মুসলমানরাও যে সহজভাবে নিতে পারেনি, সাইয়েদুল মুরসালীন-এ তাঁকে সমালোচনা তার প্রমাণ।

অবশ্য ইসলামের অরুণোদয়ের পটভূমি রচনায় সৈয়দ আমীর আলী ইতিহাসের যে বিশ্লেষণ করেছেন এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে ইসলামের যে রূপ তিনি এঁকেছেন আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' সে প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু পিছনের সারির কিন্তু শত্রুপক্ষের সঙ্গে ডুয়েল ফাইটে তিনি সামনের কাতারের এবং বাংলায় রচিত সকল নবী জীবনীর তালিকার উর্ধ্বেই শুধু নয় একমাত্র অগ্রপথিক।

২.

বিশ্বনবীর প্রকরণ কৌশলে কিছুটা উপন্যাসের আঙ্গিকের অনুসরণ করা হয়েছে। এর আরম্ভটা যেমন কবিত্বমণ্ডিত তেমনি নাটকীয়। 'মোস্তফা চরিত'-এর আরম্ভ প্রবন্ধ-ধর্মী প্রথম থেকেই তাত্ত্বিকতা দিয়ে একে গুরুগম্ভীর করে তোলা হয়েছে। বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়ে এর শুরু। এর উদ্দেশ্য সাহিত্য সৌন্দর্য সৃষ্টি নয়, পরম মনীষার সৃষ্টি কারণের উৎস নির্ণয়, যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষের বা বিরুদ্ধপক্ষের প্রতিকূল মনোভাবের ভ্রান্তি অপনোদন এবং তার অসারতা প্রমাণ করা। এখানে জ্যামিতিক আঙ্গিক অনুসরণ করে অঙ্কের সমাধান দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। 'বিশ্বনবী' তাই গবেষণাধর্মী ও যুক্তিধর্মী হয়েও শেষ পর্যন্ত আবেগধর্মী; কিন্তু নিয়ন্ত্রিত আবেগের বুদ্ধির দীপ্তিযুক্ত গবেষণাধর্মী। 'মোস্তফা চরিত' আণুবীক্ষণিক চোখের বিজ্ঞান-দৃষ্টি ব্যবহার করে বিষয়ের মর্মমূলে যাওয়ার চেষ্টা-প্রতিপক্ষ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে, প্রকৃত সত্যকে উন্মোচন করে প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তাকে পরাজিত করার প্রয়াস। অন্যদিকে 'বিশ্বনবী' ভক্তি শ্রদ্ধা ও আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে প্রচলিত এবং অভ্রান্ত ধারণার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার অক্লান্ত প্রয়াস। এর দ্বিতীয়ভাগে একই ধরনের বিজ্ঞান দৃষ্টি ও

www.pathagar.com

গবেষণাধর্মী বিজ্ঞান মানসিকতা দিয়ে অলৌকিকের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উভয় গ্রন্থকে তাই মনীষার অনন্য উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত করা অসঙ্গত বা অনুচিত হবে না। গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী'তে ইচ্ছাকৃতভাবে কবিতার রং মেশানোর চেষ্টা ভাষার লালিত্য বৃদ্ধি করে সাধারণ পাঠকের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য। আকরম খাঁ তা করেন নি। তিনি বরং বুদ্ধিকে সূক্ষ্মভাবে ব্যবহার করার জন্যে নতুন শব্দ সৃষ্টি করে বৈদগ্ধের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে তাঁর বুদ্ধি সম্পৃক্ত বাক চাতুর্যের রঙে রঞ্জিত হয়ে লেখার মানকে সমুন্নত করেছে। নেগেটিভ ক্যাপবিলিটি যা বোঝায় সেই সাহিত্যগুণ সম্পন্ন শব্দ ও বাক্য রচনায় সমকালীন মুসলিম লেখকদের মধ্যে তাঁর বুঝি জুড়ি ছিল না। এই চাতুর্য নিঃসন্দেহে মোস্তফা চরিত-এর বৈশিষ্ট্য। যদিও তথ্যসত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাও এর বৈশিষ্ট্যের অপর দিক। সে দিকে অবশ্য গোলাম মোস্তফাও তাঁর পরিশ্রমের পাল্লা হালকা করতে আদৌ উৎসাহী ছিলেন না।

মোস্তফা চরিত-এর আর একটি বৈশিষ্ট্য অতিভক্তি প্রদর্শনে সাবধানতা অবলম্বন। একটি হাদীসে রাসূল (সা.)কে আমরা বলতে শুনছি- 'আমাকে প্রশংসা করিতে সীমা ছাড়াইওনা, যেমন খ্রীষ্টানরা করে মরিয়াম-পুত্র ঈসার প্রশংসা করিতে, তাঁহাকে আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বলিয়া; আমি আল্লাহর ভৃত্য মাত্র; তাই আমাকে আল্লাহর ভৃত্য ও বার্তাবাহক বলিও।" আকরম খাঁ যেন এই বক্তব্যটিকে তাঁর আবেগের মুখের রাশ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি মিথ্যা প্রশংসায় রাসূলুল্লাহ (সা.)কে সামান্যতম ক্ষুদ্রত্বে নামাতে চাননি। অবশ্য এই কাজ করতে গিয়ে তাঁর সংযমের কঠোরতা প্রচলিত প্রায় সর্বজন স্বীকৃত বিশ্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে- যাকে অনেক বিশ্বাসী মুসলিম বিতর্কিত যুক্তি বলে বর্জনের পক্ষপাতী। বলাবাহুল্য, 'মিরাজ' ও 'বক্ষ বিদারণ' সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হলেও বহু মুসলিমের পক্ষে তা মান্য করা সম্ভব হয় নি। গোলাম মোস্তফা ত এটাকে পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং ঐ সত্য যে অবিশ্বাস্য হ'তে পারে না তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। আসলে ধর্মের অনেক বিষয় মানুষের সীমিত জ্ঞানের সাধারণ বিজ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা কঠিন। গোটা বিশ্ব সৃষ্টি যেখানে ধারণাগত অঙ্কের দ্বারা নির্ণয় করা হয় সেখানে সকল রহস্যের সমাধান বুদ্ধিগত ধারণা দিয়ে নিষ্পত্তি করা যায়। সে জন্যে বিজ্ঞান-বিচারে ধর্মের পূর্ণ রূপকে জানার চেষ্টা বিন্দুর খুঁটি দিয়ে সিন্ধুকে মাপার মত কঠিন ব্যাপার। তবে ধর্মকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক মনে করে ধর্মকে বিজ্ঞান বিযুক্ত করাও জ্ঞানের পরিচয় নয়। বুদ্ধি-বদ্ধ হয়ে যেমন ধর্মকে জানা যায় না তেমনি ভক্তি-অন্ধ হয়ে বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ধর্মকে জানা যায় না। বিজ্ঞান জ্ঞানের অংশ। সে জন্যে জ্ঞানকে পেতে বিজ্ঞানের প্রয়োজন। আকরম খাঁ হৃদয়াবেগকে সংযত করলেও একদিকে যেমন বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে রাসূল-জীবনী পর্যালোচনা করেননি; তেমনি অলৌকিকতার অন্তস্থলে বিজ্ঞানের প্রবেশ যে সম্ভব সে কথা মানেন নি। সত্যের স্বরূপ

www.pathagar.com

প্রত্যেকের কাছে সমান নয় এবং দৃষ্টিশক্তির এবং অন্তর্দৃষ্টি শক্তি অন্তর্ভেদী ক্ষমতার তারতম্যে সত্যকে সবাই সমান দৃষ্টিতে দেখতে অসমর্থ। এই জন্যে অঙ্ক কষে সত্য আবিষ্কার সীমিত অর্থে সম্ভব অসীম অর্থে সম্ভব নয়। 'মোস্তফা চরিত'-এ আকরম খাঁ এই জ্ঞানকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাই সত্য আবিষ্কারে তিনি বিজ্ঞানকে দূরে ঠেলে দেননি, তেমনি বিজ্ঞানের সমাধানকে শেষ সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে সতর্ক থেকেছেন। এরই ফলে তাঁর লেখায় যতটা মস্তিষ্ক প্রাধান্য পেয়েছে হৃদয় ততটা প্রাধান্য পায় নি। হয়ত এজন্যই গোলাম মোস্তফা তাঁর 'বিশ্বনবী'র ভূমিকায় অন্যদের লেখা রাসূল (সা.)-এর জীবনী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন অনুভূতির আবেদন (emotional appeal) খুব কম গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তথ্যপূর্ণ জীবনী হিসাবে মোবিনুদ্দীন আহ্‌মদ জাহাঁগীর নগরীর নবীশ্রেষ্ঠ (কোরআন তত্ব গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড) গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান। বইটির উপর সৈয়দ আমীর আলীর স্পিরিট অব ইসলাম ও শিবলী নুমানীর সীরাতুন্নবীর প্রভাব ও অনুসৃতি থাকলেও বইটির মৌলিকত্ব গ্রাহ্যের মধ্যে আনা সমীচীন। ১৯২৫-এ প্রকাশিত এই গ্রন্থ আকরম খাঁর ১৯৩২-এ প্রকাশিত মোস্তফা চরিত এবং ১৯৪২-এ প্রকাশিত গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী'র পূর্বে প্রকাশিত। কিন্তু কোরআন তত্ব তৃতীয় খন্ড হিসাবে প্রকাশিত হওয়ায় এটি 'নবীশ্রেষ্ঠ' (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশনা বিভাগ প্রদত্ত নাম) নামে পরিচিতি লাভ করেনি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন থেকে বঞ্চিত থেকেছে। গভীর আন্তরিকতা, অভিনিবেশন, মেধা ও পরিশ্রমের ফসল এই বইটি বাংলা ভাষায় লিখিত নবী জীবনী সমূহের অন্যতম। শেখ আবদুর রহীমের হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জীবন চরিত ধর্মনীতি (১৮৮৭-এ প্রকাশিত), আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত,' গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' ও আবদুল খালেকের 'সাইয়েদুল মুরসালীনে'র সঙ্গে ৩৭২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী জীবনী বলা অত্যুক্তি হবে না। এটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিদ্বৎ সমাজ দ্বারা এটি প্রশংসিত হয়েছিল, রিভিউ করে এর প্রশংসা করেছিল The Mosalman (July-17,1926)) ভারতবর্ষ (শ্রাবণ, ১৩৩৩), দৈনিক জ্যোতি (১৩ই মার্চ, ১৯২৬), আনন্দ বাজার (২১ শে মাঘ, ১৩৩২)। এই গ্রন্থটিতেও আকরম খাঁ ও গোলাম মোস্তফার মত মোবিনুদ্দীন আহমদ জাহাঁগীরও খ্রীষ্টান লেখকদের বিতর্কিত, ভ্রান্ত ও বিকৃত মন্তব্যকে সত্য তথ্য দিয়ে সমালোচনা করেছেন এবং যথার্থ সত্য তথ্য দিয়ে নবী চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রমাণ করেছেন। স্বীকার করতেই হবে, বইটির পরিকল্পনায় বিশেষত্ব আছে। মূল যে সব আরবী গ্রন্থ রাসূল জীবনী রচনার উৎসভূমি হিসাবে পরিচিত তিনি সেখান থেকে বহু তথ্য গ্রহণ করেছেন– যার অনেকগুলো আমরা মোস্তফা চরিত ও বিশ্বনবীতে পাইনা। সকল বৃহৎ নবী জীবনী রচয়িতাদের মত তিনিও বহু বিদেশীদের লেখা নবী জীবনী পাঠ করেছেন এবং নবীচরিত্রের ছিদ্রান্বেষণে ব্যাপৃত বিধর্মী জীবনী লেখকদের দুষ্ট পরিকল্পনার প্রতিবাদী উত্তর দিতে তিনি দ্বিধা করেন নি।

www.pathagar.com

আমার ধারণা, প্রফেসর আবদুল খালেকের বাংলায় লেখা সাইয়েদুল মুরসালীন রাসূল (সা.)-এর উপর লেখা দু'খণ্ডের সর্ববৃহৎ রাসূল জীবনী। তাঁর ৬০৩+ ৬৯২= ১২৯৫ পৃষ্ঠার বৃহৎ কলেবরের রাসূল (সা.)-এর উপর লিখিত জীবনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে রাসূল (সা.)-এর জীবন কালে সংঘটিত সারিয়্যা ও গায্ওয়ার বিস্তৃত বিবরণ, যেটাকে তিনি পরিকল্পিত ও শৃঙ্খলিতভাবে সাজিয়ে প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পথ সহজ নয়। সহজাত বর্বরতা ও পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ে যারা জন্মায়, হিংসা-বিদ্বেষ-ঈর্ষা পরশ্রীকাতরতা জিঘাংসা, শঠতা, প্রবঞ্চণা যাদের মানবিক বোধ থেকে, প্রেম, প্রীতি, ক্ষমা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। রাহ্মাতুল্লিল আল আমীন, করুণা ও প্রেমের নবীর শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। মুসলিম ও ইসলামকে তথা মানবিকতাকে রক্ষা করাই ছিল এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। এই জন্যে জীবিত কালে রাসূল (সা.)-কে অনেকগুলো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়। এরই বিস্তৃত বিবরণ আছে সাইয়েদুল মুরসালীনে। প্রফেসর আবুদল খালেক স্যার সৈয়দ আহমদ, শিব্লী নুমানী এবং আকরম খাঁকে জড়বাদ প্রভাবান্বিত বলে যে সমালোচনা করেছেন তাতে বোঝা যায় রাসূল জীবনী লেখায় বুদ্ধি ও যুক্তির ব্যবহারকে সশ্রদ্ধ বলে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি। উল্লেখ্য, স্যার সৈয়দ আহমদের ধর্মীয় অভিমতের দ্বারা সৈয়দ আমীর আলী, শিবলী নুমানী এবং আকরম খাঁ প্রভাবিত হয়েছিলেন। সৈয়দ আহ্মদ মুজিযা ও কারামতের প্রচলিত ধারণাকে ভিত্তিহীন ও অনৈসলামিক বলে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন- যদিও অনেকের ধারণা তা সত্য নয়, তা ব্যাখ্যার দৃষ্টিকোণের পার্থক্য মাত্র। স্মরণ রাখতে ১৮৭০-এ রচিত স্যার সৈয়দ আহমদের খুতুবাত -এ আহ্মদিয়া (The Esays on the life of Mohammad) স্যার উইলিয়াম ম্যুরের The life of Mohammad-এর সমালোচনা যেখানে ম্যুর লিখেছিলেন The aword of Mohammad, and the Koran are the most stu bdork eueuie of eiuilijetion, liberty and trouth, whiele the world has yet known- হয়ত এই মন্ত্রই রুশ্‌দীকে Satanic varses লিখতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবে। অনেকের ধারণা, এরই জবাব দিতে স্যার সৈয়দ বিলেত যান এবং The Essays on the life of Mohammad লিখে তার দাঁত ভাঙা জবাব দেন। এই বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা সেদিনের তরুণ শিব্লী নুমানী, আকরম খাঁ, সৈয়দ আমীর আলী এমনকি ইকবালকে পর্যন্ত অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল। সৈয়দ আহ্মদ ইসলামের উপর আরোপিত খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের হিংসাত্মক অপপ্রচারের জবাব দিয়ে ইসলামের সাম্যবাদী, মানবিক ও শান্তিবাদী আদর্শকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি এই গ্রন্থে প্রমাণ করেন ইসলামের জন্য কেবল খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্ম নয় গোটা মানবতা ও বিশ্বসভ্যতা লাভবান হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এরই অনুরণনে ১৮৭৩-এ সৈয়দ আমীর আলীর A crifical Examiation of the life of Mohammad লিখিত, যার বর্ধিত রূপ The Spirit of Islam.

www.pathagar.com

শেষে আমি বাংলা সাহিত্যের দুই প্রধান প্রথিতযশা গদ্যশিল্পী ও মনীষী প্রাবন্ধিকের কথা উল্লেখ করব– যাঁরা ক্ষুদ্র আকারের দুটি নবী জীবনী লিখেছেন। এর একটি এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানব মুকুট' (রাসূল (সা.)-এর উপর লিখিত প্রবন্ধ সংকলন) এবং অন্যটি মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর গদ্যে রচিত 'মরু ভাস্কর'। কাকতালীয় ব্যাপার এই যে, এঁরা দু'জনই অপূর্ব ভঙ্গি ও ভাষায় কিশোরদের উপযোগী দুটি ছোট্ট নবী জীবনী রচনা করেন। এয়াকুব আলী চৌধুরী লিখেছিলেন 'নূরনবী' এবং মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখেছেন 'ছোটদের হযরত মোহাম্মদ' কিন্তু এখানে এই দু'টি অতি চমৎকার পুস্তিকার আলোচনা করছি না। এখানে 'মানব মুকুট' ও 'মরু ভাস্কর' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ততম মন্তব্য করব। এই দুটি বই আকারে যত ছোট হোক, মহৎ ভক্ত হৃদয়ের বুদ্ধি-প্রজ্জ্বল ইতিবাচক চরিত্র বিশ্লেষণ। এঁরা এঁদের লেখায় দেখাতে চেয়েছেন রাসূল (সা.) দেবতা নন, ঈশ্বর নন, অবতার নন, অতি মানুষ নন, পরিপূর্ণ মানুষ। (অবশ্য গোলাম মোস্তফা 'বিশ্বনবী' তে এ ব্যাখ্যা দিতে পুরো একটা পরিচ্ছেদ ব্যয় করেছেন।) আল্লাহর সৃষ্ট যে মানুষকে সসম্ভ্রমে ফেরেশ্‌তা পর্যন্ত সিজ্‌দা করে। তিনি সেই মানুষ যিনি গৃহের মধ্যে স্ত্রী-সন্তান পরিবেষ্টি হয়ে, পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে যিনি অম্লান বদনে সকল ঝড়, ঝঞ্ঝা ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সকল বাধা, বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে অসামান্য ধৈর্য, তিতিক্ষা, সাহসিকতা, দৃঢ় সংকল্প, অচঞ্চল মানসিকতা, বিপুল পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সাধনা ও প্রচেষ্টার দ্বারা, ক্ষমা, প্রেম, মহানুভবতা ও চূড়ান্ত মানবতার উদাহরণ দেখিয়ে শ্রেষ্ঠতম মানুষদের তালিকায় প্রথম স্থানটি অর্জন করেছেন। বস্তুতঃ স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ, সৈয়দ আমীর আলী, শিব্‌লী নুমানী, আকরম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, মোবিনুদ্দীন আহ্‌মদ জাহাঁগীর নগরী, আবদুল খালেক তাঁদের বৃহৎ রাসূল জীবনীতে রসুলের যে মহিময় চরিত্র এঁকেছেন, উল্লিখিত দু'জন লেখক তারই নির্যাস তাদের পুস্তকে প্রকাশের আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। এরই জন্যে এয়াকুব আলীর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছে, মর্ত্যের বীণায় স্বর্গের সুর তিনিই বাজাইয়াছেন, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মহানন্দময় মুক্তির সাধনা তিনিই করিয়াছেন।" আর মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখেছেন– "তিনি উপাসনা করেন, দান খয়রাত করেন, ক্রীতদাসকে মুক্তিদান করেন, দাম্পত্য জীবন যাপন করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন, নিজের মাথায় করিয়া পাথর বহন করিয়া আনেন। এমনই মুহম্মদ নবী, রাষ্ট্রপতি, যুদ্ধবিজেতা হযরত মুহম্মদ। মানুষের তিনি আদর্শ, কুরআনের ভাষায় ওসওয়াতুন হাসানা– মঙ্গল আদর্শ।"

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণে মহানবীর আদর্শ ঃ ঐতিহাসিক পর্যালোচনার একটি প্রস্তাবনা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

স্থায়ী স্থাপনা কিংবা বহুতল ইমারত নির্মাণে 'সয়েল টেস্ট' বা মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার অপরিহার্যতা কেউ অস্বীকার করেন না। জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা নির্মাণের কারিগররূপে যাঁরা ভূমিকা পালন করতে চান, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের অতীতের গভীরে খনন না চালিয়ে, নানা স্তরের মাটির উপাদান পরীক্ষণ ও বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া তাদের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন কিভাবে? বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ভুবনের যাঁরা কর্মী, আর যাঁরা দেশের সমাজক্ষেত্রে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মননে এদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব দেখতে আগ্রহী, তাঁদের কাছে এ দেশের সাংস্কৃতিক নির্মাণের ইতিহাস স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ ব্যাপারে বিস্তারিত অধ্যয়ন ও গবেষণার উদ্যোগ ও আয়োজনে যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতারও অভাব বিদ্যমান।

বাংলাদেশে এই ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ রয়েছে। তার মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় বিষয় হতে পারে 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক নির্মাণে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ'। রাসূল (সা.)-এর আদর্শকে নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণে সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের জনগণই সর্বাপেক্ষা অগ্রণী। পৃথিবীর এক দশমাংশ মুসলমান এই সমতল বদ্বীপ-ভূখণ্ডের বাসিন্দা। অভিন্ন ভূখণ্ড ও নৃতত্ত্ব এবং অভিন্ন ভাষাভাষী এত বিপুল সংখ্যক মুসলমান পৃথিবীর অন্য কোন একক ভূখণ্ডে বাস করেন না। ডক্টর আর্নল্ড তাঁর 'প্রীচিং অব ইসলাম' বইতে এবং এমনি আরো অনেক লেখক তাদের মন্তব্যে এ কারণেই উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামী আদর্শের বাণী বাহকদের মিশন, সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশেই সর্বাপেক্ষা সফল হয়েছে।

www.pathagar.com

কিছু প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান

বাকী মুসলিম দুনিয়া থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন, প্রাকৃতিকভাবে দুর্গম, নদ-নদী সংকুল এই পাললিক জনপদে রাসূল (সা.)-এর আদর্শের এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তার কিভাবে সম্পন্ন হলো, এ বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান প্রশ্নের জবাব তালাশ করা আবশ্যক। যেমন ঃ

এক. বাংলাদেশের দ্রাবিড় জনগণের আদি সাংস্কৃতিক রূপ ও কাঠামো কেমন ছিল?

দুই. সেমিটিক ঐতিহ্যের অধিকারী এ দ্রাবিড় ভূখণ্ডে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রবেশের পটভূমি কি?

তিন. আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি করেছিল? দ্রাবিড়দের প্রতিরোধ সংগ্রামে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ভূমিকা কি ছিল?

চার. আর্য সংস্কৃতির মুকাবিলায় বৌদ্ধ প্রতিরোধ ব্যর্থ হওয়ার ও বৌদ্ধ সভ্যতার পতনের কারণগুলি কি?

পাঁচ. বাংলার জনগণ আর্য দখলদারিত্ব বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে ইসলাম প্রচারকদেরকে তাদের স্বাভাবিক নেতা হিসাবে বরণ করে নিলেন কেন?

ছয়. ভৌগোলিক দূরত্ব, অপরিচিত পথ-ঘাট, ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে রাসূলের আদর্শের বাণী বাহকগণ বাংলাদেশের জনগণের কাছের মানুষ এবং তাদের স্বাভাবিক নেতা হিসাবে নিজেদেরকে উপস্থাপনে সমর্থ হলেন কিভাবে?

সাত. বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ এবং জনগণের মাঝে ইসলামের প্রতি সামাজিক সমর্থনের ভিত্তি রচনায় বখতিয়ার যুগের পূর্ববর্তী সাড়ে পাঁচশ বছরের ইসলাম প্রচারকদের সাফল্যের মূল কারণগুলি কি?

আট. বিপুল অমুসলিম অধ্যুষিত এই জনপদে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রথম দু'শ বছরের মুসলিম রাজ্য বিস্তার, বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্বের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং রাজা গণেশের ষড়যন্ত্র মুকাবিলাসহ মুসলিম রাজত্বের নানা দুর্দিনে জনগণের স্বাভাবিক নেতারূপে শাসক ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষায় ইসলামের সাংস্কৃতিক কর্মীরূপে তৎকালীন আলিম ও মুজাহিদদের ভূমিকার বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল?

নয়, মুসলিম শাসনামলের সাড়ে পাঁচশ বছরে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণে ইসলামী আদর্শের প্রচারকর্মী এবং মুসলিম শাসকদের অবদানের মিল ও অমিলগুলি কি?

www.pathagar.com

দশ. আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তাদের এদেশীয় কোলাবোরেটর আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে বাংলাদেশের সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসন অবসানের জন্য মুসলিম শাসক ও জনগণের সাংস্কৃতিক অসচেতনতা কতটুকু দায়ী?

এগারো. পলাশী বিপর্যয় পরবর্তী বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক লড়াই এবং জনগণের প্রায় দু'শ বছরের মুক্তি সংগ্রামে মহানবীর আদর্শের ভূমিকা কি ছিল?

বারো. পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে মহানবী (সা.)- এর সাংস্কৃতিক আদর্শের মর্যাদা কি ছিল? এক্ষেত্রে ইসলামী সাংস্কৃতিক কর্মীগণ প্রতিপক্ষ হলেন কেন?

তেরো. বাংলাদেশে মহানবীর আদর্শের আলোকে সাংস্কৃতিক নির্মাণে বর্তমান কালের মুসলিম শাসক, ইসলামী সাংস্কৃতিক কর্মী এবং রাসূল (সা.)-এর সাংস্কৃতিক আদর্শের আবহে লালিত জনগণের অবস্থান কোথায়?

চৌদ্দ. অতীত ও বর্তমানের আলোকে বাংলাদেশে রাসূল (সা.)-এর সাংস্কৃতিক আদর্শ বাস্তবায়নের ভবিষ্যত কর্মসূচী কিরূপ হওয়া আবশ্যক?

উপরের এ প্রশ্নগুলির জবাব অনুসন্ধান বর্তমান আলোচনার পরিসরে সম্ভব নয় এবং তা এখানে উদ্দেশ্যও নয়। তবে এ প্রস্তাবনার নিরিখে এখানে অতি সংক্ষেপে একটি রেখাচিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও আর্য অভিযান

নৃতাত্ত্বিকভাবে দ্রাবিড়গণ প্রাচীন সেমিটিক জাতির উত্তর পুরুষ। সে কারণে তাদের রক্তে মিশে আছে একত্ববাদী প্রেরণা। তাওহীদের প্রতি সহজাত আনুগত্য তাদের সংস্কৃতির মূলধারাটিকে চিহ্নিত করেছে। এ ভূখণ্ডের জনগণের কয়েক হাজার বছরের সভ্যতার বিবর্তন ধারায় বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব ও দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। সুপ্রাচীন ও স্থিতিবান সভ্যতার অধিকারীরূপে চিহ্নিত দ্রাবিড়দেরকে বহুকাল ধরে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির ঝাপটা মুকাবিলা করতে হয়। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আর্যরা এখানে তেমন শক্ত কামড় বসাতে পারেনি। বর্বর, যাযাবর, পশুচারী আর্যরা ক্ষাত্র শক্তিতে প্রবল হয়ে মোহেনজোদাড়ো ও হারাপ্পাসহ ভারতবর্ষের প্রায় আশিটি প্রাচীন নগরী ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ধ্বংস করার কারণে 'পুরন্দর' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং তাদের প্রভাবসীমা বাড়াতে বাড়াতে ক্রমশ পুব দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু বাংলাদেশের সীমানায় এসে তাদের ক্ষাত্র-তেজ কমে যায়। করতোয়ার এ পাড়ে তারা সামরিকভাবে দাঁত বসাতে পারেনি। আর্যগ্রন্থ 'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আর্যদের হোমাগ্নি স্বরস্বতী তীর থেকে ভাগলপুরের করতোয়া নদীর পশ্চিম কিনার পর্যন্ত এসেই নিভে গিয়েছিল। বঙ্গ-

www.pathagar.com

দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ঝড়ের কারণেই যে আর্যদের 'হোমাগ্নি' নিভে গিয়েছিল, ঐতিহাসিকগণ একথা স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' নামক বইতে লিখেছেনঃ 'প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী আর্য জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বঙ্গবাসীরা তখন গর্বিত মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল।' রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ও তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে একই মত পোষণ করেছেন।

বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধের মুখে আর্যদের সামরিক আগ্রাসন ব্যর্থ হওয়ার পটভূমিতেই মনুসংহিতায় বিধান দেয়া হলো ঃ

'অঙ্গবঙ্গ- কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কার মর্হতি।'

সম্মুখ যুদ্ধে বঙ্গ-দ্রাবিড়দের পরাস্ত করতে ব্যর্থ আর্যরা বাংলাদেশে নতুন কৌশলে অগ্রসর হলো। তারা তাদের গা থেকে ক্ষাত্র পোষাক খুলে ফেলে তীর্থযাত্রীর সাংস্কৃতিক কৌপিন ধারণ করলো। এরপর বহু বছর ধরে চললো তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযান। এ প্রসঙ্গে কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর 'এ সোশ্যাল হিষ্ট্রি অব বেঙ্গল' বইতে দেখিয়েছেন, তিন স্তর বা বর্ণে বিভক্ত আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা প্রথমে বাংলায় আসেনি, এদেশে প্রথমে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে।

সামরিকভাবে বাংলাদেশ দখলে ব্যর্থ হলেও আর্যরা তাদের সাংস্কৃতিক এজেণ্ডা বাস্তবায়নে বেশ সফলতার পরিচয় দেয়। তাদের সাংস্কৃতিক অভিযানের সফলতার পথ ধরেই এদেশে তাদের রাজনৈতিক বিজয় সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশে আর্যদের সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পর্কে অধ্যাপক আসকার ইবনে শাইখ 'বাংলায় আর্যীকরণ' নামক তাঁর প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন ঃ "ধর্মীয় বিজয় ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিজয় হয়ে গেলে তো বাদবাকী দেশ বিজয়ের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর্যদের দ্বারা তা-ই হয়েছিল বাংলায়। আর্যরা বাংলা বিজয় সম্পন্ন করেছিল এমনি ঘোরপথে।"

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিরোধ

আর্যদের সাংস্কৃতিক অভিযান কিংবা সে বাঁকা পথে তাদের রাজনৈতিক দখলদারিত্ব অর্জনের প্রক্রিয়া নির্বিরোধ ছিল না। বাংলার দ্রাবিড় ভূমিপুত্ররা দীর্ঘদিন ধরে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের মুকাবিলায় তাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম জারি রাখেন। ঐতিহাসিকদের মতে, বর্ণবাদী, স্বৈরতন্ত্রী, সামাজিক শোষণ ও নিপীড়নমূলক আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের অবলম্বনরূপে এবং তারই ফল স্বরূপ গণতান্ত্রিক ও মানবিক ধর্ম ও সংস্কৃতিরূপে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান এবং

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এর স্বতস্ফূর্ত বিস্তৃতি ঘটে। পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহে, বিশেষত বাংলা ও বিহারে জনগণের আর্য-স্বৈরাচার বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম সম্পর্কে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেনঃ "আর্য রাজগণের অধঃপতনের পূর্বে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে আর্য ধর্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এই আন্দোলনের ফল।"

আর্যদের হিংসাশ্রয়ী ধর্ম ও সংস্কৃতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করে জেগে ওঠা এই এলাকার সেমিটিক ঐতিহ্যের অধিকারী জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম নিস্তেজ হয়ে এলে এখানে খ্রীষ্টপূর্ব চার শতকে মৌর্যরা আধিপত্য বিস্তার করে। এ সময় থেকে এদেশে আর্য প্রভাব বাড়তে থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ সংস্কৃতির ভূমিকা এর পরও ছয়-সাতশ বছর বেশ প্রবল ছিল।

চার ও পাঁচ ঈসায়ী শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদী গুপ্তদের শাসনযুগে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় বিস্তার করতে শুরু করে। বিশেষ রাজানুকূল্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শ এ সময় থেকে রাষ্ট্রের অন্যতম ধারক ও পোষকরূপে গড়ে উঠতে থাকে। ব্রাহ্মণরা হয়ে ওঠে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির নিয়ন্তা। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী এদেশের জনগণ প্রতিরোধ সংগ্রামের মাধ্যমে কোনক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেও আর্য সংস্কৃতির অনেক বিষয়ের সাথে তাদেরকে এই সময় আপোস রফা করতে হয়।

গুপ্ত যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদী দুঃশাসন সমাজে নানা অনাচারের জন্ম দেয়। এর ধারাবাহিকতায় সমাজে শত বছরব্যাপী ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। ইতিহাসে এই সময়টি 'মাৎসান্যায় যুগ' নামে পরিচিত। মাৎসান্যায়ের অরাজক পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণেরা সমাজে যে স্বৈরাচারী বিশৃংখলা ঘটায় তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো এ এলাকার জনগণের মুখের ভাষার বিরুদ্ধে অভিযান। তারা বাংলার জনগণের মুখের ভাষাকে ইতর ও পক্ষীর ভাষারূপে চিহ্নিত করে এবং সংস্কৃতকে প্রতিষ্ঠা দানের চেষ্টা চালায়।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিল-মিশালের ধুয়া

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে (৭৫০ খ্রীঃ), শত বছরের ব্রাহ্মণ্যবাদী অরাজকতার বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এদেশে পাল শাসনের সূচনা হয়। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী পাল শাসনের চারশ বছর বাংলার মানুষের আত্ম আবিষ্কার ও আত্ম প্রতিষ্ঠার নব যুগ সূচনা করে। এই আমলে বাংলাদেশ পূর্ব-ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়।

আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই আমলে আবারও কৌশল পরিবর্তন করে। তারা এবার বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের সাথে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও সংস্কৃতির সমন্বয় বা মিল-মিশালের

www.pathagar.com

শ্লোগান তোলে। পাল রাজত্বের শেষ দিকে এসে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক কৌশলের প্রয়োগ বেশ ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সময় পাল শাসকদের সাংস্কৃতিক জীবনের অবক্ষয় এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী মিল-মিশালের সংস্কৃতির কাছে তাদের আত্মসমর্পণের বিস্তারিত চিত্র ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। পাল রাজারা এ সময় ব্রাহ্মণদের মেয়ে বিয়ে করছেন, ব্রাহ্মণ্য মন্দির ও মূর্তির পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। তাদের ক্রিয়াকর্মে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে একটা সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার চিত্র ফুটে উঠছে। পালপূর্ব যুগে বৌদ্ধ ধর্মে মূর্তি পূজার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সাংস্কৃতিক মিল-মিশালের এই নতুন আন্দোলনের প্রভাবে দশ শতক থেকে বৌদ্ধ ধর্মে পূজাচারের প্রভাব পড়তে থাকে। পালপূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু নয় ও এগারো শতকের মধ্যে যা-কিছু বৌদ্ধ মূর্তি পাওয়া যায়, তা ছিল তথাকথিত ধর্মীয় সমন্বয়ের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রভাবেরই ফল। ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রভাব বাড়তে বাড়তে বৌদ্ধ মন্দিরে স্বরস্বতী, বিঘ্ন নাটক, চর্চিকা, মহাকাল, লোকেশ্বর ও বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ঘটে। কালী আর দূর্গার নামান্তররূপে বৌদ্ধ মন্দিরে স্থান করে নেয় তারাদেবী। এই ধর্মীয় সমন্বয়ের ফল যা দাঁড়ালো, সে সম্পর্কে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেনঃ "এই মিল-সমন্বয় সত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম ও তার দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের বাহ্য ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছিল।" (বাঙালীর ইতিহাস, পৃ-১৫১)।

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা পাহারা দেয়ার পাশাপাশি জাতির সাংস্কৃতিক সীমানার হেফাজত করতে না পারলে সে জাতির ভবিষ্যত পরিণাম কত মারাত্মক হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত রাখলেন পাল শাসকেরা। মিল-সমন্বয়ের মুখোশে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বিপর্যয় সৃষ্টি করলো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজত্বে। জেঁকে বসলো বিদেশাগত সেন ও বর্মন শাসকেরা। গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির ধারক ও পোষক সেন-বর্মনদের দেড়শ বছরের শাসনামলের একমাত্র লক্ষ্য ছিল 'এক বর্ণ, এক ধর্ম ও সমাজাদর্শের একাধিপত্য' প্রতিষ্ঠা। ডক্টর নীহাররঞ্জনের ভাষায়ঃ 'সে বর্ণ ব্রাহ্মণ্য বর্ণ; সে ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম; সে সমাজ দর্শন পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের আদর্শ; সেই আদর্শই হলো সমাজের মাপকাঠি। রাষ্ট্রের মাথায় রাজা, তার প্রধান খুঁটি ব্রাহ্মণেরা। কাজেই মূর্তিতে-মন্দিরে রাজকীয় লীপিমালায়, স্মৃতি, ব্যবহার ও ধর্মশাস্ত্রে সমস্ত রকম উপায়ে এই আদর্শ ও মাপকাঠির ঢাক পিটানো হতে লাগলো। রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে সর্বময় ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। (বাঙালীর ইতিহাস, পৃ-৫৬-৫৭)।

সেন-বর্মন শাসনামলে বাংলার ভূমিপুত্র বৌদ্ধদের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি কিরূপ নির্মম

www.pathagar.com

হস্তে ধ্বংস করে বিস্মৃতির অতল গহবরে সমাহিত করা হয়, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ অনেক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন এবং এ ব্যাপারে গবেষণার প্রয়োজন এখনো শেষ হয়নি। 'ডিসকভারিজ অব ইণ্ডিয়ান বুদ্ধইজম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থের বরাত দিয়ে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান' বইতে লিখেছেনঃ 'যে বঙ্গে (পূর্ব বঙ্গ) এক কোটির অধিক বৌদ্ধ এবং ১১৫০০ ভিক্ষু বাস করিত, সেখানে এক খণ্ড বৌদ্ধ গ্রন্থ ত্রিশ বৎসরের চেষ্টায় পাওয়া যায় নাই। যে পূর্ব ভারত বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান ক্ষেত্র ছিল, তথায় বৌদ্ধ ধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কৃত হইতেছে।' (পৃ-১১-১২)

বাংলাদেশে ইসলামের আগমন

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের কিছু কিছু দিক সম্পর্কে লেখক ও গবেষকদের সাম্প্রতিক আলোকপাত উৎসাহ উদ্দীপক। দেশে ইসলাম প্রচারের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোচনায় কয়েকটি নিদর্শনের কথা ইতিমধ্যে উঠে এসেছে। তার মধ্যে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে প্রাপ্ত আব্বাসীয় বাদশাহ হারুনুর রশীদের নবম শতাব্দীর মুদ্রাই এতকাল ছিল প্রাচীনতম। অতি সম্প্রতি লালমনির হাটে ৬৯ হিজরীর মসজিদের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের স্বীকৃতি লাভ করলে প্রমাণ হবে যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের ২৪ বছর আগেই এখানে মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিল।

হযরত উমরের (রা.) খিলাফতকালে বাংলাদেশে কয়েক দল ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন, একথা বহুল আলোচিত। সম্প্রতি মওলানা মুহিউদ্দীন খান তাঁর এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, রাসূল (সা.)-এর মামা সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.) আরো তিনজন সাহাবীসহ ৬২৬ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে চীনের ক্যান্টন বন্দরে উপনীত হবার আগে ভারত ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘ নয় বছর প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

এলফিন্স্টোন, জেমস টেইলর এবং সবশেষে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর খালিক আহমদ নিজামী ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে আরবদের সুপ্রাচীন যোগাযোগ, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং একের এলাকায় অন্যদের কলোনী গড়ে ওঠার খবর দিয়েছেন। এই যোগাযোগ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের কারণে মক্কায় ইসলাম প্রচারের বিরাট আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর বাংলাদেশে এসে পৌছাতে বিলম্ব ঘটার কারণ ছিলো না। রাসূল (সা.)-এর নবুওয়তের সপ্তম বছরে সম্রাট নাজ্জাশীর দেয়া পাল তোলা জাহাজে করে হযরত আবু ওয়াক্কাস (রা.)সহ চারজন সাহাবীর ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর চীনের পথে যাত্রা এবং নয় বছর পর সেখানে পৌঁছার ঘটনা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে যুগে

www.pathagar.com

মিসর থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত প্রলম্বিত সমুদ্র পথে আরব নাবিকগণ নৌ পরিচালনা করতেন। মালাবার উপকূল হয়ে তারা চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন। চট্টগ্রাম ও সিলেটে তাদের বাণিজ্য জাহাজ নোঙ্গর করতো। দীর্ঘ পথে পালে টানা জাহাজের একঘেয়ে যাত্রা সম্ভব ছিল না। পথে পথে বিভিন্ন মনযিলে থেমে জাহাজ মেরামত ও পরবর্তী মনযিলের জন্য রসদ সংগ্রহ করতে হতো। সন্দ্বীপে তখন খুব উন্নতমানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী ও মেরামত করা হতো। দূর পথে যাতায়াতকারী প্রতিটি জাহাজ এ বন্দরে যাত্রা বিরতি করতো। বহু বাণিজ্য জাহাজ অভ্যন্তরীণ পথে কাপাসিয়ার টোক কিংবা ঢাকার সাভার বন্দর পর্যন্ত চলে আসতো। এই পটভূমিতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই শুরু হওয়া সম্ভব ছিল।

ইসলাম প্রচারের সূচনাপর্বে বাংলার অবস্থা

এই সময় সারা বাংলায় ছিলো চরম অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা। শশাংক হর্ষবর্ধনের সংঘাত পরবর্তীকালে সাত শতকের মাঝামাঝি থেকে আট শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত একশ বছরের বাংলার বিশৃংখল অবস্থার উল্লেখ করে বিখ্যাত তিব্বতীয় লেখক লামা তারানাথ জানাচ্ছেন, সমগ্র দেশের তখন কোন রাজা ছিলো না, প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্ত লোক ও বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করতো। ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিলো না। প্রবলেরা অবাধে দুর্বলদের ওপর অত্যাচার চালাতো।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প'তে বলা হয় যে, গৌড় রাজ্য তখন অভ্যন্তরীণ কলহ ও বিদ্রোহে ছিল ছিন্নভিন্ন। এখানে একাধিক রাজার অভ্যুদয় ঘটে। তারা কেউ মাত্র একমাস রাজত্ব করেছেন। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী কেউ ছিল না। রাষ্ট্রের সামগ্রিক ঐক্য বলতেও কিছুই ছিল না। ছোট ছোট সামন্তরা নিজ নিজ এলাকায় একচ্ছত্র হয়ে উঠেছিল। ছোট মাছেরা যেমন বড় মাছের উদরস্থ হবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে তখনকার রাজ্য এবং প্রজাপুঞ্জের অবস্থা ছিলো তেমনি। এ কারণেই এই যুগ 'মাৎসান্যায় যুগ' নামে চিহ্নিত হয়েছে।

এই মাৎসান্যায় যুগে এদেশে ইসলাম প্রচারকরা সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে ইসলাম প্রচার করেন। এরপর পাল যুগে তাদের প্রচারধারা অব্যাহত থাকে। সেন-বর্মণ যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন এবং অর্থনৈতিক শোষণে বাঙালী জনজীবন যখন বিপন্ন, সে সময় মজলুমের পক্ষের শক্তি হিসাবে ইসলাম প্রচারকগণ তাদের পাশে দাঁড়ান। শশাংক-হর্ষবর্ধনের সময় থেকে শুরু হয়ে মাৎসান্যায় যুগের অন্ধকার ভেদ করে ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফের বাণী তখন গুঞ্জরিত হচ্ছিল দেশের নানা জায়গায়। দশ ও এগারো শতকে গৌড় থেকে চট্টগ্রাম এবং সিলেট থেকে মঙ্গলকোট পর্যন্ত সারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে সর্বত্র সে মুক্তিবাণী ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদ

www.pathagar.com

মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল, ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী ছিল তার বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদ। ইসলাম প্রচারকদেরকে কেন্দ্র করে বাঙালী দলিত জনতা ক্রমেই একটি সংগ্রামী কাফেলায় ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল।

ইসলামের প্রতি বৌদ্ধ সমর্থন

দ্বাদশ শতকের শেষ অবধি বাংলার সকল বিখ্যাত শহর-বন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন গ্রামে সত্য-মিথ্যার, হক ও বাতিলের, ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলার অধিবাসীরা হাজার বছর থেকে আর্যদের বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্মের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে আসছিল, রসূলে খোদার আদর্শের পতাকাবাহীগণ তাদের সেই প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছিলেন। সে যুগের ইসলাম প্রচারের ধারা এদেশের মানুষের দীর্ঘকালীন মুক্তি সংগ্রামের ধারার সাথে যুক্ত ও একাত্ম হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের জুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ বাঙালীর কাছে একেকজন ইসলাম প্রচারক আবির্ভূত হয়েছিলেন মুক্তি সংগ্রামের নায়করূপে। জনগণ তাদের নেতৃত্বে সংগ্রামী হয়ে উঠেছিলেন। ইসলাম প্রচারকদের প্রচার কাজে সাধারণ মানুষের সমর্থনের উল্লেখ করে ইবনে বতুতা লিখেছেন, বৌদ্ধরা মুসলিম প্রচারকগণকে সম্মান জানাতেন, তাদেরকে নিজ বাড়িতে থাকতে দিতেন এবং খাদ্য সরবরাহ করতেন। অন্যদিকে, ব্রাহ্মণদের প্রতি তাদের এ ধরনের আচরণ কল্পনাও করা যেতো না।

পালদের পতনের পর সেন-বর্মণ শাসনামলে এদেশের মানুষের দুরবস্থা তুলে ধরে এম. এন. রায় লিখেছেন, “বৌদ্ধ মতবাদের পতনের সাথে সাথেই সারা দেশ অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচার, বিচারবুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা আর আধ্যাত্মিক বিশৃংখলার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে সমগ্র দেশ তখন ধ্বংস ও বিলুপ্তির ভয়াবহ কবলে পড়ে গেছে। এজন্য নিপীড়িত জনগণ ইসলামের পতাকার নীচে এসে ভীড় করে দাঁড়ালো। .... ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ভারতীয় জনগণের সমর্থন লাভ করলো। তার কারণ, তার পিছনে জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, হিন্দু দর্শনের চাইতে তা ছিল শ্রেয়. কেননা হিন্দু দর্শনই সমাজদেহে এনেছিল বিরাট বিশৃংখলা আর ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখায়।’ (দি হিস্টোরিক্যাল রোল অব ইসলাম)

ইসলাম প্রচারকদের কর্মধারা

ইসলাম প্রচারক আলেম ও সূফী দরবেশগণ জনগণের সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় সংগঠন কায়েম করেন। তাদের অনেকেই দলে দলে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে এখানে বসতি স্থাপন করেন। মুসলিম বিশ্বের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে

www.pathagar.com

তারা বিভিন্ন ইসলামী শাস্ত্রে পারদর্শী, সমরকুশলী ও রাজনৈতিক যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ করেছেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই এ ধরনের বহু কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ইসলাম প্রচারকগণ অনেক সময় অত্যাচারী শাসক ও সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ ধরনের অধিকাংশ ঘটনার কারণ ছিল নির্যাতিত সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ। এ সকল সম্মুখ যুদ্ধে তারা কেউ হয়েছেন গাযী, আবার কেউ বা শাহাদত বরণ করেছেন। শাসকদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের এ সকল লড়াইয়ে মজলুম জনতা তাদের পিছনে কাতারবন্দী হয়েছেন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় এসব সংগ্রামী প্রচারকদের মাযার রয়েছে।

আলিম ও দরবেশগণ ছাড়াও মুসলিম শাসনামলে মুজাহিদগণ মুসলিম শাসকদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে মুসলিম রাজ্য বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছেন। সৈনিকরূপে যুদ্ধে গেলেও রাসূল (সা.)-এর আদর্শের সৈনিকরূপে কাজ করাই ছিল এসব মুজাহিদের জীবনের আসল মিশন। তারা কেউ কেউ সেনাবাহিনীর সহায়তায় যুদ্ধ করে বিজিত নগর ও অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হয়েছেন। তাদের মধ্যে ইসমাইল গাযী মক্কী, জাফর খান গাযী ও খান জাহান আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলাম প্রচারক আলেম, সূফী দরবেশ ও গাযীগণ বাংলার সাধারণ মানুষের ভাষায় ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেছেন। তারা অধিকাংশই বাস করতেন গ্রামে। বিভিন্ন স্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকা সফর করে তারা মানুষকে দীনের দাওয়াত দিতেন। মুসলিম সমাজের সুষ্ঠু সংগঠন, বলিষ্ঠ চরিত্র ও উন্নত আদর্শের কারণে আশপাশের সমাজের ওপর তার প্রভাব পড়তো। ইসলাম প্রচারকগণ বাংলার জনগণের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানে, তাদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের নৈতিক চরিত্র ও নৈতিক শক্তি, মানুষের প্রতি তাদের অকৃত্রিম দরদ ও ভালবাসা সকল স্তরের জনগণকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছে। তৎকালীন সমাজ মুখ্যত গোষ্ঠীভিত্তিক হবার কারণে কোন বৌদ্ধ বা হিন্দু সমাজপতি ইসলাম গ্রহণ করলে সমাজের অন্য লোকেরাও তাঁর সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করতেন।

মুসলিম শাসনামলে ইসলাম প্রচারকগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে ভূমিকা পালন করেছেন। মুসলিম রাজ্য বিস্তার, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিধান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাঁরা অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা মুসলিম শাসকদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ দিতেন। মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজের বিপদের সময় জনগণের স্বাধীনতা ও ঈমানের হেফাজতের ব্যাপারেও তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

www.pathagar.com

তিনশ বছরের মুসলিম শাসনের পর 'রাজা' গনেশ বাংলার মুসলমানদের অস্তিত্ব ধ্বংসের চ্যালেঞ্জরূপে আবির্ভূত হবার আগেই এ বিপদ সম্পর্কে সুলতান সিকান্দার শাহ ও গিয়াসউদ্দীন আযম শাহকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যথাক্রমে মওলানা মুজাফফর শামস বলখী ও শায়খ আলাউল হক। এ বিপদ থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষার মহান ব্রত পালনে এগিয়ে এসেছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম শায়খ নূর কুত্ব উল আলম।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলার ইসলাম প্রচারকগণ ছিলেন মানব সেবার এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শের প্রতীক। প্রচারকদের খানকাহগুলি ইসলামের মুক্তিবাণী প্রচারের কেন্দ্র এবং নির্যাতিত জনগণের আশ্রয়কেন্দ্রই শুধু ছিল না, এগুলি লংগরখানা হিসাবেও ভূমিকা পালন করেছে। মানবসেবাকে প্রচারকগণ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

'রিয়েল কিংস অব বেঙ্গল'

দেশের সাধারণ মানুষের সাথে ইসলাম প্রচারকদের যে নিবিড় যোগাযোগ ও একাত্মতা ছিলো, সে কারণে তারা মুসলিম শাসক ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্ররূপে ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন। ইসলাম প্রচারকগণ তাদের বিভিন্ন ধরনের গণমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে মুসলিম শাসনের প্রতি জনগণের নৈতিক সমর্থনের শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছেন। তাদের নিরন্তর ভূমিকা দেশের বিপুল সংখ্যক ভিন্নধর্মীর ওপর দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনকে সম্ভব ও সহজ করে তুলেছে।

ইসলাম প্রচারকগণ শাসক বা আমীর-ওমরাহদের কাজকর্মের সাথে একাকার হন নি। কিন্তু শাসক ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ওপর তাদের প্রভাব তাদের মাঝে সৎকর্মশীলতার গুণাবলী সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। শাসকদের ওপর ইসলাম প্রচারকদের এই প্রভাব লক্ষ্য করে বুকানন হ্যামিল্টন মন্তব্য করেছেন ঃ There was truth in the assertion that these saints were the real kings of Bengal, as it was only according to their pleasure that the temporal kings could reign.

মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে প্রাথমিক দুর্বলতা

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ও মুসলিম সমাজ গঠনে এ সকল উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কিছু বড় ধরনের দুর্বলতাও চিহ্নিত করা যায়। এর মধ্যে প্রধান হলো এদেশের মুসলমানদের প্রাথমিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় সচেতনতার অভাব। এখানে ব্যাপক ভিত্তিতে ইসলাম প্রচার সংগঠিত হয়েছে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েকশ বছর পর। নও-মুসলিমদের জীবন থেকে তাদের পুরুষানুক্রমে লালিত বহু কুসংস্কার সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য যে সযত্ন প্রয়াস এবং এ জন্য যে সময় ও সুযোগ প্রয়োজন ছিল, নানা কারণে এখানে তা অনুপস্থিত ছিল। ইসলাম প্রচারকদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায়

www.pathagar.com

নওমুসলিমদের জীবন থেকে পৌত্তলিকতার প্রত্যক্ষ উপাদান তথা মূর্তিপূজার বড় শিরক দূর হয়েছিল। কিন্তু তাদের অবচেতন মন থেকে শিরকের শিকড়গুলি সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলার জন্য যে যত্ন প্রয়োজন তা এখানে সম্ভব হয়নি। এ কারণে মুসলিম সমাজে সামান্য শৈথিল্যের সুযোগে অনেক সময় শিরক-বিদয়াত-কুসংস্কার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মুসলিম সমাজে এ ধরনের অবক্ষয় বিশেষত সে সময়গুলোতেই ঘটেছে, যখন ইসলাম প্রচারের ধারা দুর্বল হয়েছে। শিরক, কুফর, অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে কোন ইসলাম প্রচারক ইনতেকাল করার পর তার কবরকে ঘিরেও ইসলামী আকীদা বিরোধী নানা কর্মকাণ্ড জেঁকে বসেছে।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাসূল (সা.) ইসলাম বিরোধী রীতি-নীতি বাতিল এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এমনকি ইহুদীদের পাগড়ির সাথে মুসলমানদের পাগড়ির স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমানদেরকে পাগড়ির নীচে টুপী পরতে নির্দেশ দিয়েছেন। বাংলায় মুসলিম সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সেরূপ সতর্ক নীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। ফলে এখানকার মুসলিম সমাজে স্বকীয় সাংস্কৃতিক চেতনা পুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিয়ে-শাদী, উৎসব-আনন্দ এবং শোক ও বেদনা প্রকাশের অনুষ্ঠান, এমনকি ইবাদাত-বন্দেগীতে মুশরিকী রীতি-নীতির ঝোঁক থেকে গেছে। দ্বিতীয় প্রধান দুর্বলতাটি দেখা দেয় এ দেশে ইসলাম প্রচারের জোয়ার স্তিমিত হওয়ার পর। পনেরো শতকের পর এখানে একদল সূফীর আবির্ভাব হয়, যারা শরীয়তের বাইরের কোন পদ্ধতি গ্রহণে দ্বিধান্বিত ছিলেন না।

পলাশী বিপর্যয়ের সাংস্কৃতিক পটভূমি

মুসলিম শাসনামল বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গঠনমূলক যুগ হিসাবে চিহ্নিত। জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে তারা বিস্ময়কর অবদান রাখেন। বাংলা ভাষার উন্নয়নে তাদের অবদানের উল্লেখ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করেন যে, এদেশে মুসলিম শাসন আরো কিছুকাল বিলম্বিত হলে বাংলা ভাষার অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না।

বিদ্যোৎসাহী মুসলিম সুলতানগণ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদ করার ব্যাপারে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের বিপুল উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য, রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ মুসলিম শাসকদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত থেকে বাংলায় ভাষান্তর ও প্রকাশ করা হয়। অন্যদিকে তৎকালীন দুনিয়ার সবচে সমৃদ্ধ ভাষা আরবীতে তখন তাফসীর, হাদীস, উসুল, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি, কাব্য সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল গ্রন্থরাজি মওজুদ ছিল। মুসলমানদের সুষ্ঠু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে এসব বই ছিল অত্যন্ত উপযোগী। এ বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার

www.pathagar.com

জনগণের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা শাসকগণ করেননি। ফলে মুসলিম সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় জনগণের মুখের ভাষারূপে বাংলা যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করলেও তাদের তৈরী বাংলা সাহিত্য এমন একটি রূপ লাভ করে, যেখানে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সুযোগ দুর্বল হয়ে যায়। মুসলমানদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট মঙ্গলকাব্যের প্লাবনে সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি ভেসে যাবার উপক্রম হয়।

তৎকালীন বাংলার, বিশেষত স্বাধীন সুলতানী আমলের শেষভাগের শাসকগণ রাষ্ট্রের বস্তুগত উন্নয়ন ও ভৌগোলিক প্রভাবসীমা বিস্তারে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিলেও জনগণের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার ফলে বর্ণ হিন্দুদের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে এসে ষোল শতকের গোড়ার দিকে শ্রীচৈতন্যের সংস্কারবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা হয়। পনেরো শতকের গোড়ার দিকে নূর কুতুবের নেতৃত্বে বাংলার জনগণ ভাতুরিয়ার জমিদার 'রাজা' গনেশের হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক আন্দোলন দমনে সমর্থ হলেও ষোল শতকের শ্রীচৈতন্যের সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থান মুকাবিলার ক্ষেত্রে মুসলমানরা ততখানি সফল হয়নি। রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় 'চৈতন্যের নেতৃত্বে অসম্ভব সম্ভব হইল'। আঠারো শতকের মধ্যভাগে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের পটভূমি চৈতন্যের নেতৃত্বে এই ষোল শতকেই রচিত হয়। পলাশী বিপর্যয়ের মূল কারণ যে সাংস্কৃতিক, তা ইতিহাসের সচেতন পাঠ আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেবে।

পলাশী উত্তর বাংলায় জনযুদ্ধ ও ইসলাম

মুসলিম সমাজ জীবনে আদর্শিক অবক্ষয়ের দিকটি বড় বেশী খারাপ হয়ে দেখা দেয় পলাশী যুদ্ধের পর। পলাশীতে সিরাজের পরাজয়ের পর মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিপর্যয় এবং এ সময়ে ইসলাম প্রচারের ধারা একেবারেই স্তিমিত হয়ে পড়ার পটভূমিতে মুসলিম সমাজে নানা ধরনের আকীদাগত ত্রুটি ও বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। সতেরো শ সাতান্ন থেকে আঠারো শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত এখানে মুসলমানরা যে আপোসহীন জনযুদ্ধ পরিচালনা করেন তাতে ইসলাম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে ভূমিকা পালন করলেও ইসলামী আদর্শবাদের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারের কোন প্রবল আন্দোলন দৃশ্যমান হয় না।

উনিশ শতকের সূচনাতে বাংলাদেশে হাজী শরীয়ত উল্লাহর নেতৃত্বে যে ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয়, তা মুসলিম সমাজের অবক্ষয় মুকাবিলায় প্রথম ইসলামী আন্দোলন। ফরায়েজী আন্দোলন ছাড়াও সে সময় সাইয়েদ আহমদ বেরেলভীর অনুসারী তিতুমীর এবং মওলানা ইনায়েত আলী ও বেলায়েত আলীর পাটনাকেন্দ্রিক জিহাদ আন্দোলনের প্রভাব বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল। ফরায়েজী আন্দোলন দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গ এবং

www.pathagar.com

জিহাদ আন্দোলন উত্তর বঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলিম সমাজকে শিরক, বিদয়াত ও কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে মুক্ত করতে গভীর প্রভাব বিস্তারক ভূমিকা পালন করেছে। সিপাহী বিপ্লবের পর কঠোর হাতে ইংরেজরা এ দুটি আন্দোলনকে দমন করলেও উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এ দুটি আন্দোলন বাংলাদেশের মাটিকে শিরক ও বিদয়াতের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করতে সক্রিয় ছিল।

কুড়ি শতকের নব জাগরণে ইসলামের অবদান

কুড়ি শতকের সূচনা থেকে এদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগ্রামের জোয়ার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময় মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রচারমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের আদর্শিক সচেতনতা সৃষ্টির একটি প্রয়াস স্পষ্ট হয়। রাজনৈতিক প্রচারকগণ ইসলামের আদর্শ এবং মুসলিম স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যের বিষয়কে উচ্চকিত করতে শুরু করেন। ইসলামী আদর্শ প্রচারের বাহনরূপে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা ও বই-কিতাব এ সময় প্রকাশিত হতে থাকে।

কুড়ি শতকের মধ্যভাগে এসে ইংরেজদের হাত থেকে বাংলাদেশের মুসলমানরা স্বাধীনতা লাভ করে। এর পর এখানে ইসলামী আদর্শকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সর্ব পর্যায়ে রূপায়নের আন্দোলন জোরদার হয়। এ সকল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের পুর্ণাঙ্গ রূপ জনগণের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। জনগণের মধ্যে জানার আগ্রহ বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা লাভের উপযোগী বইপত্র বাংলা ভাষায় প্রচুর সংখ্যায় প্রকাশিত হতে থাকে।

কুড়ি শতকের মধ্যভাগেও বাংলা ভাষায় আল কুরআনের তরজমা ও তাফসীর কিংবা হাদীসগ্রন্থসমূহ দুর্লভ ছিল। কিন্তু একুশ শতকের বর্তমান পর্যায়ে এসে কুরআন শরীফের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ এখন বাংলায় পাওয়া যাচ্ছে। রাসূল (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, তাঁর কথা ও কাজের অনুপুংখ বিবরণ, ইসলামী আদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তথ্য ও ব্যাখ্যা বাংলাভাষী জনগণ এখন সরাসরি হাদীস গ্রন্থ থেকে জানার সুযোগ পাচ্ছেন। রাসূল (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

অল্প কয়েক বছর আগেও ইসলামী বইপত্র বলতে খাব ও তাবীর, দোয়া ও তাবীজ এবং সাধারণ মাসলা-মাসায়েলের বইপত্র বোঝাতো। এমনকি 'বিষাদ সিন্ধু'র মতো সাহিত্য-কর্ম মহাপবিত্র দ্বীনি গ্রন্থরূপে সাধারণ লোকের কাছে সমাদৃত হতো। কিন্তু বর্তমানে কুরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, সমাজতত্ত্ব, আইন প্রভৃতি বিষয়ে বিপুল সংখ্যক বইপত্র প্রকাশিত হয়েছে। জনগণ সরাসরি কুরআন-হাদীসের শিক্ষা এবং রাসূল (সা.)-এর প্রদর্শিত নীতি ও পথের সাথে

www.pathagar.com

পরিচিত হবার এবং সেভাবে নিজেদের জীবন গঠনের সুযোগ পেয়েছেন।

কুরআন ও হাদীস তথা রাসূল (সা.)-এর আদর্শের চর্চা শুধু বইপত্রে সীমিত নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মসজিদ ও ময়দানে নিয়মিত কুরআন তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওয়াজ-নসিহতের মাহফিলগুলি এখন আর রসালো কিচ্ছা-কাহিনী কিংবা কেবল আখেরাতকেন্দ্রিক আলোচনায় সীমিত নয়। আলেমগণ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ও একমাত্র অনুসরণযোগ্য জীবনাদর্শ হিসাবে জনগণের সামনে তুলে ধরছেন এবং সে বিধান বাস্তবায়নে জনমত সংগঠনে সক্রিয় রয়েছেন।

মুসলিম সমাজের মাযহাবী বিরোধও এখন অনেক সীমিত পর্যায়ে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইসলামের প্রচার, অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বইপত্র রচনায় ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এগিয়ে আসার ফলে ব্যাপক জনগণের মধ্যে জাগরণের প্রবল গতি সঞ্চারিত হয়েছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ, আলোচনা, অধ্যয়নের আকাঙ্খা প্রবলতর হয়েছে। ইসলামী বইপত্রের বিপুল কাটতি, মসজিদ এবং বিভিন্ন ইসলামী সমাবেশে তরুণদের উপস্থিতি বৃদ্ধি এ যুগে ইসলামের প্রচার ধারার বলিষ্ঠতার ইঙ্গিতবহ।

দেশের লাখ লাখ মসজিদকে মুসলিম সমাজের সকল কর্মতৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত করার ব্যাপারে জনগণের সচেতনতা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ মুসলিম সমাজের স্বাভাবিক নেতা হিসাবে যাতে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন সেজন্য ইমাম প্রশিক্ষণের কার্যক্রম চালু হয়েছে। জুমার নামাজে আরবী ভাষায় খোতবার পাশাপাশি এখন বহু মসজিদে সেই সাপ্তাহিক ভাষণ বাংলায় বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে মসজিদের বাস্তব প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বহির্বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের সাথে এদেশের জনগণের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী তৎপরতার সাথে জনগণ পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ লাভ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার অবক্ষয় ও মানব রচিত মতবাদসমূহের ব্যর্থতার পটভূমিতে বিশ্বব্যাপী ইসলামী উত্থান ও মুসলিম জাগরণ বাংলাদেশের মুসলমানদেরকেও রাসূল (সা.)-এর আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ বদলের ব্যাপারে প্রবলভাবে আগ্রহী করে তুলেছে।

অনেক দিন পর্যন্ত ইসলামী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ অনুল্লেখযোগ্য ছিল। সাম্প্রতিককালে এক্ষেত্রে বেশ ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। শিক্ষিত মহিলাগণ এখন বিপুল সংখ্যায় সংগঠিত হয়ে ইসলামী সাংস্কৃতিক নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করছেন। নারীর ইসলাম স্বীকৃত অধিকার সম্পর্কে শত বছরের চাপা পড়া সত্য সম্পর্কে আলেমগণ এখন সোচ্চার কণ্ঠে কথা বলছেন। এ ব্যাপারে উৎসাহজনক হারে বইপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। মুসলিম নারীগণ সামাজিক কুসংস্কারের কুহেলী অবরোধ ভেঙে

www.pathagar.com

তাদের ইসলামসম্মত অধিকার নিয়ে বেরিয়ে আসছেন সামাজিক দায়িত্ব পালনে। বাংলাদেশের মসজিদগুলিতে এখন ক্রমেই মুসলিম নারীদের নামাজ পড়ার অধিকারের ব্যাপারে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনানুষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষার সুযোগ থেকে আগে নারীরা বঞ্চিত ছিলেন। এখন বড় বড় দ্বীনি মাহফিল ও সমাবেশে হাজার হাজার নারী সমবেত হয়ে দ্বীন সম্পর্কে, তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ গ্রহণ করছেন। দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষারত, কিংবা সমাজের নানা ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনরত নারীদের মাঝে তাদের পোশাক সম্পর্কে সচেতনার দিকেও যদি লক্ষ্য করা হয়, ইসলামী সাংস্কৃতিক নির্মাণে আমাদের নারীদের উত্তরোত্তর অগ্রণী ভূমিকা পালনের চিত্র পাওয়া যাবে।

চৈতন্যবাদী ও ক্রুসেডবাদী প্রতিবন্ধকতা

রাসূল (সা.)-এর আদর্শে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক নির্মাণের এখনকার প্রক্রিয়াও বাধা-বিপত্তিহীন বা নির্বিরোধ নয়। আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির সয়লাব সৃষ্টির চেষ্টা এখানে বরাবরই সক্রিয় রয়েছে। শ্রীচৈতন্যের একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী অনুসারী এক্ষেত্রে নিজেদের বিভ্রান্ত চিন্তার দ্বারা সমাজকে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করছে। এখনও আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মিল-মিশাল আর সমন্বয়ের সেই পুরনো ধূয়া তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের নব্য এজেন্টরা দুই বাংলার এক সংস্কৃতির নামে শ্লোগান তুলছে। তারা দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে আমাদের পূর্ব পুরুষদের সংগ্রাম ও আত্মদানকে ভুল আখ্যায়িত করছে। ইসলাম ও মুসলমান পরিচয়কে সাম্প্রদায়িকতা নামে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করছে। ইসলামী প্রতীক ও পরিভাষাগুলিকে বিতর্কিত করার এবং এগুলির বিকৃত ইমেজ দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। জাতীয় জীবনে প্রেরণা সৃষ্টিকারী কাব্য ও সাহিত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। দেশে নানা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রবাহগুলিকে ভারতীয় আর্যব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক বিষাক্ত বানের পানির দ্বারা সয়লাব করার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। দেশের প্রচার মাধ্যমগুলিকে ইসলাম বিরোধী প্রচারণার হাতিয়াররূপে ব্যবহারের চেষ্টা করছে।

একদিকে আর্যব্রাহ্মণ্যবাদীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, অন্যদিকে দেশে চলছে পশ্চিমা সংস্কৃতির দাপট। মুসলিম বিশ্বে ইসলামী চেতনা দুর্বল করার জন্য ভোগবাদ, বস্তুবাদ, যৌনতা, উলঙ্গপনার সয়লাব সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদী পশ্চিমা জগত মুসলিম দুনিয়াকে তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের টার্গেট বানিয়েছে। ইসলাম এখন তাদের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ। ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য সভ্যতা ইতিমধ্যে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ক্রুসেড শুরু করেছে।

পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে এখনকার আরেকটি বড় অস্ত্র হলো সেবার নামে, এনজিওর

www.pathagar.com

ছদ্মাবরণে এদেশের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও সামাজিক সংহতি ধ্বংস করা এবং ধর্মান্তরের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের স্থায়ী এজেন্ট সৃষ্টি।

তথ্য প্রযুক্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগে তারা তথ্য-সন্ত্রাসেও লিপ্ত। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলি পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, সভ্যতাগত ও মনস্তাত্ত্বিক স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই কোন খবরকে ফলাও করে, বিশ্লেষণ করে এবং বিকৃত করে। 'ইকনোমিস্ট' পত্রিকা ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য বিষয়ে তাদের একটি জরিপ প্রতিবেদনে লিখেছেঃ 'পনেরো শতকে যে খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারা পাল তোলা জাহাজ ও ঘোড়ায় চরে পথ পাড়ি দিত, দীর্ঘ সফরে অনেক সময় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়তো, বর্তমানে তা সরাসরি স্ক্রীন থেকে স্ক্রীনে চলে যাচ্ছে।'

এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরূপে সরকারের যে সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও দূরদৃষ্টি প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যবশত তা অনুপস্থিত। অতীতে মুসলমানদের সবচে খারাপ সময়গুলিতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে কিংবা পাল শাসনের শেষের দিককার শাসকদের মাঝে যে ধরনের সাংস্কৃতিক অসচেতনতা ছিল, এখনকার মুসলিম শাসকরা তারচে ভালো অবস্থায় আছেন বলে মনে হয় না।

আশার কথা যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল বাধা ও বিপত্তি মুকাবিলা করে রাসূল (সা.)-এর সাংস্কৃতিক কাফেলা ক্রমশ অধিকতর সচেতনতাভিত্তিক সংগঠিত রূপ লাভ করছে। সমাজ-শক্তিকে সংগঠিত করার ব্যাপারে বৌদ্ধ ধর্মের যে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ছিল, ইসলামের অবস্থা তা নয়। সর্বোপরি রাসূল (সা.)-এর অনুসারীদের হাতে রয়েছে তাদের শক্তি, প্রেরণা ও আলোর উৎস আল কুরআন। রয়েছে আল কুরআনের বাস্তব ও জীবন্ত আদর্শ, নবী মুস্তাফার সুন্নাহ। এই আলোই বাংলাদেশের জনগণকে সকল আঁধার পেরিয়ে তাদের মুক্তির মনযিল পানে এগিয়ে নেবে।

www.pathagar.com

মহানবীর আদর্শের দর্পণে
দারিদ্র বিমোচন

জুলফিকার আহ্‌মদ কিসমতী

বিশ্ব মানবের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ খোদায়ী পথপ্রদর্শক নবী মুহাম্মদ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "উপরের হাত নীচের হাত হতে উত্তম।" অর্থাৎ দাতার হাত দান গ্রহীতার হাত হতে উত্তম। আরও খুলে বললে অর্থ দাঁড়ায়, যে মানুষ অপর মানুষকে টাকা-পয়সা, অর্থ-বিত্ত, সম্পদ, খাদ্য, বস্তু ইত্যাদি জীবনোপকরণ; জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রযুক্তি, সামরিক উপকরণ, চিকিৎসা উপকরণ, উন্নত চাষাবাদের উপকরণ, যা কিছু প্রদান করবে, সেই ব্যক্তিই এসব বস্তু গ্রহণকারীর তুলনায় উত্তম। এসব প্রয়োজনীয় বস্তুর দাতা-গ্রহিতা যেমন ব্যক্তি মানুষ হতে পারে, তেমনি জাতিগত, রাষ্ট্রগত পর্যায়েরও হতে পারে। দাতা রাষ্ট্রীয় ও জাতিগত পর্যায়ের হলে, তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হবে গ্রহিতা দেশটির উপর। ফলে ইচ্ছা-অনীচ্ছায় ঐ দাতা দেশের ন্যায়-অন্যায় রীতি-নিয়ম, যাবতীয় শর্ত ও দাবী গ্রহিতা দেশটিকে মেনে নিতে হবে। আর তা করতে গিয়েই গ্রহিতারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর এই গুরুত্বপূর্ণ বাণীর তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধিতে ব্যর্থ হবার কারণেই আজ তারা ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পৃথিবীর দাতা শক্তিগুলোর কাছে মুখাপেক্ষী। এই মুখাপেক্ষিতার সুযোগ নিয়ে এখন তারা আমাদেরকে ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে অপমান ও যিল্লতীর সম্মুখীন করে তুলছে। আমরা দাতার হাতের অধিকারী হতে না পারায় আজ ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরমুখাপেক্ষী।

মহানবী (সা.) আরও এরশাদ করেছেন- "অভাব-দারিদ্র মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়।" অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যত জ্ঞানীই হোক না কেন, তার যদি প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ ও সম্পদ না থাকে, তখন সে দারিদ্রের কষাঘাতে নিজের অলক্ষ্যেই নীতিভ্রষ্ট হয়ে ওঠে। একজন জীবনের শুরু থেকে যেসব নীতি কথা বলে আসছে, অভাবজনিত পরিণতির শিকার হয়ে সেসব সুন্দর ও ন্যায়নীতিমূলক কথার বিপরীত কাজই সে শুরু করে। অভাবগ্রস্থ মানুষ পরোপকারে তো আসেই না বরং পরের গলকন্টক হয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়ায়।

এ কারণেই ইসলাম মানুষকে অভাব থেকে রক্ষা করতে চায়। দারিদ্রপীড়ায় জর্জরিত জীবন থেকে রক্ষাকল্পে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ করেছেন, "তোমরা যখন নামাজ শেষ করবে, তখন আল্লাহ্‌র এই পৃথিবীতে তাঁর প্রদত্ত রিজিকের অন্বেষণে ছড়িয়ে পড়ো।" মহানবী (সা.) ভিক্ষাবৃত্তি নিষেধ করেছেন। কোনো লোককে ভিক্ষা করতে দেখলে তিনি তাকে সেই অপমানকর কাজ থেকে ফেরাবার জন্য কাজের যন্ত্রপাতি খরিদ করে দিতেন। হযরত এরশাদ করেছেন, "নিজের কষ্টোপার্জিত অর্থে কেনা খাদ্যই উত্তম খাদ্য।"

প্রয়োজনীয় সম্পদ ও জীবনোপকরণ না থাকলে দুঃস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসা যায় না। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ "সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট পুরে আহার করে আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধায় কাতর থাকে।" পৃথিবী থেকে দারিদ্র দূর করার এরচে মহত্তম বাণী আর কি হতে পারে?

দারিদ্র দূর করার জন্য পবিত্র কুরআনে যাকাত ফরজ করা হয়েছে। এই নির্দেশের তাগিদ হলো, সম্পদের অধিকারী হয়ে তুমি অহংকারী হয়োনা, বরং মানবতার সেবায় সে সম্পদ ব্যবহার করো। দুস্থ মানুষকে অর্থ, সম্পদ দ্বারা সাহায্য করা মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য। আর তা করতে হলে তাকে হতে হবে সম্পদের অধিকারী। শুধু যাকাত নয়, দরিদ্রতা দূর করার জন্যই ফিৎরা ও সদকার বিধান দেয়া হয়েছে। দান করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে মুমিনদের।

মহানবী (সা.) তাঁর বংশের জন্যে যাকাত, ফিৎরা, সদকা নিষিদ্ধ করে গেছেন। এর পরোক্ষ তাকিদ হলো, "তোমরা কর্মের মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী হতে সচেষ্ট থাকবে যেন অপরের কাছে হাত পাততে না হয়।" তাঁর উম্মতেরও জন্য এই বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়নি, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের জন্যই সবাইকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

যাতে সম্পদের অপচয়, অপব্যবহার বন্ধ হয় এবং সম্পদ কুক্ষিগতকারীদের হাত থেকে তা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এ জন্য ইসলাম প্রয়োজনে মুসলমানদেরকে জেহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তেও নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা, তাঁর কোনো বান্দার জন্যে ক্ষমা ও জান্নাতে প্রবেশাধিকারের জন্যে যেসব বিষয়কে পূর্ব শর্তরূপে গণ্য করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো "আল্লাহর পথে মাল দিয়ে ও জান দিয়ে জেহাদ করা অর্থাৎ দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো।" কারণ দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সেখানে বেইনসাফী থাকবেনা, থাকবেনা অভাব ও দারিদ্র।

মুসলিম জাতি অর্থ বিত্তের মালিক হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠলে, লোভী, মানুষের অধিকার হরণকারী ও আধিপত্যবাদী শক্তির জন্যে হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে, এজন্যে ইসলামের বিরুদ্ধে সূচনাপর্ব থেকে সুকৌশলে এক শ্রেণীর লোক এর অগ্রগতি রোধে সচেষ্ট। তাদের প্ররোচনায় দুনিয়া ত্যাগ করে সংসার বিরাগী হবার মতো ধারণাও কেউ কেউ প্রচার

www.pathagar.com

করেছে। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের এ মর্মে মুনাজাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন, "রাববানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানা ওয়া ফিল্ আখেরাতে হাসানা।" অর্থাৎ "হে আমাদের প্রভু। আপনি আমাদেরকে এই বস্তুজগতেও হাসানা বা সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ দান করুন, আর আখেরাতেও। আর আমাদেরকে রক্ষা করুন দোযখের শাস্তি থেকে ।" ইসলামপূর্ব যুগে একদল খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা যখন আল্লাহ্র প্রতি ভক্তি আতিশয্যে ব্যবহারিক জীবনের কায়-কারবার পরিহার করে পাহাড় চূড়ায় গিয়ে আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন হয়, তখন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এই কার্যক্রমের নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন "রাহ্বানিয়াতা ইবতাদাঁ উহা মা কাতাবনা আলাইহিম," অর্থাৎ "তারা যে বৈরাগ্য গ্রহণ করেছিল, আমি তাদেরকে এই দায়িত্ব দেইনি, এটা তাদেরই উদ্ভাবিত।" আল্লাহর এই বাণীতে দুনিয়াকে ত্যাগ করার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভোগেরও শরীয়ত সম্মত বিধান রয়েছে। স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রকৃতপক্ষে তাই হচ্ছে দুনিয়াদারী যা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন করে রাখে। সম্পদ বা জনের প্রাচুর্যের নাম দুনিয়া নয়। আজ থেকে পৌনে ৮'শ বছর পূর্বে এই কথাই বলেছেন ইসলামের ব্যাখ্যাদাতা দার্শনিক কবি জালাল উদ্দিন রুমী। আল্লাহর বাণীর আলোকে দুনিয়ার যথার্থ তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন:

"নমি গুয়েম কেহ্ আয দুনিয়া জুদাশ্
বাহার কারে কেবা শী বা খোদাবাশ্।"

অর্থাৎ আমি তোমাদের সংসার ত্যাগী বৈরাগী হতে বলছিনা বরং প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র অনুমোদিত পন্থায় করবে। তিনি আরো বলেন, "চিস্তে দুনিয়া? আজ খোদা গাফিল বুদান নায় কামাশ ও নাকরাও পরজন্দ।"

অর্থাৎ দুনিয়া বলতে তোমরা কী বুঝ? স্বর্ণ, রৌপ্য তথা ধন ও জনের ঐশ্বর্য্যের নাম দুনিয়া নয়।"

মহানবীর দারিদ্র প্রসঙ্গ ঃ

সম্পদের প্রাচুর্যতার কমতির কারণে কাউকে দরিদ্র বলা যায় না। অনেকে মহানবী (সা.)কে এই বিশেষণে আখ্যায়িত করেন। উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণের প্রস্তাব যিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন তিনি দরিদ্র হতে পারেন না। একবার রাসূল (সা.) নামায শেষে নামাযীদের লক্ষ্য করে বললেন, "আমার ঘরে কিছু সম্পদ রয়েছে।" এই কথা বলে তিনি ঘরে রক্ষিত উক্ত সম্পদ এনে সকলের মাঝে বিলিয়ে দিলেন। এভাবেই তিনি দান খয়রাত করতেন। যিনি তার অতিরিক্ত সম্পদ অন্যের মধ্যে দান করে ফেলেন তার ক্ষেত্রে দরিদ্র পদবাচ্য ব্যবহৃত হতে পারেনা।

রাসূল (সা.) নিজেই এরশাদ করেছেন, দারিদ্র মানুষকে কুফরের কাছে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তাঁকে দরিদ্র বলা কেবল অন্যায় নয় মহা অপরাধ। বরং মনে রাখা দরকার, তিনি

www.pathagar.com

নবী হওয়ার সাথে সাথে রাষ্ট্র প্রধানের পদেও সমাসীন ছিলেন।

তিনি হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর ন্যায় দেশ, জাতি ও মানব সভ্যতার সুখ সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য্যের জন্য দোয়া করেছেন। এই জাগতিক জীবনে জাতির যাবতীয় সম্পদ দুর্নীতিবাজ লম্পট, চরিত্রহীন নেতৃত্বের হাতে তুলে দিয়ে মহানবী সে নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার নীতি গ্রহণ করেননি। দেশ রক্ষা, জাতি গঠন, দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, প্রচার মাধ্যম, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, অর্থনৈতিক চাবিকাঠি- কোনটাই আল্লাহর রাসূল আবু লাহাব, আবু জেহেলী নেতৃত্বের হাতে ছেড়ে দিয়ে জাতিকে অর্থনৈতিক এতীম বানানোর নীতি গ্রহণ করেননি, উম্মতকেও এমন আহম্মকি করার অনুমতি দেননি।

সম্পদ আল্লাহর, এ সম্পদ যেন মানবতার কল্যাণে ব্যয় হয় তার জন্যই ছিল তাঁর অবিরাম সংগ্রাম ও সাধনা। তিনি পৃথিবী থেকে যেমন মনের দারিদ্র দূর করতে এসেছিলেন, তেমনি এসেছিলেন ধনের দারিদ্র দূর করতে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর মাত্র তের বছরে তিনি তাঁর জাতিকে এতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন যে, আরবে যাকাত নেয়ার মত কোন লোক ছিলনা। আজও তাঁর আদর্শ গ্রহণ করলে পৃথিবী এমনি স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখী সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। রাসূলের আদর্শ গ্রহণের মধ্যেই রয়েছে বিশ্ব থেকে অভাব, কষ্ট ও দারিদ্র দূর করার একমাত্র উপায় এ কথা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবো ততই আমাদের মঙ্গল। এ ছাড়া বিশ্ব থেকে দারিদ্র দূর করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

সীরাত : বিশ্লেষণমূলক আলোকপাত

আবদুল ওয়াহিদ

‘সীরাত’-এর আভিধানিক অর্থ

‘সীরাত’ শব্দটি আরবী। সীরাত (سِيرَةٌ) শব্দের বহু বচন হচ্ছে সিয়ার (سِيَر)। শব্দটি মূলত সারা, ইয়াসীরু, সাইরান ওয়া মাসীরান থেকে উদ্ভূত। চলা-ফেরা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সীরাত শব্দের মূল হচ্ছে সাইরুন। অর্থাৎ চাল-চলন, গতি ইত্যাদি। আর এ জন্যে ভাল চলা-ফেরাকে ‘হুসনুস সীরাহ’ (حسن السيرة) বলেও আখ্যায়িত করা হয়।

প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান লিসানুল আরব-এ লিখিত আছে, আসসীরাহ এর অর্থ হলো চলা-ফেরা করা।

হযরত হুযাইফা (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে : تسايرت عنه الغضب

অর্থাৎ, তার ওপর থেকে ক্রোধের চিহ্ন চলে গেছে।

সীরাত শব্দটি মাসাফাত বা দূরত্ব, ভ্রমণের ক্লান্তি ইত্যাকার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আসসাইয়্যারাহ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাফেলা। আসসীরা অর্থ চেহারা বা আকৃতিও হয়ে থাকে। যেমন- কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে :

سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

অর্থাৎ, আমরা তাকে সেই আকৃতিতে রূপান্তরিত করবো, যেরূপ পূর্বে ছিলো।
এছাড়া ‘সীরাত’ শব্দের অর্থ পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী এবং কথাবার্তা বর্ণনাও হতে পারে।[১]
অন্য একটি আরবী অভিধানের নাম হচ্ছে তাজুল আরূস। এ অভিধানে ‘সীরাত’-এর অর্থ করা হয়েছে ‘তরীকা’ বা পদ্ধতি, ধারা, আইন, রীতিনীতি ইত্যাদি। তাই বলা হয়ে থাকে :
سار الوالي في رعيته سيرة حسنة

অর্থাৎ, রাজা প্রজাসাধারণের সাথে উত্তম পন্থায় ব্যবহার করেছেন। আহসানুসসিয়ার-এর মানে হলো উত্তম চরিত। আর হাজা ফী সিয়ারিল আউয়্যালীন -এর অর্থ হচ্ছে-এ কথাটি পূর্ববর্তীদের প্রথা-পদ্ধতিতেও বিদ্যমান রয়েছে।

আবার আসসীরাহ-এর অর্থ আকৃতি এবং অবস্থাও হয়ে থাকে। তাই, কুরআনের ঘোষণা সানুঈদুহা সীরাতাহাল উলা-এর মধ্যকার ‘সীরাত’ শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে আকৃতি এবং অবস্থা শব্দ দ্বারা।

সিয়ার এবং সীরাত (যের দিয়ে)-এর অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে আলোচনা করা।

শেষোত তাজুল আরূস আভিধানিক বলেন; আমাদের শিক্ষক বলেন, আসসীরাতুন নববিয়্যাহ এবং কুতুবুস সিয়ার-এর মধ্যকার সীরাত শব্দটি তরীকা বা পন্থা থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। গাযাওয়াত বা জিহাদ ইত্যাদিকে সংযোজন করে তাবীল বা গূঢ় ব্যাখ্যার নিরিখে এর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে।[২]

www.pathagar.com

আরো দু'টি আরবী অভিধান যথাক্রমে আল মুজাম আল আজাম ও মিসবাহুল লুগাত-এ 'সীরাত' শব্দের নিম্নোদ্ধৃত অর্থ করা হয়েছে :

১. যাওয়া, প্রস্থান করা, চলা, ২. গতি, পথ, পদ্ধতি, ধারা, ৩. আকার, আকৃতি, মুখাবয়ব, ৪. চেহারা, আকৃতি, ৫. অবস্থা, ৬. কর্ম-নৈপুণ্য, ঢঙ, চাল, ৭. সুন্নাত, ৮. জীবন চলার ধরন, প্রকৃতি, কাজ-কর্ম করার ধরন, জীবন পরিচালনার ঢঙ, ৯. অভ্যাস, ১০. কাহিনী, পূর্ববর্তীদের গল্প বা কাহিনী এবং ঘটনাবলীর বর্ণনা ইত্যাদি।[৩]

উর্দূ অভিধান জামিউল লুগাত-এ সীরাতের অর্থ 'জীবন চরিত' বলা হয়েছে। ফীরুজুল লুগাত- এ বলা হয়েছে 'ইতিহাসের জ্ঞান-আর নাসীমুল লুগাত-এ 'মানব চরিত্রের উজ্জ্বল দিক' বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৪]

ড. সৈয়দ আবদুল্লাহর মতানুসারে, সীরাত বলতে পন্থা, মাযহাব, সুন্নাত, আকৃতি, অবস্থা এবং কর্মনৈপুণ্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস এবং পূর্বসূরীদের জীবন চরিতও।[৫]

প্রফেসর ওসমান খালেদ য়ুরিশ সীরাত শব্দের বিশ্লেষণে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত উপস্থাপন করেন : قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

অর্থাৎ, হে নবী! মানুষকে বলুন, তোমরা যমীনে ভ্রমণ করে দেখ মিথ্যাচারীদের পরিণতি কি হয়েছে?

প্রফেসর খালেদ বলেন, সতর্কতার সাথে মন্থর ও নিবিড়গতিতে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সত্যের সন্ধানে গমন করা, তত্ত্ব-তালাশ করা, পরিণতি বিবেচনায় রেখে কাজ করা, চিন্তা করা এবং পুণ্য কাজ-কর্ম দ্বারা করণীয় সম্পর্কে ভিত্তি স্থাপন করা ইত্যাদি শব্দেরই ব্যাখ্যা হচ্ছে 'সীরাত'। সীরাত কোন পুণ্য স্বভাব এবং পুণ্য প্রকৃতির মানুষের রীতি-নীতি, চলন-বলনের নিরিখ হিসেবেও প্রতীয়মান হয়।[৬]

সীরাত-এর পারিভাষিক অর্থ

সীরাতের আভিধানিক অর্থ কোন নেক স্বভাব লোকের ব্যক্তিগত কাজ-কর্ম, মেজাজ, জীবন পদ্ধতি এবং তাঁর জীবন চরিত।

পারিভাষিকভাবে এর দ্বারা বোঝানো হয় নবী করীম (সা)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং চরিত্র-মাধুর্য ও আচরণের বর্ণনা।[৭] এ শব্দটির প্রয়োগ নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিতের ওপর পূর্বেও হতো। আজো শব্দটির পারিভাষিক অর্থ তা-ই। অবশ্য, সীরাতের প্রাথমিক গ্রন্থাবলীতে যেহেতু 'মাগাযী' শব্দ ব্যবহৃত হতো, সেহেতু সীরাতের অর্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য নবীজীর মাগাযীর বর্ণনার পরে নবী জীবনীও সন্নিবেশিত হয়ে গেছে।[৮]

উল্লেখ্য, 'মাগাযী' সে-সব যুদ্ধকে বলা হয়, যে-গুলোতে স্বয়ং নবী করীম (সা) শরীক ছিলেন। এ প্রেক্ষিতে মাগাযীর প্রান্তসীমা নবী জীবনের যুদ্ধ এবং সাহাবায়ে কেরামের (রা) অংশগ্রহণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকার কথা থাকলেও পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রায়োগিক

www.pathagar.com

অর্থে নবী করীম (সা)-এর সমগ্র জীবন এবং নুবুওয়তকালীন সময়ের সমুদয় ঘটনার ওপরও শব্দটির প্রয়োগ হতে থাকে। এ জন্যে মুহাদ্দিসগণ এবং আইম্মায়ে কেরাম নবী করীম (সা)-এর বিশেষ বিশেষ যুদ্ধকে 'মাগাযী' এবং 'সীরাত' বলে অভিহিত করেন। তবে, ইবন ইসহাকের কিতাবকে মাগাযীও বলেন এবং সীরাতও। হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী 'ফতহুল বারী' (কিতাবুল মাগাযী) গ্রন্থে এ দু'টো নামকে একই কিতাবের বা অধ্যায়ের জন্য ব্যবহার করেছেন। হাদীস এবং ফিকহের বিভিন্ন কিতাবেও 'কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্‌সিয়ার'-এর শিরোনামে যেসব অধ্যায় রচিত হয়, তন্মধ্যে সীরাত শব্দ দ্বারা যুদ্ধ এবং জিহাদের আহকামই বোঝানো হয়।

আল্লামা শিবলী নু'মানী (র) লেখেন ; 'কয়েক শতাব্দী যাবৎ এ পন্থাই চলতে থাকে। কিন্তু, তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত সীরাতের নামে যে-সব গ্রন্থ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে, যেমন- সীরাতে ইবন হিশাম, সীরাতে ইবন আইজ, সীরাতে উমাবী ইত্যাদি গ্রন্থে বেশীর ভাগই যুদ্ধের অবস্থা বিবৃত হয়েছে। অবশ্য, এরপর মাগাযী ছাড়াও অন্যান্য জিনিস প্রবেশ করানো হয়েছে। যেমন- 'মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে যুদ্ধ ব্যতিরেকে আর সব কিছুই আছে।'[৯]

ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ অমুসলিমদের থেকে নিরাপত্তা ও যুদ্ধের সময়ের আহকামকেও 'সিয়ার' বলে অভিহিত করেছেন।[১০]

শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দিহলবী (র)-এর মতে, 'সে-সব হাদীস যা আমাদের পয়গাম্বর (সা)-এর অস্তিত্ব এবং সাহাবায়ে কেরাম ও নবী করীম (সা)-এর আহাল-আয়ালের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর নবী করীমের জন্ম থেকে ইহধাম ত্যাগ পর্যন্ত সমুদয় অবস্থা-অবস্থানের সাথে সম্পৃক্ত তা-ই 'সিয়ার' অভিধায় অভিহিত।'[১১]

এই 'সীরাত' শব্দটি নবী করীম (সা)-এর জীবনেতিহাস ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জীবন চরিত হিসেবেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন-গ্রন্থের নাম 'সীরাতে মুয়াবিয়া (রা)', 'সিয়ারুল মুলুক' ইত্যাদি[১২] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কোন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বা গল্পকার ও ঔপন্যাসিকের চরিত কথাও 'সীরাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন-সীরাতে আনতার, সীরাতে সাইফ ইবন জীইয়াযেন, সীরাতে সালাহুদ্দীন ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সীরাতের জন্য পুরাকালে 'তারীখ' শব্দটিও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন-ইমাম বুখারী (র)-এর 'তারীখে সগীর ও কবীর।'

আস্‌সাখাভী তাঁর গ্রন্থ আল ইলান বিততাওবীখ-এ একক এবং সম্মিলিত জীবন চরিতসমূহকেও তারীখ-এর অধীনে সন্নিবেশিত করেছেন। অধুনাকালেও সীরাত শব্দটি সাহাবায়ে কিরাম (রা), আলিম, ফাজিল এবংবিধ প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন-সীরাতুস সাহাবা (রা), সীরাতে আয়েশা (রা), সীরাতে ইমাম ইবন তাইমিয়া ইত্যাদি।

তবুও ড. সৈয়দ আবদুল্লাহর এ মতামতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে হয়, সব ধরনের লোকের জীবন চরিতকে সীরাত অভিধায় অভিহিত করা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। কারণ, সীরাত

www.pathagar.com

শব্দকে নীতিগতভাবে নবী করীম (সা)-এর জীবন এবং কর্মের সাথে নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত করাই উচিত।[১৩]

মোহাম্মদ আলী আল ফারূকী থানভীর ভাষায়, মূলত সীরাত অর্থ ছিলো চলাফেরা করা এবং যাতায়াত করা। এর থেকেই তরীকা অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অতঃপর শরীয়তে এর নির্দিষ্ট অর্থ হচ্ছে : طريقة المسلمين في المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهم من المستأمنين والمرتدين وأهل الذمة

অর্থাৎ, মুসলমানদের কাফেরদের সাথে, বিদ্রোহীদের সাথে, আশ্রয়-প্রার্থীদের সাথে, মুরতাদ এবং জিম্মি এবংবিধদের সাথে আচরণবিধি।

আলবুরজুন্দী এবং জামি আররুমূয-এর বরাতে অর্থহলো অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং আলকিফায়া-এর নিরিখে এর নির্দিষ্ট অর্থ হচ্ছে নবী করীম (সা)-এর মাগাযীর মধ্যেই সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। অবশ্য, এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে ব্যবহার পদ্ধতি এবং আচরণের রীতি ইত্যাদি। যেমন, বলা হয়ে থাকে :

سار أبو بكر رضي الله عنه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরীকায়ই জীবন যাপন করেন।

মাগাযীকে সিয়ার এ জন্যে বলা হয়, أول أمورها السير إلى الغزو

অর্থাৎ যুদ্ধের মাঠের দিকে চলে যাওয়া থেকেই জিহাদ ও মাগাযীর প্রারম্ভ হয়।

কিতাবুস সিয়ারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار والكفار

অর্থাৎ, সীরাত গ্রন্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গাযীদের সাথে, সাহায্যকারীদের (আনসাররা) সাথে এবং কাফিরদের সাথে তদানীন্তন মুসলমান শাসকের আচার-আচরণ এবং আদান-প্রদান, লেন-দেন ও সম্পর্ক ইত্যাদি।[১৪]

'আল মাগরিব'-এ উল্লেখিত আছে : إنما غلبت في الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها كما غلب المناسك على أمور الحج

অর্থাৎ, শরীয়তে সাধারণত সীরাত বলতে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং এতদসংশ্লিষ্ট কার্যাবলী বোঝায়। যেমন হজ্জের বিধি-বিধান।[১৫]

ফিকহর পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক কানুন বা আইন। তাই, ইমাম মুহাম্মদ ইবন আল হাসান আশশায়বানীর গ্রন্থ 'আসসিয়ার আল কাবীর'-এরও বিষয়বস্তু এটাই।[১৬]
শায়খ মুহাম্মাদ তাহের ফতনী 'মাজমাউ বিহার আল আনওয়ার' শীর্ষক গ্রন্থে 'কিতাব আসসিয়ার' প্রসঙ্গে লেখেন :

كتاب السير جمع سيرة بمعنى الطريقة لأن الأحكام المذكورة فيها متلقاة من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته

অর্থাৎ, আসসিয়ার হচ্ছে সীরাত-এর বহুবচন। সীরাত শব্দটি তরীকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিতাবুস সিয়ারে যে-সব আহকাম উল্লিখিত হয়ে থাকে, সেগুলো নবী করীম (সা)-এর গাযাওয়াতের ধারাপরম্পরায় বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত।[১৭]

www.pathagar.com

সীরাত পরিভাষার প্রথম ব্যবহার

এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম লিডেন-এর প্রবন্ধকার G Levi-della vida-এর গবেষণানুযায়ী, নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিতের জন্য 'সীরাত' শব্দটি সর্বাগ্রে ইবন হিশাম (মৃ ২১৩ হি) ব্যবহার করেন। তিনি ইবন ইসহাক (মৃ ১৫১ হি)-এর গ্রন্থ আল-মাগাযী-এর সংযোজন-বিয়োজন করে তদীয় রচিত গ্রন্থের নামকরণ করেন 'সীরাত'। তিনি هذا كتاب سيرة رسول الله (এ গ্রন্থকে সীরাতে রাসূলুল্লাহ) বলে অভিহিত করেছেন।

Wustenfled-এর সম্পাদিত এবং প্রকাশিত নোসখার প্রচ্ছদেও এ শব্দগুলোই সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রবন্ধকারের ভাষায় : নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিতের জন্য 'সীরাত' শব্দটির ব্যবহার এর পূর্বেও পাওয়া যায়। ইবন সা'দ (মৃ ২৩০ হিঃ) তদীয় 'তবাকাত' (২/১ : ১৮)-এ বলেছেন, তাঁর শিক্ষক ওয়াকিদী (মৃ ২০৭ হিঃ) শব্দটিকে এ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। من روى السيرة (তিনি সীরাত বর্ণনা করেছেন)। স্বয়ং ইবন সাঈদ : [illegible] বলে এ পরিভাষাকে নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিত অর্থেই ব্যবহার করেন।[১৮]

Dr. Marsden dones ওয়াকিদীর 'কিতাবুল মাগাযী'-এর ভূমিকায় লেখেন : ন্যূনতম সন্দেহের অবকাশ নেই, 'সীরাত' শব্দটি সীরাতুন্নবী অর্থে ব্যবহৃত হবার ব্যাপারে ইবন হিশাম ইবন ইসহাকের পূর্বেই বর্ণনা করেন। 'কিতাবুল মাগাযী' পাঠান্তে বোঝা যায়, এ শব্দের এই বিশেষ অর্থে ব্যবহার মুহাম্মদ ইবন শিহাব আযযুহরীর (মৃ. ১২৪ হিঃ) সময়কালেও প্রসিদ্ধ ছিলো। এ ধারাপরম্পরায় ইস্পাহীন নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন :

মাদাইনী খালিদ ইবন আবদুল্লাহ আল কুশারীর জীবন চরিতের বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, ইবন শিহাব আমাকে সংবাদ জানিয়েছেন, খালিদ ইবন আবদুল্লাহ আল কুশারী আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন তাঁর জন্যে বংশ তালিকা বিষয়ে লিখি। আমি তাঁর নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে থাকি এবং মুজার বংশের বংশ তালিকা সম্পূর্ণ না করতেই খালিদ বলতেন, এটা শেষ করুন। আল্লাহ তত্ত্বকে এবং তার মূলগুলোকে নিঃশেষ করুন আর আমার জন্যে 'সীরাত' বিষয়ে লিখুন। আল-মাগাযী, খণ্ড ১৯, পৃ ৫৯)।[১৯]

G Levei-della vida নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিতের জন্যে 'সীরাত' শব্দটি ব্যবহৃত হবার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন : "মনে হয়, প্রথম প্রথম রাসূলুল্লাহ জীবন চরিতের জন্য সিয়ার বহুবচন শব্দটির বিশেষ ব্যবহার এ জন্যে করা হয়েছে, ইসলামের উত্থানের সময়কালে আরবরা 'সিয়ারুল মুলূক' সম্পর্কে অবহিত হয় আর তারাও অনুকরণবশত স্বীয় পয়গাম্বরের জীবন চরিতমূলক ঘটনাবলী লিখে তাকে 'সিয়ার' নামকরণ করেন। (নোল্ড কে'র বরাতে)[২০]

আবদুল কুদ্দুস হাশেমী এর সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলেন : "উর্দূ, বরং এর পূর্বে আরবীতে-সীরাত শব্দ যদিও নির্দিষ্ট নেই, তবুও বেশির ভাগ আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালামের এবং দ্বীনের বুযুর্গদের জীবন চরিতের জন্যে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছিলো। আরবী থেকে শব্দটিকে এ অর্থেই ইবরানী, আরামী এবং সুরইয়ানী এ বংবিধ ভাষায়ও আত্মস্থ করা

www.pathagar.com

হয়েছিলো। আর এসব ভাষায় 'সীরাত' শব্দটি অনেকটা এ অর্থেই ব্যবহৃত ছিলো। তবুও আমরা যখন 'সীরাতুন্নবী স' বলি, তখন এর দ্বারা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের ঘটনাবলীকেই উদ্দেশ্য নির্ণয় করি।

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মুসলমানরা 'সিয়ারুল মুলূক'-এর তাকলীদে নয়, বরং আল্লাহর বাণীর ওপর কাজ করতে গিয়ে স্বীয় পয়গাম্বরের জীবনের সমুদয় বিষয়ই একত্রিত করে রাখে। কেননা, কুরআনে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

তোমাদের জন্যে রাসূলের জীবন চরিতে অনুপম নমুনা রয়েছে (আহযাব ৩৩ : ২১)। এ উত্তম নমুনার এক একটি দিককে সংরক্ষিত করার প্রচেষ্টায়ই হাদীসের গ্রন্থাবলী এবং সীরাতের বৃহদাকার তথ্য-উপাত্ত একত্রিত হয়ে আজ আমাদের সামনে রয়েছে।

এক্ষেত্রে কিছুই বলার অবকাশ নেই, নবী করীম (সা)-এর বাণী এবং কাজ-কর্ম তাঁর জীবদ্দশায়ও অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্য সাধিত হয়েছিলো। তাঁর ইহধাম ত্যাগের পর তো গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। এ গুরুত্বের কারণেই তাঁর সীরাতের বিষয় এবং তাঁর সমুদয় বাণী সংরক্ষণ ও সংকলন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ড. মার্সডেন জোন্সের ভাষায় : এ গুরুত্বারোপের কারণ যে শুধু তাকওয়াই ছিলো তা-ই নয়; বরং দ্বীনি আকীদা-বিশ্বাস, শরীয়তের হুকুম-আহকাম জানা-বোঝাও ইসলামী সমাজেরই অত্যাবশ্যক অংশ। মূলত এটাই ছিলো সেই ভিত্তি, যার কারণে এসব জ্ঞানকে (হাদীস ও সিয়ার) সম্পাদনা করা হয়েছে।[২১]

কুরআনে 'সীরাত' শব্দের ব্যবহার

কুরআন মজীদে এ শব্দটি শুধুমাত্র একবারই ব্যবহৃত হয়েছে।[২২] তাও শব্দটির পারিভাষিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে। আয়াতটি হচ্ছে :

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى

"আমি বলেছি, ধরে ফেল (হে মূসা) এটিকে আর ভয় পেয়ো না, আমি একে সেই অবস্থায় রূপান্তরিত করে দেবো, যেরূপ ছিলো এটি প্রথমে।" (তাহা ২০ : ২১)

এ আয়াতের পূর্বে আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : "তোমার হাতে এটা কি?" তিনি উত্তরে বলেন : এটা হচ্ছে আমার লাঠি, এর ওপর ভর করে আমি চলাচল করি। এর দ্বারা স্বীয় বকরী পালের জন্য পাতা ফেলি, এছাড়াও অনেক কাজ এর দ্বারা সম্পাদন করি।" আল্লাহ তায়ালা বলেন : "হে মূসা! ওটাকে ছুঁড়ে ফেলো।" হযরত মূসা (আ) ওটাকে ছুঁড়ে মারলে ওটি সর্পে পরিণত হয়ে দৌড়াতে থাকে।[২৩] এরপরই উপরোক্ত আয়াতে এসেছে, যাতে সিরাতাহা (سيرتها) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে শব্দটি রূপ ও আকৃতি-অবস্থা-ধরন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৪]

www.pathagar.com

হাদীসে 'সীরাত' শব্দের ব্যবহার

কোন কোন হাদীসে 'সীরাত' শব্দটি পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। "মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল"-এ দুটো এমন হাদীস রয়েছে, যাতে এ শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[২৫] প্রথম হাদীস قام علي رضي الله عنه على المنبر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله عز وجل على ذلك ثم استخلف عمر رضي الله عنه على ذلك فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله عز وجل على ذلك

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা) মিম্বরের ওপর দাড়ান এবং তিনি রাসূল (সা)-এর স্মরণ করতে গিয়ে বলেন, তাঁর রূহ কবজ করে নেয়া হলে তাঁর পরবর্তী সময়ে হযরত আবূ বকর (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয়। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর মতোই কাজ করেছেন আর তাঁর 'সীরাত'-এর ওপরই চলেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রূহও কবজ করে নেন। তাঁর পর হযরত ওমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হন।[২৬]

দ্বিতীয় হাদীসখানা :

عن أبي وائل قال قلت لعبد الرحمن بن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا رضي الله عنه قال ما ذنبي قد بدأت بعلي فقلت أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله ... أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال فقال فيما استطعت قال ثم عرضتها على عثمان رضي الله عنه فقبلها

অর্থাৎ, হযরত আবূ ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত, আমি হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে বললাম, আপনারা হযরত আলী (রা)-কে বাদ দিয়ে হযরত উসমান (রা)-এর হাতে কেন বাইয়াত করলেন? 'তিনি বললেন, "এতে আমার কোন ভুল নেই, আমি হযরত আলী (রা)-কে বলেছিলাম, আমি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং আবূ বকর ও ওমর (রা)-এর সীরাতের ওপর আপনার বাইয়াত করছি।" হযরত আলী বলেছিলেন, "আমি এর মধ্য থেকে যতটুকু কথা বলার যোগ্যতা রাখি তা-ই পালন করবো।" অতঃপর আমি হযরত উসমান (রা)-এর খেদমতে এ কথাই পেশ করলে তিনি এটাই মেনে নেন।[২৭] প্রথমোদ্ধৃত হাদীসে سار بسيرته শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, (অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, নবী করীম (সা)-এর "সীরাত"-এর ওপরই চলেন) আর দ্বিতীয় হাদীসে سيرة أبي بكر শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। (অর্থাৎ, আবূ বকর সিদ্দীকের কার্যকলাপ কর্মপন্থা এবং জীবন যাপনের ধরন)

না'ত ও কাসীদায় 'সীরাত' শব্দের ব্যবহার

এমনিভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন না'ত এবং কাসীদায়ও শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। উদাহরণত হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) (মৃ. ৫০ হিঃ) উহুদ যুদ্ধের সময় যে নাত ও কাসীদা আবৃত্তি করেন, তার একটি শ্লোক ছিলো এরূপ :

الحق منطقه والعدل سيرته + فمن يجبه إليه ينج من تبب

অর্থাৎ, তাঁর (সা) কথা সত্য আর তাঁর (সা) 'সীরাত' হচ্ছে আদর্শ ইনসাফ, যে তাঁর পদাংক অনুসরণ করেছে, সে ধ্বংস থেকে নাজাত পেয়েছে।[২৮]

www.pathagar.com

সীরাত ও না'ত

সীরাত-এর ন্যায় না'ত শব্দও আরবী। শব্দটির আভিধানিক অর্থ প্রশংসা বা গুণকীর্তন। অবশ্য পারিভাষিক অর্থে শব্দটি হুযূর আকরাম (সা)-এর গুণকীর্তন এবং প্রশংসা অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবী, ফার্সী এবং উর্দূতে না'ত দ্বারাই কবি-সাহিত্যিকরা নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিতের সাথে স্ব স্ব বিশ্বাস এবং ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। তাঁরা নাতের মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর সীরাতের বিভিন্ন দিকের বর্ণনা করে সে-সব ইহসানের বহিঃপ্রকাশ ঘটান, যা তিনি মানব জাতির জন্য করেছেন। নবী করীম (সা)-এর প্রশংসা এবং গুণকীর্তন গদ্যেও হতে পারে, পদ্যেও। এ জন্যে তাঁর প্রশংসা সংক্রান্ত সমুদয় চিন্তা-ভাবনাকে ভিত্তিগতভাবে না'ত বলেই অভিহিত করা হয়। তবে, উর্দূ এবং ফার্সীতে পারিভাষিক অর্থে যখনই এ শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন এর দ্বারা সাধারণত পদ্যে প্রশংসা অর্থই ধরে নেয়া হয়।[২৯]

আরবীতেও শব্দটি রাসূল (সা)-এর গুণকীর্তন এবংবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আলী (রা) 'শামায়েলে তিরমিযী'-এর একখানা হাদীসে নবী করীম (সা)-এর গুণকীর্তন বর্ণনা করতে গিয়ে নবী করীম (সা)-এর জন্যে ওয়াসিক واصف শব্দের স্থলে নায়িত ناعت শব্দ ব্যবহার করেছেন।

তিনি বলেন : من راه بداهة هابه ومن خالطه معرفة احبه يقول ناعته لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم (جامع ترمذي، ص ٥٧٠)

অর্থাৎ, তাঁর (সা) ওপর একাকী যার দৃষ্টি পড়ে, ভয় পায়, যে তাঁর (সা)-এর সাথে সম্পর্কোন্নয়ন করে, ভালোবাসে, তাঁর গুণকীর্তনকারী এ-ই বলে থাকে, তাঁর (সা) পূর্বে না তিনি (সা) যেমন দেখেছে, আর না তাঁরা পর তিনি (সা) যেমন দেখেছে।[৩০]

অবশ্য, আরবীতে সাধারণত না'ত-এর স্থলে 'মাদাহ' শব্দ এ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীর ভাষ্যানুযায়ী, "পদ্য-গদ্য দুটোতেই এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। আর আম্বিয়া-আউলিয়া অথবা সাধারণ মানুষ প্রত্যেকের প্রশংসায়ও এসে থাকে।[৩১]

এ কারণেই আরবীতে নাতিয়া কালামসম্বলিত স্মারক-সংকলনকে 'মাদায়েহে নববিয়্যা সা' নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন- المدائح النبوية في الادب العربي (د. زكي مبارك) المجموعة النبهانية في المدائح النبوية (شيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني)

বাহ্যত 'নাত' বিষয়টি নবী করীম (সা)-এর প্রশংসা এবং তাঁর জীবনের কিছু কিছু উজ্জ্বল দিককে উদ্ভাসিত করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ সংকীর্ণতা নিতান্ত ভুল। ড. ফরমান ফতেহপুরীর ভাষায়, যে পর্যন্ত বিষয়ের ব্যাপ্তির সম্পর্ক রয়েছে, তাতে নবী করীম (সা)-এর জীবন এবং সীরাতের মধ্যে মানব জীবনের সমুদয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক এবং রাজনৈতিক বিষয়াবলী উদ্ভাসিত হয়। এটা ভিন্ন কথা, উর্দূ-ফার্সীর বেশির ভাগ কবিই সাধারণত নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিত, ঘটনাবলী, মিরাজ এবংবিধ বিভিন্ন মুজিযাকেই কেন্দ্র করে নাত রচনা করেছেন। কিন্তু না'ত বিষয়ের পরিধি এর থেকে অনেক ব্যাপক, এতে মাসায়েল ও ফাযায়েলের সাথে সাথে নবী করীম (সা)-এর ক্রিয়া-কলাপ,

www.pathagar.com

যুদ্ধ-বিগ্রহ, ইবাদাত-বন্দেগী, অনুষ্ঠানাদিতে বসার নিয়ম, কথা-বার্তা বলার ধরন এবং নবী জীবনের অসংখ্য দিক রয়েছে। নেক আমল, সদাচরণ, উত্তম ধারণা, উত্তম আলোচনা এবং উত্তম লেন-দেন থেকে আরম্ভ করে আদল, ইনসাফ, দান-অনুদান, উৎসর্গ, ইহসান, সারল্য, লজ্জা-শরম, বীরত্ব, আমানতদারী, অতিথি বাৎসল্য, ওয়াদা রক্ষা, অল্পে তুষ্টি, ক্ষমা, দয়া, স্নেহ-প্রেম, ইবাদাত-বন্দেগী, মানব প্রেম অন্যের দুঃখে অনুশোচনা থেকে আরম্ভ করে তামুদ্দনিক জীবনের প্রতিটি দিকই নাতের মধ্যে রয়েছে।[৩২]

ড. আবূল ফাতাহ মুহাম্মদ সগীর উদ্দীনের কাছেও 'নাতের' অর্থ কারো ভালো দিকগুলো বর্ণনা করা। অবশ্য তিনি গুণকীর্তন এবং নাতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে থাকেন। তাঁর মতে, ওয়াসফ এবং নাতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, ওয়াসফে প্রশংসা এবং নিন্দা দুটোই বোঝায় আর নাতের সম্পর্ক কেবলমাত্র প্রশংসার সাথেই সম্পৃক্ত। অবশ্য এখন এসব শব্দ পৃথক পরিভাষা বনে গেছে। আর মামদুহ বা প্রশংসিতের নিরিখেই এর ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই, মামদূহ আল্লাহ তায়ালা হলে হবে হামদ-সানা আর মামদূহ রাসূল (সা) হলে এটা হবে নাত। আর সাহাবা এবং আহলে বাইত ও বুজুর্গানে দ্বীন হলে তাঁদের জন্যে মুনাক্কাবাত منقبات শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিচক কোন ব্যক্তির জন্যে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে মাদাহ বা প্রশংসা।[৩৩]

ড. ফরমান ফতেহপুরী এবং ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদভীর ন্যায় ড. আবূল ফাতাহ মুহাম্মাদ সগীর উদ্দীনের ধারণাও অনুরূপ, নাত পদ্য-গদ্য দুটোতেই ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু এখন এর প্রয়োগ পদ্যেই বেশিরভাগ হয়ে থাকে যা রাসূল (সা)-এর শান এবং প্রশংসায় বলা হয়েছে।[৩৪]

নাত এবং সীরাতের পরস্পর সম্পর্ক এতই গভীর, কোন কোন কবি তো নবী করীম (সা)-এর সমগ্র জীবন চরিতকেই পদ্য করার চেষ্টা করেছেন। যেমন-হাফেজ যয়নুদ্দীন ইরাকী (মৃ. ৮০৬ হিঃ) ছিলেন হাফেজ ইবন হাজার আসকালানীর শিক্ষক। তিনি আলফিয়্যাহ (সহস্র পংক্তিসম্বলিত কাব্য) শিরোনামে ছন্দে লিখেছেন সীরাত। তাতে সবদিক দিয়েই চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলী একত্রিত করেছেন।[৩৫] তাঁর পূর্বে মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম, ফতহ উদ্দীন ইবন আশশহীদ নামে খ্যাত (মৃ. ৭৯৩ হিঃ) দশ হাজার শ্লোকস্বলিত সীরাত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বলে জানা যায়।

অনুরূপ আশশামস আল বাউনী আদদামেশকী (মৃ. ৮৭১ হিঃ) মুগলিতাই এর সংক্ষিপ্ত সীরাতকে এক হাজারেরও বেশি শ্লোকে প্রণয়ন করেন। নামকরণ করেন :

নাসীরুদ্দীন হাশেমী তদীয় প্রবন্ধে ''কাদীম উর্দূ দেকন মেঁ সীরাতুন্নবী কা যাখীরা' এসব মসনবীর কথাই উল্লেখ করেছেন। যা সীরাতে মুকাদ্দাসের সাথে সম্পৃক্ত। এতে মিরাজ নামাহ, মাওলূদ নামাহ, মাসায়েল নামাহ এবং ওফাত নামাহ ছাড়াও 'ইজাযে আহমদী' (চারখন্ড) এবং 'হাশতে বেহেশত' (আট খণ্ড)-এর ন্যায় বৃহৎ রচনাও সম্পৃক্ত।

www.pathagar.com

নওয়াজেশ আলী শায়দার 'ইজাযে আহমদী' (রচনা ১১৮৭ হিঃ) প্রথম খণ্ডে নবী করীম (সা)-এর জন্ম থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। নূরে মুহাম্মদী, গর্ভধারণ, জন্ম, দুধ পান, বক্ষ বিদীর্ণ, আমিনার বিদায়, আবদুল মুত্তালিবের ওফাত, নবী করীম (সা)-এর ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন, খাদীজার সাথে বিয়ে, কালো পাথর স্থাপন ইত্যাকার শিরোনাম সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড নবুওয়াত লাভ থেকে আরম্ভ করে হিজরত পর্যন্ত ঘটনাবলীসম্বলিত। এতে নবুওয়াতের প্রারম্ভ, বিবি খাদীজা (রা) এবং হযরত আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ, আবূ বকর সিদ্দীক ও উসমান (রা) প্রমুখের ইসলাম গ্রহণ, নবী করীম (সা)-এর কুরায়শকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া, কুরায়শের জুলম-নির্যাতনে হাবশায় হিজরত, হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ, হযরত ওমর-এর ইসলাম গ্রহণ, তায়েফ গমন ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে হিজরত থেকে ওফাত পর্যন্ত সময়ের অবস্থা সন্নিবেশিত আছে। আবদুল্লাহ ইবন মাশায়ের ইসলাম গ্রহণ, সালমান ফারসীর ঈমান গ্রহণ, বিবি ফাতিমা যোহ্‌রার বিয়ে, বদর যুদ্ধ, উহুদ যুদ্ধ, তাবূক যুদ্ধ, হজ্জ আল বিদা, ওফাত এবংবিধ শিরোনাম রয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে ওফাত-পরবর্তী ঘটনাবলী, মুজিযা ও ফাজাইল, যিয়ারাত ইত্যাকার বিষয় আলোচিত হয়েছে। নাসীরুদ্দীন হাশেমী লেখেন : প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১০৫ পৃষ্ঠাসম্বলিত, আর তৃতীয় খণ্ড ২৬১ পৃষ্ঠাব্যাপী। মোট ২০ হাজার শ্লোক সম্পৃক্ত হয়েছে।[৩৬]

'হাশতে বেহেশত' ১১৮৪ এবং ১২০৬ হিঃ সালে প্রণীত হয়। ৮ হাজার ৬শ' পঞ্চাশটি শ্লোক রয়েছে আট খণ্ডে।[৩৭]

আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে 'রওজাতুল আনওয়ার'। রচনা করেছেন ওয়াসী বিললোরী। গোলাম মোস্তফা খান বলেছেন, গ্রন্থটি ১১৫৯ হিঃ ১৭৪৬ সালে রচিত হয়েছে।[২৮] গ্রন্থে পঞ্চাশোর্ধ শিরোনাম রয়েছে।[৩৯]

সীরাত ও সীরাতুল আওলিয়া

অমুসলিম 'সীরাতকারগণ 'সীরাত' এবং 'সীরাতুল আওলিয়া'র (Hagiology অথবা Hagioraphy) মধ্যেও একটা সম্পর্ক নির্ণয় করে থাকেন। স্প্রিঙ্গার নোল্ডকে গোল্ডজিহার প্রমুখ তো 'সীরাত'-কে 'সীরাতুল আওলিয়া'-এর মাধ্যমে প্রভাবের ফল হিসেবে অভিহিত করেন।[৪০] 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধকারের ভাষায় : অতিদ্রুত 'সীরাত'-এর ওপর 'সীরাতুল আওলিয়ার প্রভাব বিস্তার করে এবং নবী জীবন চরিত একটি উপমাস্বরূপ নমুনা হিসেবে পেশ হতে থাকে।'[৪১] প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, 'সীরাতুল আওলিয়া' অথবা 'তাযকিরায়ে মুকাদ্দিসীন' (Hagiography অথবা Hagiology ইতিহাসের একটি শাখা, যার বিষয় হচ্ছে আওলিয়ায়ে কেরামের জীবন চরিত এবং শতসহস্র বছর যাবৎ তাঁদের প্রতি পেশকৃত শ্রদ্ধা ও ভক্তি। এ তালিকায় সাহাবীগণ, আল্লাহভীতু সাধক এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব রয়েছেন।[৪২]

www.pathagar.com

প্রাচ্যবিদদের সম্মুখে নবী করীম (সা)-এর সীরাতের নমুনা আসলে তারা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে এ বিষয়কেও 'সীরাতুল আওলিয়া'-এর একটি রূপ হিসেবে ধরে নেন। ড. সাইয়্যেদ আবদুল্লাহর ভাষায়, 'সীরাত' Hagiography আদৌ নয়। J. L Chifferd বলেন, Hagiography অর্থ হচ্ছে পুণ্যাত্মাদের জীবন চরিত, যাঁদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তাঁদের সাধারণত মানুষের উর্ধ্বেই দেখিয়ে বিভিন্ন ঘটনা এবং গল্প-কাহিনীভিত্তিক জীবন চরিত প্রণয়ন করা হয়। (দ্র.. Biography an Art) কিন্তু নবী করীম (সা)-এর সীরাত বর্ণনায় এতটুকুন বাড়তি-কমতি নেই। সীরাতের মূল সেই উসওয়ায়ে হাসানা, যা নবী করীম (সা)-এর প্রতিটি কথা এবং কর্মের বিশুদ্ধ বর্ণনার ওপর ভিত্তি করেই।"[৪৩]

সীরাত এবং হায়াত বা জীবন

অধুনাকালে 'সীরাত' শব্দটি সে অর্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে, যাতে ইংরেজী শব্দ 'লাইফ' ব্যবহৃত হয়। আরবীতে Life-এর সমার্থক শব্দ হচ্ছে 'হায়াত' বা জীবন। আর উর্দূতে 'হালাতে যিন্দেগী' এবং 'সওয়ানেহে হায়াত' প্রচলিত আছে। যেমন ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কালের সীরাতের ওপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'হায়াতে মুহাম্মদ স'। হাসান মুসান্না নদভী বলেন: 'সীরাতের অর্থে পার্থক্য রাসূলুল্লাহর (সা) সীরাতকারদের সামনে ছিলো। সে জন্যেই তাঁরা হায়াত-এর স্থলে সীরাত শব্দ ব্যবহার করেন।[৪৪] হায়াত-এ কোন লোকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহর জীবন কেবলমাত্র ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং রিসালাত হচ্ছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উজ্জ্বল দিক। এর সম্পর্ক কেবলমাত্র হুযূর (সা)-এর পবিত্র জীবনের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; বরং পুরো ইনসানিয়াতের সাথেই সম্পৃক্ত। এ জন্যে হাসান মুসান্না নদভী বলেন : রাসূলের জীবনকে রিসালাত থেকে পৃথক করা যায় না, কোন লোককে তার চরিত্র এবং কর্ম থেকে পৃথক করা যায় না। নবী করীমের জীবন চরিত এবং কর্ম ও জীবন চলার ধরন সংক্ষেপে বলা যায় : তিনি স আপাদমস্তক কুরআন ছিলেন। হযরত আয়েশা একেই কুরআন ঘোষণা দিয়েছে এভাবে : خلقه القرآن (তিনি আপাদমস্তক উত্তম চরিত্র)। সেহেতু সীরাতে নববীর মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা এবং জীবন চরিতই শুধু আসে না বরং সমগ্র কুরআন আসে, আসে পুরো শিক্ষা-পদ্ধতি, আদেশ-নিষেধ, আকীদা-বিশ্বাস, লেন-দেন, ইবাদাত-বন্দেগী, এমনকি নবী করীম (সা)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী সে-সব সঙ্গী-সাথীর জীবনচরিতও এসে যায়, যাঁরা নবী করীম (সা)-এর অধীনে প্রশিক্ষণরত ছিলেন, বস্তুত সমগ্র ইসলামী জিন্দেগী এবং ফিকরে জিন্দেগী আর এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী প্রতিটি কথা, যা নবী করীম (সা)-এর সাথে কিছুটা হলেও সম্পৃক্ততা রাখে, চাই তা ব্যক্তিগত হোক বা সামষ্টিক-সবই সীরাতে রাসূলের গন্ডির মধ্যে।"[৪৫]

এছাড়া নবী করীম (সা)-এর সেই বিরোধীদের অবস্থা-অবস্থানও সীরাতের অংশ, যারা সারা জীবন তাঁর পিছু লেগেছিলো এবং তারা তাঁকে কষ্ট দেয়ার কোন পথ ও পন্থা বাকী রাখেনি, এগুলোও পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেন।[৪৬]

www.pathagar.com

মূলত পূর্ববর্তী সীরাতকারগণ মসিধারণ করার সময় জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়কে পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেন।[৪৭]

সীরাত ও জীবন চরিত

হায়াত বা Life ছাড়াও আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে Biography-যাকে সীরাতের সমার্থক মনে করা হয়। এতদুভয়ের মধ্যে কিন্তু সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। জীবন চরিতের বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে। যেমন-'ডিকশনারী অফ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার'-এ জোসেফ টি শিলে সম্পাদিত 'বায়োগ্রাফী' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "জীবন চরিত হচ্ছে একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা। বলা হয়েছে, জীবন চরিত হচ্ছে একজন মানুষের ইতিহাস।" এডমন্ড গাম বলেন : "জীবন চরিত হচ্ছে কোন মানবাত্মার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর অবিকল চিত্র।"[৪৮]

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধকারের মতে, "জীবন চরিত সেই বিস্তারিত লেখা, যাতে কোন লোকের আমলনামা সম্পাদনা এবং তার ব্যক্তিত্বের দিকগুলো তুলে ধরা হয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যক্তি আর সাহিত্যে এমন এক জীবনের উপাখ্যান যা প্রকৃতই ঘটেছে তার জীবন। জীবনিকার যেখানে ঐতিহাসিকের ন্যায় সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, সেখানেই আবার ঔপন্যাসিকের ন্যায় একটি ক্লাসিক বিষয় সৃষ্টি করার ইচ্ছাও পোষণ করেন। এ কারণেই বিশ্বের বড় বড় জীবন চরিতগুলো তা-ই রয়ে গেছে, যাতে বিষয়কে অবিকল-অনুরূপই পেশ করা হয়েছে, যেমনটি ছিলো। অবশ্য, এসব জীবন চরিতে স্রেফ কল্পনাই সংযোজন করা হয় না; বরং ঘটনাবলীর দ্বারাও একটি জীবন্ত চিত্র উপস্থাপন করা হয়।"[৪৯]

এর বিপরীতে 'সীরাত' মানব জীবনের এমন এক উপমাযোগ্য নমুনাকে তার বিষয় বানায়, যা সমুদয় ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র। পয়গাম্বরে ইসলাম হচ্ছেন মানবীয় গুণাবলীর আধার। আর তাঁর জীবন চরিত মানব ফিতরতের হুবহু দিকগুলোর বিপরীত, কিন্তু এ বৈপরিত্য সব দিক থেকেই ঊর্ধ্বে এবং চিত্তাকর্ষক। এ জন্যেই ড. সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ বলেন, "সীরাতকে স্রেফ জীবন চরিত (বায়োগ্রাফী) মনে করা ভুল। এ ধরনের ভুলের কারণে নবী করীম (সা)-এর অনেক জীবনিকারই হোঁচট খেয়েছেন। একে যদি বায়োগ্রাফী বলতেই হয়, তাহলে এটা হচ্ছে Super Biography-এর অর্থ এই নয়, সীরাত বায়োগ্রাফীর গুণ-বৈশিষ্ট্যাবলী থেকে মুক্ত। প্রকৃত অর্থে সীরাতে বায়োগ্রাফী তো আছেই, কিন্তু এটা বিশেষ এবং উঁচুস্তরের বায়োগ্রাফী বৈ কি।"[৫০]

ড. সৈয়দ আবদুল্লাহর মতে, 'সীরাত' অর্থাৎ Super Biography-এর মধ্যে সায়েন্টিফিক বায়োগ্রাফীর সমুদয় বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। অবশ্য, আজ-কাল যাকে নিরেট সায়েন্টিফিক বায়োগ্রাফী বলা হয়। অর্থাৎ, যাতে Behaviours বা বাহ্যিক আচার-আচরণ, কথা-বার্তা এবং কাজ-কর্মের ভিত্তিতে অদৃশ্য কার্যাবলী সম্পর্কে আঁচ করা যায় আর যাকে স্বয়ং আধুনিক সমালোচনা ও ধারণাপ্রসূত কাজ হিসেবে নির্ণয় করা হয়ে থাকে। যেমন- আধুনিক

www.pathagar.com

জীবন চরিত সমালোচক Leon Edet লিখেছেন, বায়োগ্রাফীতে Behavioursim-এর ব্যবহার অকার্যকর। কারণ, এ জ্ঞান অধুনাকালে স্রেফ ধারণাপ্রসূত। তাই, সীরাতে এ দিকটির অনুসন্ধান একেবারেই নিরর্থক।[৫১]

সায়েন্টিফিক বায়োগ্রাফীর বৈশিষ্ট্যাবলীতে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ববহ হচ্ছে একনিষ্ঠতা ও সত্যনিষ্ঠা। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধকার এডমন্ড গাম ছাড়াও জীবন চরিত সম্পর্কে অধুনাকালের সমালোচকবৃন্দ যথা- লেটন স্ট্রিচী, আন্দ্রে মূর এবং হেরলড নিকলসনও এসব দিককে মূল ও ভিত্তিগত গুরুত্ব ও তাৎপর্য বলে অভিহিত করেছেন। অধুনাকালে লেটন স্ট্রিচীর অধীনে একজন জীবনিকারের জন্য এটা অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে, সে যেন পরিপূর্ণ মানুষ পেশ করে।[৫২] অপর এক সমালোচক হিরোর বা নায়কের সাথে সহমর্মিতাকেও আবশ্যক বলে অভিহিত করেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, "তুমি কবিকে জানতে হলে তাকে ভালোবাসো"। একথা জীবন চরিতকারের ক্ষেত্রেও সত্য বলে বরিত হয়ে আসছে। জীবনিকার যদি ঘটনাবলী উপস্থাপনের সময় খন্ড খন্ড করে, বেশ-কম করে অপছন্দনীয় দিকগুলো এড়িয়ে যায়, প্রকৃত সত্যকে যদি বিশ্লেষণ করে অথবা স্বীয় মর্জিমাফিক কার্যসম্পাদন করে, তা হলে তিনি জীবনিকার হিসেবে ব্যর্থ।[৫৩] অতএব, সত্য পর্যন্ত উপনীত হবার জন্য জীবনচরিতকারকে প্রতিটি সম্ভাব্য মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত। এ জন্যে, জীবন চরিতে কাহিনীর সত্যতার উপর সব সমালোচকেরই মতৈক্য রয়েছে। সীরাত রচয়িতাদের সৌভাগ্য হচ্ছে, এ সত্য পর্যন্ত পৌঁছার মধ্যে হাদীস বর্ণনাকারীদের কাছে উত্তম মাধ্যমগুলো ছিলো। কারণ, তাঁরা বর্ণনা এবং বুদ্ধি-উভয়ের মাধ্যমেই কার্য সম্পাদন করতেন। এ নিরিখে লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হবে, জীবন চরিতের মোকাবেলায় সীরাতে কাহিনীর সত্যতা ও বিশুদ্ধতার ভিত্তি অনেক উর্ধ্বে।

ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ বলেন : আধুনিক জীবন চরিতের সমালোচক বায়োগ্রাফীতে পরিপূর্ণ মানব এবং তার হুবহু চিত্র অংকন করার বিষয়ে জোর দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদেরকে বলতেই হচ্ছে, সীরাত থেকে বেশী পরিপূর্ণতা অন্য কোন বায়োগ্রাফীতে হতে পারে না। অবশ্য, সীরাত সে ধরনের হুবহু চিত্র অংকনে বিশ্বাসও রাখে না, যেরূপ পাশ্চাত্যের জীবনীকারদের দৃষ্টিভঙ্গি। আধুনিক জীবন চরিতকারদের হুবহু চিত্রাংকনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খেয়াল-খুশি মতো কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ সমালোচকরা চিত্রাংকনে এ জন্যে জোর দিয়ে থাকেন, তন্মধ্যকার বেশির ভাগ জীবন চরিতকে তারা একটি সাহিত্যিক ঘটনা অথবা উপন্যাস বানোনার প্রচেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু আমাদের এ ঘোষণায় একটুও দ্বিধা নেই, সীরাতের না উপন্যাসের ন্যায় সাহিত্যিক কাহিনী বনার আর না চিত্রাংকনকারী হবার স্বীকারোক্তি আছে। এটা হচ্ছে রাসূলে খোদার বাণী এবং কর্মকে নিরেট-নিখুঁতভাবে ইতিহাস এবং হাদীসের নিরিখে পূর্বাপর হুবহু নিখাদ রেখে একত্রিত করার নাম, যাতে করে এর থেকে সেই উসওয়ায়ে হাসানা বেরিয়ে আসতে পারে, যার ঘোষণা দেয়া হয়েছে কুরআন মজীদে। তাই, সীরাতে মনগড়া কিছু করা এবং চিত্রাংকন কঠিন পাপ। বাকী থাকলো পরিপূর্ণ হওয়া, এটা এ জন্যে সর্বজনমান্য, নবী করীম (সা)-এর জীবন ও কর্ম একত্রিত করার ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ একনিষ্ঠ এবং পুণ্যবান মানুষ যেভাবে প্রচেষ্টা চালান, যাকে

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য লেখকরাও স্বীকার করে, এর চাইতে বেশী পরিপূর্ণ আর কোন জিনিস হতে পারে?[৫৪]

জীবন চরিতের মধ্যে জীবনিকারের ভালো-মন্দ দিকগুলো উপস্থাপন করাও অত্যন্ত তাৎপর্যের দাবী রাখে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেন প্লোটারি। তিনি মানুষের মধ্যে পাপ-পুণ্য অনুসন্ধানে ছিলেন উৎসাহী। এ ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত জীবন চরিতকারকে জাদু করে রাখে, আর এর ফলে মধ্যযুগের আওলিয়ায়ে কেরামের জীবন চরিতগুলোও তাদের জীবনের অন্ধকার দিকগুলোকে চিহ্নিত এবং দুর্বল দিকগুলো এড়িয়ে যাওয়ায় প্রকৃত সত্যের উদঘাটনে ভাটা পড়ে যায়। সম্ভবত এর কারণ হচ্ছে, আমরা স্বীয় দুর্বলতাগুলোর বৈধতা জীবন চরিতকারের সীরাতে অনুসন্ধান করে প্রশান্তি অনুভব করে থাকি। এ জন্যে জীবন চরিতগুলো, যাতে হিরোর দুর্বলতাগুলো নিয়ে আলোকপাত করা হয়, তা তৎক্ষণাৎ আমাদের সহানুমর্মিতা পেয়ে থাকে।

এর নিরিখে নবী করীম (সা)-এর পাশ্চাত্য জীবনীকাররা তাঁর মানবিক গুণাবলীর বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। আর চিত্রের উভয় দিক দেখানোর অভিপ্রায়ে অন্যায়ভাবে নবী করীম (সা)-এর সীরাত সম্পর্কে কোন কোন দুর্বলতার প্রশ্নও উত্থাপন করেছেন। যেমন-মার্গোলিস এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন এন্ড এথিকস-এ সন্নিবেশিত তদীয় প্রবন্ধ 'মুহাম্মাদ স'-এ নবী করীম (সা)-এর ওপর (নাউজু বিল্লাহ) হত্যাযজ্ঞ, গনীমতের সম্পদ অন্যায়ভাবে বন্টন এবংবিধ অপবাদ আরোপ করেন। পাশ্চাত্যের সীরাতকারকদের এহেন দৃষ্টিভঙ্গি দেখেই শিবলী নুমানী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, কোন পাশ্চাত্যে ঐতিহাসিক সীরাতের ওপর গ্রন্থ প্রণয়ন করতেই পারেন না, কারণ এক্ষেত্রে যেরূপ পক্ষপাতিত্বহীনতা, সাবধানতা, হাদীস বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং সহমর্মিতা আবশ্যক তা কোন অমুসলিমের পক্ষেই সম্ভব নয়।[৫৫] শিবলী এটাও সঠিক বলেছেন, যে লোক সাধারণ মানুষ এবং নবুওয়তের শানের মধ্যে পার্থক্যই বুঝতে সক্ষম নয়, তাকে মূক-বধির এবং মূর্খ বললে অন্যায় হবে না। মূলত নবী করীম (সা)-ও যে মানুষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এ শ্রেষ্ঠ নবীর মানবতার হিসাব-নিকাশ একমাত্র আল্লাহর হুজুরেই হতে পারে।[৫৬]

যাক, একথা সর্বসম্মত ও মান্য সীরাতেও জীবন চরিতের ন্যায় হাকীকত এবং সত্যতা থেকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া যায় না, তথাপিও অন্যান্য বিষয়ে সীরাত সাধারণ বায়োগ্রাফী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ড. সৈয়দ আবদুল্লাহর ভাষ্যানুযায়ী, এর কোন কোন উসূল সাধারণত বায়োগ্রাফী থেকে Super এবং ভিন্ন। অধিকন্তু সীরাতের মধ্যে পরিপূর্ণতা এবং একনিষ্ঠতাও রয়েছে। কিন্তু এর ঘটনাবলী একজন Super man-এর কাহিনী, যিনি এনেছেন পয়গাম, যাকে আমরা বলি দ্বীন। তাই, এসব ঘটনার ব্যাখ্যার জন্যে সেই পন্থা সমীচীন নয়, যেগুলো আধুনিক সমালোচক কামনা করে। নবুওয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয়তো কুরআন দ্বারা, নতুবা স্বয়ং নবী করীমের হাদীস দ্বারাই হবে, এ জন্যে ধারণা প্রসূত কোন পথ ও পন্থা সঠিক নয়। সীরাত Super Biography সে জন্যে এতে ঘটনাবলীর সত্যতা Super man-এর নিক্তিতে মাপা সমীচীন।[৫৭]

ইলম মাগাযীর সূত্রপরম্পরা ছিলো ইলম হাদীসের সাথে, সে জন্যে ইতিহাস রচয়িতাদের লেখার ধরন-প্রকৃতির ওপর সনদের ব্যবহারে প্রভূত প্রভাব পড়েছে।[৫৮]

www.pathagar.com

এর বিপরীতে সীরাতের বিষয় হচ্ছে একজন প্রিয় মানব এবং তাঁর বরকতময় সময়কাল। এ সময়কালে সংঘটিত হয়েছে-এমন গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যবহ ঘটনাবলী বর্ণনাও সীরাতের আওতাভুক্ত। এ জন্যে আরবরা ইতিহাস প্রণয়নের বিষয় অবলম্বন করলে প্রথমেই তারা নবী করীম (সা)-এর জীবন চরিত এবং তাঁর অবদান নিয়ে আরম্ভ করেন। দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়ার প্রবন্ধকার এইচ, এ, আর গিব লেখেন : আরবী ভাষায় জ্ঞানের ইতিহাস রচনার সূচনা নবী করীম (সা)-এর সীরাত এবং ক্রিয়াকলাপ অধ্যয়নের সাথে সম্পৃক্ত এ জন্যে জ্ঞানের সূত্র ও সন্ধান নবী করীম (সা)-এর হাদীস সংকলনগুলোতে পাওয়া যায়, আর বিশেষত এর সম্পর্ক সে-সব হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট, যে-গুলো নবী করীম (সা)-এর গাযওয়াগুলোর সাথে সম্পর্কিত। সেহেতু সাধারণ্যে প্রচলিত হয়ে গেছে 'মাগাযী' সেনা অভিযান। এটা প্রাথমিক যুগে সীরাত গ্রন্থাবলীর জন্যে ব্যবহৃত হতে থাকে।

নবী করীম (সা)-এর চরিত্র-মাধুর্য ও বিভিন্ন অভ্যাসের সাথে সম্পৃক্ত, এটাই সীরাত বনে গেছে।[৬৮] কিন্তু একথা সঠিক নয়। সীরাত এবং হাদীসের বিষয়বস্তু এবং পথ ও পন্থায় সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যও রয়েছে। হাকীম আবুল বারাকাত আবদুর রউফ দানাপুরী তদীয় গ্রন্থ 'আসাহহুস সিয়ার'-এর ভূমিকায় লিখেছেন : হাদীস সংগ্রহকারীরা মূলত তিনটি বিষয়কে একত্রিত করেন :

১. রাসূল (সা) কি ইরশাদ করেছেন,
২. রাসূল (সা) কি কাজ করেছেন,
৩. রাসূল (সা)-এর সম্মুখে অথবা রাসূল (সা)-এর সময়কালে কি করা হয়েছে।

সীরাতকাররাও এ তিনটি বিষয়ই একত্রিত করে থাকেন। এ জন্যে মূল কাজ দুটো শাস্ত্রেরই এক, এতদসত্ত্বেও এতদুভয়ের মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। সীরাতকারদের জানতে হয় :
ক. হুজুর (সা) কখন এ ধরনের কথা বলেছেন অথবা এ ধরনের কাজ করেছেন?
খ. এমনটি বলার বা করার কারণ কি ছিলো?

সীরাত রচনার সীমা ও শর্তাবলী

হাদীস শাস্ত্রের ন্যায় সীরাত রচনার ক্ষেত্রেও বর্ণনাভিত্তিক এবং অনুমানভিত্তিক উসূলের পাবন্দী রয়েছে। এমন মূলনীতি ভিত্তি স্বয়ং কুরআন মাজীদই প্রতিষ্ঠা করেছে এবং নির্দেশ দিয়েছে, রিওয়ায়াতকে যাচাই-বাছাই করে নাও। সূরা আল হুজুরাতে এসেছে : "হে মুসলমান সকল! তোমাদের কাছে যদি কোন ফাসেক সংবাদ নিয়ে আসে এবং বর্ণনা করে, তা হলে ভালোভাবে এর যাচাই-বাছাই এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নাও।" এ কারণেই হাদীস শাস্ত্র এবং সীরাত শাস্ত্রের রচনা, সংকলন ও সম্পাদনার কাজ আরম্ভ হলে রিওয়ায়াত এবং দিরায়াত দু'দিক থেকেই ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে তবেই গ্রহণ করা হয়েছে। সীরাতে নববীর (সা) ঘটনাবলী দস্তুর মতো নবুওয়তের প্রায় একশ' বছর পর লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। তখনও সীরাতকারদের উপাত্য গ্রন্থাবলীর স্থলে ছিলো মৌখিক বর্ণনা। তবুও মুসলমানরা বিশ্লেষণের নিরিখে সীরাত শাস্ত্রের এমন ভিত্তি দাঁড় করান, যা বিশ্বের ইতিহাসে নিজেই নিজের উপমা হয়ে আছে। মৌখিক বর্ণনাকে বিন্যস্ত করার জন্যে যে-সব

www.pathagar.com

উসূল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তম্মধ্যে শিবলী নুমানীর ভাষ্যানুযায়ী, প্রথমটি হচ্ছে যে ঘটনার বর্ণনা করা হবে, সেই লোকের মুখেই বর্ণনা করতে হবে, যে স্বয়ং ওই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, আর নিজে না থাকলে ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত সব দুর্বল ধারাপরম্পরাও বর্ণনা করতে হবে। সাথে সাথে এও বিশ্লেষণ করতে হবে, যে-সব ব্যক্তিত্ব রিওয়ায়াতের ধারাবাহিকতায় এসেছেন, তাঁরা কারা ছিলেন? কেমন ছিলেন? কি কাজকর্মে তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন? তাঁদের চাল-চলনই বা কেমন ছিলো? স্মৃতিশক্তি কেমন ছিলো? ধীশক্তি কেমন ছিলো? নির্ভরযোগ্য ছিলেন, না অনির্ভরযোগ্য? স্মৃতিশক্তি উচ্চমাপের ছিলো, না অনুর্বর? আলিম ছিলেন, না জাহিল? এসব মুহাদ্দিস তাঁদের পুরো জীবনই এ কাজে সঁপে দিয়েছেন। তাঁরা এক এক শহরে গেছেন, রাবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে সব ধরনের তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছেন। যে-সব লোক তাঁদের সময়কালে ছিলেন না, তাঁদেরকে যারা দেখেছেন তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের সম্পর্কে জেনে নিয়েছেন। শিবলী নুমানী বলেন, এসব বিশ্লেষণের মাধ্যমে রিজালশাস্ত্র বা বায়োগ্রাফীর সেই বৃহৎ বিষয় তৈরী হয়ে গেছে, যার বদৌলতে আজ কমপক্ষে এক লাখ ব্যক্তিত্বের জীবন চরিত জানা যায়। ড. স্প্রেঙ্গারের মতে, এর সংখ্যা পাঁচ লাখ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তিনি 'ইসাবার' ভূমিকায় একথাই লিখেছেন।[৬৯]

ঘটনাবলী বিশ্লেষণের আরেক উসূল ছিলো এই, যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তা সাধ্যানুযায়ীও আছে কি নেই? শিবলী নুমানীর মতে, এ মূলনীতিও প্রকৃত অর্থে কুরআন মাজীদই নির্ধারণ করে দিয়েছে। হযরত আয়েশা (রা)-এর ওপর মুনাফিকরা অপবাদ আরোপ করলে এ সংবাদ এমনভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয়, কোন কোন সাহাবীও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে, হযরত হাস্সানও অপবাদ আরোপকারীদের মধ্যে ছিলেন।

সাধারণ নীতি অনুযায়ী এ সংবাদ পরখ করার পন্থা ছিলো, প্রথমত রাবীদের নাম জিজ্ঞেস করা হতো। অতঃপর দেখা হতো, তিনি নির্ভরযোগ্য এবং বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী কি না? তবেই তাঁদের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হতো। অবশ্য হযরত আয়েশার অপবাদ রদ সংক্রান্ত আয়াতে ঘোষিত হয়েছে : "শোনামাত্রই তোমরা কেন বলোনি, এটা হচ্ছে অপবাদ"। অর্থাৎ, এ ধরনের ঘটনা বর্ণনা করা হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।[৭০] বিশ্লেষণের এ মূলনীতিকে বলা হয় দিরায়াত। শিবলী নুমানীর মতে, এ ধরনের গবেষণার অর্থাৎ দিরায়াতের সূচনা স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের সময়কালেই হয়েছিলো। কারণ, হাদীসের সম্পাদনা-সংকলন আরম্ভ হলে মুহাদ্দিসগণ দিয়ারাতের উসূলও জবত করে ফেলেন। ইবন জাওযীর মতে, রাবী নির্ভরযোগ্য হলেও নিম্নোক্ত অবস্থার রিওয়ায়াত ধর্তব্যের যোগ্য থাকবে না :

১. যে বর্ণনা আকলের পরিপন্থী।
২. যে বর্ণনা সর্বজনসাম্মত উসূলের পরিপন্থী।
৩. যে বর্ণনা অনুভূতি এবং মুশাহাদার পরিপন্থী।
৪. যে হাদীসে সাধারণ কথার ওপর ভয়ংকর শাস্তির ধমক হবে।
৫. যে বর্ণনায় সাধারণ কাজের জন্য বড় পুরস্কারের অঙ্গীকার থাকবে।

www.pathagar.com

৪. নবী করীম (সা)-এর পারিবারিক জীবনের সে-সব কথা, সে-সব ঘটনা, সে-সব অবস্থা-অবস্থান এবং সমুদয় ক্রিয়াকলাপ যা নবী করীম (সা)-এর সতী-সাধবী স্ত্রীগণকে জিজ্ঞেস করে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫. সে-সব কথা, যা নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে সাহাবায়ে কিরাম বলেছেন এবং সে-সব কাজকর্ম-যা নবী করীম (সা)-এর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম করেছেন, আর তিনি হয়তো এসব কাজকে পছন্দ করেছেন, অথবা পছন্দ করেননি বা এসব কাজের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

৬. সাহাবায়ে কেরামের এমন সব ভাষ্য, যাতে তাঁরা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) অমুক স্থানে কাজের সম্পর্কে এমন এমন নির্দেশ দিয়েছেন, অথবা অমুক কাজ থেকে বিরত রেখেছেন, অথবা অমুক কাজ করতে বলেছেন, কিন্তু সাহাবী নবী করীম (সা)-এর মুখ নিঃসৃত মূল শব্দাবলী বলতে পারেননি, বরং হুজুরের ইরশাদের স্রেফ ভাব বর্ণনা করেছেন।

৭. কোন সাহাবী হুজুর (সা)-এর সময়কালের কোন ঘটনা বর্ণনা করেন, যেমন-বদর যুদ্ধ অথবা উহুদ যুদ্ধের অবস্থাবলী।

৮. কোন সাহাবী কুরআনুল কারীমের কোন আয়াত অথবা সূরার ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন।

৯. কোন সাহাবী অন্য কোন সাহাবী সম্পর্কে কোন ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

১০. সাহাবায়ে কেরামের নিজস্ব বক্তব্যও কোন কোন স্থানে 'হাদীস' হিসেবেই মনে করা হয়। যেমন- হযরত উরওয়া (রা)-এর হযরত হাস্‌সান ইবন সাবিত (রা)-কে ভালো-মন্দ বলা আর হযরত আয়েশা (রা)-এর বাধা দেয়া এবং বলা, হাসসান (রা)-কে মন্দ বলো না।

১১. সাহাবায়ে কেরামের ব্যক্তিগত কার্যাবলীকেও মুহাদ্দিসগণ হাদীস বলেই বর্ণনা করেছেন, শর্ত হচ্ছে কোন তাবিঈ তাঁদেরকে এমনটি করতে দেখেছেন বা কোন রাবী থেকে শুনেছেন।

১২. জাহেলিয়া যুগের সে-সব ঘটনা, যা কোন সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

১৩. নবী করীম (সা)-এর সীরাত, হুজুরের চরিত, হুজুরের আমল, হুজুরের হুলিয়া, মানুষের বিভিন্ন স্তরের সাথে হুজুরের সম্পর্ক, হুজুরের পারিবারিক জীবন এবং বাইরের জীবনের ঘটনাবলী, হুজুরের যুদ্ধসমূহ, তাঁর প্রিয়ভাজন, স্নেহাস্পদ এবং খাদেমগণ, শত্রুরা এবং বিরুদ্ধাচারীরা, মূর্তিপূজক এবং অগ্নিপূজকরা, খ্রীস্টান এবং ইয়াহুদীদের সাথে নবী করীম (সা)-এর ব্যবহার, অধিকন্তু নবী করীম (সা)-এর সে-সব কথা মুহাদ্দিসগণ পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা তাঁরা হাদীস বলেই বর্ণনা করেছেন।

১৪. তাবিঈগণের কোন কোন অবস্থা ও ঘটনাবলীকেও মুহাদ্দিসগণ কখনো কখনো হাদীস বলেই বর্ণনা করেছেন।

১৫. নবী করীম (সা)-এর পবিত্র সীরাত অথবা হুজুরের সতী-সাধবী পত্নীগণ এবং আহলে বায়ত আর তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের সম্পর্কে এমন ঘটনাবলী যা কোন সাহাবী অপর সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি স্বয়ং সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না।

www.pathagar.com

এমন রিওয়ায়াতকেও মুহাদ্দিসগণ হাদীসের মধ্যেই পরিগণিত করেছেন।• যেমন- হযরত আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত হাদীস, একবার হযরত জিব্রাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে বলেছেন, "আল্লাহ তায়ালা খাদীজা (রা)-কে সালাম জানিয়েছেন।" এ ঘটনা হচ্ছে মাক্কী জীবনের। হযরত খাদীজা তখন জীবিত ছিলেন আর হযরত আনাস (রা) ঈমান গ্রহণ করেছেন মদীনায়। এমতাবস্থায় সততই স্পষ্ট, এ ঘটনা হযরত আনাস (রা) কোন সাহাবী থেকে শুনে থাকবেন।

১৬. সে-সব পত্র তাবলীগী কাজ হিসেবে নবী করীম (সা) রাজা-বাদশাহদের কাছে, গোত্রের সর্দারদের কাছে এবং বিভিন্ন প্রশাসকের কাছে লিখিয়েছিলেন, সে-সব পত্র এবং লিখিত হিদায়ত বিভিন্ন সময় তাঁর সাহাবীদেরকে পাঠান, সে-সব চুক্তি বিভিন্ন সময় আরব গোত্রগুলো সাথে করেছেন, সে-সব হিদায়তনামা বিভিন্ন কওমের কাছে পাঠিয়েছেন, এ ধরনের সমুদয় ঘটনা মুহাদ্দিসদের কাছে হাদীস বলেই পরিগণিত ।[৬৫]

এ জন্যেই শিবলী নুমানী বলেন : "অনেকেই মনে করে থাকেন, সীরাত হাদীস শাস্ত্রেরই একটি বিশেষ শ্রেণীর নাম, অর্থাৎ, হাদীসসমূহ থেকে সে-সব ঘটনা পৃথক করে লিখে দেয়া হয়েছে, যা

সীরাত ও ইতিহাস

ইসলামী শিক্ষায় সীরাতে রাসূল (সা)-কে একটি ঐতিহাসিক জীবনি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই, মুসলমানদের ইতিহাস বিষয়টি সীরাত বিষয় দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে। ড. সৈয়দ আবদুল্লাহর ভাষ্য মতে, "মুসলমানদের অনেক ঐতিহাসিক উসূল এবং জীবন চরিতভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সীরাত চর্চা থেকে সৃষ্টি হয়ে বিবর্তন ঘটেছে।"[৬৬]

ইতিহাস-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সময়কে চিহ্নিতকরণ অথবা সময়কে নির্ধারিতকরণ। আবূ নসর ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ আল জাওহারী (মৃ. ৩৯৮ হিঃ) বলেন, " ইতিহাসের অর্থ হলো সময় বলে দেয়া"। আবূল ফরাজ কুদামাহ ইবন জাফর আল কাতিব (মৃ. ৩১০ হিঃ) তার 'কিতাব আল খারাজ' গ্রন্থে লেখেন, "কোন বস্তুর ইতিহাস দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর সর্বশেষ সন্ধান লাভকরা। সম্ভবত এ জন্যে ইতিহাস দ্বারা উদ্দেশ্য ঘটনাবলীর সূচনা থেকে বর্ণনা করাই নেয়া হয়ে থাকে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধকার 'ইতিহাস'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন : "এটি দুটো বিষয়ে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কখনো এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঘটনাবলী বর্ণনা করা, আবার কখনো স্বয়ং ঘটনাবলীকে ইতিহাস নামকরণ করা হয়ে থাকে।"[৬৭] সে যা-ই হোক, এটা সেই বিষয়, যাতে সময়ের ঘটনাবলী বিচার-বিশ্লেষণ করে তার সীমারেখা টানা এবং সময় নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া এ শব্দ দ্বারা সাধারণত জাতিপুঞ্জের সাধারণ ঘটনাবলী বর্ণনাও ধরে নেয়া যেতে পারে।[৬৭]

ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে 'মানুষ' ও 'সময়' এবং অবস্থা-অবস্থান। এ দুটোর অবস্থা-অবস্থানের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। আর এর সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয় এসব প্রকৃত অবস্থার আদলেই বর্ণিত হয়ে থাকে, যা মানুষের সামনে সময়ের আবর্তনে এসে থাকে।[৬৮]

www.pathagar.com

আরবদের ইতিহাস ও সীরাত বিষয় দুটো ক্রমবিকাশের গতিধারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর হয়েছে সামনের দিকে। সীরাত বিষয় তো ইতিহাসকে ঠুনকো ভিত্তির ওপরই দাঁড় করিয়েছে। তবুও একথা ভুলে গেলে চলবে না, সীরাত রচনা এবং ইতিহাসের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যও রয়েছে, আর তা হচ্ছে ইতিহাসের বিষয় সাধারণত সালতানাত, রাজা-বাদশাহ এবং সময়কাল। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ব্যক্তি এসে যায়। অপরদিকে সীরাত রচনায় একজন নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত ব্যক্তিকে বিষয় নির্বাচন করে প্রসঙ্গত দেশ-রাষ্ট্র এবং সময়ের বরাতে তাঁর জীবন এবং কর্মকে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। ড. সৈয়দ শাহ আলী যথার্থই বলেছেন : জীবন চরিতের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে সাধারণত কোন একজন মানুষ, আর ইতিহাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে কোন একটি দেশ। জীবন চরিতকারের জন্যে হুকুম দ্বিতীয় গুরুত্ব বহন করে, আর ইতিহাসের জন্যে ব্যক্তি, চাই তিনি বড় না হোন না কেন। ঐতিহাসিক মানুষের একটি দূরবীণের সাহায্যে এবং জীবন চরিতকার বিভিন্ন লোকের জীবনকে একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে দেখে থাকেন।[৫৯]

প্লোটারিকের ভাষ্য মতে, ইতিহাস অংশ এবং খণ্ডগুলোকে এড়িয়ে যায়। আর জীবন চরিত অংশ দ্বারাই বনে থাকে। জীবনচরিত জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ইতিহাসের আর কোন ভূমিকা নেই।[৬০] কারলাইলের মতে, ইতিহাস অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত লোকদের অনিঃশেষ ধারাপরম্পরা, যাঁদের কর্ম মানব সংস্কৃতিতে নতুন নতুন পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি করতে থাকে।[৬১] আরেকজন বড় ঐতিহাসিকের ধারণা মতে, ফিতরতের ঘটনাবলী মানুষের অবস্থা-অবস্থান যে বৈপরিত্য সৃষ্টি করেছে, আর মানুষ ফিতরতের রাজ্যে যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে, এতদুভয়ের সমন্বিত নামই হচ্ছে ইতিহাস। আরেক ঐতিহাসিকের মতে, ইতিহাসের অপরিহার্য হচ্ছে ঘটনাবলী এবং অবস্থা-অবস্থানের অনুসন্ধান করা, যাতে জানা যাবে, বর্তমান সময় অতীত সময় থেকে কিভাবে পরিণাম স্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে।"[৬২]

ইসলামী জ্ঞানে সীরাত, হাদীস ও ইতিহাসের মধ্যে পরস্পরে রয়েছে গভীর সম্পর্ক। মুসলমানরা ইতিহাস প্রণয়নের বিষয়টি সীরাত চর্চার বদৌলতে পেয়েছে। আর সীরাত বিষয়টি যে হাদীসেরই অনুগ্রহ তা বলাই বাহুল্য।

হাদীসের বিশুদ্ধতার পরখের জন্য যে মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, তা সীরাত ও তারীখ দুটো বিষয়ের জন্যেই কাজে এসেছে। হাদীস, সীরাত এবং তারীখ-এ তিনটি বিষয়েই মুসলমানরা সনদ সহকারে খবর সংগ্রহের পন্থা অবলম্বন করেন। প্রফেসর গোলাম আহমদ হারীরী লিখেছেন : ইসলামের পূর্বে না এ পন্থা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো, আর না অন্য কোন তমদ্দুন সচেতন কওমের মধ্যে। ইরান এবং ইউরোপে লিখন পদ্ধতিতে ইতিহাস সংরক্ষণের প্রচলন ছিলো, কিন্তু সনদের কোন গুরুত্ব ছিলো না। দুটো কওমের মধ্যেই ইতিহাস প্রকৃত সত্য এবং সূত্রপরম্পরাগত ঘটনাবলীর বর্ণনা ছিলো না; বরং ছিলো মিথ, দেবমালার বর্ণনা এবং সব ধরনের অনুমানভিত্তিক ঘটনাবলীর ওপর নির্ভরশীল। এ পন্থাকে দ্বীন এবং শরীয়তের খাতিরে মুসলমানরাই সর্বাগ্রে হাদীসের জন্যে ব্যবহার করেন, তাই

www.pathagar.com

এর ভিত্তিও তা-ই, যা শরীয়তে নির্ভরযোগ্য। এ ভিত্তিকে কার্যে পরিণত করার জন্যে আরো ক'টি ইলমেরও উদ্ভব ঘটেছে। তম্মধ্যে ইতিহাস এবং রিজাল শাস্ত্র সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। হাদীস এবং তারীখের সূত্রপরম্পরার দিকে লক্ষ্য রেখে এ বিষয়ও আশা করা যেতো, তারীখও সেই পন্থা অবলম্বন করবে, যা হাদীসের জন্য নির্ধারিত। অতএব, এক পর্যায়ে প্রতীয়মান হয়, তারীখ ও খবর সনদের সাথে এ ভাবেই একত্রিত হতে থাকে। এমনিভাবে হাদীস, সীরাত এবং তারীখের বিষয় একে অপরের থেকে পৃথক হবার সাথে সাথে বাহ্যিক অবয়বের নিরিখে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।[৬৩]

সীরাত ও হাদীস

হাদীসের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খরব, বর্ণনা, জানানো, স্মরণ, রিওয়ায়াত এবং নকল ইত্যাদি। আর পারিভাষিক অর্থ সে বাক্য বা কথা যা নবী করীম (সা) অথবা তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সাথে সম্পৃক্ত। দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়ার (উর্দূ) প্রবন্ধকার লেখেন : "হাদীস শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে কোন সংবাদ অথবা কোন বর্ণনা (এ থেকেই হুদূস, হাদিসাহ, হাদেস এবংবিধ শব্দের উৎপত্তি), কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এ শব্দ রাসূলুল্লাহ (সা) অথবা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর বাণী ও কর্মের জন্য নির্দিষ্ট।" হাদীস জ্ঞানে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ওলামায়ে কেরাম হাদীসের অর্থ করেছেন এভাবে, নবী করীম (সা)-এর ভাষ্য, কর্ম বা অনুমোদন। নবী করীম (সা) হাদীস শব্দ স্বীয় কালামের জন্য স্বয়ং পছন্দ করেছেন। যাতে করে তাঁর এবং অপরাপর লোকের কালাম এবং ভাষ্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপিত হতে পারে।

অর্থাৎ, এ হাদীসের ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা)-এর পূর্বে কেউই তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কারণ আবূ হুরায়রার (রা) হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞানাহরণে অভিপ্রায় ছিলো অধিক। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৫১)।

শেষের ভাষ্যানুযায়ী বোঝা যাচ্ছে, দ্বীনি রিওয়ায়াতের সমুদয় সংকলনকেই বলা হয় হাদীস আর এতদসম্পর্কিত জ্ঞানকে বলা হয় ইলমুল হাদীস।[৬৪]

শায়খ মুহাম্মদ ইসমাইল পানিপথি সহীহ বুখারী অধ্যয়নের পর হাদীসের নিম্নের ১৬ প্রকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এর মধ্যকার প্রতিটি বর্ণনাকেই মুহাদ্দিসগণ 'হাদীস' বলে অভিহিত করেছেন :

১. সে-সব হিদায়ত যা নবী করীম (সা) বিভিন্ন সময় মানুষকে করেছেন, অথবা সে-সব নসীহত যা তিনি করেছেন।
২. সে-সব কাজ এবং ক্রিয়াকলাপ যা নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কেরামের পাথে থেকে সম্পন্ন করেছেন।
৩. সে-সব কালিমা, ভাষ্য এবং বাণী যা নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে পৃথক পৃথক সময়ে বেরিয়ে ছিলো।

www.pathagar.com

৬. সেই বর্ণনা দুর্বল অর্থের হবে (যেমন- কদু কাটা ছাড়া খেয়ো না)।
৭. যে রাবী কোন লোক থেকে এমন বর্ণনা করেন, যা এর পূর্বে আর কেউ করেননি, আর এ রাবী ঐ লোকের সাথে সাক্ষাতও করেননি।
৮. যে বর্ণনা এমন, সবাইকেই এ বর্ণনা অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক, একইভাবে এ রাবী ব্যতীত আর কেউই এ হাদীস বর্ণনা করেননি।
৯. যে রিওয়ায়াতে এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদি সুযোগ হতো, তাহলে শত শত লোক এটা বর্ণনা করতো, এতদসত্ত্বেও স্রেফ একজন রাবীই এটা রিওয়ায়াত করেছেন।[৭১]

হাকীম আবদুর রউফ দানাপুরী দিরায়াত এবং আকলকে একই বস্তু বলে অভিহিত করায় এবং দিরায়াতকে সনদের ওপর প্রাধান্য দেয়ার কারণে শিবলী নুমানীর সমালোচনা করেছেন। শিবলী নুমানী সীরাতকারদের জন্যে ১১টি মূলনীতি তৈরী করেছেন। যেমন-

১. সর্বাগ্রে ঘটনার অনুসন্ধান করতে হবে কুরআনে, অতঃপর বিশুদ্ধ হাদীসে, তারপর সাধারণ হাদীসগুলো অনুসন্ধান করতে হবে। পাওয়া না গেলে সীরাতের রিওয়ায়াতের দিকে মনোনিবেশ করাতে হবে।
২. সীরাতের গ্রন্থাবলী তানকীহের মুখাপেক্ষী, আর এগুলোর রিওয়ায়াত ও সনদসমূহের সমালোচনা অত্যাবশ্যক।
৩. সীরাতের বর্ণনাসমূহ, বিশুদ্ধতার নিরিখে হাদীসসমূহের রিওয়ায়াত থেকে উচ্চমার্গের, তাই মতপার্থক্য দেখা দিলে হাদীসের রিওয়ায়াতকে সব সময়ই প্রাধান্য দিতে হবে।
৪. হাদীসের রিওয়ায়াতে মতপার্থক্য হওয়ার ক্ষেত্রে ফকীহ এবং তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন রাবীদের বর্ণনাকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।
৫. সীরাতের ঘটনাবলীতে ধারাপরম্পরা এবং কারণ অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক।
৬. নতুন ও আনকোরা ঘটনার ক্ষেত্রে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করতে হবে।
৭. এটা দেখতে হবে, রিওয়ায়াতে মূল ঘটনা কিরূপ আর রাবীর ব্যক্তিগত মতামত এবং বোধশক্তির কিরূপ অংশ সম্পৃক্ত আছে।
৮. এও দেখতে হবে, খারেজী আসবাবের প্রভাব রয়েছে কিরূপ।
৯. যে-সব রিওয়ায়াত সাধারণ জ্ঞানের কারণ, সাধারণ মুশাহাদা মান্য মূলনীতি এবং অবস্থার বিপরীত হবে, তা দলীলের উপযুক্ত হবে না।
১০. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়াতের সমন্বয়ের পূর্বে এটা নিশ্চিত হতে হবে, রাবীর বুঝতে বা বোঝাতে তো কোন ভুল হয় নি?
১১. আহাদ বর্ণনাকে (সে-সব হাদীস, যার বর্ণনার প্রতিটি স্তরে স্রেফ একজন রাবী নকল করেছেন, বিষয়ের গুরুত্ব এবং অবস্থার নিরিখে গ্রহণ করতে হবে।[৭২]

www.pathagar.com

তথ্য সূত্র

১. লিসানুল আরব : ইবন মানজূর, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৩৮৯, ৩৯০।

২. তাজুল আরূস : আস সাইয়্যেদ মুরতাজা আয যুবাইদী, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩৮৭-২৮৮।

৩. আল মুজাম আল আজাম : ৩য় খণ্ড, পৃ ১৪৮৭, মিসবাহুল লুগাত, পৃ ৩৮৭।

৪. জামিউল লুগাত :লুগাত : ৩য় খন্ড, পৃ ৪৫৪, ফীরূযুল লুগাত, (উর্দ্) পৃ ৭৮৫, জাদীদ নাসীমুল লুগাত উর্দ্ পৃ ৬০০।

৫. ফাননে সীরাত নেগারী পর এক নজর : ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ, (ফিকর ওয়া নজর) এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৭৬) পৃ ৮২৬।

৬. উর্দূ এনসাইক্লোপিডিয়া , পৃ ৯৪৪।

৭. কাশশাফ ইসতিলাহাতিল ফুনুন : মুহাম্মদ আলী আল ফারুকী থানভী, প্রকাশক : বাংলা এশিয়াটি সোসাইটি, কোলকাতা, তত্ত্বাবধানে : A. Sprenger ও অন্যান্য, পৃ ৬৬৩।

৮. উর্দূ দায়েরায়ে মাআরিকে ইসলামিরা, প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ ৫০৬।

৯. সীরাতুন নুমান : শিবলী নু'মানী, পৃ ৩৫১ এবং ইসলাম কা বায়নাল আকওয়ান ফানুন : ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ।

১০. মাজমাউ বিহার আর আনওয়ার শায়খ মুহাম্মদ তাহের ফতমী, ২য় খন্ড, পৃ ১৬৫।

১১. The Encyclopaedia of Islam, Leiden, vol. 4, P 439. (Ardicle : Sira).

১২. কিতাবুল মাগাযী, (প্রথম অংশ) আর ওয়াকিদী, মুকাদ্দাসমাতুত তাহফীক Dr. Marsdenjones পৃ ১৯।

১৩. The Encyclopaedia of Islam, Leiden, vol. 4, p. 439 (Article : Sira)

১৪. সীরাতে আম্বিয়া, কামাল ইনসায়িয়াত : আবদুল কুদ্দুস হাশেমী (মানিক : ফিকর ও নযর, এপ্রিল, ১৯৭৫ পৃ ৫৭৬।

১৫. কিতাবুল মাগাযী : (প্রথম অংশ) : আল-ওয়াকিদীউ মুকাদ্দাসাতুত তাহকীফ, ড. মার্সডেন দোন্স, পৃ ১৯, ২০।

১৬. ----- মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, পৃ ৩৭৪। (١) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن

১৭. তাফহীমুল কুরআন, (৩য় খন্ড), সাইয়্যেদ আবূল আলা মওদুদী, পৃ ৯১। (٢) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث

১৮. মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল, প্রথম খণ্ড, পৃ ১২৮। ص ١٢٨

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ ৭৫।

২০. সাহাবায়ে কিরাম কী না'ত গূঈ : ড. আবূল ফাতাহ মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন, ('জিহার' সীরাত সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯, পৃ ১৪)।

২১. উর্দূ কী নাতিয়া শায়েরী : ড. ফরমান ফতেহপুরী, পৃ ২১।

২২. প্রাগুক্ত, ড. সাইয়্যেদ রফীউদ্দীন আশফাক, পৃ ৩১।

২৩. আরবী মেঁ নাতিয়া কালাম : ড. আবদুল্লাহ আব্বাস নদভী, পৃ ২৯।

২৪. উর্দূকী নাতিয়া শায়েরী : ড. ফরমান ফাতেহপুরী, পৃ. ২২।

২৫. সাহাবায়ে কিরামের না-তগূয়ী : ড. আবূল ফাতাহা মুহাম্মদ সগীর উদ্দীন, (সরীর খামাহ : নাত সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ ৯)

২৬. সীরাতুর রাসূলম : ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কাল, (মুকাদ্দাসাহ, শায়খ মুহাম্মদ ইসমাইল খান ।পতী, পৃ ৩৩)।

২৭. সীরাতুর রাসূলস : ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, প্রাগুক্ত, পৃ ৩৩।

২৮. উর্দূদায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া, প্রাগুক্ত, ১৪/১, খণ্ড, পৃ ১৮১ (আল এলানু বির্তওাওবীঘের বরাতে, পৃ ১৯২)।

২৯. কাদীম উর্দূ (দাক্ষিণাত্য) সেঁ সীরাতুন্নবী স কা যাখীরা : নামীরুদ্দীন হাশেমী (দক্ষিণী-কাদীম উর্দূ-কে চন্দ তাহকীকী মাযস্মীন, পৃ ৩০, ৩১।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৫।

৩১. ওলী বীলোরী কীতীন মাসনবিয়াঁ : ড. গোলাম মোস্তফা খাঁ, ('মুআরিফী আযমগড়, জানুয়ারী ১৯৪০)।

www.pathagar.com

৩২. তারীখে আদবিয়াতে মুসলমানানে পাক ওয়া হিন্দ : প্রথম খন্ড, ভূমিকা, সম্পাদনা, ড. ইবাদাত ব্রেলভী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর ১৯৭৮, (প্রবন্ধ, উর্দূ কা দ্বীনি আদব, ১৮৫৭ কে বাদ : ড. গোলাম মোস্তফা খাঁ) পৃ ১৭৩-৭৪।
৩৩. Encyclopaedia Britaica, vol. 11, 329 (Article : History)
৩৪. Encyclopaedia of gelam, vol. 4, p 440 (Article : 'Sira').
৩৫. Encyclopaedia, vol. 15, p 650 (Article : Mohammad).
৩৬. ফাননে সীরাত নেগারী পর এক নজর : ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ, (ফিকর ওয়া নজর) এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৭৬) পৃ ৮২৫।
৩৭. শায়েরে ইনসানিয়াত : হাসান মুসান্না নদভী সীরাতে পাক-'মাহেনও'-এর বিশেষ সংখ্যাগুলোর নির্ধারিত প্রবন্ধ) পৃ ৬০।
৩৮. পয়গাম্বর ইনসানিয়াত : মওলানা শাহ মুহাম্মদ পহলাওয়ারী, (ভূমিকা : পাকিস্তান আওর হিন্দুস্তান কে খাদেমানে সীরাত : হাসান মুসান্না নদভী, পৃ ৩১)।
৩৯. শাবেয়ে ইনসানিয়ত : হাসান মুসান্না নদভী, পৃ ৬০, ৬১।
৪০. উর্দূ মেঁ সাওয়ানেহে নেগারী পর এক নজর : ড. সাইয়্যেদ আবদুল্লাহ (ফিকর ওয়া নয়র, এপ্রিল ১৯৭৬, পৃ ৮২৫।
৪১. প্রাগুক্ত, পৃ ৮২৭।
৪২. Encyclopaedia, vol. 3, p 640 (Article : Biography).
৪৩. Ibid, p. 640.
৪৪. ফাননে সীরাত নেগারী পর এ নজর : প্রাগুক্ত, পৃ ৮২৮।
৪৫. ইয়াদগারে শিবলী : শায়খ মুহাম্মদ ইকরাম, পৃ ৪২২ (সীরাতুন্নবীর স বরাতে : শিবলী নুমানী, মুকাদ্দামা, পৃ ৮৫।
৪৬. স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ আওর উন কে নামওয়ার রুফাকা কী নজর ফিকরী আওর যননী জায়েযা : ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ, পৃ ১৩৮।
৪৭. Encyclopaedia Britaica, vol. 11, 329 (Article : History)
৪৮. উর্দূ দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ৩৬, (তারীখ প্রবন্ধ)।
৪৯. আল ই'লান বিততাওবীখ লিমান জাম্মা আহলাত তাওরীখ, আসসাখাভী। (উর্দূ অনুবাদ, মারকাযী উর্দূ বোর্ড, লাহোর, পৃ ৩০)
৫০. উর্দূ দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া; প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ৪৯, (ইতিহাস প্রবন্ধ)।
৫১. উর্দূ মে সাওয়ানেহে নেগারী : ড. সৈয়দ শাহ আলী, পৃ ৩৯।
৫২. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯।
৫৩. স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ আওর উনকে নামওয়ার রুফাকা : ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ, পৃ ১৬৪।
৫৪. 'আল ফারূক' : শিবলী নুমানী, পৃ ১৬ (ইতিহাসের সংজ্ঞা; শিরোনাম)
৫৫. সীরাত নেগারী : প্রফেসর গোলাম আহমদ হারীরী, পৃ ৪, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।
৫৬. দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া : প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, পৃ ৯৬২ (হাদীস প্রবন্ধ)।
৫৭. সীরাতুর রাসূল : ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কাল, মুহাম্মদ ওয়ারিস কামিল অনূদিত (মুকাদ্দামা : শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথি, পৃ ৫-৭)।
৫৮. সীরাতুন্নবী (১ম খন্ড) : শিবলী নুমানী, ভূমিকা, পৃ ৮ (প্রবন্ধ, সীরাত)।
৫৯. সীরাতুন্নবী (স) (প্রথম খন্ড) : প্রাগুক্ত, পৃ ৩৮-৩৯ এবং প্রান্তটীকা পৃ ৩৯।
৬০. প্রাগুক্ত, পৃ ৪১, ৪২।
৬১. সীরাতুন্নবী (স) প্রথম খন্ড : প্রাগুক্ত, (ভূমিকা : পৃ ৪৪-৪৫)
৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ৮৩-৮৪, দায়েরায়ে মাআরিফে ইসলামিয়া : খন্ড ১/১৪, পৃ ১৭৫-১৭৬ (প্রবন্ধ : ইলম সীরাত, ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাহিত্যে রাসূল (সা.)-এর অবদান

ডক্টর আ. ছ. ম. তরিকুল ইসলাম

আল্লাহ পথ ভোলা মানুষদের যুগে যুগে সঠিক পথ দেখানোর জন্য নবী রাসূল (সা.) প্রেরণ করেছেন। এই সকল নবী (সা.)কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তারা যে মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত তার প্রমাণ স্বরূপ বেশ কিছু অলৌকিক কার্যক্রম পরিদর্শনের ক্ষমতাও দান করেছেন। সে জন্য তাদের সমসাময়িক সমাজে যে সব বিষয় বেশী বেশী চর্চা হতো, যা কিছু ঐ সমাজে শীর্ষে অবস্থান করত, আল্লাহ তাদের নবীকেও ঠিক ঐ বিষয়েই অলৌকিকত্ব দান করতেন। কারণ হচ্ছে, তারা তাদের সমসাময়িক সমাজকে যাতে বুঝাতে সক্ষম হন যে, তোমরা যে বিষয়ের উন্নতির চরম শীর্ষে অবস্থান করছ আমি এই একই বিষয়ে আল্লাহপ্রাপ্ত অলৌকিক ক্ষমতাবলে তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের চেয়ে উন্নত, তোমাদের চেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন।

হযরত ঈসা (আ.)-এর সময় চিকিৎসা শাস্ত্র যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেছিল। সে জন্য হযরত ঈসা (আ.)কে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের মত অলৌকিকত্ব দিয়ে পাঠান হয়। হযরত মূসা (আ.)-এর সময় যাদু বিদ্যায় তার সমাজের লোকেরা পারদর্শী হওয়ার কারণে তাকে লাঠিকে সাপে রূপান্তর করার মত অলৌকিক ক্ষমতা দান করা হয়েছিল। রাসূল মুহাম্মদ (সা.)কে যে সমাজে পাঠান হয়েছিল তারা সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করেছিল। সে কারণেই অন্যান্য অলৌকিকত্বের সাথে সাথে রাসূল (সা.)কে আল্লাহ সাহিত্যরস ও অলঙ্কার সমৃদ্ধ কুরআনের মত মহাগ্রন্থকে অলৌকিকত্ব হিসাবে দান করেন। এর ভাব, ভাষা, শব্দ, বিন্যস্ততা, উপস্থাপনা, অন্তর্নিহিত সার প্রভৃতি ছিল সে যুগের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের জন্য এক মহা-চ্যালেঞ্জ। তারা ভাষা, সাহিত্য ও অলঙ্কারে অতুলনীয় বুৎপত্তি অর্জন করলেও কুরআনের সম্মুখে তারা পরাজিত হল।

কুরআন মূলত হেদায়াতের গ্রন্থ, বিশ্বমানবতার জন্য এটি মুক্তির একমাত্র রাজপথ। এটি কোন সাহিত্যের গ্রন্থ নয়। এটি শুধুমাত্র সাহিত্যের গ্রন্থ না হলেও যে কোন সাহিত্য বিচারে কুরআন আজও সকল যুগের সকল প্রকারের সাহিত্যিকদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট

www.pathagar.com

সাহিত্য হিসাবে এক বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ হয়ে বিরাজ করছে। সাহিত্যের রূপ-রস-ভাব-ভাষার অনবদ্য সমাহার কুরআনকে অলৌকিক হিসাবে রাসূল (সা.)-এর নিকট পাঠানো, এই কথারই প্রমাণ যে, সে যুগ ছিল আরবী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। রাসূল (সা.) সকল বিচারে সকল দিক দিয়ে সে সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণে সাহিত্যের ময়দানেও সংগত কারণেই তাকে অতুলনীয় সু-সাহিত্যিক হয়ে গড়ে উঠতে হয়েছিল।

বিশুদ্ধ ভাষা-ভাষী ব্যতীত উক্ত ভাষায় কেউ সু-সাহিত্যিক হওয়ার কল্পনাও করতে পারেনা। রাসূল (সা.)-এর গোত্র কুরাইশ ছিল বিশুদ্ধ-ভাষী গোত্রদের অন্যতম। তাদের বসবাস ছিল মক্কা নগরীতে। মক্কাতে কাবাগৃহের অবস্থান হওয়ার কারণে সেখানে বিভিন্ন ভাষা, এমনকি আঞ্চলিক আরবী ভাষীদেরও অবাধ আনাগোনা ছিল। সে জন্য অন্য ভাষা ও আঞ্চলিক আরবীর প্রভাব কুরাইশদের ভাষায় কিছুটা প্রভাব ফেলাটা ছিল স্বাভাবিক। যা ছিল বিশুদ্ধ আরবীর ক্ষেত্রে এক অন্তরায়। সে জন্য রাসূলকে (সা.) নির্ভেজাল বিশুদ্ধ আরবী ভাষী তার দুগ্ধমাতা হালীমা (রা.)-এর সায়াদ ইবন বকর গোত্রে প্রতিপালিত হওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এ প্রসংগে রাসূল (সা.) বলেছেন/ "আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী। তারপরও আমি কুরাইশদের অন্তর্ভুক্ত, আর আমি সায়াদ ইবন বাকার গোত্রে প্রতিপালিত হয়েছি।" সুতরাং সু-সাহিত্যিক হওয়ার জন্য যে বিশুদ্ধ ভাষী হওয়া অন্যতম শর্ত রাসূল (সা.) সেই শর্তের মাপকাঠিতে ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিত্ব।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাহিত্যরস আরবের সে যুগের নামীদামী কবিদেরকেও বিমোহিত করেছিল। তদানিন্তন সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসাবে খ্যাত সপ্তঝুলন্ত কবিতার অন্যতম কবি লাবীদ ইবন রাবিয়া (রা.) সম্পর্কে বলা হয়, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একটি চরণ ছাড়া কোন কবিতা রচনা করেন নি। কারণ, কুরআনের মত উন্নতমানের সাহিত্যের সম্মুখে তিনি সাহিত্য রচনা করতে লজ্জা পেতেন। কুরআনের সাহিত্য শৈলী, এর ভাষার দ্যোতনা, শব্দের ঝঙ্কার ও অলঙ্কারের সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়েই ওয়ালিদ ইবন মুগীরাহ অমুসলিম থাকার পরেও বলেছিল, "আল্লার শপথ, আমি মুহাম্মদ হতে এমন বাণী শুনেছি যার স্বাদ সুমিষ্ট, যা চির উজ্জ্বল, যার উপরিভাগ ফলদায়ক আর নিম্নভাগ উর্বর।"

কুরআনের বাচনভংগী ও শব্দ বিন্যস্ততা এবং এর শৈল্পিক সৌন্দর্যে প্রভাবিত হয়েই তো ওমর ইবন খাত্তাব হতবিহবল হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সর্ব যুগের সর্ব সেরা হেদায়েতের গ্রন্থ হয়েও কোরআন এমন সাহিত্য রসে পরিপূর্ণ ছিল। রাসূল (সা.) তারই ছত্রছায়ায় প্রশিক্ষণ লাভ করে জগত বরেণ্য সাহিত্য বিশারদে পরিণত হন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ছিল এক বিস্ময়কর তোলপাড়। সুবিধাবাদী সমাজপতিদের জন্য এক চপেটাঘাত। ধর্ম ব্যবসায়ী পুরোহিতদের জন্য অসহনীয়। এ জন্যই এর বিরোধিতায় তারা উন্মত্ত হয়ে উঠে পড়ে লেগেছিল। মুহাম্মদ (সা.)কে কবি প্রমাণের ব্যর্থ প্রয়াস চালাল তারা। উদ্দেশ্য হল, এটি কবি মুহাম্মদের বাণী, এটি আল্লার বাণী নয় প্রমাণ করা। সে কারণেই এটা যে আল্লার বাণী তা প্রমাণ করানোর জন্য কুরআনে রাসূল (সা.)-এর

www.pathagar.com

কবিত্বকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে, "এটি কোন কবির বাণী নয়।" (সূরা হাক্কাহ ঃ ৪১) কুরআন আল্লার বাণী প্রমাণ করতে তিনি কবি ছিলেন না এই মহা সত্যকে প্রতিষ্ঠার অর্থ এ নয় যে, তিনি সাহিত্যিক ছিলেন না। বরং যে কোন বিচারেই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক।

তাঁর রেখে যাওয়া হাদীসগ্রন্থ হচ্ছে সাহিত্যের মহাসাগর। তার বিশাল সাহিত্য কর্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়ানো রয়েছে বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য উপাদান। তার ভাব, ভাষা, উপস্থাপনা, শব্দ বিন্যাস, উপমার ব্যবহার, শৈল্পিক বাক্য গঠন শুধুমাত্র তদানিন্তন আরবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি, আজও সাহিত্যামোদীদের সাহিত্য রসের উপজীব্য উপাদান।

অল্প শব্দ ব্যবহার করে বিস্তীর্ণ অর্থ প্রকাশ সু-সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূল (সা.) ছিলেন এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তার স্বল্প কথা এমন বিশাল অর্থবোধক যে, তার ছোট্ট একটি সারগর্ভপূর্ণ বাক্য অসংখ্য পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা যায়। তিনি এ প্রসংগে বলেছেন, "আমাকে স্বল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশের যোগ্যতা দান করা হয়েছে।" তার স্বল্প কথা যে ব্যাপক অর্থবহ তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তারই রেখে যাওয়া হাদীস গ্রন্থে। যেমন তিনি বলেছেন:

১। মুমিন তার ভাইয়ের আয়না স্বরূপ।
২। আত্মার ধনাঢ্য সর্বোত্তম ধনাঢ্য।
৩। মানুষরা চিরুনীর দাঁত তূল্য।
৪। প্রথম ধাক্কায় অটল থাকাই হচ্ছে ধৈর্য।
৫। একই গুহা থেকে মুমীন কখনো দু'বার দংশিত হয় না।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে তার সারগর্ভ অথচ সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হল। সাহিত্য বিচারে পর্যালোচনা করলে এগুলো যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। যেমন প্রথম বাক্যটিতে তিনি একজন মুমিনের সাথে অন্য মুমিন ব্যক্তির পারস্পারিক মধুর সম্পর্কের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষ দোষ ত্রটির উর্ধ্বে নয়। এই দোষ-ক্রটি সংশোধন করে নেয়া একটি মহৎগুণ। মানুষ নিজের দোষ-ক্রটি নিজে উপলব্ধি করতে পারে না, তারই কোন সাথী বা বন্ধুর এই দোষ ক্রটি সংশোধনের গুরুদায়িত্ব পালন করা উচিত। আয়না যেমন মানুষের চেহারার অসঙ্গতি তুলে ধরে, ঠিক তেমনি একজন মুমিন সংশোধনের নিয়তে তার অন্য মুমিন ভাইয়ের দোষ ক্রটিকেও তার সামনে তুলে ধরবে, যাতে তার ভাই ক্রটিমুক্ত হতে পারে। এখানে আয়নার উপমা যেমন তুলনাহীন তেমনি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষায় এই অর্থবহ বর্ণনা ফুটিয়ে তোলা মূলত রাসূল (সা.)-এর অপূর্ব সাহিত্য গুণেরই জ্বলন্ত প্রমাণ। এমনি ধরনের অসংখ্য সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাখ্যাসহ বাক্য রাসূল (সা.) আমাদের জন্য উপহার দিয়ে গেছেন, যা আসলেই সাহিত্য জগতে বিরল ও অতুলনীয়।

অনেকেই বলেন, অতিরঞ্জন ছাড়া সু-সাহিত্য হয় না। আর অতিরঞ্জন অনেকটা মিথ্যার

www.pathagar.com

নামান্তর। সে জন্য রাসূল (সা.)-এর মর্যাদার সাথে সাহিত্যিক হওয়াটা সাংঘর্ষিক। আসলে অতিরঞ্জন ছাড়া সু-সাহিত্য হয়না এই কথাটি ঠিক নয়। সকল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য হচ্ছে আল-কুরআন। বিশ্বের সকল সাহিত্যিকদের জন্য আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে রেখেছেন। সেখানে বাস্তব, বস্তুনিষ্ঠ ও শাশ্বত সত্য ছাড়া তিল পরিমাণ অতিরঞ্জন নেই, তাই বলে কি তার সাহিত্যমান স্বল্পের জন্যও ঘাটতি হয়েছে? কক্ষণো নয়। মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহিত্য ছিল তেমনি, যেখানে নেই কোন অতিরঞ্জন, নেই অসত্যের সামান্যতম সংমিশ্রণ, নেই চাতুর্য, নেই কোন কপটতা, নেই সেখানে কৃত্রিমতার কোন ছাপ। তারপরও সে সাহিত্য কালজয়ী, সাহিত্য জগতে এক অনবদ্য সৃষ্টি। এ প্রসংগে আধুনিক আরবী সাহিত্য সমালোচক আর রাফিয়ী বলেন, "আমরা রাসূল (সা.)-এর সাহিত্য অলঙ্কার পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, তা ভাষার শব্দে নয়, বাস্তবতার শব্দেই সুপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে মহা সত্যই বিবেচিত হয়েছে। আর এই মহা সত্যই এমন সব উন্নত পর্যায়ের শব্দ চয়নের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছে, যা এর সাহিত্যরসকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। তিনি কৃত্রিমতার প্রশ্রয় নেননি। তারপরও তার সাহিত্য, তার বাক্যালংকার সকল সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের জন্য উচ্চ পর্যায়ের মাপকাঠি। (এ'যাযুল কুরআন)

অন্যান্য সাহিত্যের মতই আরবী সাহিত্যে অভিনব উপমার ব্যবহার এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। অত্যন্ত মানানসই ও ব্যাপক অর্থবহ উপমার অভিনব ব্যবহার রাসূল (সা.)-এর সাহিত্যের মানকে করেছে আরো সমুন্নত। যেমন তিনি বলেছেন, "মুমিন হচ্ছে মৌমাছির মত। তারা উত্তম ছাড়া কিছু খায়না আর উত্তম ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেনা।" "মহিলারা পাজরের হাড়ের তূল্য।" "মানুষেরা চিরুনীর দাঁতের মতই সমান।" এমনি অসংখ্য উপমায় হাদীস শাস্ত্র পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে।

এ সম্পর্কে আরবী সাহিত্যের আধুনিক ঐতিহাসিক আহমাদ যাইয়াত বলেন, "উপমা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর মেধা ছিল অনন্য। (তারীখুল আদব আল আরাবীঃ ৭৫)

যে সাহিত্য কঠিন শব্দকে বর্জন করে, যা সহজ সরল প্রাঞ্জল ও সাবলীল তাই লালন করে, যা সকলের বোধগম্য সেই সাহিত্যই হয় সকলের নিকট গ্রহণীয়, সেই সাহিত্যই হয় অনবদ্য ও কালজীয়। এ ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সাহিত্য ছিল সফল ও স্বার্থক। তাঁর শব্দ চয়ন ও শব্দের ব্যবহার ছিল খুবই অভিনব অথচ সকলের জন্য সহজবোধ্য। অপরিচিত কঠিন কোন শব্দ ব্যবহার করলেও তার প্রয়োগ পদ্ধতি একে সহজ ও সাবলীল করে তুলত। তার সাহিত্যই মূলত হাদীস। তার এই বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার যাদের অক্লান্ত সাধনায় আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সেই সব বর্ণনাকারীরা নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত হয়েও তা ধারণ করতে পেরেছেন। এ প্রসংগে ড. মুহাম্মদ আবদুল মুনয়ীম খফাজী বলেন, "হাদীস সাহিত্য ছিল মূলত কঠিন শব্দের ব্যবহার, অপরিচিত দূর্বোধ্য বাক্য বিন্যস্ততা ও অত্যন্ত জটিল বর্ণনা থেকে একেবারেই মুক্ত।" (আল-হায়াতুল আদাবীয়াহ ফী আছরাই

www.pathagar.com

আল-জাহিলিয়াতি অ ছদরিল ইসলাম -পৃ.২৭৬)

রাসূল (সা.)-এর বক্তৃতা সমূহ ছিল সাহিত্য রসে পূর্ণ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল, যুগোপযোগী। গোটা মানবতার জন্য পথ নির্দেশিকা, সহজ ভাষা, ছোট ছোট বাক্য, সাবলীল উপস্থাপনা, অলঙ্কারে পূর্ণ। এ সম্পর্কে ড. খফাজী বলেন, "রাসূল (সা.)-এর বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও আকর্ষণীয়, সুক্ষ্ম ও ব্যাপক অর্থবহ।" (প্রাগুক্ত, ঃ ২৮২)

বিদায় হাজ্জের ঐতিহাসিক বক্তৃতা, বদরের যুদ্ধ-ময়দানের বক্তৃতা ছাড়াও বিভিন্ন উপলক্ষে দেয়া তার বক্তৃতা সাহিত্য জগতে এক নূতন সংযোজন। 'শিল্পের উদ্দেশ্যে শিল্প' নামে যে লক্ষ্যহীন সাহিত্য আজ গোটা বিশ্বকে কোন পথ নির্দেশনা দিতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে রাসূল (সা.)-এর সকল সাহিত্যকর্মই ছিল মানবতার কল্যাণের আহবানে পরিপূর্ণ। এদিক থেকে তার সাহিত্য সমগ্র মানবতার সাহিত্য, সফল সাহিত্য, স্বার্থক সাহিত্য।

দু'জন আধুনিক সাহিত্য সমালোচকের মন্তব্য আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্মৌ-এর রিক্টর মুহাম্মদ আররাহী নদভী বলেন, "রাসূল (সা.)-এর সাহিত্য হচ্ছে সাবলীল গদ্য, নূতনত্বে পরিপূর্ণ, যা হজম করা সহজ। যার উৎস স্থল সুপেয়। এটি স্বল্প কথায় অধিক অর্থ প্রকাশ করে। এটি স্থান কাল পাত্রের সাথে সমাঞ্জস্য পূর্ণ। এটি যেখানে সংক্ষেপ হওয়া প্রয়োজন সেখানে সংক্ষিপ্ত, যেখানে বিস্তৃতি জরুরী সেখানে বিস্তৃত। সেখানে কোন কৃত্রিমতা নেই, বরং এটি তাঁর (সা.) অন্তর হতে নিসৃত। তিনি দূর্বোধ্য ও শ্রুতিকটু শব্দ বর্জন করেছেন, আর সাহিত্যরস নেই এমন সাধারণ বাক্যকে পরিহার করেছেন। (তারীখ-আল আদাবিল আরাবী, আল-আছরিল ইসলামী। ৩৫-৩৬)।

ড. মুহাম্মদ খলীফা বলেন, "তাঁর শব্দাবলী নতুন। সূক্ষ্ম অর্থ বহনকারী। তাঁর বাক্য বিন্যাস বিশুদ্ধতার শীর্ষে। উপমার প্রয়োগ, বাক্যের অলংকার, পরোক্ষার্থে শব্দের ব্যবহার প্রভৃতি খুবই মন হরণকারী। (আল- আদাব আল-নূছুচ ফিল আছরাইন, আল জাহিলী অ ছাদরুল ইসলাম - ১০৭)

মোট কথা রাসূল (সা.) ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সফল ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যিকতার শীর্ষে অবস্থানকারী সমাজেই তাঁকে ইসলাম প্রচার প্রসারে অংশ নিতে হয়। সে জন্য তিনি ছিলেন সকল যুগের সকল সেরা সাহিত্যিকদের শিরোমণি। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই তাকে স্বার্থক সাহিত্যিক হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর রেখে যাওয়া বিশাল হাদীস শাস্ত্রে সাহিত্যের রূপ-রস-উপাদান আজও সাহিত্যিক, সাহিত্য প্রেমিকদের জন্য হতে পারে এক সুন্দুরতম আদর্শ।

www.pathagar.com

কম খরচে

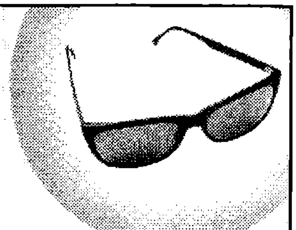

- চক্ষু চিকিৎসা
- সঠিক পাওয়ার
- কন্টাক্ট লেন্স
- সুলভ মূল্যে ফ্রেম ও চশমা

রাফা অপটিক্স

একান্তই আপনার

২৬৫, মালিবাগ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৪১৯৫৮২

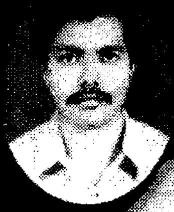

সকল প্রকার ঘড়ি, রেডিও,
টেপ রেকর্ডার টেলিভিশন,
ক্যামেরা, ক্যালকুলেটর, আয়রণ,
চার্জার লাইট, টেবিল ল্যাম্প, কলিং বেল
এবং ইলেকট্রনিক্সের খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রেতা।

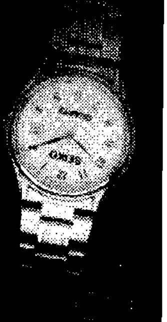

আলম ইলেকট্রনিক্স

বিশ্বস্ততার প্রতীক

২৫৩, মালিবাগ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৪১৯৫৮২

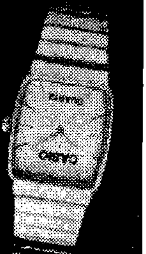

ADFLASH

www.pathagar.com

কবিতা

www.pathagar.com

মরুর গোলাপ

সৈয়দ শামসুল হুদা

ফুটেছে ফুটেছে
মরুর গোলাপ ফুটেছে
অলখ পুলকে আকুল বিশ্ব
তারি উদ্দেশে ছুটেছে।

কোথা মরুভূমি? থৈ থৈ থৈ:
আনন্দ আঁখিজল
ঢেউখেলা সেই আঁখির ধারায়
গোলাপ মেলেছে দল।
সারা সৃষ্টির সকল হৃদয়
গোলাপের ওপায়ে
লুটেছে।

গোলাপ তুমি, তুমি আমার:
দিকে দিকে কলরব কলধ্বনি
বলে গোলাপ, আমি সবার
আমি সবার।

মহাকাশ পারে ওঠে শুনি রব
গুঞ্জন মর্মর
যত মহিমার অতুল মেলা
মর্ত ধূলির পর
শ্যামলিনী গরবী ধরার
সকল তিয়াসা মিটেছে।

www.pathagar.com

শ্রেষ্ঠ রাসূলের জন্য

আবদুল মুকীত চৌধুরী

সুবচন বিশেষণও
পবিত্র চরিত কথা
'হাসানা'র বিশ্লেষণে
লেখালেখি গবেষণা
বয় ব্যর্থতার দায়ভার
ভারসাম্য পরিমিতিহীন
অনুজ্জ্বল বাক্য সম্ভার
গতানুগতিক উদাসীন।

যে শব্দ পায় না দিশা
কিংবা কোন বিশেষণ
যে বাক্য আত্মঘাতী
কিংবা সে স্রষ্টা সৃষ্টি
নবুওয়াত তথ্য চিত্রণে
সে শোভন অন্য দশজনে
প্রশংসার অবমূল্যায়ন
একীভূত করছে মনন।

পরিমিতি শূন্যতায়
গভীর পাণ্ডিত্য, তবু
অনুপম সৃষ্টি সেই
শ্রেষ্ঠ শব্দাবলী
অনেক চরিত কথা ম্লান
জিজ্ঞাসা উচ্চকিত হয়
রাসূলের জীবন সন্ধান
কেন তার সহযাত্রী নয়?

জ্ঞানীগুণী গবেষক
অতলান্ত তাত্ত্বিকতা
পরিমিত প্রয়োগও
শ্রেষ্ঠ রাসূলের জন্য
ও লেখক রাসুলান্ত প্রাণ
যথাযথ তথ্য নির্মাণ
সচেতন ব্যাখ্যা-ভাষ্য চাই
এর কোন বিকল্প নাই।

www.pathagar.com

আয় রাসূলের পথে চলি

মতিউর রহমান মল্লিক

আয় রাসূলের পথে চলি আয়
দীপ্ত – দৃঢ় শপথ নিয়ে
তাঁর পথে ভাই চলতে গিয়ে
যাক না জীবন, জীবন যদি যায়।

আয় রাসূলের জীবন থেকে
জেহাদ করার শিক্ষা গ্রহণ করি।
যার যা আছে সব কিছু তার
উজাড় করে আবার সবাই লড়ি।
শেষ করে দেই খোদাদ্রোহীর
সব আয়োজন কঠিন কঠোর ঘায়।

আয় রাসূলের কথা বলি আয়
সকল বাঁধা তুচ্ছ করে
ভয়-বাঁধাহীন বজ্র স্বরে
সারা জাহান জয়ের ইশারায়।

আয় রাসূলের সমাজ গড়ি
সব মুজাহিদ ঐক্যবদ্ধভাবে;
এই জেহাদে শেষ অবধি
বাঁচলে বাঁচি, না হয় জীবন যাবে।
আল কোরানের বিজয় আনি
নতুন করে নতুন জমানায়।

www.pathagar.com

সনেট

মহসিন হোসাইন

[বিশ্বনবী (সা.) কে নিবেদিত]

পথ শেষের কথিকা সুর হয়ে ছন্দের নৃত্যে
কানে বাজে অহোরাত্র। রৌদ্রের গান শেষ হতে
না হতেই কোমল স্বপ্নের মীড়ে ধ্বস্ত আধিগ্রস্ত
আমি। মধ্যাহ্নের তৃষ্ণা ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে আসে

এখন সম্মুখে শুধু পূরবী আবহ; জপ করি
নিভৃত্যের সঙ্গে মিশে যেতে যেতে; অচেনা পাহাড়ি
পথ। ক্লান্তি বিষাদ আকাঙ্খা আমাকে কান্নার সুরে
আচ্ছন্ন করে। প্রায়শ আঁকড়ে ধরে তমসায়।

তমোহা প্রদীপ হয়ে কলবের সিংহাসনে এক
জন জাগালেন সীমাহীন দীপ্তি আলোর প্রভাস
জাগতিক জ্যোতিরশ্মি তার কাছে ক্ষীণ হতে হতে
একেবারে মিলে গেলো দিগন্তের কোন পরপারে–

সেই হতে দৃঢ় হলো এ হৃদয়ে বিশ্বাসের চাষ
আমার চলার পথ সুখকর সফেদ ফরাস।।

www.pathagar.com

আলোর ফুল

হোসেন মাহমুদ

'জ্বলেনি দীপ অন্ধকারে'

দীর্ঘ প্রান্তরের বুক কাঁপিয়ে মাতাল হাওয়া বয়ে যায়
মরুভূমিতে বালি ওড়ে, খেজুর পাতায় শন্‌শন্‌ শব্দ
কেউ দেখেও দেখে না নির্মেঘ আকাশ গুমরে কাঁদে
আর সবুজ কাঁটাঝোপের গায়ে জমে থাকে চাপ চাপ রক্ত
মানুষের বুক কাঁপিয়ে উঠে আসে বুকভাঙ্গা করুণ দীর্ঘশ্বাস
পাঁজরের হাড়গুলো দু:খে দু:খে নিষ্পেষণে ক্রমশ জরাজীর্ণ
নগরীতে আলোর উৎসব, আনন্দে মত্ত ক্রূর লোভী শিকারীরা
পাহাড়ের গুহায় গুহায় জমে ওঠে কালের অতল অন্ধকার।

'ফুটল ভোরের ফুল'

আগুনে আগুন লেগে অনল শিখা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে
পোড়ে বসতি, সহায় সম্পদ, অসহায় মানুষ হয় ছিন্নমূল
তবুও নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে তাড়িত হয় লড়াকু জীবন
ঘর ওঠে–শুরু হয় গেরস্থালি, সব দু:খ হয় নীল স্মৃতি
বিস্মরণের খেয়া নৌকায় এই মানুষের সততই পারাপার
একটু সবুজের হাতছানি বার বার তার চোখে তোলে ঢেউ
একটি ভোর–ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ হাওয়া ছুঁয়ে যায় প্রতিটি বাগান
ফোটে এক ফুল, অনেক অজস্র ছড়িয়ে পড়ে সুগন্ধি সুবাস।

'সেই ফুলেরই রৌশনিতে'

সব ফুলই সুগন্ধ ছড়ায় এবং তারপরও কথা থেকে যায়
কোন একটি ফুল গন্ধে বর্ণে হয়ে ওঠে অনন্য অপরূপ
সেই ফুলের দিকে পাগলের মত ছুটে আসে দুরন্ত হাওয়া
ডানায় গুঞ্জন তুলে মৌমাছিরা হয় নৃত্যে নৃত্যে বেসামাল
ইতিহাস বাঁক ফেরে অন্যদিকে, সূচিত হয় নতুন অধ্যায়
আলোর ফুল ফোটে–আকাশে আকাশে ঝলমলে আলো
পৌঁছে যায় পর্বতের গুহায় নিভৃত খাঁজে অরণ্যের আঁধারে
পৃথিবী হেসে ওঠে, পাখি গায় গান কুলুকুলু বয়ে যায় নদী।

www.pathagar.com

আপনার নাম

মসউদ-উশ-শহীদ

রুক্ষ্ম মরুর হাওয়া থেকে
শ্যামল বাংলাদেশে
আপনার নাম ছড়িয়ে পড়ে
নিবিড় ভালবেসে।

আপনার নাম মিষ্টি মধুর
সকল নামের সেরা,
আপনার নাম সবার প্রিয়
আবেগ -মায়ায় ঘেরা।

আপনার নাম খোদার প্রিয়
প্রিয় ফেরেশতারাও
খোদার সালাম আপনি পেলেন
পেলেন দরূদ আরও।

ফেরেশতারাও দরূদ পড়েন
জানান তাঁদের সালাম
আপনি সবার প্রিয় নবী
প্রিয় মুহাম্মদ নাম।

বাংলাদেশের মাটি হতে
দরূদ সালাম নিন
আপনার নামের শান্তি-সুধা
থাকুক অমলিন।

www.pathagar.com

সালাম তাঁকে

জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ

চন্দ্র-সূর্য ওঠে নীল নীলিমায়
ঝরায় শীতল জল মেঘ বারবার,
জমিনে জন্মে সব কুদরতে তার
সমুদ্রে বিচরণ তিমি অতিকায়।

মানব-মানবী কত ভুল পথে ধায়
করে দেয় কলুষিত সমাজ শরীর,
ছেয়ে ফেলে অনিয়ম চিত্ত অধীর
রোল ওঠে কান্নার আলোর আশায়।

গোলাপ সুবাস নিয়ে আসে মোস্তফা
মরুময় পৃথিবীর মাটি উর্বর,
কামলিওয়ালা নবী দিলেন তোওফা
সত্যের আলোকেই আলোকিত ঘর।

প্রশংসা তাঁর শুধু ধ্যানে সেই ছবি
অগোণা সালাম তাঁকে সকলের নবী।

www.pathagar.com

স্মরণ

আশরাফ আল দীন

["রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সমাহিত করার মাধ্যমে লোকেরা জ্ঞান, দয়া ও সহিষ্ণুতাকে সমাহিত করেছে।"
-হাসসান বিন সাবিত (রা:)]

উজ্জ্বলতা আলোকেই মানায়।
আলের অনুগামী যে তার সাথে আঁধারের স্পষ্ট ফারাক;
উর্ধগামী হয়েছে যে পংকিলতা তার সাথী নয়
তাকে তো অনন্ত ভ্রমণে নেবে আলোর বোরাক।

যার দেহে ক্লেদের কলুষ
অন্তরে বিষাক্ত সাপ মগজে জীর্ণতার গ্লানি,
সে তো গড়ে দোজখের সমরূপ
অন্য এক শাপান্ত ভুবন এই পৃথিবীতে;
তার সাথে ইবলিসের সখ্যতা খুব
যে কোন লেবাসে সে'ই মন্ত্রদাতা গুরু,
সে শুধু দেখায়, তাকে ভোগ লোভ যশ আর ক্ষমতার চূড়া
ছুটে চলে নির্বিচারের হিতাহিত জ্ঞানহীন ঘোড়া।

যে যাবে আলোর উৎসে সে কিভাবে জ্ঞানহীন হবে?
মূর্খতার বোরাক বলে কোন বাহন ছিললা কখনো;
আলোর তারকা হয়ে মোহাম্মদ (সা.) ই উঠেছিল শুধু,
তাঁর দিকে যেতে হলে জ্ঞানে উন্মেষ চাই
আর শুধু আরাধনা আরাধনা
সহিষ্ণু হৃদয় ভরে নিতে হবে অফুরন্ত দয়ার পানীয়
দুনিয়াজোড়া আরাফাতে খাঁ খাঁ রোদে
দু'হাতে বিলাবে শুধু প্রাণীদের মাঝে।

হাজার বছর ধরে
জ্ঞান দয়া সহিষ্ণুতার চলছে আকাল–
কে আজ পরিশ্রমে এ সবের চাষ করে উম্মৎ হবে?

www.pathagar.com

যেনবা নূহের নৌকা

শেখ তোফাজ্জল হোসেন

তোমার উপমা তুমি
তাই আর খুঁজি না তুলনা
পুঁজি যা শব্দের মধ্যে
কিংবা বাক্যে থাকে
বিশাল বর্ণনা কিংবা
গদ্যে-পদ্যে যতই মিলাই
মেলে না কো ঠাঁই কোনোখানে
তোমার মহত্ত্ব তার অনেক ওপরে
যে ঝরে বর্ষণের মতো।

অবিরত অন্ধকারে আলো
কখনো ঝলক তার
চমকে দেয় পৃথিবীর মুখ
আমরা দুর্বল মনে
সুখের পেছনে ছুটি
ভুলে যাই তোমার দেখানো সোজা পথ।

ক্ষমাসুন্দর তুমি, প্রিয় নবী
বিরাট দরোজা খুলে
আমাদের জন্য অপেক্ষায়
যেন বা নূহের নৌকা
আমরা ওঠার পর
দুলবে তার রূহানী শরীর
অধীর আগ্রহ ছুঁয়ে
উড়বে ফের দিগ্বিজয়ী পাল।

www.pathagar.com

ভাঙেনি রাসূল (সা.)

মোশাররফ হোসেন খান

ভেঙেছে তখ্‌ত-তাজ, ভেঙেছে আমূল
ভেঙেছে কালের গতি, ভাঙেনি, রাসূল।

কেঁদেছে নগরবাসী, কেঁদেছে শহর
কেঁদেছে ভরাট কণ্ঠে উটের বহর।
কে আসে, কে আসে ঘুমের পাড়ায়?
মরুর ধূলিতে কে বুঝি দুর্বা মাড়ায়!

মুহাম্মদ!
ঐ নামটি ঝুলেছিল হৃদয় গভীরে
ঐ নামটি জ্বলেছিল সূর্য ও তিমিরে।

কত যে এসেছে ঝঞ্ঝা, কত যে প্রলয়
তবুও রাসূল সেযে অমর প্রণয়।

ভেঙেছে তখ্‌ত-তাজ, ভেঙেছে আমূল
ভেঙেছে কালের গতি, ভাঙেনি রাসূল।

www.pathagar.com

না'তে রাসুল

নুরুল ইসলাম মানিক

দূর আরবে ফুটেছিল
একটি নূরের ফুল
(ওরে একটি গোলাপ ফুল)
সে ফুল আমার কামালিওয়ালা
রাসুলে মাকবুল (আমার)।।

আল্লাহ্ তা'লার থেকে
হেরার গুহা হয়ে
সেই নামেরই ঝর্ণাধারা
যায় রে বয়ে বয়ে।
তামাম জাহান হলো যে তাঁর
প্রেমেতে মশগুল।।

সেই ফুলেরি খুশ্‌বো ওরে
অঙ্গে লাগে যার
নতুন জীবন পেয়ে সে হয়
প্রেমিক আল্লাহ্‌র।
নূর নবীজীর দরূদ পাঠে
শান্তি যে অতুল।।

www.pathagar.com

আঁধার ধোয়া আলোয়

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী

ঘোর অমানিশায় ডুবেছিল সৃষ্টিজগত
বিষাক্ত গোখরার হিসহিস ধ্বনিতে
কালো রাতকে মনে হতো আরও ভয়ংকর
মক্কা-মদীনার ধূসর মরুপথে হাঁটতে
মনে হতো কালকেউটের আঁশেল শারীরে
পা পড়ছে। ইস্ কী ভয়ংকর হিম সেখানে!

বসরার গোলাপ বাগানে হাসি ছিল না
ইরানী আর্য রমণীরা হারিয়েছিল চেহারায় জৌলুস
আকাশের নক্ষত্ররা হচ্ছিল আলোহীন,
রহমতের দরোজাও বন্ধ ছিল বোধহয়।
এমনই এক দুঃসময়ে মরুসূর্যের উদয় হলো
আঁধার গেলো টুটে খুব দ্রুত।

পাখিরা গেয়ে উঠলো সুমধুর সংগীত
ফুটলো গোলাপকলি ছুটলো সুবাস।
মক্কা-মদীনার আঁধারধোয়া আলোয়
সাফ হলো শত সহস্র বেলালের অন্তর।

www.pathagar.com

কাওসার তাঁর হাতে

গোলাম মোহাম্মদ

পূর্ণ চাঁদের আলো সে অধরময়
গোলাপের ঘ্রাণ তার সে কান্তিভরে
তিনি আসলেন রাত্রি করতে দূর
আকাশে বাতাসে সেই উল্লাস সুর।

কস্তুরী যেন মুহাম্মদের নাম
সেই পাদপাতে কত যে সম্মোহন
তিনি আসলেন সাথে এলো সেই
মুক্তির আঞ্জাম
দিকে দিকে হলো সত্যের উদ্বোধন।

সেই সুর আজো হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে
সেই মূর্ছনা মরমে স্বপ্ন তোলে
দেশে দেশে তাই স্বাধিকার সংগ্রাম
লড়ে মুজাহিদ প্রাণ দেয় কলরোলে।

শুভ্র দুহাতে প্রভাতের মত আলো
তার কথা কাজ সবার শ্রেষ্ঠ ভালো
সেই সংগ্রামী কাওসার তার হাতে
কারো তুলনা হয়না তাঁহার সাথে
দুখী অসহায় বঞ্চিতদের পাশে
তিনি দাঁড়ালেন অবিচল বিশ্বাসে।

তার ছোঁয়া পেয়ে হাসলো নি:স্ব জন
তিনি প্রেমময় রহমত বিশ্বের
ডুবন্তরা শিখলো সন্তরণ
অসহায় পেল বাঁচার তাকিদ বুকে
তিনি যে বন্ধু নিপীড়িত নি:স্বের
সালাম দরুদ সে নামে লক্ষ কোটি
সুন্দরতম তিনি সুমহান অতি।

www.pathagar.com

হেরার দুয়ার

শরীফ আবদুল গোফরান

তোমার আগমনে মেঘেরা হয়ে যায়
ঝলমলে নিহারিকা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হলো
বিস্তীর্ণ আকাশ।

আবে জম জম ঢেউ তোলে
খুশীর তুর্যনিনাদ
মৌ মৌ গন্ধে ভরে যায়
মরুর বাতাস।

হৃদয়ে ভরে ওঠে
আলোর প্রদীপ
নোনা দরিয়ায় ফেনায়িত ঢেউয়ে
ভেসে ওঠে এক নতুন মহাদেশ।

তোমার আগমনে অচেনা বন্দর
হয়ে যায় চিরচেনা।

বয়ে যায় ভালবাসার শিরিন জোয়ার
স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলো পৃথিবী
খুঁজে পেয়ে আলোকিত
হেরার দুয়ার।

www.pathagar.com

তোমার ফুলের সৌরভ

রেজা রহমান

হে কম্বলে আবৃত ব্যক্তি,
ওঠো, পৃথিবীবাসীকে সাবধান করে দাও।
দেব-দেবী নয়, মহত্ত্ব, প্রকাশ কর তাঁর,
যিনি প্রভু সকলের ..... তাঁরই পথে চলো।
অক্ষয় আদেশে রাত-দিন,
কায়েমী শক্তির নিষ্ঠুর নিপীড়নে
একটু একটু করে উতরে যায় দশটি বছর।

সুসময় -দুঃ সময়, দুর্যোগের ঘনঘটায় ধৈর্য ও সান্ত্বনা,
উদ্দীপ্তময় প্রেরণা, পঁচিশ বছরের স্পর্শকাতরতা থেকে
নিত্য সঙ্গী মহীয়সী খাদিজা দিলেন পাড়ি,
ডেকে নিলেন মহান প্রভু তাঁকে,
চাচা আবু তালিবও হারিয়ে গেলেন।
শোকের স্রোত, অত্যাচারের তুফান অত্যন্ত ভারী
একটু প্রশান্তি, এতটুকু ছায়াময় সময়ের জন্য
তিনি তাকালেন তায়েফের দিকে, গেলেন সেখানে।

ধুসর তায়েফের মাটি সিক্ত হলো তাঁর রক্তে,
দ্রাক্ষাকুঞ্জের ডাল-পাতা নিচু হলো
অবসন্নদেহে তিনি শুয়ে পড়লেন।
হুঁশ ফিরে তাকাতে পারেননি ব্যথিত যায়েদের সজল চোখে।
তবুও তার মনে ক্ষোভ নহে, নেই কোন দুঃখ –
'ওগো প্রভু, অবুঝ মানুষদের কর ক্ষমা,
শাস্তি দিওনা তায়েফবাসীদের
একদিন সকল ভুল ভেঙে সত্য সমুজ্জ্বল হবে
জানবে রাসূল ছিল তাদেরই স্বজন।'

দুশমন মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর জানাজায়
কম্পিত কণ্ঠে মহানবী ওঠালেন হাত–
'মৃতের গুনাহ কর ক্ষমা পরওয়ারদিগার।'

www.pathagar.com

দয়ালু আল্লাহ ছিলেন তার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ।
'তার জন্য সত্তরবার ক্ষমা চাইলেও কখনো হবে না রেহাই,
তোমার বিরুদ্ধে তার দিনে দিনে জমেছে অনেক মুনাফেকী।
প্রিয়নবী, কেন তুমি বৃথায় কর মিনতি?'
'তবে আমি একাত্তরবার চাই গুনাহ্ মাফ।'

তাঁর আজন্ম শত্রুদের তাড়নায় গেলেন হিজরতে
যুদ্ধে যুদ্ধে কাটে আট বছর
তেরটি বছর চোখ বুঁজে সইলেন নির্যাতন।
অবশেষে সগর্বে মাতৃভূমিতে পা রেখে ঐতিহাসিক মুহূর্তে
ভয়বিহ্বল জড়সড়ো জাত-শত্রুদের দিলেন
জীবনের আশ্বাস –
'আজ তোমাদের ধরা হবে না, যাও-তোমার মুক্ত।'
তোমার রক্তবীজে তায়েফের দ্রাক্ষাকুঞ্জে ফুটেছে গোলাপ;
তার সৌরভ আজো অযুত-কোটি মানুষের হৃদয়ে;
ইয়া রাসূল প্রিয়তম নবী।

তোমাকে সালাম
লিলি হক

হে প্রিয় নবী রাসূল (সা.) আমার,
শেষ বিচারের দিনে, সুপারিশ
চাই তোমার, শিক্ষার আলোয়,
আলোকিত করেছ পৃথিবী।
হেরার জ্যোতি ছড়িয়ে
দিলে, উম্মতের হৃদয়ে;
খোদার সেরা উপহার।

হে দয়াল নবী রাসূল (সা.) আমার,
আরবের সাহসী দুলাল,
শ্রেষ্ঠ মহামানব,
তোমাকে সালাম,
তোমাকে সালাম।

www.pathagar.com

গল্প

www.pathagar.com

চুমুকে চুচুক সোনা

হাসান আলীম

আবু যুয়াইব কন্যা ভাগ্যান্বেষণে বের হন। সাথে স্বামী ও নিজের শিশু সন্তান। বড় অভাবের সংসার, ঘরে বসে থাকলে দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র না খেয়ে মারা যাবে। পর্যাপ্ত দুধ নেই বুকে, তবুও দুধ-শিশুর সন্ধানে বের হচ্ছেন। বনু সা'দের একদল মহিলা-কাফেলায় সেও শামিল হয়। দুরু দুরু বুকে পথ চলে। সে তো শীর্ণ কায়া, ভরাট বুক নেই। তার ওপর কোলে একটা শিশু ঝুলছে। তাকে কি কেউ বাড়তি সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব দেবে?

আল্লার ওপর ভরসা করে মরু তপ্ত পথে পা বাড়ায় সে। সময়টি বেশী ভাল যাচ্ছে না। চারদিকে অজন্মা। সবুজ ফসল নেই কোথাও। এবার দুর্ভিক্ষ নির্ঘাত।

শুধু কি তাই! দুর্ভিক্ষ আর দারিদ্রের ছাপ নিয়ে তাকে পথ চলতে হচ্ছে। সওয়ারী গাধাটি কিঞ্চিত সবুজ সাদাটে রঙের। সাথের উটটিও বয়স্ক। সেটির ওলানে ছিলনা এক ফোটা দুধ। কোলের শিশুটি ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে হয়রান। এমন এক বিরক্তিকর পরিস্থিতি তাদের। এই দীন-হীন দরিদ্রের ছায়াতলে কে দেবে তার শিশু পুত্রকে পালা-পোষ করতে! সে কি পারবে কোন পরিবারকে আকর্ষণ করতে! প্রতিপালনের জন্য সে পাবে কি কোন শিশু সন্তান!

দীর্ঘ পথ পরিক্রম করতে হচ্ছে তাদের। এ অবস্থায় বৃষ্টি হলে, মিঠে হাওয়া বয়ে গেলে প্রাণটা সজীব হত রোরুদ্যমান শিশু পুত্রের মুখে কিভাবে পুরে দেবে বিশুষ্ক, বিশীর্ণ নিঃদুগ্ধ চুচুক! না, উষ্ট্রির পালানেও শীতলতা নেই, মেঘ শূন্য বিতপ্ত খর্জুর মঞ্জরী কাঁপছে। সেখানেও কন্টক চুচুক।

শিশুপুত্রের মত ওরাও ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। কোথাও কোন সুবিধা মত পরিবার পাওয়া

www.pathagar.com

যাচ্ছে না। অবশেষে তারা পৌঁছল ফারান উপত্যকায়।

এখানে পেল একটি পরিবার। তাদের রয়েছে চাঁদের অধিক আলোময়, মিঠে সূর্যের প্রভাত আলোর মত ঝলমলে এক অনিন্দ্য সুন্দর শিশুপুত্র। কিন্তু শিশুটি এতীম। পিতৃহীন এ শিশুকে কে নেবে পরিপালনের ভার? এ যে অলাভজনক ব্যবসা। দলে দলে কাফেলা এ চন্দ্রময় শিশুকে ছেড়ে যাচ্ছে। শিশুটির মা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা তাদের অনুরোধ করছে প্রতিপালনের ভার নেওয়ার। কিন্তু কেউ রাজি হচ্ছে না। ওরাতো শিশুর রূপে মুগ্ধ হয়ে বা পুত্র বাৎসল্যে দ্রবীভূত হয়ে কেবল ভার নেবে না– তাদের চাই প্রতিপালনের জন্য উপযুক্ত পারিতোষিক। কে দেবে এ শিশুর লালন পালনের যথাযথ পারিশ্রমিক? এর মা! এর দাদু?

না, যে শিশুর পিতা নেই, যাকে প্রভুই এতীম করেছে, তাকে সাথে নিয়ে কি আরও কষ্টে পড়বে? এ অমঙ্গল ডেকে নেওয়া যায় না। তাই অন্যান্যের মত ওরাও এ শিশুকে ছেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাফেলার সব মহিলাই ইতোমধ্যে একটা না একটা দুধ-শিশু পেয়ে গেছে। ওর ভাগ্যে বুঝি আর দুধ-শিশু জুটবে না। খালি হাতেই এবার ফিরে যেতে হবে মরু ওয়েসিসে।

যুয়াইব কন্যা ভাবল, খালি হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে ঐ এতীম শিশুটাকে নিয়ে যাওয়াই ভাল। সে তার স্বামীকে মনোবাসনা জানাল।

সে বলল, নিতে পার। হয়তো আল্লাহ ওর ভেতরই আমাদের জন্য কল্যাণ রেখেছেন।

মহিলা এতীম শিশুকে সাথে নেয়। পরিচর্যার ভার নেয়। আহ্ এমন সোনার চাঁদ কোলে না নিলে কি চলে?

দ্রুত সোনা শিশুমনিকে কোলে তুলে নেয় যুয়াইব কন্যা। আহ্! একি হচ্ছে তার! বিশীর্ণ বুক ভরে যাচ্ছে সুশীতল আরামদায়ক সুখ-স্পর্শে। বক্ষদেশ দুগ্ধভারে উন্নত হচ্ছে মুহূর্তে। একি অলৌকিক কাণ্ড! একি যাদুর ছোঁয়া! একি আশ্চর্য সুন্দরময় মোজেজা! মুহূর্তে মরা নদী ভরে যাচ্ছে শ্রাবণ-ঘন গম্ভীর জলপুঞ্জে। একি ঝর্ণা প্রবাহ! পর্বত শৃঙ্গ দেশে যা ছিল বিশুষ্ক মৃতপ্রায় শীর্ণ লুকানো লজ্জা, তা যে মুহূর্তে উচ্ছল উজ্জ্বল সম্ভার দীপ্ত, দীপ্র প্রক্ষিপ্ত ঝর্ণা! এখুনি চুচুক মিনার উৎচ্ছিন্ন হয়ে বের হবে অমিয় সুধা। হবে এ শিশুর জন্যই, বেহেশতী নূরানী শিশুর পবিত্র ওষ্ঠের ছোঁয়ায়, তার জিহবার পেষণে চোষণেই এ যে পূর্ণতা পাবে! ভারণত ব্যথা-সুখ দীপ্ত এ মঞ্জুরী-যুগল কেবল ঐ পবিত্র মুখেই বিগলিত হবে।

অলৌকিক শিশুকে দুগ্ধ পান করতে দেয় সে নারী। আহ! কি অদ্ভুত সুখ! এমন সুখ তো তার কোলের শিশুও দিতে পারেনি! নাভিমূলছিন্ন শিশুটি বিশীর্ণ বিজীর্ণ দুগ্ধ কমল যুগল করেছে দীর্ণ ক্লেশক্লিন্ন রক্তাক্ত, না পুরেছে শোষক না পুরেছে শোষিত।

অথচ এ কেমন সাম্যময় রম্যময় আলোময় অলৌকিক শিশু যাদু– সে কেবল একটি মাত্রই দুগ্ধ মঞ্জুরী থেকে পরিতৃপ্ত হল, অন্যটি স্পর্শ করলো না। তবে কি ওটা তার কোলের শিশুর জন্য, ওঁর দুধ ভ্রাতার জন্য? আহ! একি অদ্ভুত সুন্দর সাম্যময় আচরণ!

www.pathagar.com

তার কোলের শিশুটি অন্য স্তনে পরিতৃপ্ত হল।

শিশু দু'টি ঘুমিয়ে গেল।

নারীর বুক অজনা আনন্দে কেঁপে ওঠল। পেয়েছে সে সাত রাজার ধন! এ শিশুর ছোঁয়াতেই তাদের সংসারে সোনা ফলবে। তাদের আর দুঃখ থাকবে না।

ওঁর স্বামীও শিশুটির অলৌকিক মোজেযায় অভিভূত হল। তার মনে চাঁদ-ভাবনা উঁকি দিল। ভাবল, উষ্ট্রির ওলানও কি ভরে গেছে তাঁর পূণ্য বরকতে! হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই। উষ্ট্রির ওলান ছেঁকে দুধ বের করে স্বামী। তারপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনে তৃপ্ত হয়ে দুগ্ধ পান করে।

এই বেহেশতী শিশুকে নিয়ে তারা সংসারে ফিরে যায়। তাদের ঘরে ফুটেছে আকাশের নিখাদ চাঁদ। এ চাঁদের পরশে ফুটেছে ফুল। সুগন্ধের মাতাল জোসনায় ভরে যাচ্ছে গৃহীর ভেড়া ছাগলের বিশীর্ণ বিশুষ্ক ওলান– ভরে যাচ্ছে হালিমার বিশীর্ণ বক্ষদেশ, তাঁর স্বর্ণঠোটের পরশে চুমুকে প্রাচুর্যে ভরে যায় চুচুক যুগল। সুবাসে চৌদিক মাতোয়ারা হয় তাঁর। স্নিগ্ধ জোসনায় ভরে যায় পর্বতগিরি শৃঙ্গের চুচুক সম্ভার। যার ছোঁয়ায় এতকিছু– যিনি এই প্রশংসিত জন, সুস্নিগ্ধ অনিন্দ সুরভিত গোলাপ– তিনি আর কেউ নন, নবী মুহম্মদ (সা.)।

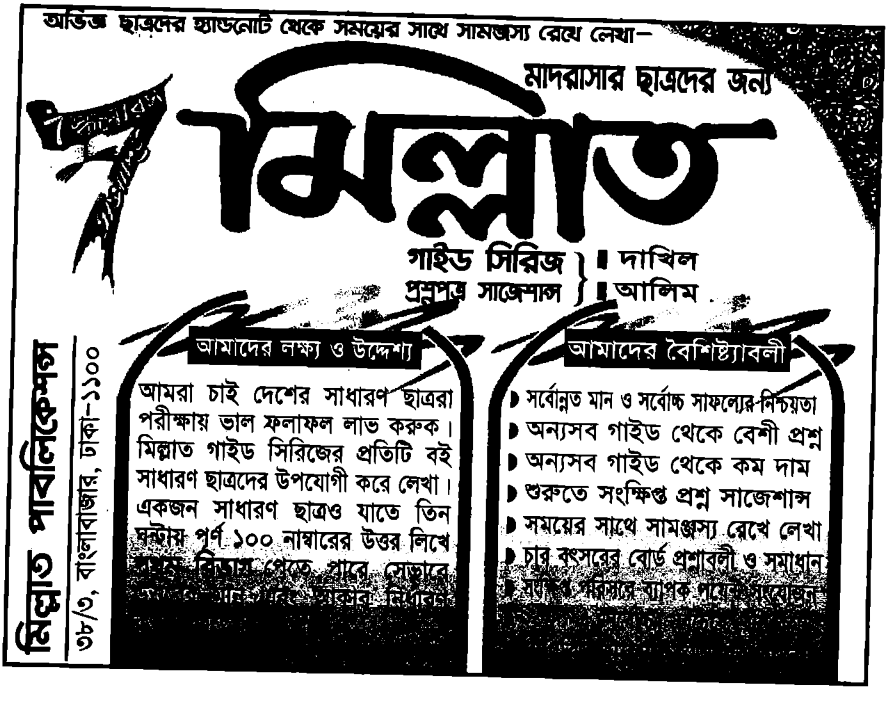

www.pathagar.com

মুক্তির শ্লোগান

মোঃ লিয়াকত আলী

দলে দলে মানুষ ছুটছে জাবাল আবু কোবাসের দিকে। সবার মনে একরাশ আতঙ্ক ও কৌতুহল। পাহাড় চূড়া থেকে কে যেন প্রচলিত বিধি মাফিক বিপদ সংকেত ঘোষণা করছে।

বিস্ময়ে হতবাক সমবেত জনতা। এ যে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্। সহজ সরল গেবেচারা ভদ্র মানুষটি বাজিয়েছে এই সংকেত ধ্বনি!

– কি ব্যাপার মুহাম্মদ? হঠাৎ আমাদের এভাবে ভয় দেখানোর মানে কি? কি খবর শোনাতে আমাদের এভাবে ডেকে এনেছ?

– অবশ্যই জরুরী খবর। তবে তার আগে আমি জানতে চাই, আমার উপর আপনাদের বিশ্বাস কতটুকু। যদি আমি বলি, এই পাহাড়ের উল্টোদিকে একদল শত্রুসৈন্য আপনাদের আক্রমণ করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে, তবে কি আপনারা বিশ্বাস করবেন?

– কেন করব না? তোমাকে আমরা শিশুকাল থেকেই চিনি। মিথ্যা, শঠতা, প্রতারণা এসবের ত্রিসীমানায় তোমাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। তোমাকে কি আমরা এমনিই 'আল আমিন' বলে ডাকি?

– তা হলে শুনুন, যে জন্য আপনাদের ডেকে এনেছি। এই পৃথিবী আল্লাহর তৈরি। সেই আল্লাহই আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার হুকুম মত চলতে এবং অন্যান্য মানুষকে চালাতে। আপনারা যদি আপনাদের এসব মনগড়া আইন কানুন হুকুম আহকাম ত্যাগ না করেন তবে আল্লাহর ফেরেশ্‌তা বাহিনী আপনাদের শায়েস্তা করার জন্য অপেক্ষা করছে। এই সুমহান দায়িত্ব দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

মহা হুলস্থুল পড়ে যায় জাবালে আবু কোবাসের পাদদেশে। নেতাদের চেহারা গম্ভীর। সাধারণ জনতার চোখ ছানা বড়া।

www.pathagar.com

– বলে কি আবদুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ? সরল সোজা মানুষটা হঠাৎ করে অতি বিপ্লবী হয়ে গেল কেমন করে?
আবু লাহাবের শরীর রি রি করছে রাগে ক্ষোভে। জন্মগত এতিম ভাতিজার এমন উচ্চাভিলাষী সপ্ন? সে মক্কার নেতা হতে চায়? কেড়ে নিতে চায় বংশ পরম্পরায় ধরে রাখা সরদারী?
আল্লাহ্ আর মানুষ খুঁজে পায়নি তার বার্তাবাহক বানানোর? বাইতুল্লাহর পাশে আবু লাহাবের বিশাল প্রাসাদ তার চোখে পড়েনি? আল্লাহর দূত চলে গেল আধ মাইল দূরে আবদুল্লাহর ভাঙ্গা ঘরে?
অকস্মাৎ গর্জে উঠে আবু লাহাবের কণ্ঠ:
– ভায়েরা আমার, বোনেরা আমার। ভদ্রতার মুখোশধারী আস্ত ধোকাবাজ এই মুহাম্মদ। সে তোমাদের নেতা হতে চায়। মিথ্যে ভয় দেখিয়ে ফায়দা লুটতে চায়। নতুন দল গঠন করে দেশের বুকে মারামারি হানাহানি বাধাতে চায়। এখনি তাকে থামাতে হবে। তোমরা বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান দাও – "তাব্বাল্লাকা ইয়া মুহাম্মদ", ধর্মদ্রোহী মুহাম্মদ, ধ্বংস হউক নিপাত যাক।
দুঃখভারাক্রান্ত মনে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (সা.) ফিরে আসেন তার জীর্ণ কুটিরে। মনে মনে ভাবেন– একি আচরণ করল তার প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা? তিনি তো অন্যায় করেন নি। মহান আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালন করেছেন মাত্র। "ওঠ, ভয় দেখাও," তিনি তো ভয় দেখাতে চাইলেন। কিন্তু তারা তো ভয় পেল না। উল্টো তাকে ধ্বংস করার হুমকি ও শ্লোগান দিল!
চিন্তাক্লিষ্ট নবীর সামনে এসে দাঁড়ায় জীবরাঈল আমীন।
– ইয়া মুহাম্মদ, আপনিও শ্লোগান দিন। এ শ্লোগান স্বয়ং আল্লাহ পাকের রচিত– "তাব্বাত ইয়াদা আবু লাহাব", আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হউক, নিপাত যাক।

শ্লোগান ও পাল্টা শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠে মক্কার আকাশ বাতাস। অলিতে গলিতে মানুষের কানাকানি ও ফিসফিসানি।
– জব্বর খবর। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন। অদ্ভুত মেনুফেস্টো এই দলের। সৃষ্টি যার, আইন তার, আল্লাহ ছাড়া কারো আইন হুকুম ও শাসন চলবে না আল্লাহর জমিনে।
সমাজের নির্যাতিত নিপিড়িত মানুষ শুনতে পায় মুক্তির শ্লোগান। স্বৈরাচারী জালেম শাসকের কালো আইনের যাতাকল থেকে মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। সকলের মুখে স্বতস্ফূর্ত শ্লোগান: মুহাম্মদ তুমি এগিয়ে চল, আমরা আছি তোমার সাথে। আল্লাহর আইন চাই, নবীপাকের শাসন চাই।
স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, লড়তে হবে একসাথে।

www.pathagar.com

ক্রোধে ফেটে পড়ে মক্কার অধিপতি ওমর বিন হিশাম। গড ফাদারদের ডেকে গোপন বৈঠক করে। সিদ্ধান্ত হয় পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় নির্মুল কমিটি গঠনের। ধর্মদ্রোহী মৌলবাদীদের নির্মুল করতে হবে।

দ্বিগুণ উৎসাহে মেতে উঠে এলাকার খুনী সন্ত্রাসী ও মাস্তানেরা। শুরু হয় মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীদের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ সন্ত্রাস। হামলা, খুন, নির্যাতন বেড়ে চলে দিনের পর দিন।

অপরিসিম ধৈর্য ও সাহিসকতা নিয়ে মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীরা মোকাবেলা করে এসব নিযাতন। রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে উড্ডিন রাখে সত্যের পতাকা। তাদের এখন প্রিয় শ্লোগান: আমরা সবাই লড়তে রাজী, মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী। তাদের কণ্ঠে প্রিয় গান: মৃত্যু মোদের ভৃত্য পায়ের, নিত্য জীবনের।

ক্ষুধার্ত বাঘের মত জ্বলছে ওমর বিন হিশামের চোখ। দলীয় মাস্তানদের দেয়া হয়েছে কাড়িকাড়ি অর্থ। দেয়া হয়েছে হত্যা ও নির্যাতনের অবাধ লাইসেন্স। একটি লাশের বদলে দশটি লাশ ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবু এসব মৌলবাদী ধর্মান্ধ গোষ্ঠি কিভাবে সক্রিয় থাকে রাজনৈতিক ময়দানে? তার পোষা দুর্ধর্ষ ক্যাডারেরা কি ঘাস কাটে?

গড ফাদারদের আবার ডাকা হয় জরুরী বৈঠকে। নির্মূল কমিটির কার্যক্রম রিপোর্ট অত্যন্ত হতাশাজনক। মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর আন্দোলন বার্থ হয়েছে, জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, এসব বক্তৃতা বিবৃতিতে কোন ফল হচ্ছে না। এখন প্রয়োজন, একশন একশন, ডাইরেক্ট একশন।

এই ডাইরেক্ট একশনের পদ্ধতি নিয়ে নানারকম শলাপরামর্শ চলে গডফাদারদের। একজন পরামর্শ দেয়, মুহাম্মদের নাগরিকত্ব বাতিল করে দিতে হবে। অন্যজন দ্বিমত পোষণ করে। তাতে হিতে বিপরীত হবে। দেশের বাইরে গিয়ে সে শক্তি সঞ্চয় করে আক্রমণ চালাবে। দেশের ভিতর থেকেও চলবে বিদ্রোহ। পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। তাকে কারারুদ্ধ করে রাখলেই ভাল হবে। এটাও পছন্দ হয় না আরেক গড ফাদারের। কারাগারে রাখা মানে অন্যান্য কারাবন্দীদের মাঝে তার আদর্শ প্রচারের সুযোগ করে দেয়া। তখন আবার শুরু হবে কারা বিদ্রোহ। বাইরেও চলবে অনুসারীদের শ্লোগান: লাথিমার ভাঙরে তালা, ওমর হিশামের বন্দীশালা। আবু জাহেলের দুই গুণ, নির্যাতন ও মানুষ খুন।

কারো পরামর্শই পছন্দ হয় না গড ফাদার শীরমণি উৎবা হাজারীর। এসব হোমিওপ্যাথিক ডোজে কোন লাভ হবে না। কঠোর হতে হবে প্রশাসনকে। হত্যা করতে হবে তাকে।

আল্লাহ পাক তার প্রিয় নবীকে আদেশ করলেন, জন্মভূমি মক্কাত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে। আল্লাহর ওহী পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি প্রস্তুতি নেন হিজরতের।

গভীর রাতে মহানবী রওয়ানা হবেন মদীনার পথে। ইতোমধ্যেই উৎবা হাজারীর ভাড়াটে

www.pathagar.com

গুণ্ডা বাহিনী ঘেরাও করে ফেলেছে তার ঘর। তিনি বুঝতে পারলেন শত্রু বাহিনীর অপতৎপরতা। ঘর থেকে বের হয়ে কুড়িয়ে নিলেন একমুঠো বালি। "শাহ্ আতুল উজু" বলে ফুঁ-দিলেন সেই বালিতে। তারপর ছুঁড়ে দিলেন শূন্যে।

এক অভিনব গ্যাসের স্বাদ অনুভব করে উৎবা হাজারীর গুণ্ডা বাহিনী। নাকে ঝাঁঝালো গন্ধ। চোখে মুখে সুচিভেধ্য যন্ত্রণা।

– তোমরা সব কোথায়? আমিতো চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

– আমিও কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। চোখ দিয়ে শুধু পানি ঝরছে। কোথা থেকে এল এই গ্যাস? নামকি এই গ্যাসের?

– মুহাম্মদ মানুষকে যে আল্লাহর আইন মেনে চলার দাওয়াত দেয়, এটা সেই আল্লাহর পাঠানো কাঁদুনে গ্যাস। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে নির্ঘাত মৃত্যু। বাঁচতে হলে জলদি পালাও।

পড়িমরি করে চারদিকে ছুটে পালায় দুর্বৃত্তের দল। পদে পদে হোঁচট ও খোঁচা খেয়ে ক্ষত বিক্ষত হল তাদের শরীর।

মদীনায় খবর পৌছে গেছে, মুক্তির পয়গাম নিয়ে তাদের মাঝে আসছেন আল্লাহর নবী। সাজ সাজ রব পড়ে যায় সমগ্র মদীনায়। মিছিলে মিছিলে আবাল বৃদ্ধ বণিতা সমবেত হয় মদীনায় প্রবেশদ্বারে। সকলের মুখে ভক্তির শ্লোগান: শুভেচ্ছা স্বাগতম, নবী পাকের আগমন। আমার নেতা তোমার নেতা, বিশ্ব নবী মোস্তফা। আল কোরানের আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো।

আল্লাহর নবী হাত নেড়ে জবাব দেন তাদের শ্লোগানের। এ শ্লোগান মুক্তির শ্লোগান।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ

www.pathagar.com

একুশ শতকের ক্যালিগ্রাফি শিল্প ঃ শিল্পীদের করণীয়

ইব্রাহীম মন্ডল

আরবী ক্যালিগ্রাফি সুন্দর হস্তাক্ষর। বিভিন্ন লিপিশৈলী যেমন– বর্গাকৃতি ও কোনবিশিষ্ট 'কুফিক'। গোলায়িত ও বাকানো 'নাসখ'। পরে নাসখ থেকে সুলস, রায়হানী, মুহাক্কার ইত্যাদি লিপিশৈলীর জন্ম হয় শুধুমাত্র আরবী ক্যালিগ্রাফির শ্রীবৃদ্ধি, মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যেই। যে মুসলমান শিল্পীরা নিরলসভাবে এই প্রচেষ্টায় রত ছিলেন তারাই 'কাতীব' (সুলেখক), রাষ্ট্রীয়ভাবেও তাদের যথেষ্ট সম্মান ছিল।

আল্লাহর বাণী পাক কোরআন তাদের হাতে দৃশ্যমান হয়, সৌন্দর্য পায়, পায় নান্দনিক রূপ। আমরা আল্লাহকে দেখিনা তাঁর বাণী আল-কোরআনের অক্ষরগুলো আমাদের সামনে দৃশ্যমান। এই বাণীর মধ্যে একটা অলৌকিকতা আছে। ইসলামে প্রাণীর চিত্র অঙ্কন নিষিদ্ধ বিধায় শিল্পীরা প্রাণীর চিত্রাঙ্কনের পরিবর্তে মনের ধর্মীয় আবেগে তারা ক্যালিগ্রাফিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করছে।

উপমহাদেশের পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও শিল্প সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন 'ইসলামী শিল্পকলা ক্যালিগ্রাফির পূণর্বিকাশ ঘটে ৮০০ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। এই শতাব্দীতে যে দীপ্ত এবং ঔজ্জ্বল্য এই আধুনিক সভ্য পৃথিবীর কাছে উপস্থিত করেছে, তা পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পৃথিবীর যে কোন সভ্যতার সঙ্গে বিচার করলে অতুলনীয় বলে বিবেচিত হয়।'

১৩০০ খৃষ্টাব্দের কাতীবগণ শুধু আরবী বর্ণ নয়; তার সাথে সঙ্গতি রেখে ফুল, লতা-পাতা এবং জ্যামিতিক নকশাঁ এঁকে এক চমৎকার ডিজাইন করেছে যা মন্ডলধর্মী।

মুদ্রায়, মসজিদের মিনারের ডেকোরেশন, রিলিফ ওয়ার্ক ও পবিত্র কোরআন অলংকরণ করেছেন। এগুলো সার্থক কারুশিল্পে উন্নত হয়েছে।

পোষ্টার, চারু ও কারু শিল্পের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। পোষ্টারে প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন ছবি, বাণী উজ্জ্বল রং দিয়ে লেখা বা ডিজাইন করা হয়। যা দর্শক

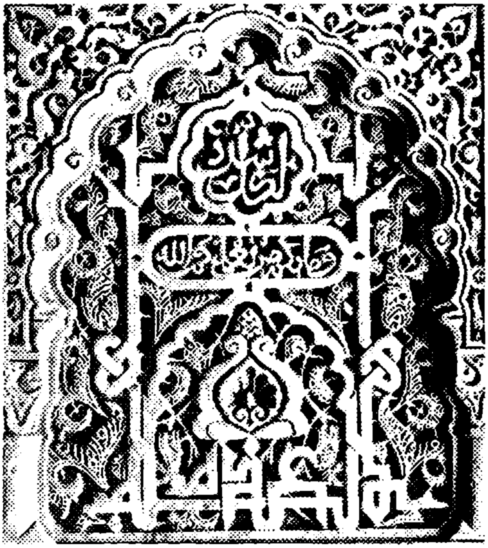

১৪০০ শতাব্দীর আল-হামরা মসজিদের মেহরাব কুফি রীতিতে অলংকরণ

www.pathagar.com

চলন্ত অবস্থায় সহজে পড়তে ও বুঝতে পারে। পোষ্টারের লেখা যে কোন ভাষার যে কোন লেখা যেমন– ধর্মীয় বাণী, রাজনৈতিক স্লোগান অথবা কোন পণ্যের প্রচারও হতে পারে। দর্শকদের দৃষ্টিকাড়ার জন্যে আকর্ষণীয় চকচকে অবিমিশ্র রং ব্যবহার করা হয়।

কারুশিল্প সু-চিন্তিত মনের প্রকাশ। অর্থাৎ চিন্তা করে সুক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ডিজাইন করা, যা মন্ডলধর্মী বা ডেকোরেটিভ। পবিত্র কোরআন, মৃৎপাত্র, মসজিদের মেহরাব, পুঁথিপত্র, ইত্যাদি অলংকরণ কারুশিল্পের অন্তর্গত।

চারুশিল্প অবচেতন মনের বহিপ্রকাশ। কিছু দেখে দুঃখে অথবা আনন্দে মনের আবেগে যা প্রকাশ হয়ে থাকে। শিল্প হল মনের আবেগ অনুভূতির রং, রেখা ও ফর্মের মাধ্যমে নান্দনিক উপস্থাপন। যার মধ্যে রসবোধ থাকতে হবে। শিল্প হল সৃষ্টি অর্থাৎ আবিষ্কার, অনুকরণ নয়। যা ইলুয়েশান তৈরী করে, দর্শকদের ভাবায়, তাড়িত করে।

শিল্পীর নিজস্ব ভাবধারা, দৃষ্টি-ভঙ্গি, চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন একান্তই অনিবার্য। যেমন– একটি গরু এঁকে তার নিচে লিখে দিলেই শিল্প হবে না।

'রাখাল গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে'।

এই দুই লাইনের মধ্যে কোন ব্যঞ্জনা বা বিশেষ অর্থ নেই, নেই সৃষ্টির আনন্দ। শুধু ছন্দের বদ্ধতা আছে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায়–
'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে
নাটোরের বনলতাসেন'।

যখন চোখ ও পাখির নীড় এর মধ্যে বৈপরিত্য হয়, এখানে এই শব্দসমূহে বিশেষ অর্থ বা ব্যাঞ্জনা আছে, আছে আবিষ্কারের আনন্দ। যেহেতু চিত্রকল্প আমাদেরকে ভাবায় তাড়িত করে। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো কিউবিক ফর্মের প্রতিষ্ঠাতা, এটা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। মার্কমাগল, সালভেদর ডালী মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অস্বীকার করেছেন, তার ফিগার সব আকাশে উড়ন্ত, এটা তাদের আবিষ্কার। সৃষ্টির আনন্দ আছে, অনুকরণের আনন্দ নেই।

ইরাকের শিল্পী জামিল হামিদির ক্যালিগ্রাফি

বিজ্ঞানী মার্কোনী বেতার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং সৃষ্টির খ্যাতি তিনি নিজেই পেয়েছেন। পরে অন্য যারা তৈরী করেছে এটা রিপ্রডাক্ট, তাদের কোন কৃতিত্ব নেই।

শিল্পী জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি ব্রাউন পেপারে সাদামাটা চারকলের মোটা লাইনে দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভূভূক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ, এটা জয়নুলের আবিষ্কার। যা তাঁকে জগৎ বিখ্যাত করেছে।

শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরীর রং, ফর্ম, রেখা একান্তই তাঁর

www.pathagar.com

নিজস্ব আবিষ্কার। কোথাও ঐ পাখি, গরু, নৌকা, আকাশ দেখলেই শিল্পীর নাম লেখা না থাকলেও বুঝা যায় এটা কার ছবি।

ভারতের বিখ্যাত শিল্পী যামীনি রায় গ্রামীন লোকজ ধারায় মোটা বলিষ্ঠ রেখায় কাজ করেছেন, যার প্রভাব বাংলাদেশের শিল্পী কামরুল হাসানের ছবিতে পাওয়া যায়। তার ছবির বেশ কদর ছিল, বিক্রিও হতো। এঁকে শেষ করতে পারতেন না। যামীনি রায়ের ছেলে সে সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিলেন। তার পিতার ছবি অনুকরণ করে পিতার ছবি বলেই বিক্রি করে দিতেন। এখানে ছেলে কিন্তু শিল্পী হিসেবে পরিচয় পায়নি। সুতরাং শিল্প সৃষ্টি, অনুকরণ নয়।

সৌদি শিল্পী আহম্মদ মোস্তফা আরবী লিপিগুলোকে ক্যানভাসে চমৎকার অনুজ্জ্বল রং-এ নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। যার কম্পোজিশন রং উপস্থাপন একান্তই নিজের। তাঁর ছবিটির নাম 'দি অরিয়র অব বদর'।

ইরাকের বিখ্যাত শিল্পী জামিল হামদি আরবী লিপিকে জ্যামিতিক ফর্মে উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব রীতিতে।

শিল্পী যুদা মালাম তার ছবির বিষয়বস্তুর সাথে লিপির সমন্বয় ঘটিয়েছেন।

শিল্পী শাকের হাসান তার ফর্মের সাথে ক্যালিগ্রাফি উপস্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এশিয়ান চারুকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণ পেয়েছিলেন ইরাকের বিখ্যাত শিল্পী 'সাদী আল কাবী' তার ছবির বিষয়বস্তু ছিল ক্যালিগ্রাফি 'মরুভূমিতে শিলালিপি'।

গত ১৯৯১ সালে এশিয়ান চারুকলা প্রদর্শনীতে পাকিস্তানের বিখ্যাত শিল্পী গুলজীর লিপিশৈলী– ১, ২, ৩, ৪ নামে ৪টি ছবি প্রদর্শিত হয় এবং দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। ক্যানভাসে স্পেচুলা ও কোথাও ব্রাস দিয়ে মোটা তেল রংয়ে তাঁর যে ব্রাসিং তা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

তার ছবি মনে হয় আরবী লেখা কিন্তু কি লেখা বুঝা দূরহ অর্থাৎ একটা ইলোয়েশান তৈরী করেছেন।

২০০১ সালে জানুয়ারী মাসে রিয়াদে অনুষ্ঠিত হয় আধুনিক ক্যালিগ্রাফি শিরোনামে একটি প্রদর্শনী। মিশরের সাইয়েদ ইব্রাহীম মোঃ সাব্বির আল হিলালী, তিউনিসের মোঃ ছালেহ আল খুমছি, মরক্কোর আঃ করিম, দামেস্কের মোঃ বদুই দিওরানি, লেবাননের বুরহান ফিবারাহ, ইরাকের হাশেম বাগদাদে অংশগ্রহণ করেন। প্রদর্শিত ক্যালিগ্রাফিগুলো চিত্রায়ণ হয় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। চমৎকার কম্পোজিশান রং ও রেখায় বিমূর্ত শিল্পে উন্নীত করা হয়েছে।

গত ২০০০ সালে ইরানে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের চিত্র প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের শিল্পী কালিদাস কর্মকারের যে ছবি পুরস্কার পায় তা বিমূর্ত ক্যালিগ্রাফি।

বর্তমান বিশ্বে ক্যালিগ্রাফি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, বিখ্যাত শিল্পীরা এ নিয়ে নিরীক্ষা করছেন। বাংলাদেশের শিল্পীদেরকেও প্রভাবিত করেছে। '৮০-এর দশকে বাংলাদেশেও

www.pathagar.com

ক্যালিগ্রাফি নিয়ে বেশ কিছু শিল্পী কাজ করছেন।

বিখ্যাত শিল্পী মুর্তজা বশীর জ্যামিতিক ফর্মের সাথে সাদৃশ্য রেখে ক্যালিগ্রাফির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর একটি ছবি ত্রিভূজ, বৃত্ত ও নীচে একটি হাত তাঁর মধ্যে আল্লাহ্।

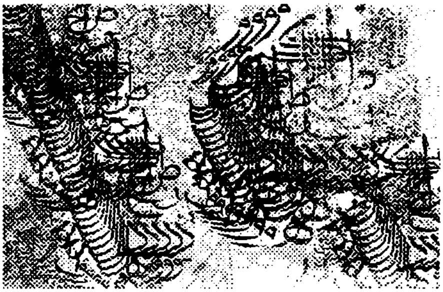
সাউদি শিল্পী আহমদ মোস্তফার ক্যালিগ্রাফি 'বদরের অদৃশ্য যোদ্ধারা'

শিল্পী আবু তাহের ও শামসুল ইসলাম নিজামী ক্যালিগ্রাফির আদলে ফর্ম ব্যবহার করেছেন, যা দর্শকদেরকে ভাবায়।

শিল্পী আব্দুস সাত্তার তাঁর নিজস্ব রীতির সাথে সঙ্গতি রেখেই বাংলা ক্যালিগ্রাফি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বাংলায় আল্লাহ্ ও কোরআন ও হাদিসের বাণী উপস্থাপন করেছে, যা একান্তই তার নিজস্ব রীতি।

১৯৯৭ সাল থেকে প্রতি বছর সীরাতুন্নবী (স.) উপলক্ষে নবীন ও প্রবীন শিল্পীদের নিয়ে জাতীয় জাদুঘর লবিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি গ্রুপ ও কয়েকটি একক প্রদর্শনী। যা দর্শকদের মাঝে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে। সাড়া জাগিয়েছে বোদ্ধাদের মাঝে। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও বেশ প্রভাব পড়েছে।

এই ক্যালিগ্রাফি নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের উচিৎ এই চর্চাকে অব্যাহত রাখা, এ নিয়ে ব্যাপক চিন্তা ভাবনা পড়াশুনা করা। কুফি, নাসতালিক, সলস্, দেওয়ানি ইত্যাদি লিপিশিল্পীদের অনুকরণ অথবা এদিক ও দিকে পেচিয়ে লিখে আত্মতৃপ্তী খুঁজলে পিছনের দিকেই ফিরে যাওয়া হবে।

কারণ ৮০০-১৩/১৪০০ শতকেই কাতীবরা যে অসাধারণ লিপি চাতুষে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন তা অতিক্রম সম্ভবপর নয়।

কাগজ বা ক্যানভাসে আরবী অথবা বাংলা পেচিয়ে-গুছিয়ে লিখলে বা অনুকরণ করলেই শিল্প হয়ে যায় না। গত '৯৭ এর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে জনৈক শিল্পীর ছবি দেখে শিল্প সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান বলেছিলেন– 'এইগুলোতো অনুকরণ, এইগুলো কি দেখবো'।

২০০১ সালে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের কাতীবদের ক্যালিগ্রাফি অনুকরণ করে আত্মতৃপ্তি নয় বরং শিল্পীদেরকে এ নিয়ে গবেষণা করতে হবে । নিজস্বীয় ধারা, নিজস্ব আঙ্গিকে নতুন মাত্রায় এগুতে হবে। কাতীবী লেখা থেকে শিল্পের উন্নিত করতে হবে। প্রাশ্চাত্য শিল্পের সাথে ইসলামী শিল্প শুধু পাশাপাশি নয় প্রভাবিতও করেছে। এখন শিল্পীদের উচিত এ

www.pathagar.com

পাকিস্তানি শিল্পীর লিপিশৈলী-৪

নিয়ে থেমে না থেকে ক্রমাগত এগিয়ে চলা, ব্যাপক পড়া-শুনা করা। কি করছি? কেন করছি? জানতে হবে বুঝতে হবে। শুধু একটা গাছ অথবা কোন কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে আল্লাহ, মোহাম্মদ লিখে দিলেই শিল্প হয় না। কবিতার যেমন ছন্দের মিল থাকে, ছবির মধ্যেও ছন্দ, কম্পোজিশান, ব্যালেন্স আছে। মরহুম শিল্পী রশীদ চৌধরী বলতেন– ছবি অঙ্কের মতো, দুই আর দুইয়ে চার হয়, এখানে পাঁচ দিলে ভূল হবে।

এক্ষেত্রে যারা এই ক্যালিগ্রাফিকে বিষয়বস্তু করে কাজ করতে চান তাদেরকে মনে রাখতে হবে–
শিল্প শুধু ড্রইং রুমে সাজানোর জন্যে নয়।
শিল্প সত্য-সুন্দরের জন্যে, আলোর পথ প্রদর্শনের জন্যে। আদর্শহীনকে আদর্শবাণী বানানো, নির্জীব, অলস মানুষকে নির্ভীক ও সাহসী করে তোলা শিল্পীদের সাহিত্যেরই কাজ।
আজ যারা বিশ্বে যে জুলুম নির্যাতন চলছে, চলছে অশ্লীল সংস্কৃতির আগ্রাসন তা প্রতিরোধ করতে শিল্পীদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে।
তুলির বলিষ্ঠ রেখায় ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের চেতনা, বিশ্বাস, আমাদের ম্যাসেজ।

যারা এই ক্যালিগ্রাফিকে বিষয়বস্তু করে কাজ করতে চান তাদেরকে মনে রাখতে হবে শিল্পী সুন্দরের সাধক গুরুত্বপুর্ণ ইর্ষণীয় সমাজের সদস্য। সর্ব বিষয়ে নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণে জাতিকে অগ্রগতি, সুখ-সমৃদ্ধ ও শান্তির পথে পরিচালিত করেন। রাজনৈতিক সংঘাত, সন্ত্রাস, অসভ্যতা, বিশৃংঙ্খলা, অন্যায় অপশক্তির বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্ছার। কারও রক্ত চক্ষু কোন প্রকার লোভ লালসা কোন মহলের প্ররোচনা দলীয় প্রলোভন শিল্পীকে আর্দশচ্যুত করতে পারে না। এজন্যই তাদের সামাজিক মর্যাদা জাতির সর্বোচ্চ শিখরে। সততা, বিশ্বস্থতা ও তাদের মৌলিক অবদানই এই অবস্থানকে সুদৃঢ় করে। এরা শুধু দেশের নয়, গোটা মানব জাতির সম্পদ। এরা অন্ধকারময় পরিবেশকে আলোকিত করে। জাতিকে সত্যের পথ দেখায়। যে শিল্পীর সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক যত গভীর, সে শিল্পী ততো সৎ ও স্বাধীন। শিল্প শিল্পের জন্যে, এ ধারনার পরিবর্তে আমরা মনে করি– শিল্প জীবনের জন্য, শিল্প সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্য। আমাদের সব কিছুই যেহেতু শ্রষ্টার জন্য, সেহেতু শিল্পও তাঁর জন্যে। ❐

www.pathagar.com

বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা চর্চা চেতনার মূল সীরাত সাহিত্য

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

বাঙালী মুসলমান হিসেবে এটি আমাদের জন্য এক গৌরবের বিষয় যে 'বাংলাদেশ' বাংলাভাষা' ইত্যাদি শব্দগুলো মুসলমানদের সৃষ্টি। বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতার যুগে (১৩৩৮-১৫৩৮) আজকের বাংলাদেশ নামক দেশটি 'বাঙ্গালাহ' নামের পরিচয়ে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডে রূপলাভ করে; যার চূড়ান্ত রূপ আজকের বাংলাদেশ। আর সে ভূখণ্ডের অধিবাসীরাই একটি দেশের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে বেছে নিয়ে সে ভাষার উন্নয়নে প্রথম পদক্ষেপ নেয়।

১২০৪ ঈসায়ী সনে মোহাম্মদ বখতিয়ার কর্তৃক এদেশ বিজয়ের পূর্বক্ষণেও দেশটি কর্ণাটক থেকে আগত বহিরাগত সেন রাজাদের দ্বারা শাসিত হতো। কর্নাটক থেকে আমদানীকৃত কুলীন ব্রাহ্মণদের দিয়ে সেন রাজারা দেশটিকে আর্যীকরণের যাবতীয় তৎপরতা চালায়। সেনদের রাজভাষা ছিল সংস্কৃত; যে ভাষাটি জন্মাবধি লেখায় চলে কিন্তু সাধারণের মুখের ভাষার মর্যাদা পায়নি। ফলে জনগণ এখানকার দেশী ভাষা ব্যবহার করতো। সেন ব্রাহ্মণদের শ্রেণী বিন্যাসে অনেক কুলীনকে অকুলীন ঘোষণা করায় তারাও সেন রাজ্য ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত অঞ্চলে গমন করে স্থানীয় লোকদের ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এ শ্রেণীটির হাত দিয়েই পরবর্তীতে বাংলা ভাষায় নানা মঙ্গল কাব্য, পুরাণ, অনুবাদ ইত্যাদি রচিত হতে থাকে।

কিন্তু বাংলা প্রবাদ 'বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা'র ন্যায় সেন রাজা বল্লাল সেনের ঘরেই মুসলমান দরবেশ শেখ জালাল উদ্দিন তাব্রিজী, কে নিয়ে প্রথম বাংলা স্তুতি রচিত হয়। বল্লাল সেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র ছিলেন শেখ জালালের ভক্ত-অনুরক্ত। বল্লাল নিজেও ছিলেন শেখের প্রতি দুর্বল। যে জন্য হলায়ূধ মিশ্র শেখ জালালকে নিবেদন করে সংস্কৃত ভাষায় শেখ শুভোধয়া নামক কাব্য রচনা করেন । আর এ কাব্য মধ্যেই শেখের প্রতি বাংলা ভাষায় স্তুতি রয়েছে। বাংলা ভাষা চর্চায় ধর্মীয়ভাবে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও শে-

www.pathagar.com

সেন আমলেই একজন মুসলমান পীরকে বাংলা ভাষায় অর্ঘ্য বা স্তুতি নিবেদন- মুসলমানদের বাংলা ভাষা সংশিলষ্টতারই প্রমাণ বহন করে। যে কোন দেশের দেশী ভাষাকে গ্রহণ করাই কুরআনের বিধান এবং আমাদের নবীর সুন্নাহ।

হিন্দুগণ বিশেষ করে ব্রাহ্মণগণ পূর্ব থেকেই এদেশকে ঘৃণা করতো এবং এখানকার ভাষাকে ম্লেচ্ছ, পক্ষীর ভাষা ইত্যাদি বলে গাল দিয়ে এ ভাষায় শাস্ত্র চর্চা করলে শাস্তি দেওয়া হবে এমন বিধান জারী করে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় বলা হয়-

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ
তীর্থ যাত্রাং বিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কার মহতি।"

অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) ও মগধ (বিহার) দেশে কেবলমাত্র তীর্থ যাত্রা ছাড়া অন্য কোন কারণে গমন করলে সে পতিত গণ্য হবে এবং পুনঃ সংস্কার ছাড়া জাতে ঠাঁই পাবেনা। আবার ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে বলা হয়েছে-

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।"

অর্থাৎ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে ও শুনে (মাতৃভাষা, বাংলা ভাষা) সে ভাষায় ধর্মচর্চা করলে রৌরব নামক নরকে স্থান হবে। এভাবে ধর্মীয় নির্দেশ জারীর মাধ্যমে এখানকার সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা ধর্ম বা শাস্ত্রীয় কাজে ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। মুসলমান স্বাধীন সুলতানগণের আমলে এ নিষেধাজ্ঞা রাষ্ট্রীয় ভাবে অমান্য করে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বাংলায় অনুবাদে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা হয়। এভাবে বাংলাভাষা চর্চার পথ সুগম হতে থাকে। কিন্তু হিন্দু লেখকগণও এ অনুবাদ কর্ম করে হিন্দু সংরক্ষণবাদীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। কৃত্তিবাস ও কাশিরাম দাস মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করার অপরাধে (!) 'সর্বনেশে' অর্থাৎ সর্বনাশকারী হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। এ অবস্থায় মুসলমান কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলাভাষায় সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ধর্মীয় বিষয়ে এ ভাষা ব্যবহারে বরাবরই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ড. আহমদ শরীফ বলেন- "ধর্ম সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাঙলার মুসলমানও উদাসীন ছিলেন না। তারা জনগণকে ধর্ম বুদ্ধি দানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা যত্ন করেছেন। রসুল চরিত, নবী কাহিনী, ইসলামের উদ্ভব যুগের বীর বৃত্তান্ত, শরীয়ৎ শাস্ত্র, মারফত তত্ত্ব, পীর পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করে তারা ইসলাম প্রচারের গৌরব, স্বধর্মের প্রসার গর্ব এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ববোধ গণ মনে জিইয়ে রাখবার প্রয়াস পেয়েছেন।"

বাংলাভাষা চর্চায় ব্রাহ্মণ নিষেধাজ্ঞা মুকাবেলায় এখানকার মুসলমান লেখকগণ ত্রিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(১) ধর্মগ্রন্থ থেকেই মাতৃভাষার সপক্ষে দলিল পেশের মাধ্যমে ও যুক্তির দ্বারা নিষেধাজ্ঞা খণ্ডনের প্রয়াস।

(২) বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তে আলাদা বর্ণমালা তৈরী করে সে ভাষায় ধর্ম চর্চা। [বাংলা

www.pathagar.com

৫০টি হরফের বিপরীতে বৈজ্ঞানিক ভাবে মাত্র ৩২ হরফে বাংলা লেখার প্রচলন। সিলেটী নাগরী নামে পরিচিত এ লিপিতে ১৫০ টিরও অধিক শুধু ধর্মীয় সাহিত্য রচিত হয়েছে।]

(৩) কুরআনের ভাষা আরবীকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আরবী হরফের ব্যবহার। এ পদ্ধতিতে মধ্যযুগে প্রায় ৫০টি বাংলা পুঁথি কিতাব লেখা হয়েছে।

এ ত্রিবিধ কার্যক্রমের প্রথমটি অর্থাৎ মাতৃভাষা বা দেশী ভাষার স্বপক্ষে মুসলমান লেখকগণ দলিল পেশের মাধ্যমে ভাষার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সে বিষয়টিই আমার এ লেখার মূখ্য বিষয়।

তবে বাংলা ভাষায় নবী পাক (সা.) -এর সীরাত চর্চা করতে গিয়ে এখানকার লেখকগণ ভাষার প্রসঙ্গে যেসব দলিল, যুক্তি ও কৈফিয়ত পেশ করেছেন আমি বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই আলোচনার প্রয়াস চালাবো। উপরে উল্লেখিত ২য় এবং ৩য় কার্যক্রমের উপর পরবর্তীতে আলাদা আলোচনার আশা রাখি।

এবার সময়ের ক্রমানুসারে এখানকার বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ মাতৃভাষা বা দেশীয় ভাষা চর্চা বিষয়ে তাদের অবদান তুলে ধরছি।

মুসলমান কবিদের প্রসঙ্গটিতে ঢোকার পূর্বে মুসলমান আগমনে এখানকার হিন্দু লেখকগণ ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম পরিভাষা দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করবো 'শূন্য পুরান' থেকে।

রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পূরাণ'ঃ

ঈসায়ী (খৃষ্টীয়) ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর কবি রামাই পণ্ডিত কর্তৃক বিশুদ্ধ বাংলায় রচিত 'শূন্য পূরাণ' নামক কাব্য ধর্মগ্রন্থে খোদা, 'মহামদ' আদম্ফ, মলনা, কাজী, হায়া বিবি, ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করি। যার মাধ্যমে মুসলিম বিজয় পরবর্তী এখানকার ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী প্রভাব বলয় গড়ে উঠার ইংগিত পাই। শূন্য পূরাণের ভাষায়-

"ধর্ম হৈলা জবন রূপী মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদাএ বলিয়া এক নাম॥
** ** **
ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হইলা শূলপাণি।
গণেশ হইলা গাজী কার্তিক হইলা কাজী
ফকির হইলা যথ মুণি॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হইলা শেক,
পুরন্দর হইলা মলনা।"

www.pathagar.com

ফলে বুঝা যায় যে, মুসলিম আগমনে এখানকার চলমান ভাষা- সংস্কৃতিতে নতুন পরিভাষা সৃষ্টি সহ গোটা জীবন-যাত্রায় শুরু হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা।

এবার পর্যায়ক্রমে মুসলমান কবিগণের সীরাত চর্চা ও অন্যান্য ধর্ম বিষয়ক কাব্য চর্চায় মাতৃ ভাষার প্রসঙ্গটি কিভাবে এসেছে তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরবো।

কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীরঃ

বাংলার প্রাচীন মুসলিম কবিগণের মধ্যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহেব সময়কার (১৩৩৯-১৪১০) কবি শাহ মুহম্মদ সগীর 'য়ুসুফ- জলিখা 'কাব্য রচনা করেন। আল কুরআনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এ কাব্যখানিতে মাতৃভাষা, দেশী ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গ প্রথম উত্থাপন করতে দেখা যায়। কবির ভাষায়-

"কহে শাহা মোহাম্মদ ইছুফ জলিখাপদ
দেশি ভাষাএ পয়ার রচিত।"

দেশীয় ভাষায় এ কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবির দ্বিধাও ছিল, ভয়ও ছিল। তবে তিনি ভীত হননি বরং সাহস সঞ্চয় করে বাংলা ভাষায় কুরআনের কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর, সে সাহস মাতৃভাষার সপক্ষে কুরআনের আয়াত থেকেই সঞ্চারিত হয়ে থাকবে। কারণ যিনি কুরআনের কাহিনীকে কাব্যরূপ দিতে পারেন তিনি অবশ্যই সারা কুরআন অধ্যয়ন করেছেন। শেষে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে-ভাষা মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হলো সত্য মিথ্যা। সত্য-সুন্দরকে যে কোন ভাষায় বলি না কেন তা গ্রহণীয়-আর মিথ্যা সুন্দর ভাষায় বললেও ত্যাজ্য। কবি তাই সাহস করে দেশী ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ভাষায় –

১। "ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ।
দোষিব সকল তাক ইহ ন জুয়াএ॥
গুনিয়া দেখিলু আহ্মি ইহ ভয় মিছা।
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা॥

গুনিয়াছি মহাজনে কহিতে কথন।
রতন ভাণ্ডার মধ্যে বচন সে ধন।।
বচন রতন মনি যতনে পুরিয়া
প্রেম রসে ধর্মবাণী কাহিমু ভরিয়া।"

২। ইছুপ জলিখা কিচ্ছা কিতাব প্রমাণ।
দেসি ভাষে মোহাম্মদ ছগিরিএ ভান॥

www.pathagar.com

জৈনুদ্দিনঃ

গৌড়ের সুলতান য়ুসূফ শাহর (১৪৭৪-১৪৮১ঈ.) সভাকবি জৈনুদ্দিন 'রছুল বিজয়' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। রসুল (সা.)-এর জীবনী বিষয়ক বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম কাব্য। সমকালে হিন্দু কবিগণ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচনার পর ক্রম প্রসারমান ইসলাম ধর্মের বিজয় কাহিনী মূলক এ ধারার কাব্য রচনা কাল ক্রমিক বিচারে এক বড় কাজ।

মুজম্মিল ঃ

বাংলা ভাষার প্রাচীন মুসলিম কবিদের মধ্যে চট্টগ্রামের কবি মুজম্মিলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'নীতিশাস্ত্র বার্তা' এবং সায়াৎনামা নামে কাব্য রচনা করেন। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে তাঁর কাব্য লিখিত হলেও দেশি ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। পীর শাহ্ বদরের শীষ্য মুজম্মিল ১৪৪০ সনের আগে বা পরে পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। মাতৃভাষার স্বপক্ষে তাঁর বক্তব্য ছিল এরকমঃ

"আরবী ভাষায় লোকেঁ ন বুঝে কারণ।
সভানে বুঝিতে কৈলুঁ পয়ার রচন॥
যে বলে বলৌক লোকে করিলুঁ লিখন।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ ন যাত্রা খণ্ডন॥
রচিলেক মুজাম্মিলে পঞ্চালি সুছন্দ।
দেশি ভাষে রচিলুং মাঝে মৃদু মন্দ।"

শৈখ পরান ঃ

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ডের অধিবাসী কবি শৈখ পরান (১৫৬০-১৬২৫ ঈ.) সীরাত কাব্য সাহিত্যের আরেক উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর কাব্য নূরনামা ও নসিহৎনামা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম বৃত্তান্ত নূরনামায় বর্ণিত এবং নসিহৎনামা ইসলামের নানা বিধিবিধানের আলোকে নসিহত। অনুবাদ কর্মে তিনি লোকেরা সহজে বুঝার জন্যই যে এ কাজ করেছেন তা ব্যক্ত করেছেন এভাবে-

"ফারছি ভাষে সেইকথা আছিল লিখন।
বাংলা ভাষায় কৈলুং বুঝিতে কারণ।"

সৈয়দ সুলতান ঃ

চট্টগ্রামের চক্রশালায় কবি সৈয়দ সুলতানের জন্ম। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'নবী বংশ' রচনা শুরু করেন ১৫৮৬ ঈসায়ী সনে। ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসার হবার পর নব দীক্ষিত মুসলমানদের ধর্ম শিক্ষা দেবার মানসেই কবি নবীবংশ রচনায় হাত দেন। সমকালে, পরাগলি মহাভারত বাংলা অনুবাদ হওয়ায় লোকে সেটি পড়ে হিন্দু পুরাণ শিখছিল। পৌত্তলিক ধর্মে লোকজন বিশেষ করে নও মুসলিমগণ পুনরায় আসক্ত হয়ে না পড়ে-এটি কবিকে উদ্বেলিত করে তুলছিল। এছাড়া মুসলিম সমাজকে ইসলামী ইতিকথায় ও ঐতিহ্য

www.pathagar.com

শিক্ষাদানে তিনি এ বিরাট কাব্য রচনায় প্রয়াসি হন। তাঁর ভাষায়-

"লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবিন্দ্র 'ভারত কথা' কহিল বিচারি।
হিন্দু-মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।
গ্রহ শত রসযোগে অব্দ গোঞাইল
দেশী ভাষে এহি কথা কেহনা কহিল।
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুম ঠিক
রসুলের কথা যথ কহিমু অধিক। ....
কর্মদোষে বঙেত বাঙালী উৎপন
না বুঝে বাঙালী সব আরবী বচন।"

কিন্তু বাংলা ভাষায় কিতাব রচনা করতে গিয়ে তিনি রক্ষণশীল সমাজের সমালোচনার সম্মুখীন হন। হিন্দুদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞার দুহাই তোলে কবিকে নানা দোষারূপ করা হয়। ইতোমধ্যে মুসলিম সুলতানগণের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় খোদ হিন্দু শাস্ত্রগুলো বাংলায় অনুবাদ হওয়ার পরও এ সমালোচনা কবি দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করলেন। তিনি মাতৃভাষা ব্যবহারে এই প্রথমবারের মত ইসলামের উদার দৃষ্টিকোন তুলে ধরলেন। স্বয়ং আল্লাহপাক আল কুরআনের 'সূরা ইব্রাহিম' এ মাতৃভাষার যে স্বীকৃতি দিয়েছেন কবি এর কাব্যানুবাদ করে অর্ধশিক্ষিত গোঁড়া রক্ষণশীলদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন। সমালোচকগণ কবির উপর যে দোষ চাপায় তা ছিল এইরূপঃ

"মুনাফিকে বোলে আহ্মি কিতাবেতু কাড়ি
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানী করি।"

এ নিন্দা থেকে রেহাই পাবার লক্ষ্যে তিনি পৃথিবীর নানান দেশের নানান ভাষার উপদেশ টেনে এর পর তাঁর নিজের যুক্তি পেশ করলেন। আলেমগণও যে আরবী ফারসী কিতাব তথাকথিত হিন্দুয়ানী ভাষা ছাড়া জনগণকে বুঝাতে পারেন না সে কথা তিনি বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেন। এরপর মাতৃভাষার স্বপক্ষে কুরআনের আয়াতের কালজয়ী অনুবাদটিও পেশ করেন। কবির ভাষায়-

"আলিমে কিতাব পড়ি বাখানে যে কালে
হিন্দুয়ানী করি যদি না বাখানি বোলে।
বঙ্গদেশী সকলকে কিরূপে বুঝাইব?
যারে যেই ভাষে প্রভু করিয়াছে সৃজন
সেই ভাষ তাহার অমূল্য সেই ধন।
আল্লাএ বুলিছে, মুঞি যে দেশে যে ভাষ,
সে দেশে সে ভাষে কৈলুঁ রসুল প্রকাশ।"

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক দুইখণ্ডে রচিত সৈয়দ সুলতানের এই নবী বংশ কাব্য গত শতাব্দীতে সম্পাদনা করেন ড. আহমদ শরীফ। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবীগণের বিবরণ সম্বলিত সীরাত বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ বই বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম। সৈয়দ সুলতান তাঁর এ কাব্য রচনার পর সদম্ভে ঘোষণা করে ছিলেন –

"মাএ বাপে তোহ্মারে জনম দিয়া গেছে
দিব্য আঁখি তোহ্মারে দিলাম আহ্মি পাছে।"

নবী বংশ রচনার মাধ্যমেই কবি এ দিব্যজ্ঞান দান করেছিলেন। নবীবংশের বিভিন্ন পর্বে লেখক মাতৃভাষা বাংলায় কাব্য রচনার প্রসঙ্গে নিজস্ব সাবলিল যুক্তি ও দলিল পেশের চেষ্টা করেছেন। এতে বুঝা যায় বাংলা ভাষায় সীরাত সাহিত্যের যাত্রাই শুরু হয়েছিল মাতৃভাষার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে।

কবি আবদুল হাকিম ঃ

মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান কবি আবদুল হাকিম (১৬০০-১৬৭০ঈ.) বর্তমান নোয়াখালী জেলার বাবুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আব্বার নাম শাহ রাজ্জাক এবং পীরের নাম মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন। কবি তার বিভিন্ন ভনিতায় পিতা এবং পীর উভয়কে উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী বলে উল্লেখ করেন। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত পাঁচটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। কাব্যগুলো হলো –

১। ইউসুফ-জলিখা, (২) লালমোতি সয়ফল মুলুক (৩) দুররে মজলিশ, (৪) নূরনামা ও (৫) হানিফার লড়াই। এছাড়া 'চারি মোকামের ভেদ' নামে একটি কাব্যও আবদুল হাকিমের বলে কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন।

তাঁর এসব কাব্যের মধ্যে 'ইউসুফ-জলিখা' ফারসী কাব্য 'ইউসুফ ওয়া জুলাইখা' অনুসরণে রচিত। এ কাব্যের মূল আল কুরআন ও বাইবেল-এ বিধৃত।

লালমোতি সয়ফুল মুলুক তাঁর রচিত একটি মৌলিক কাব্য। কাহিনী নির্ভর এ কাব্যে তিনি নীতিকথা এবং আল্লাহ-রসুলের কথা টেনেছেন।

'দুররে মজলিশ' কবি আবদুল হাকিমের বহুল প্রচারিত নীতিশাস্ত্রমূলক কাব্য। ফারসী কবি সাইফুজ জাফর রচিত ফারসী 'দুররুল মজলিশ' কাব্যের ভাব অনুসরণে এটি রচিত। কুরআন এবং হাদিছের নীতিকথাকে এ কাব্যে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

'নূরনামা' কাব্যটিও একটি ফারসী কাব্যের ভাব অবলম্বনে রচিত। এটি সীরাত বিষয়ক একটি কাব্য। মাতৃভাষায় ধর্মচর্চা বিষয়ে এ কাব্যেই কবি আবদুল হাকিমের ভাষা বিষয়ক বিখ্যাত পংক্তিগুলো ঠাঁই পেয়েছে। তাঁর এসব কাব্যের সাথে অনেকেরই সংযোগ না থাকলেও গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলন হওয়ায় তাঁর ভাষা বিষয়ক পংক্তিগুলো সকল মহলকে প্রেরণা যোগায়।

www.pathagar.com

হানিফার লড়াই কাব্যটি নবী করিম (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) কে কারবালা ময়দানে এজিদ বাহিনী কতৃক শাহীদ করার পর পাপিষ্ট এজিদকে বীর হানিফা কীভাবে শায়েস্তা করেন তার বিবরণ সম্বলিত।

মোটামুটি তাঁর সকল কাব্যগুলিতেই আল্লাহর সিফাত বর্ণনার পাশাপাশি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি দরূদ নিবেদন ছাড়াও নবী জীবনের নানা দিক আলোচনায় এসেছে।

কবি আবুদল হাকিম সম্ভবত সকল কবির মধ্যে ভাষার ব্যাপারে সবচে স্পষ্ট ও জোড়ালো বক্তব্য রেখেছেন। আল কুরআন, সীরাত সাহিত্য এবং ধর্মকথা জানার জন্য মাতৃভাষা চর্চার যে বিকল্প নেই তিনি তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

তাঁর রচিত 'দুররে মজলিশ' কাব্যের ১ম পর্ব 'সূচনা'য় নবী পাক (সা.)-এর নির্দেশিত পথে চলার মধ্যেই যে আমাদের মুক্তি তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় –

"আবদুল হাকিম কহে এহি পন্থসার।
রসূলের পন্থ বিনে পন্থ নাহি আর।
রসূলের পন্থ ব্যর্থ জানে যে সকল।
নরক আনলে দহি হইবে বিকল॥"

রমজানের রোজা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শেষে কবির ভনিতা অংশে তিনি দেশী ভাষা ব্যবহারের কৈফিয়ত দিয়েছেন এভাবে –

"রমজানের পূণ্য হেন শুন গুনিগণ।
প্রভুর এথেক কৃপা রোজার কারণ॥
শাহ রজ্জাক শুদ্ধ ধর্ম গুণবান।
তাহান নন্দন হীন হাকিম অজ্ঞান॥
রচিলেক রমজানের পূণ্য বিবরণ।
কেতাবে না বুঝে যেবা বুঝিতে কারণ॥
কিতাবে রোজার যেবা বৃত্তান্ত আছিল।
নিজ দেশী ভাষে তাহে পাঁচালী রচিল॥"

একই কাব্যের ১৭শ পর্ব 'মূর্খতার পরিণাম' শীর্ষক রচনায় তিনি বিদ্যা শিক্ষায় উৎসাহ দানের পাশাপাশি আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষার মর্যাদা ও অবস্থান নির্ণয়ের পর নিজদেশী ভাষার অবস্থানও স্পষ্টকরে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর পয়ারের ভাষায়-

"এলেম সাগর মধ্যে ডুবে যেই জন।
সাফল্য জীবন তার সাফল্য মরণ॥
এলেম প্রদীপে নাশে ঘোর অন্ধকার।
জন্ম সাফল্য যে হয় পৃথিবী মাঝার॥
আরবী-পরিআ বুঝ শাস্ত্রের বিধান।
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান॥

www.pathagar.com

আরবী পড়িতে যদি নারে কদাচিত।
ফারসী পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত॥
ফারসী পড়িতে যদি না পার কিঞ্চিত।
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥
আরবী এলেম জান শাস্ত্র মুসলমানী।
যথেক এলেম মধ্যে আরবী বাখানী॥
ফারসী এলেম হয় আরবী তনয়।
আরবীর অনুরূপ ফারসী লিখএ॥
হিন্দু শাস্ত্র পুস্তক যে ফারসী নন্দন।
পুস্তকেত লিখএ ফারসী বিবরণ॥
এ তিন এলেম মধ্যে এক নাহি যার।
নিশ্চয় তাহার দিল ঘোর অন্ধকার।
বনি আদমের যুক্ত এলেম পড়িতে।
বিনা এলেমেতে নারে প্রভুক চিনিতে॥"

কবি আবদুল হাকিমের এ কাব্য রচনার কালে সম্ভবত উর্দু বা হিন্দী তখনও আলাদা নামে কাব্য ভাষা হয়ে দাঁড়ায়নি। তবে সম্ভবত এ দুটি ভাষাকেই তিনি হিন্দুশাস্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা তিনি "হিন্দু শাস্ত্র পুস্তক যে ফারসী নন্দন। পুস্তকেত লিখ এ ফারসী বিবরণ।" দুই লাইনে হিন্দুশাস্ত্রকে ফারসী নন্দন বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মোগল আমলে হিন্দী এবং উর্দু উভয় ভাষাই আরবী ফারসী বর্ণমালায় লিখিত হতো। যে কারণে লেখক 'হিন্দুশাস্ত্র' বলতে হিন্দী ভাষায় লিখিত শাস্ত্রকে বুঝিয়েছেন। পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ যুগে হিন্দী ভাষা ফারসী-উর্দু হরফের পরিবর্তে মৃত ভাষা সংস্কৃতের দেব নাগরী হরফে লেখা শুরু হয়। কালক্রমে হিন্দী হিন্দুদের এবং উর্দু-মুসলমানের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। এখনও উর্দু-হিন্দীর উচ্চারণ প্রায় ক্ষেত্রেই এক কিন্তু বর্ণমালা সম্পূর্ণ ভিন্ন। লেখক দেশী ভাষা বলে বরাবরই আমাদের বাংলা ভাষাকে বুঝিয়েছেন।

তবে তিনি তাঁর বিখ্যাত নবী জীবনী মূলক কাব্য 'নূরনামায়' মাতৃভাষা চর্চার স্বপক্ষে দলিল সহ বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করছেন।

নূরনামা কাব্যে 'আল্লাহর স্তুতি, গ্রন্থ মাহাত্ম্যঃ শিরোনামে হামদ ও নাত পেশের পর দীর্ঘ অংশ জুড়ে ভাষার বিশেষ করে মাতৃভাষা বা দেশী ভাষার স্বপক্ষে তাঁর এ যুক্তির অবতারণা তিনি করেছেন। তিনি সরাসরি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কিতাব নাজিলের মাধ্যমে ঐ জাতির ভাষাকে স্বয়ং আল্লাহপাকই যে স্বীকৃতি দিয়েছেন-এ সত্য তুলে ধরেন। আমার মনে হয় সমকালে সৈয়দ সুলতান ছাড়া ভাষা চর্চার বিষয়ে এত শক্তিশালী বক্তব্য আর কেউ রাখেননি। ইসলামের উদার সাংস্কৃতিক মতবাদে প্রত্যেক জাতির ভাষাকে যে গুরুত্বের

www.pathagar.com

সাথে পবিত্র জ্ঞানে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সে বিষয়টি খোলাসা করার মাধ্যমে তিনিই উপ-মহাদেশে প্রথম মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেন। আর সে সূচনা ছিল সীরাত সাহিত্য চর্চার পথ ধরেই। এবার কবি আবদুল হাকিমের বিখ্যাত সীরাত কাব্য 'নূরনামা' থেকেই থেকেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা যাক-

"প্রেম বন্ধু নূরনবী হস্তে নিরঞ্জন।
সৃজিলেক এ চিত্র বিচিত্র ত্রিভুবন॥
সে সকল ধর্মকথা অপূর্ব বচন।
কিতাব বৃত্তান্ত সব আছ এ লিখন॥
কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সকল ইষ্ট মিত্র আসি মোর পাশ॥
কহিলা গৌরব ভাষে করুণা বচন।
পরিশ্রমে তুহ্মি আহ্মি সভানের মন॥
নূরের সৃজন কাব্য করি বঙ্গভাষা।
রচি আহ্মি সভানের পূর্ণ করি আশা॥
শুনিতে ফারসী ভাষে অন্য জন মুখে।
ভালমতে বুঝিতে না পারি মন সুখে॥
তেকাজে নিবেদি বাঙ্গালা করিআ রচন।
নিজ পরিশ্রমে তোষি আহ্মি সর্বজন॥
আরবী ফারসী শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশী ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে তাগ॥
আরবী ফারসী হিন্দে নাই দুই মত।
যদি বা লিখএ আল্লা নবীর সিফাত॥
আরবী ফারসী শাস্ত্র কিবা হিন্দুয়ানী।
সর্ব শাস্ত্রে লিখে আল্লা নবীর কাহিনী॥
আরব্য শহরে প্রভু মোহাম্মদ স্থান।
নিযুজে আরবী বাক্য মসাফ ফোরকান॥
উরিয়ান শহরেতে বাক্য উরিয়ান।
পাঠায় তৌরাত প্রভু মুসানবী স্থান॥
ইউনান শহরেত ইউনান ভারতী।
নিযুজে জব্বুর প্রভু দাউদের প্রতি॥
সুরিয়ান শহরেত বাক্য সুরিয়ান।
পাঠায় ইঞ্জিল প্রভু ইসা নবী স্থান॥
যেহি দেশে যেহি বাক্য কহে নরগণ।

www.pathagar.com

[সর্ব বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন॥]
সর্ব বাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যথ ইতি বাণী॥
যার যেবা নিজ বাক্য প্রভু আরাধ এ।
পদুত্তর দেন্ত প্রভু আপনে লক্ষএ॥
যথ ইতি বাক্য হন্তে প্রভু নহে দূর।
যে যে রাজ্যে সে সে বাক্য বচন প্রভুর॥
আল্লা খোদা গোঁসাই সকল তান নাম।
সর্বগুনে নিরঞ্জন প্রভু গুণধাম॥
হিন্দুয়ানী অক্ষরে বয়নে মুসলমানী।
লিখিআ বুঝিল তত্ত্ব পণ্ডিত বাখানি॥
অক্ষরে অধিকাধিক নাহি কদাচিত।
শাস্ত্র উপদেশ বাক্য জানিতে উচিত॥
যদি বা শাস্ত্রের নীতি না করে পালন।
আরবী ফারসী শাস্ত্র পড়ে অকারণ॥
এ হাতে পুস্তক কিবা নতুবা কিতাব।
অক্ষরে করএ ব্যক্ত গোপ্ত পরস্তাব॥
আলিফ প্রভৃতি আঞ্জি সৃজন আল্লার।
আল্লা বিনে অন্য নাহি সৃজনিয়া আর॥
আরবী ফারসী কিবা বাঙ্গালা বিশেষ।
সর্বশাস্ত্রে লিখে আল্লা নবীর আদেশ॥
আজ্ঞা কৈল্য পূণ্য লাগি পাপের নিষেধ।
কোরানেতে লিখা যায় প্রভুর প্রমাণ।
আমার আদেশ মাত্র নিষেধ তাহান॥
আদেশ নিষেধ যেবা না করে পালন।
কোরান পড়িলে তার কোন প্রয়োজন॥
তেকাজে অধিকাধিক নাহিক সর্ব যায়।
আল্লার আদেশ মাত্র পালিতে জুয়ায়॥
তবে কি আরবী শাস্ত্র অধিক বাখানি।
রসুল সহিতে প্রভু কাহিয়াছে বাণী।
সর্ববাক্য বুঝে প্রভু বুঝে সর্বকথা।
প্রভু আগে ভেদাভেদ নাহিক সর্বথা॥
মারেফাত ভেদে যার নাহিক গমন।

www.pathagar.com

হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ॥
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন যুয়াএ।
নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশে ন যায়॥
মাতা পিতামহ ক্রেমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মন হিত অতি॥
ন চিনি আরবী বাক্য ন চিনি অক্ষর।
তে কাজে আশ্বাস মনে ভাবি বহুতর॥
নিজ দেশী ভাষা করি গৃহতে সকল।
আক্ষি সব আগে কর সংকট কুশল॥"

শেখ মুত্তালিব ঃ

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড গ্রামে কবি শেখ মুত্তালিবের জন্ম। তাঁর পিতা শেখ পরান (১৫৬০-১৬১৫) একজন উচ্চ শিক্ষিত খ্যাতিমান লেখক। শেখ পরান 'কায়দানী কিতাব' ও 'নূরনামা' নামে দু'টি গ্রন্থের রচয়িতা। সপ্তদশ শতকের কবি শেখ মুত্তালিব সীরাত সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্য চর্চায় মাতৃভাষার প্রয়োগে নানা যুক্তি তুলে ধরেন। সম্ভবত কবি আবদুল হাকিমের পর তাঁর ন্যায় বাংলা ভাষার পক্ষে এত বেশী যুক্তি ব্যাখ্যা আর কেও তুলে ধরেন নি। শেখ মুত্তালিব মুসল্লী অর্থাৎ নামাজিদের জন্য ফেকাহর নানা বিষয়ের সহজ সরল সমাধান দিয়েছেন তাঁর রচিত 'কিফায়াতুল মুসল্লিন' ও' কায়দানী কিতাব' নামক গ্রন্থে।

ধর্মীয় বিষয়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে নানা সমালোচনা কবিকে মোকাবেলা করতে হয়। তিনি বাংলা ভাষাকে পরাকৃত (প্রাকৃত?) ভাষা বলে পরিচয় করেন। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'পক্ষির ভাষা' হিসেবে বিবেচিত বাংলা ভাষার মূল-প্রাকৃত ভাষার উপর এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ছিলনা। সম্ভবত একারণেই কবি-বাংলা ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা নামে পরিচয় দিতে উৎসাহ বোধ করে থাকবেন। অবশ্য পরবর্তী কালের গবেষণায়ও এটি প্রমাণিত হয় যে বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা থেকেই উদ্ভুত। তাই মধ্যযুগের কবি শেখ মুত্তালিবের 'কেফায়তুল মুসল্লিন' পরাকৃত ভাষায় রচিত বলে দাবী করে তিনি আরেকটি মৌলিক কাজ করেছেন।

এই 'কিফায়তুল মুসল্লিন' কাব্যগ্রন্থে আল্লাহ ও রসুল (সা.) এর নির্দেশাবলী পালনে কুরআন ও হাদিছের গুরুত্ব এবং অনুসরণের প্রসঙ্গটি তিনি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। কবির ভাষায় –

"আর এক কথা কহি শুন নরগণ
শাস্ত্র কথা মিথ্যা না জানিও কদাচন।

www.pathagar.com

আল্লার প্রমাণ জিব্রাইল মহামতি
রসুলের স্থানে আসি কহে প্রতিনিতি।
তান স্থানে যেইমতে হুকুম আইসেন্ত
আজ্ঞা অনুরূপ কর্ম রসুলে করেন্ত।
করিবারে উম্মত সকলে সে আচার
বুঝাই কহেন্ত বসি নিকটে সভার।
হুকুম নিষেধ যত ফোরকানে কহিছে
সেই মতে রসুলের হাদীস হইছে।
ভালমন্দ সব আছে কিতাব মাঝার
আলিম সকল তাকে করিচে বিচার।
আয়াত হাদীস দোহ হয় এক সম
না জানিবা মুসলমান তাকে বেশ কম।
কোরান কিতাব জান আল্লার প্রমান
তাহার নজুল হয় হাদীসে বয়ান॥"

তিনি তাঁর কিফায়তুল মুসল্লিন কাব্য বাংলা ভাষায় রচনার কৈফিয়ত দিয়েছেন নানাস্থানে। সমকালে ধর্মশাস্ত্র কথা বাংলা ভাষায় চর্চা করা যাবেনা মর্মে হিন্দুদের জারী করা ফতোয়ার প্রভাবে মুসলমানগণও কতটা যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা এসব কৈফিয়ত দেখে আন্দাজ করা যায়। তবে সীরাত এবং ধর্মীয় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই সেদিন বাংলা ভাষায় ধর্ম তথা শাস্ত্র কথা চর্চার বিধিনিষেধ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল সে প্রমাণ আমরা ইতোমধ্যেই পেয়েছি। বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহারে শেখ মুত্তালিবের কৈফিয়ৎ এবং যুক্তি প্রমাণ থেকেও একই বিষয়ের সমর্থন পাই।। কবির ভাষায় –

১। "যদি দৃষ্টি কর প্রভু কোন মহাজন
আরবী বাঙ্গালা দেখি না ফিরাও মন।
অবুজ সকলে যেন মতে বুঝ পাএ
তেন মতে বুঝাইবার কহিছে আল্লাএ।"

২। "আরবীর ভাষে হএ কর্ম মুসলমানি
হীন মুতালিব কহে করি বঙ্গবাণী।"

৩। মোহোর বচন ধর　　　দলিল বাঙ্গালা কর
শঙ্কা না করিও কদাচন
আরবীতে সর্বজন　　　না বুঝন্ত সে বচন
সবে বুঝে পয়ার সুছন্দ
মুসলমানি যথ কর্ম　　　পাইবেক তার মর্ম
সকলে জানিবে ভাল মন্দ।"

www.pathagar.com

৪। "আরবী জবান সব লোকে না বুঝিব
বাঙ্গালা জবানে সব তত্ত্ব পাইব।
হীন মুত্তালিবে কহে আল্লাক ভাবিয়া
কহিমু কায়দানী কিতাব বাঙ্গালা রচিয়া।"

৫। "সব মাসায়েল আনি করি একত্তর
কহিয়াছে কায়দানি কিতাব অন্তর।
আরবীত সকলে না বুঝে ভালমন্দ
তেকারণে বঙ্গভাষে রচিলু পদবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্র সব বাঙ্গালা করিলুম
বহু পাপ হইল মোর নিশ্চয় জানিলুম।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছে মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীনে দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশির্বাদে পূণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক।"

এছাড়াও লেখক সারা বইয়ের নানা ফাঁকে বাংলা ভাষা প্রয়োগের নানা কথা বলেছেন। ছন্দোবন্দে তিনি আরবী শব্দের বাংলা জবানে কি অর্থ হবে সে সবও বুঝিয়েছেন। কবি আবদুল হাকিমের কাব্যে 'হিন্দি' শব্দটির ব্যবহার না পেলেও শেখ মুত্তালিবের কাব্যে এ শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

কিফায়তুল মুসল্লিন কুরআন হাদিছের আলোকে সাধারণ মানুষের জন্য রচিত একটি জনপ্রিয় মাসলার কিতাব। ইসলামের মৌলিক বিধিবিধানের প্রায় সব কয়টি প্রসঙ্গ নিয়েই এতে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে।বিভিন্ন কিতাব থেকে কাব্যনুবাদকৃত এটি একটি সংকলন কাব্য। ড. আহমদ শরীফ এটি সম্পাদনা করেছেন। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগনের কাছে এটি যুগ যুগ ধরে জনপ্রিয় কাব্য হিসেবে সমাদৃত হতে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।

আবদুল নবী ঃ

চট্টগ্রাম জেলার 'ছিলপুর' (ছিলিমপুর) নামক স্থানে কবির জন্ম। ১০৯৬ হিজরী বা ১৬৮৪ ঈসায়ী সনে তিনি ফারসী দাসতান-ই- আমীর হামজা অবলম্বনে "আমীর হামজা" কাব্য রচনা করেন। নবী করিম (সা.)-এর সমকালীন নানা তত্ত্বে ভরপুর তাঁর এ কাব্য মোট আশি পর্বে বিভক্ত। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় কাব্য এটি। কবি ফারসী ভাষা থেকে এটি বাংলায় অনুবাদ কালে ভাষা বিষয়ক যে কৈফিয়ত দিয়েছেন তা নিম্নরূপ-

"আমীর হামজার কিচ্ছা ফারছি কিতাব।
ন বুঝিয়া লোকের মনেত পায় তাব॥

www.pathagar.com

বঙ্গে ত ফারছি ন জানয়ে লোকে সবে।
কেহ কেহ বুঝি কেহ ভাবে জেনা সোঁকে॥
এহি হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার।
নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অঙ্গীকার॥
মুছলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই।
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই॥
লোক উপকার হেতু ত্যজি সেই ভয়।
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদয়॥"

['মুসলিম বাংলা সাহিত্য 'গ্রন্থে ড. মুহম্মদ এনামুল হক সাহেব উদ্ধৃত এ অংশের তৃতীয় লাইনটির শেষ অংশ 'লোকে সবে' স্থলে 'সব লোকে' হলে ছন্দের মিল অক্ষুণ থাকে। উদ্ধৃতি সংশোধন করা যায় না। তাই আমি সেদিকে অগ্রসর হতে সাহস পাইনি। তবে এরকম যদি মূল পুঁথিতে লেখা থাকে তবে প্রশ্ন নেই। অনুলিখিত কপিতেও যদি এরকম লেখা থাকে তবে এটি অনুলেখকের অসাবধানতাবশতও হতে পারে।]

সৈয়দ নুরুদ্দীন ঃ

চট্টগ্রামের অধিবাসী কবি সৈয়দ নুরুদ্দীন আনুমানিক ১৭৩০ ঈসায়ী সনে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী ফিকাহর কিতাব 'কনজুদ- দকায়িক' কে ১১৯৭ বাংলা সনে তিনি বাংলায় 'দকায়িকুল হকায়িক' নামে কাব্যনুবাদ করেন। নানা হাদিছ তফসির মন্থন করে তিনি 'রাহাতুল কুলুব' বা, 'কিয়ামতনামা' নামক এক প্রকাণ্ড কাব্য রচনা করেন। এছাড়া 'মুসার সওয়াল ও হিতোপদেশ' বা 'বুরহানুল আরেফীন' নামে তাঁর রচিত আরও দুটি কাব্য রয়েছে। সীরাত সাহিত্য এবং ধর্ম বিষয়ের মৌলিক লেখক সৈয়দ নুরুদ্দীনের কাব্য রচনা বাংলা এবং আরবী উভয় হরফে প্রচলিত ছিল। তবে অনুবাদে তিনি বাংলা ভাষাকে এবং বাংলা সন ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর হিতোপদেশ বা 'বুরহানুল আরেফীন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি –

"বারশ তিন সনে পুস্তক লিখা যায়।
পড়িলে শুনিলে জ্ঞান জন্মিবে সবায়॥
বোরহানুল আরেফিন কিতাব দেখিয়া।
কহি হিত উপদেশ বাংলা রচিয়া॥

লেখক যে ১২০৩ বাংলা অর্থাৎ ১৭৯৬ ঈ. সনেও জীবিত ছিলেন তা তাঁর এ উদ্ধৃতি থেকে প্রমান পাওয়া যায়।

মুহম্মদ কাসিম ঃ

একই সময়কালের নোয়াখালী জেলার মুহম্মদ কাসিম নামে একজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে ইসলাম

www.pathagar.com

ধর্মীয় জ্ঞান দান করার লক্ষ্যে তিনি 'সিরাজুল কুলুব' নামক কাব্য রচনা করেন। তিনিও 'বুরহানুল আরেফিন্'-এর বাংলা অনুবাদ করেন এবং 'হিতোপদেশ নাম করণ করেন। তাঁর অন্য রচনা 'সুলতান জমজমায়' ঈসা (আ.) এর সময়কালের ঘটনা বর্ণিত।

সৈয়দ হামজা ঃ

হুগলী জেলার ভুরশুট পরগনার লোক সৈয়দ হামজা (১৭৩৩-১৮৩৮)। বাংলা পুঁথি সাহিত্যে সৈয়দ হামজা এক মশহুর নাম। তাঁর রচিত 'আমীর হামজা' মূলত গরীবুল্লাহ রচিত আমীর হামজার অসমাপ্ত অংশের সমাপ্তি। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রচারিত ধর্মের প্রচার সাধনই বইয়ের বিষয়বস্তু। কাব্যের শেষভাগে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব, তাঁর সাহাবাগণের আত্মত্যাগ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। আমীর হামজা নামে একজন সাহাবীর শাহাদাতের প্রসঙ্গেই কাব্যের এরকম নামকরণ। তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্য গুলোর মধ্যে মধুমালতি, জৈগুনের পুঁথি এবং হাতেম তাই উল্লেখযোগ্য। উর্দু কাব্য 'আরায়েশ মহফিল' 'এর বাংলা তর্জমাই হলো' হাতেম তাই। তিনি স্বয়ং রসুলে পাক (সা.) কে সকল লোকের সায়ের বা সকলের কবি বলে সম্বোধন করেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর কাব্য তর্জমা প্রসঙ্গে হাতেম তাই, কাব্যে তিনি বলেন –

"সর্বলোক সায়ের করিল আল্লা নবী।
দেশের রসিক নাই কে শুনিবে কবি॥
এ খাতিরে সেই খানে দিয়াছিনু ক্ষমা।
কলিমুল্লা কহিলেন করিতে তর্জমা॥"

মুহম্মদ হামীদুল্লাহ খান ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত লেখক মুহম্মদ হামীদুল্লাহ্ খান (১৮০৮-১৮৭০) গুলজার-ই-শাহাদৎ, ত্রাণপথ, তওয়ারিখ-ই- হামিদিয়া (ফার্সী ভাষায়) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি চট্টগ্রামের লোক। তাঁর সমকালে বাংলা ভাষার মোটামুটি প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। কারবালায় নবী দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা.) পরিবার পরিজন সহ শাহাদতের শিকার হবার ঘটনা তাঁর গুলজার-ই- শাহাদাৎ কাব্যের বিষয়বস্তু। তিনি তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেন-

"দেখিলাম আছে বহু বাঙ্গালা ভাষাতে।
পদবন্ধ পুস্তকাদি নানা লোক হাতে॥
** ** ** **
নাম এ পুস্তকের গোলজার শাহাদত।
বঙ্গভাষে শাহাদাতুদ্যান সেইমত॥
** ** ** **
কহিলাম এ পুস্তক আরবী থাকিয়া।
রওয়ায়েত মতে বঙ্গ ভাষাতে আনিয়া॥"

www.pathagar.com

মুহম্মদ জান ঃ

মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ে লেখালেখির উপর বিধিনিষেধ আরোপের ফলে এখানকার বিশেষ করে চট্টগ্রামের কবি সাহিত্যিকদের এক অংশ আরবী হরফে বাংলা লিখতে আরম্ভ করে। এ যাবৎ এভাবে লিখিত প্রায় পঞ্চাশটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। মুহম্মদ জান নামক আঠার শতকের একজন কবি তাঁর 'নামাজ মাহাত্ম্য' নামক আরবী হরফে লিখিত পুস্তকে আরবী ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করেন এভাবে –

"আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন।
আরবী আঙ্গুলে যদি বাংলা লিখন॥
বুঝি সুঝি কার্য কৈলে পাপ ঘোরতর।
সত্তর নবীর বধ তাহার উপর॥"

লেখক ধর্মশাস্ত্র কথায় বাংলা জবান ব্যবহার করা যাবে তবে তা বাংলায় লিখলে ঘোরতর পাপ হবে বলে আরবী হরফে লিখতে উৎসাহিত করেন। সমসাময়িক কালে ভারতে উর্দুর স্থলে হিন্দী, আরবী হরফের স্থলে দেব নাগরী হরফ ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষার প্রশ্নে হিন্দুরা আলাদা অবস্থান নিতে শুরু করেছিল। বাংলাদেশে এর প্রভাবেই হয়ত এখানকার রক্ষণশীল মুসলমানগণ আরবী হরফে বাংলা লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন।

মুনশী আজিমুদ্দিন ঃ

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত লেখক মুনশী আজিমুদ্দিন (১৮৩৮- ১৯২২ঈ.) ফতুহশ্বাম (১৮৮২) ও ফতুহল মেছের নামে কয়েকখণ্ডে একটি পুঁথি রচনা করেন। আরবী ভাষায় ওয়াকিদী রচিত এ পুঁথিতে পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলামের বিজয় অভিযানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। পুঁথিটির অন্য দু'জন তর্জমাকারী জনাব আলী এবং আব্বাছ আলী। ১৯0৫ ঈসায়ী সনে প্রকাশিত আব্বাস আলীর তর্জমাতেও পাঠকের পক্ষ থেকে বাঙ্গালা ভাষায় পুঁথিটির অনুবাদ প্রকাশের অনুরোধের প্রসঙ্গটি পাওয়া যায়। অনুবাদক বলেনঃ

"ছাহাবারা দিন জারি কিরূপে করিল।
ফতুহশ্বামে তাহা সব লিখাছিল॥
সেই জন্য লোকে তাহা পড়িবার তরে।
অনুরোধ করে বাঙ্গালায় ছাপিবারে॥
** ** ** **
"আসল কেতাব উর্দ্দু ফতুহশ্বাম
তাহা দেখি পুনরায় লিখিনু তামাম।"

www.pathagar.com

মুনশী মোহাম্মদ হাতেম ঃ

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার অধিবাসী মুনশী মোহাম্মদ হাতেম, 'জঙ্গে সুলতান' নামক পুঁথির রচয়িতা। মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়েরও আগে মুলতান ও কাশ্মির জয়ের ইতিহাস এ পুঁথিতে বর্ণিত। এটিও পুর্বোক্ত পুঁথির সমকালীন। হিন্দী ভাষা থেকে পাঠকগণের সুবিধার্থেই তা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা হয়। লেখকের ভাষায় –

"হিন্দি ইতিহাস হইতে তরজমা করিয়া
মোক্তাছের বাঙ্গালাতে যাইব লিখিয়া।"

সীরাত সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় সাহিত্য রচনা ও অনুবাদে এভাবে গত শতাব্দী পর্যন্ত যে লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষায় রচনা ও অনুবাদের প্রয়োজন অনুভব করেছেন তারই প্রমাণ পাই উপরের উদ্ধৃতি গুলোতে।

ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মুসলিম বিজয়ের পূর্ব থেকেই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তাদের যে অবস্থান নিয়েছিলেন তা দুমড়ে মুচড়ে মিছমার করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে তারা তাদের ষড়যন্ত্রের জাল বুনেই চলেছে গত শতাব্দী অবধি। আঠার শতকে খৃষ্টধর্ম প্রচারের স্বার্থে পর্তুগিজরা রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রচলনেও তৎপর হয়েছিল। ইংরেজ রাজত্ব কায়েমের পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতমুখী করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে ইংরেজী ভাষাকে রাজ ভাষা ঘোষণার পর ১৮৩৭ সনে ফার্সীকে রাজ ভাষা থেকে বিতারণ করা হয়। আবার বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতমুখী করার প্রয়াস চালানো হলে– এখানকার সতর্ক পল্লী কবি, পুঁথিকার, বয়াতিদের ব্যাপক কর্মতৎপরতায় তা আর সম্ভব হয়নি। বরং তাদের আন্তরিক তৎপরতায় বাংলা ভাষার অয়বকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রেও ধর্মীয় সাহিত্য রচনা, অনুবাদ ইত্যাদিই ছিল পুঁথিকারদের বিষয়। এবার হিন্দুরা উর্দু–হিন্দী বিতর্ক উপস্থিত করে। উনবিংশ শতকের শেষের দশক গুলোতে আরবী- ফারসী হরফে লেখা হিন্দীকে এ হরফ মুক্ত করে মৃতভাষা দেব নাগরীর হরফকে হিন্দীভাষার হরফ রূপে গ্রহণ করা হয়। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে হিন্দী উর্দুর বিভাজন হয়ে যায়। এরও পরে সর্বভারতীয় ভাষার প্রশ্নে মুসলমানরা যখন বাংলা ভাষার প্রস্তাব করে তখন খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ হিন্দুরা হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষা করার পক্ষে অবস্থান নেয়। ১৯৪৭ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী ভাবধারায় পুষ্ট আধা রাজনৈতিক আধা ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন তমদ্দুন মজলিশই মাতৃভাষা বাংলা ভাষার প্রসঙ্গটি নিয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক দাবী পেশ করে। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি মাতৃভাষা চর্চার পথ ধরেই ধর্মচর্চায় সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। সে কারণে ভাষার প্রশ্নে তারাই প্রথম সোচ্চার হয়। ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি ফররুখ আহমদকেও আমরা দেখতে পাই মাতৃভাষা চর্চার প্রথম কাতারের সৈনিকদের মধ্যে। এভাবে ইসলামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বগণের নেতৃত্বেই মাতৃভাষা বাংলার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির

www.pathagar.com

আন্দোলন চলে। এবং শেষ পর্যন্ত কয়েকজন মুসলমান যুবকের শাহাদাতের মধ্যদিয়েই ১৯৫২ সনের একুশে ফেব্রুয়ারী ভাষার দাবী আমাদের গোটা জাতিকে এক ঐক্যের বন্ধনে দাঁড় করায়। এখানকার মুসলিম ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনকারী সাংস্কৃতিক নেতৃত্বই বাংলা একাডেমী, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ইসলামিক একাডেমী, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। তাদের কর্ম উদ্যোগের ফলেই ১৯৫৬ সনের সংবিধানে ভাষার দাবী সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

যে সীরাত সাহিত্যের পথ ধরে শত শত বছরের দেশী ভাষা, বাংলা ভাষার লড়াই ও প্রতিষ্ঠা সে ভাষার পথ ধরেই আজ আমরা অর্জন করেছি একটি স্বাধীন দেশ। বিশ্ব ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদায় গরীয়ান। ইসলামের বিশ্বজনীন সংস্কৃতির প্রভাবেই সীরাত সাহিত্যের পথ বেয়ে আমাদের দেশীয় ভাষা তার আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত একই প্রেক্ষাপটে ইসলামের সার্বজনীনতা এবং বিশ্বজনীনতাই পারে বিশ্বের সকল ভাষা নিপীড়িত মানুষের ভাষা রক্ষার লড়াইয়ে তাদের প্রেরণা যোগাতে।

বাংলা সীরাত সাহিত্যে মাতৃভাষা চর্চার, এই যে দীর্ঘ ইতিহাস এবং ঐতিহ্য গত শতকে দুই দুইবার স্বাধীনতা অর্জনের পরও আমরা সে ঐতিহ্যের কাঙ্খিত ধারাবাহিকতা রক্ষায় ব্যর্থতায় পরিচয় দিয়েছি। বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চার ব্যাপকতার মাধ্যমে গোটা জাতিকে আলোকিত করতে পারলে সমাজ জীবনে সার্বজনীন আদর্শ হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠার পথ হবে সুগম। মাতৃভাষায় সীরাত তথা নবী পাক (সা.)-এর সারা জীবনের আদর্শ চর্চার প্রসঙ্গটিকে আজ সত্যপথের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীরা ভয় পায়। যে জন্য 'মিলাদ' প্রসঙ্গ অর্থাৎ শুধু নবীর জন্ম বৃত্তান্ত প্রসঙ্গটিতে গোটা জাতিকে কি করে আবদ্ধ রাখা যায় সেজন্যে চলছে সর্বাত্মক আয়োজন। সনাতনী ধারায় গড়ে ওঠা বাংলাদেশের কওমি মাদরাসা শিক্ষার কিছু সংখ্যক সম্মানিত আলেম ও মাতৃভাষা চর্চার প্রসঙ্গকে খোলামেলাভাবে এখনও গ্রহণ করতে পারছেন না। তাঁরা এটাকে আকাবিরদের খেলাফ বলে মনে করেন। ফলে সেখানে বাংলাভাষা চর্চায় বিষয়টি এখনও বিতর্কের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। ঐতিহ্যের উজ্জীবনই কেবল আমাদেরকে এ সীমাবদ্ধতার অর্গল ভেঙ্গে আদর্শের মহাসমুদ্র বিহারে উজ্জীবীত করতে পারে। কেবল বাংলা ভাষায় নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাষাতেও থাকতে পারে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা। বাংলা ভাষাকে নিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী যে নতুন মেরুকরণ শুরু হতে যাচ্ছে সে সুযোগে পৃথিবীর সমস্ত দেশের স্থানীয় ভাষায় সীরাত তথা নবীজীবনী চর্চার বিষয়টিকে আমরা আন্তর্জাতিক অবয়বে প্রচার প্রসারে অগ্রসর হতে পারি। এক্ষেত্রেও মাতৃভাষায় সীরাত চর্চায় আমাদের শত শত বছরের ঐতিহ্যই হবে আমাদের প্রেরণার মূল উৎস।

www.pathagar.com

বিশ্বনবীর (সা.) জীবনপঞ্জী

সিদ্দিক জামাল

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ - ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার।

- অন্ধকার বিশ্বে জ্যোতির্ময় নবীজীর (সা.) আগমন হয়।
- জন্মের আগে পিতা আব্দুল্লাহর ইন্তেকাল হয় (৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ, জানুয়ারী মাস)
- জন্মের পর প্রথম ৭ দিন মাতৃদুগ্ধ পান করেন।
- এরপর ৮ দিন দুধমাতা ছাওবিয়ার দুধ পান করেন।
- এরপর ২ বছর দুধমাতা হালিমার দুধ পান করেন।
- শিশু মুহম্মদ (সা.) ৫ বছর বয়স পর্যন্ত দুধমা হালিমার কাছে প্রতিপালিত হন।

৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দ - ৫ বছর বয়সে

- মেষ চরাণ অবস্থায় তাঁর সিনাচাক হয়।
- শিশু মুহম্মদ মায়ের কাছে চলে আসেন।
- এরপর ছয়মাস মায়ের কাছে প্রতিপালিত হন।

৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ বছর বয়সে

- মদীনা থেকে ফেরার পথে "আবওয়া" নামক স্থানে মা আমিনা ইন্তিকাল করেন।
- পরবর্তী ২ বছর দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে প্রতিপালিত হন।
- ৬-৭ বছর বয়সে মুহম্মদ (সা.) পাথর বহন করে কাবাঘর মেরামতে অংশগ্রহণ করেন।

৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দ - ৮ বছর বয়সে

- বালক মুহম্মদ (সা.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব ইন্তেকাল করেন।
- এরপর চাচা আবু তালিবের কাছে প্রতিপালিত হন।

৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ - ১০বছর বয়সে

- আরেকবার সিনাচাক হয়।

www.pathagar.com

৫৮২ খ্রিষ্টাব্দ - ১২ বছর ২ মাস বয়সে

- মুহম্মদ (সা.) চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়ায় ১ম বাণিজ্য সফরে যান। [পাদ্রী বুহাইরার সাথে সাক্ষাতের পর বাণিজ্য সংক্ষিপ্ত করে ফিরে আসেন।]

৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দ - ১৪ বছর বয়সে

- ফুজ্জারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
- কিছুকাল পরে ফুজ্জারের ২য় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
- "হিলফুল ফুজুল" এ যোগদান করেন।

৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দ - ২৪ বছর বয়সে

- হযরত আবু বকরের (রা.) সাথে ২য় বার বাণিজ্য সফরে সিরিয়া যান।
- ফিরে এসে মুহম্মদ (সা.) মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হযরত খাদীজা (রা.)-এর অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন।
- খাদীজা (রা.)-এর পণ্যসামগ্রী নিয়ে ৩য় বার সিরিয়ায় বাণিজ্যে যান।

৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দ - ২৫ বছর বয়সে

- বাণিজ্য থেকে ফিরে এসে ২ মাস পর ২৫ বছর ২ মাস ১০ দিন বয়সে খাদীজার (রা.) সাথে বিবাহ হয়।

৬০৫ খ্রিষ্টাব্দ - ৩৫ বছর বয়সে

- কাবাঘর মেরামতের সময় "হাজরে আসওয়াদ" বিবাদের মীমাংসা করেন।
- ৫ বছরের শিশু হযরত আলীকে (রা.) প্রতিপালনের জন্য নিজের ঘরে নিয়ে আসেন।

৬১০ খ্রিষ্টাব্দ - ফেব্রুয়ারী-১, রমজান-২৭, সোমবার, বয়স তাঁর ৪০ বছর ১ দিন

- নাযিল হ'ল কুরআনের প্রথম বাণী .....
  "ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাজী খালাক্ব"...
  পড় তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাকে।
- নূর পাহাড়ের হেরা গুহায় এ বাণী নাজিল হ'ল।

৬১০ খ্রিষ্টাব্দ - নবুয়তের প্রথম বছর

- দারে আরকাম প্রতিষ্ঠা

৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ -নবুয়তের তিন বছর পর

- প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্য আয়াত নাজিল হয় সূরা হিজর ৯৪, ৯৫-এ।
- রাসূল (সা.) সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ডাক দিলেন -

ইয়া.. সাবাহা.......

www.pathagar.com

৬১৫ খ্রিষ্টাব্দ - নবুয়তের ৫ম বছর

- শুরু হয় সর্বব্যাপী যুলুম নিপীড়ন। নির্যাতিত মুসলমানদের একটি দল হাবশায় হিযরত করেন।
- হযরত হামযা (রা.) ও হযরত ওমরের (রা.) ইসলাম গ্রহণ।

৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ -নবুয়তের ৬ষ্ঠ বছর

- প্রথম মিছিল
- ছাফা পাহাড় থেকে মুসলমানদের এক মিছিল বের হয়।
- সবার কণ্ঠে ছিল 'আল্লাহ্ আকবর' ধ্বনি।
- কা'বায় গিয়ে এ মিছিল শেষ হয়।

৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ - নবুয়তের ৭ম বছর।

- এ বছর চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

৬১৬ খ্রিষ্টাব্দ ১লা মহররম

- শি'আবে আবি তালিবে অবরুদ্ধ (বয়কট) হন।
- তিন বছর পর বয়কট থেকে মুক্তি লাভ করেন।

৬১৯ খ্রিষ্টাব্দ - নবুয়তের ১০ম বছর

- চাচা আবু তালিব ইন্তিকাল করেন।
- তিনদিন পর হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তিকাল হয়।

৬২০ খ্রিষ্টাব্দ - নবুয়তের ১০ম বছর

- একজন মদীনাবাসী (আয়াস বিন মুয়ায) ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৬ জন মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন।
- হযরত আয়শা (রা.)-এর সাথে রাসূল (সা.)-এর বিবাহের সিদ্ধান্ত হয়।
- হযরত সাওদা (রা.)-এর সাথে রাসূল (সা.)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৬২০ খ্রিষ্টাব্দ - নবুয়তের ১১ তম বছর

- তায়েফে দাওয়াত .

- দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আল্লাহর নবী (সা.) পায়ে হেটে মক্কার ৬০ মাইল দূরে তায়েফ যান। সেখানে তিনি ১০ দিন দাওয়াতী অভিযান চালান। দ্বীনের দাওয়াত পৌছাতে গিয়ে রাসূল (সা.) তায়েফবাসীদের হাতে চরম ভাবে লাঞ্ছিত হন।

৬২১ খ্রিষ্টাব্দ - নবুয়তের ১২ তম বছর

- ২৭ শে রজব সোমবার (রাত্র) রাসূল (সা.) মিরাজ গমন করেন।

www.pathagar.com

● মিরাজ থেকে তিনি উম্মতের জন্য আনলেন ইনসাফ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ কাঠামো। আরও আনলেন ৫ ওয়াক্ত নামাজের উপহার।

● প্রথম বাইয়াতে আকাবা অনুষ্ঠিত হয়।

● দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত ও মদীনায় প্রেরিত হন মুসআব বিন উমাইর (রা.)।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দ, নবুয়তের ১৩ বছর ১২ ই জিলহজ

● দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা অনুষ্ঠিত হয়।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দ নবুয়তের ১৩ বছর ২৬ শে সফর

● হিজরত। রাসূল (সা.) ৫৩ বছর বয়সে মক্কা থেকে হিজরত করেন। রাতে তাঁরা সওর পর্বত গুহায় অবস্থান নিলেন। এ গুহায় রাসূল ৩ দিন অবস্থান করেন।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দ, ১ রবিউল আউয়াল, সোমবার

● সওর পর্বতের গুহা থেকে মদীনা যাত্রা করেন। এদিন থেকে হিজরী সন গণনা শুরু হয়।

● ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই থেকে ১লা মহররম ১লা হিজরী সন গণনা শুরু হয়।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দ, ১ হিজরী ৮ই রবিউল আউয়াল

● রাসূল (সা.) দুপুর বেলায় কুবা (মদীনা থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে) উপস্থিত হন। এখানে তিনি ৪ দিন থাকেন।

– স্থাপন করেন মসজিদে কুবা –মুসলমানদের প্রথম মসজিদ। কুবা মসজিদে প্রথম সালাতুল জুম'আ অনুষ্ঠিত হয়। রাসূল (সা.) প্রথম জুম'আর খুতবা দেন এখানে। জুম'আর পর রাসূল (সা.) কুবা থেকে ইয়াছরিব (মদীনা) যাত্রা করেন।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দ – ১ম হিজরী, ১২ই রবিউল আউয়াল, শুক্রবার

● রাসূল (সা.) মদীনায় পৌঁছেন। রাসূলের (সা.) উট (কাসওয়া) স্বেচ্ছায় এসে থামে আবু আইয়ুব আনসারীর (রা.) বাড়ীর সামনে।

● মদীনায় পৌঁছে রাসূল (সা.) গড়ে তোলেন মসজিদে নববী – মদীনা নগর রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র। সাহল ও সুহাইল নামে বনুনাজ্জারের দুইজন এতিম বালকের কাছ থেকে মসজিদের জন্য জমি কিনে নেয়া হয়। কাঁচা ইটের দেয়াল, খেজুর পাতার ছাউনি খেজুরের আড়া দিয়ে তৈরী হয় নবীর মসজিদ, মসজিদে নববী। সাহাবীদের সাথে রাসূল (সা.) নিজে মসজিদ গড়ার কাজে অংশ নিলেন।

● ৮ম হিজরীতে মসজিদে মিম্বার স্থাপিত হয়।

www.pathagar.com

- মসজিদে নববীতে নিয়মিত নামাজের প্রবর্তন হয়।
- মসজিদ সংলগ্ন রাসূলের (সা.) থাকার জায়গা (হুজরা) তৈরী হয়।
- এ সব কাজে সময় লাগল সাত মাস।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দ - ১ম হিজরী, ১ম ৩ মাসের মধ্যে

- আনাস ইবনে মালিকের (রা.) ঘরে মুহাজির ও আনসারদের এক ভ্রাতৃত্ব সম্মেলন হয়। এতে ৪৫ জন আনসার ও ৪৫ জন মুহাজির মোট ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।
- এখানে রাসূল (সা.) মুহাজির আনসারদের মধ্যে সুখ ও দুঃখ সমানভাবে ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ –১ম হিজরী, রবিউস সানি

- জোহর, আসর ও এশার নামায চার রাকাত করে ফরজ হয়।

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ - ১ম হিজরী, রমযান

- মদীনার নিরাপত্তা রক্ষায় সামরিক মহড়া ও টহলদানের জন্য ৩টি সেনাদল সীমান্তে প্রেরণ করা হয়।
    ১. হযরত হামযার (রা.) নেতৃত্বে ৩০ জনের দল।
    ২. উবায়দা ইবনে হারেসের (রা.) নেতৃত্বে ৮০ জনের দল।
    ৩. ইবনে ওয়াকাসের (রা.) নেতৃত্বে ২০ জনের দল।

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ - মার্চ, ১ম হিজরী, রমযান

- সারিয়্যা [১] সারাফুল বাহার।

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ - এপ্রিল, ১ম হিজরী, শওয়াল

- হযরত আয়শা (রা.)-এর সাথে রাসূল (সা.)-এর বিবাহ সম্পন্ন।

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ - মে, ১ম হিজরী, জিলকদ

- সারিয়্যা খাররার।

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ - আগস্ট, ২য় হিজরী, সফর

- যুদ্ধের আয়াত নাযিল হয়। (সূরা হজ্ব ৩৯)।

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ - আগস্ট, ২য় হিজরী, সফর

- গাযওয়াহ্[২] আবওয়া (ওয়াদ'আন অভিযান)।

---

১. সারিয়্যা - যে অভিযানে রাসূল (সা.) নিজে উপস্থিত ছিলেন না তাকে সারিয়্যা বলে।

২. গাযওয়াহ্ - যে অভিযানে রাসূল (সা.) নিজে উপস্থিত ছিলেন তাকে গাযওয়াহ্ বলে।

www.pathagar.com

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ - সেপ্টেম্বর, ২য় হিজরী, রবিউল আউয়াল

- গাযওয়াহ্ বুয়াত।
- গাযওয়াহ্ সফওয়ান।

৬২৩ খ্রিষ্টাব্দ - নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২য় হিজরী, জমাদিউস সানি

- গাযওয়াহ্ যিল উশাইরা।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ - জানুয়ারী, ২য় হিজরী, রজব

- সারিয়্যা নাখলাহ।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ - ২য় হিজরী

- আযানের প্রচলন হয় ।
- জাকাত ফরজ হয় ।
- জাকাতের পরিমাণ (নেসাব) নির্ধারিণ হয়।
- কিবলা পরিবর্তন হয়।
- রোজা ফরজ হয়।
- প্রথম ঈদ -উল ফিতর উদযাপন করা হয়।
- ফিতরার প্রচলন হয়।
- বদর যুদ্ধ।-যুদ্ধ যাত্রা : ৮ই রমজান। -যুদ্ধের তারিখ : দ্বিতীয় হিজরী ১৭ই রমজান।
- হযরত হামযা (রা.) শহীদ হন।
- নবী কন্যা হযরত রোকাইয়া (রা.) [হযরত ওসমান (রা.) এর স্ত্রী] ইন্তেকাল করেন।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ - ২য় হিজরী, শাওয়াল

- গাযওয়াহ্ বনু সালিম।
- রাসূলকে (সা.) হত্যার ষড়যন্ত্র হয়।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ - ২য় হিজরী, ১৫ ই শাওয়াল

- গাযওয়াহ্ বনু কাইনুকা।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ - ২য় হিজরী, জিলহজ্ব

- গাযওয়াহ্ ছাভিক।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ - ৩য় হিজরী, মহররম

- গাযওয়াহ্ যি আমর।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ - ৩য় হিজরী, ১৪ই রবিউল আউয়াল

- সারিয়্যা ইবনে মাসলামা আনসারী।

www.pathagar.com

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ - ৩য় হিজরী, রবিউল আউয়াল

- সারিয়্যা বাহরান।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ - ৩য় হিজরী, জমা: সানি

- সারিয়্যা যায়েদ ইবনে হারেছা।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ- ৪ হিজরী

- এ সময় মুসলমানরা সবসময় অস্ত্র কাছে রাখতে শুরু করেন। নামাজের সময়ও অস্ত্র দূরে রাখা হত না।
- রাসূলের পাহারায় আনছার নিযুক্ত হয়। এরা সারা রাত জেগে সশস্ত্র অবস্থায় রাসূলের (সা.) ঘর পাহারা দিতেন।
- হযরত আলী (রা.)-এর সাথে রাসূল (সা.) নন্দিনী হযরত ফাতেমার (রা.) বিবাহ হয়।
- হযরত হাফসা (রা.) (হযরত ওমরের বিধবা কন্যার) সাথে রাসূলের (সা.) বিবাহ হয়।
- হযরত ওসমান (রা.) ও উম্মে কুলসুমের (রা.) [রসূলের (সা.) মেয়ে] বিবাহ হয়।
- মদের ওপর প্রথম নিষেধাজ্ঞার আয়াত নাযিল হয়।
- ইমাম হাসানের জন্ম হয়।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ - ৩ হিজরী

- ওহোদ যুদ্ধ

  যুদ্ধযাত্রা - ৫ই শাওয়াল

  যুদ্ধের তারিখ - ৭ই সওয়াল।

  যুদ্ধের স্থান - মদীনার ২ মাইল দূরে ওহোদ প্রান্তর।

- সুদ ত্যাগের প্রথম নির্দেশ।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ - ৩ হিজরী ৮ শাওয়াল

- গাযওয়াহ্ হামরাউল আছাদ।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ - ৪ হিজরী ১ মহররম

- সারিয়্যা আবু সালামাহ্।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ - ৪ হিজরী, সফর

- সারিয়্যা আসিম রাজীর ঘটনা।

\- হযরত খোবায়েব (রা.) ও যায়েদ বিন দাছানা শহীদ হন।

www.pathagar.com

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ - ৪ হিজরী, ২৩ মহররম

- সারিয়্যা আবদুল্লাহ্ বিন উনাইস।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ - হিজরী, সফর

- সারিয়্যা বে'রে মাউনা।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ - রবিউল আউয়াল

- সারিয়্যা আমর বিন উমাইয়া আদ-দামরী।
- গাযওয়াহ্ বনু নাযির।

৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ - ৪ হিজরী জমাদিউল আউয়াল(রবিউস সানি)

- সারিয়্যা নজদ বা যাতুর রিকা।

৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ - জানুয়ারী, ৪ হিজরী, জিলক্বদ

- বদরে সুগরা (ছোট বদর)।

৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ - ৫ম হিজরী ২৫শে রবিউল আউয়াল

- গোযওয়া দওমাতুল জানদাল।

৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ - ৫ম হিজরী, জিলক্বদ

- **খন্দক যুদ্ধ।** – যুদ্ধের তারিখ : ৫ম হিজরীর শওয়াল মাস
  অবস্থান : ২৭ দিন
- স্যারিয়া আবদুল্লাহ বিন আতীক

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৫ম হিজরী, জিলহজ্ব

- গাযওয়া বনী কুরাইযা।
- সালাম ইবনে আবদুল হাকিকের(আবু রাফে) হত্যাকান্ড।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ হিজরী, ১০ মহররম

- সারিয়্যা মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ হিজরী, রবিউল আউয়াল

- গোযওয়া বনু লেহইয়ান।
- সারিয়্যা গামর।
- সারিয়্যা যুল কেসসা (১)।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ হিজরী, রবিউস সানি

- গোযওয়ায়ে যী কারাদ।
- সারিয়্যা যুল কেসসা (২)।

www.pathagar.com

- সারিয়্যা জানুম।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ হিজরী, জমাদিউল আউয়াল

- সারিয়্যা গাইছ।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ হিজরী, জমাদিউস সানি

- সারিয়্যা তরফ।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ হিজরী, রজব

- সারিয়্যা ওয়াদিউল কোরা।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ হিজরী, শাবান

- গোযওয়া বনি মুস্তালেক।
- হযরত জুহাইরিয়া (রা.) -এর সাথে রাসূলের (সা.) বিবাহ।
- সারিয়্যা দিয়ারে বনি কেলাব।
- সারিয়্যা দিয়ারে বনি সা'দ।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ হিজরী, রমজান

- সারিয়্যা ওয়াদিল কোরা।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ হিজরী, শাওয়াল

- সারিয়্যা উর নাইয়াইন।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ - ৬ষ্ঠ হিজরী জ্বিলকাদ

- হোদাইবিয়ার ঘটনা
- – বাইয়াতুর রিদওয়ান বা বাবলা গাছের বাইয়াত ।
- – হোদাইবিয়ার সন্ধি।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - ৭ম হিজরী, মহররম

- রাসূল (সা.) বিভিন্ন বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে দূত মারফত চিঠি পাঠান।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - ৭ম হিজরী, মহররম

- গাযওয়াহ্ খয়বর।
- গাযওয়াহ্ ওয়াদিউল কোরা।
- সারিয়্যা ইয়ামান অজাবার।
- গাযওয়াহ্ যাতুর রেকা।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - ৭ম হিজরী, সফর

- সারিয়্যা তায়মা।

www.pathagar.com

- সারিয়্যা আবান ইবনে ছাঈদ ।
- সারিয়্যা কোদাইদ ।
- সারিয়্যা ফাদাক ।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - জমাদিউল আউয়াল

- সারিয়্যা হাছমি।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - শাবান

- সারিয়্যা তোরবা ।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - রমযান

- সারিয়্যা মাইফাআ ।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - জিলকদ

- সারিয়্যা গাবা ।
- কাজা ওমরাহ্ পালন।
- হযরত মায়মুনার (রা.) সাথে রাসূল (সা.) -এর বিবাহ।

৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - জিলহজ্ব

- সারিয়্যা আবুল আওজা ।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ - ৭ হিজরী

- প্রথম ইসলামী হজ্ব ।
- খালেদ বিন ওয়ালিদের ইসলাম গ্রহণ ।
- আমর ইবনুল আস-এর ইসলাম গ্রহণ ।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ - ৮ম হিজরী, সফর

- সারিয়্যা গালেব ইবনে আবদুল্লাহ ।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ - ৮ম হিজরী, রবিউল আউয়াল

- সারিয়্যা যাতে আতলাহ ।
- সারিয়্যা এরক ।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ - ৮ম হিজরী জমাদিউল আউয়াল

- মুতার যুদ্ধ ।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ - ৮ম হিজরী, জমাদিউস সানি

- সারিয়্যা যাতে ছালাছেল।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ - ৮ম হিজরী, রজব

- সারিয়্যা খাব্‌ত্।

www.pathagar.com

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ - ৮ম হিজরী, শাবান

- সারিয়্যা খাজারাহ ।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ - ৮ হিজরী

- **মক্কা বিজয়**
- কাবা থেকে মূর্তি অপসারণ ।
- গোটা আরব ও হেজাযের ইসলাম গ্রহণ।
- সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।

৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ, ৮ম হিজরী, ৬ই শওয়াল রোববার (মক্কা বিজয়ের ২৮ দিন পর)

- হোনায়েনের যুদ্ধ ।
- সারিয়্যা তোফায়েল।
- গাযওয়াহ্ তায়েফ।
- তায়েফ যুদ্ধের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সা.) বিভিন্ন এলাকায় তহশীলদার নিযুক্ত করে পাঠান।
- রাসূল (সা.) এর পুত্র ইবরাহীমের জন্ম ।
- রাসূল (সা.) এর কন্যা জয়নবের ইন্তেকাল।

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ - ৯ম হিজরী , মহররম

- সারিয়্যা উযাইনা ইবনে হাসীন।

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ - ৯ম হিজরী, সফর

- সারিয়্যা কুত্বাহ ইবনে আমের।

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ - রবিউস সানি

- সারিয়্যা যাহহাক।
- সারিয়্যা আলকামা ইবনে মুজবের মাদলাযি।
- সারিয়্যা আলী ইবনে আবু তালিব।
- সারিয়ায়ে উককাসা।

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ - ৯ম হিজরী

- তাবুক যুদ্ধ ।
- এ যুদ্ধ প্রস্তুতির সময় সুরা তওবা নাযিল হয়।
- মুনাফিকরা মসজিদে দেরার তৈরী করে।
- রাসূল (সা.) এর কন্যা উম্মে কুলসুমের (রা.)ইন্তেকাল।
- হজ্জ্ব ফরয হয়।

www.pathagar.com

৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ - জিলহজ্ব

- হযরত আবু বকরের (রা.) নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইসলামী হজ্ব ।

৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ - ১০ম হিজরী, রমযান

- সারিয়্যায়ে আলী।

৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ- ১০ হিজরী

- ইসলামী উম্মার সাথে নাজরানের (আধুনিক ইয়েমেন) যোগদান।
- অধিকাংশ আরব গোত্রের রাসূল (সা.)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার।
- মদীনার পথে ১২ জন মুনাফিক কর্তৃক রাসূল (সা.) কে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা।
- রাসূল (সা.)-এর ছেলে ইবরাহীমের মৃত্যু ।
- সূরা কাওসার নাজিল।

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ, ১০ হিজরী

- রাসূল (সা.)-এর বিদায়ী হজ্ব ।

- ২৬ শে জিলকদ রাসূলুল্লাহ (সা.) হজ্ব যাত্রা করেন।'জুল হালিফায়' ইহরাম বাঁধেন। লক্ষকণ্ঠে লাব্বায়েক বলতে বলতে এগিয়ে চলে কাফেলা। ৯ ই জিলহজ্ব শুক্রবার সবাই 'আরাফাতে' জমায়েত হন। দুপুরের পর রাসূল (সা.) কাসওয়া নামক উটে চড়ে দুই লক্ষ মুসলিম সমাবেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ (বিদায় হজ্বের ভাষণ) দেন।

- কোরআন নাযিল সমাপ্ত হয়।
- রাসূল (সা.) এর অন্তিম যাত্রা।

- ১৯ শে সফর রাসূলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে জোহরের নামাজান্তে উপস্থিত মুসল্লিদের সামনে শেষ খুতবা দেন।

- **৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ ১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল রাসূল (সা.) ইন্তিকাল করেন।**

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

www.pathagar.com

কবিতা

www.pathagar.com

নাত্ ও রাসূল (সা.)

আহমেদ কায়সার

নবী আমার পেয়ারা নবী
দো'জাহানের ফুল
নবী আমার আখেরী নবী
মানব কুলের মূল॥

নবী যখন এলেন ধরায়
কেঁটে গেলো অমানিশা
আঁধার টুটে আসলো ছুটে
নতুন আলোর দিশা।

নবীর নামে উঠলো গেয়ে
বনেরই বুলবুল॥

নবী আমার মরুর ধরায়
আছেন শুয়ে মদীনায়
আমার পাগল মনটা যে ঐ
মদীনায় যেতে চায়।
আমি কোথায় পাবো টাকাকড়ি
কোথায় সে দুলদুল॥

www.pathagar.com

মন করো উজ্বালা

মহিউদ্দিন আকবর

ইস্রাফিলের বাঁশী যখন বাজবে করুণ সুরে
পাহাড়গুলো তুলোর মতো ভাসবে উড়ে উড়ে
থমকে যাবে মানুষগুলো, থামবে জীবন চাকা
ধ্বংস হয়ে সব আয়োজন থাকবে কেবল ফাঁকা।
সাগর নদী শুকিয়ে যাবে লাগবে আগুন তাতে
কবর ফুঁড়ে উঠবে সবাই আমলনামা হাতে
সূর্য র'বে মাথার উপর ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থির
একটি হাশর মাঠেই হবে সকল প্রাণীর ভিড়।

নাফ্সি নাফ্সি লক্ত হবে সবার মুখে মুখে
মাথা কুটে কাঁদবে সবই পরিণামের দুখে
এমনি মুসিবতের কালে শাফায়েতের বাণী
শুনবো কেবল তাঁরই মুখে আমরা সবাই জানি।
তিনি আমার নূরে খোদা; নবী কামলীওয়ালা
তাঁর নামে আজ দরুদ পাঠে মন করো উজালা।

রাসূল পাকের শানে

রহীম শাহ

সত্য পথের খোঁজ পেয়েছি আমরা যত মুসলমান
আঁধার ঘেরা পৃথিবীতে আলোকমালা জ্বলছে আজ;
তার প্রতিদান কী আর দেব আমরা ছোট দেশ থেকে
"বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসূল।"
আকাশ ভরা সূর্য তারা, জমিন ভরা ফুল-ফসল,
সাগর ভরা রত্নরাজি– সবই পেলাম আমরা যে;
তোমার নামে জিকির ছাড়া আর কিছুই দেবার নেই–
"বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসূল।"

আমার একটি স্বপ্ন ছিল তোমার নামে করবো হজ্ব,
তোমার পায়ের ধূলো দিয়ে আমার মাথায় পরবো তাজ;
সাধ থাকলেও সাধ্যি কোথায় ক্ষুদ্র আমি মানুষটির
"বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসূল।"

www.pathagar.com

মহোত্তম পুরুষ

জাকির আবু জাফর

চির মর্যাদার হাজার বছরী রহস্যঘেরা এক পর্বত
উর্ধমুখী ধাবমান কৌণিকা চূড়া
মেহেদী রাঙা মার্জিত শরীর
আলোর রওশনিতে খলখল করে সোনার তরঙ্গ।
তারা সজ্জিত রাত নেমে আসে পর্বতে
দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে নক্ষত্র খচিত আকাশ
আটলান্টিকের মতো সাদা বরফে পর্বত উপত্যকা
স্ফটিক আয়না হয়ে ওঠে।
আকাশী আলোর প্রতিবিম্ব ফিরে যায় আকাশের দিকে।
আলোয় আলোয় দারুণ খেলাখেলি।
রেশমী কোমল বাতাস প্রশান্তির শীতল পরশ
বুলিয়ে দেয় হেজাজের পিঠে।

পাখা বিস্তার করে মহাজাগতিক নীরবতা
তখন নক্ষত্রের জ্বলা-নেভার শব্দও ভেসে বেড়ায় মরুর বাতাসে।
এক পুতঃপবিত্র আরব যুবক এই পর্বতের সঙ্গী
মহোত্তোম চরিত্র যার সামগ্রিকতায় বিস্তারিত।
যাঁর হৃদয়ের মতো হৃদয় কোনো মানুষের ছিলো না
পৃথিবীর সমস্ত জোসনা স্তুপ হয়েছিলো তার মুখসৌন্দর্যে।
মরু রাতের এমন নিঝুমতায় হেরা পর্বতই তার
একমাত্র বন্ধু।
নিজেকে ধ্যানের রৌশনিতে মিশিয়ে দেন
যেমন আলোরা মিশে যায় অন্য আলোর শরীরে।
এক অলৌকিক মুহূর্ত বিশ্বরহস্যের সকল দরোজা
খুলে ধরে তার সম্মুখে।

তখন হেরার সাথী চল্লিশ বছর বয়সী।
চাঁদের ক্ষীণ আলো নুয়ে পড়েছে পর্বতের কোলে
নানা বর্ণের ছায়ায় আবৃত পিঙ্গল পর্বতমালা
আরব সাগরের মতো উল্লসিত, বৃদ্ধ চুলের মতো
শুভ্র পর্বত কোনো সম্মানিত আগন্তুকের অপেক্ষায় অধীর।

www.pathagar.com

নিঃশব্দ রজনীর শেষার্ধে তিনি একা
পর্বত চূড়ায় আরোহন করলেন তিনি
চারপাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আকাশের দিকে মুখ ফিরালেন।
চমকে গেলেন তিনি।
আকাশের সমস্ত নক্ষত্ররা অপলক চেয়ে আছে তার দিকে।
নক্ষত্র বনে কি এক রহস্য যেনো খেলা করে।
আরও নীরব হয়ে গেলেন তিনি
তাঁরও প্রকৃতির মাঝে বুঝি কিছুই অবশিষ্ট রইলো না।

ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায় রাতের বয়স।
বৃদ্ধ রজনী মৃত্যুশীতলতায় হেঁটে যায় দিবসের দিকে।
ধীরে ধীরে তিনি নেমে এলেন পর্বত গুহায়
গুহার পাথর দেয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে
অথৈ ধ্যানে ডুবে গেলেন তিনি।
কখন যেনো চোখ জুড়ে নেমে এলো ঘুম
ঘুমিয়ে গেলো হেরা পর্বত।
অকস্মাৎ তাঁর চোখের পাতায়
দীপ্যমান আলোর তরঙ্গ হুমড়ি খেয়ে পড়ে।
আলোর রশ্মি তাঁর আত্মার শিরায় শিরায় প্রবেশ করে গেলো।
একবার কেঁপে ওঠলেন তিনি
আকস্মিক আলোড়িত পাখির পালকের মতো
চঞ্চল হলো তাঁর মন।
লাল আভা মিশ্রিত আলোর ঝল্কানিতে
শুক্রগ্রহের মতো উজ্জ্বল চোখ উন্মিলিত হলো।

সহসা দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে এক বিস্মিত দৃশ্যচিত্র
নূরের সমুদ্র নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে।
ছয়শ পাখার ঝাপটায় রাতের শরীর ভেঙে
টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ে মরুর আকাশে।
অন্ধকারের টুকরোগুলো নূরের মিশেলে
ঝাঁক বাঁধা জোনাকীর মতো কিলবিল করে।
মহাশূন্য হয়ে যায় এক নূরের সমুদ্র।
চাঁদ নেই, নক্ষত্র নেই, নেই পার্বত্য ভূমির
ভৌগলিক চিত্ররেখা
দৃষ্টির শেষাবধি শুধু নূরের বলয়।

www.pathagar.com

তাঁর সম্মুখে দাঁড়ালেন জান্নাতী দূত।
যমযম কূপের মতো চোখ দুটি মেলে ধরলেন আগন্তুক।
দৃষ্টির তীর্যকতায় ভারাক্রান্ত তিনি
বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কোনো এক তীব্র আকর্ষণে
তার জানা সমস্ত ভাষা মুহূর্তে পালিয়ে গেলো
আর বুঝি কোনো দিন কিছুই বলা হবে না।

হঠাৎ হেরাপর্বতের মতো দুই ঠোঁট নড়ে ওঠে জান্নাতী দূতের–
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব জাহাজের সর্বশেষ নাবিক আপনি।
এই নিন আপনার পরিচয়পত্র
'ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাজি খালাক'
কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন পৃথিবীর মহত্তোম পুরুষ আহমদ
তাঁর কণ্ঠে চুমু এঁকে দিলো শেষ রাতের হিমেল বাতাস।

তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় রাসূল

মমতাজ মহল মুক্তা

পৃথিবী যখোন অন্ধকারে
ডুবেছিল দিক ভুল
মরুর তপ্ত বালুতে তখন
ফুটলো আলোর ফুল।
আসমান হতে আনলেন তিনি
আসমানি পাক কালাম
খেজুর বীথিরা জানালো স্বাগতঃ
সাল্লাল্লাহু ওয়াসসালাম।

সে আলোর ফুলে আলোকিত হলো
বিশ্ব মানব কুল।
লোহিত সাগরে ধ্বনিত হলো
স্বাগত হে রাসূল।
কাঁপে আইয়্যামে জাহেলিয়াত
আযজিল শয়তান
মানুষের নবী আল্লাহর রাসূল
বলে, জাগো ইনসান।

www.pathagar.com

তুমি এলে

রফিক মুহাম্মদ

আঁধার কালো রাত্রি তখন, অন্ধকারে ভয়ের বাসা
বালির মধ্যে চোরাবলি মৃত্যু ছিলো সর্বনাশা।
অনাচারই আচার ছিলো মত্ত মানুষ খুন পিপাসায়
হানাহানি দ্বন্দ্ব ছিলো, খাদ ছিলো সব ভালোবাসায়।
মানুষ নামের মানুষ ছিলো, স্বভাব ছিলো শকুন-বাজের
বাঘের মতো হিংস্র ছিলো, শিকার করাই স্বভাব তাদের।
ফুলের কলি ফোটার আগেই, ধূলির ধরায় পড়তো ঝরে
পাখির কণ্ঠে গান ছিলো না, কাঁদতো উড়ে আর্তস্বরে।

তুমি এলে আলো নিয়ে, ভালোবাসার বাণী নিয়ে
আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিলে হাজার ফুলের সুবাস দিয়ে।
মানুষগুলো মানুষ হলো স্বভাব হলো ফুলের ভালো
বিশ্ববাসী মন রাঙালো নিয়ে তোমার রূপের আলো।

মহান পুরুষ এক

ওমর বিশ্বাস

মহান পুরুষ এক- আল্লাহ তোমার প্রিয় বন্ধু
মহান পুরুষ এক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জন
মহান পুরুষ- এক কোটি পরিক্ষিত পরিজন
মহান পুরুষ এক - তাবৎ বিস্ময় ভরা শুধু।
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে শুধু এক বন্ধু প্রিয় মুহাম্মদ
স্রোতস্বিনী অলঙ্কারে বুক ভরা গৃহ হালিমার
রত্ন নিয়ে আরশের দ্যুতি ঝরা নীল নীলিমার
স্নেহ মমতায় শুধু এক বন্ধু প্রিয় আহম্মদ।

বেড়ে ওঠে দেহখানি আরবের সুবাসিত ঘ্রাণে
বেড়ে ওঠে দেহখানি পূর্ণতায় মক্কা-মদিনার
বেড়ে ওঠে অবয়বে শুদ্ধতায় আরব আবার
বেড়ে ওঠে যাযাবর বেদুঈন পূণ্য প্রাণে।
তোমাকে সালাম শত হাবিব আল্লাহ দয়াময়
তোমাকে সালাম শত অন্তর অসীম প্রেমময়।

www.pathagar.com

আলোর উপরে আলো চাঁদ

আল হাফিজ

আর সব মানুষের মতো এক সাধারণ মানুষ তিনি
তবু তিনি আলাদা অনন্য এক উদার আকাশ
বুক ভরা ভালোবাসা. আলোর উপরে আলো চাঁদ-
তারকারাজির মতো ক্ষমা শোভা মিটিমিটি জ্বলে।

অশোভন আঁধারের প্রতিরোধে আসমুদ্র একা এক সমুদ্র প্রখর
পাপের পাথরগুলো পুড়ে পুড়ে নিঃশেষে কবরে শোয়ায়.....

সোনার খনির চেয়ে দামী তাঁর চোখ জোড়া দ্যুতিময় প্রচ্ছদ যেনো।
ঘরোয়া রমণী বনে হাসি খুশি ছোটাছুটি কৌতুক ঝরে,
বাজারে-বাসরে ক্যানো? সবখানে তিনি পাকা তুলনাবিহীন
ঘরের হালাল নারী আর সব সাথীজনে রেখেছে প্রমাণ....

সাথীরাও ভালোবাসা বিনিময়ে আকাশি রঙের মতো জানালা খোলা,
পাপের ছোবলে তাঁরা ভীত নন; পিঁপড়ের দানাবাঁধা–প্রতিবাদী
কাকের স্বজন।

দেখার মতোন আর
কিছুই দেখার নেই
যদি তাঁর দেখা পাওয়া যায়
শেখার মতোন আর
কিছুই শেখার নেই
যদি তাঁর আলো শেখা যায়।

তাঁর মাঝে সজ্জিত রয়ে গেছে সজ্জার যাবতীয় গুণঃ
নুন-চিনি রঙসহ মানুষের যা কিছুর আছে প্রয়োজন।
আল্লার অনুদানে সবকিছু ভরা আছে শোভাময় সিনাসাফা বুকের
ভেতর
আতরের মতো এসে মানুষেরা মেখে নাও অমলিন দানের দরদ।
আর সব মানুষের মতো এক সাধারণ মানুষ তিনি
শুধু তিনি আলাদা অনন্য এক জীবন্ত রাসুল।

www.pathagar.com

সোনালী আলোর চাঁদ

আমিন আল আসাদ

মরুর আকাশে দুলে ওঠে সোনালী আলোর চাঁদ
প্রকৃতিপাত্রে ঢেলে দেয় কেউ শিল্পিত সরবত
লোকালয় ছেড়ে যায় পালিয়ে অন্ধকারের ফাঁদ
ঝর্ণার মতো আপতিত হয় সুবর্ণ হরকত।
মনুষত্বের বাগানে আবার গোলাপ বেলী ফোটে
শীতার্থ প্রাণ পেয়ে যায় আলো উত্তাপ উজ্জ্বলতা
মুক্তির আগুনে শৃংখল ভেঙে শান্তি পাখিরা ছোটে
হারিয়ে সত্তা ম্লান হয়ে যায় মিথ্যার প্রগাঢ়তা।
এক লহমায় থমকে দাঁড়ায় হায়েনার উৎসব
সমাজ দেহের পশু শক্তিরা কিম্ভূতকিমাকার
ম্রিয়মান হয়ে মক্কায় দোলে থামিয়ে কলরব
সুখ নিঃশ্বাসে ভরে অন্তর দূর হয় হাহাকার।
ক্লান্তির ঘুম ভাঙে, প্রদীপ্ত হয় আত্মার উচ্ছ্বাস
চলে উৎসব, সোনালী ফলায় সত্যের চাষবাস।

চাই না এ সাজ

নিজাম সিদ্দিকী

বিচ্ছুরিত হলো আলো অন্ধকার মরু সাগরে
মানাত-হুব্বোল-লাত এর কালো জমিন কাঁপিয়ে
ফুলের পাপড়ি ঠোঁটে অলৌকিক আবেশ ছাড়িয়ে
বালিতে ডুবালে সব মুছে দিলে ক্ষমার সাগরে।
মহাবিশ্বে পূর্ণরূপ জ্যোতির্ময় সোনালী আশায়
অকৃত্রিম ভালোবাসা পৃথিবীর প্রবাদ পুরুষ
অথচ প্রান্তরে তিনি নির্যাতিত হারালেন হুশ
ইনসাফ পূর্ণ হলো সভ্যতার করুণা ধারায়।
রক্ষিত কা'বার পথ বিতাড়িত খেলাফীর ফাঁকে
সবুজ কংক্রীট ঘাস শীতার্ত সকাল আগুনের
অনির্বাণ উজ্জ্বলতা মিত্রতার স্বাদ নেই আজ
চারদিকে হাহাকার বাঁচতে চাই দিগন্তের বাঁকে।
তবুও বাড়ায় পাপ হিসেব করে না ফা'গুনের
আবার দেখাও পথ চাই না পথের বৃথা সাজ।

www.pathagar.com

ইয়ানবী আস্‌সালাম

আলতাফ হোসাইন রানা

ইয়ানবী আস্‌সালাম
লও লও আস্‌সালাম,
ভালোবাসি রাসূল তোমায়
ভালোবাসি পাক কালাম।

ধরার বুকে আসলে তুমি
মহান আল্লাহর মহা দান,
তোমার উপর নাযিল হলো
খোদার বিধান আল কোরান।

যুগে যুগে আসলো ধরায়
আদম-মূসা-ঈসা,
সবার শেষে তুমি হ'লে
মানব জাতির দিশা।

পাপ পঙ্কিল ফেতনা-ফ্যাসাদ
কালিমা রাশি
আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে
আনলে ধরায় হাসি।

www.pathagar.com

জ্যোতির্ময়

জামান সৈয়দী

অন্তরাত্মায় যে বিশ্বাস একান্তে গ্রোথিত
সৌন্দর্যের জ্যোতিময় প্রকাশে তা ক্রমাগত
ক্লান্তিহীন, প্রান্তিহীন বিপন্নতা ছাড়িয়ে
আত্মশোধনের উদারতায় নিমজ্জমান।

ঐ যে স্রোতবাহী সমুদ্র, খোলা আকাশের নীলিমা
দ্বন্দ্বহীন ছন্দের মোড়ক উন্মোচন করে
এনে দেয় যুগান্তকারী অভ্যুত্থান।

হে তারুণ্য তুমি কি অনুভব করেছো তরঙ্গের
স্পন্দন, বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে দেখেছো
পরাক্রান্ত পালাবদল? প্রাণুচ্ছাসে উচ্ছল আনন্দ।
অন্ধকার মাড়িয়ে রংয়ের রোদ্দুর।

ভেবোনা তরুণ, ঐযে তোমার মা দু'হাত বাড়িয়ে
মোনাজাতরত। বাবার উজ্জ্বল মুখচ্ছবিতে নূরের বিচ্ছুরণ
ছিটকে পরছে বারংবার, গোসল করছো তুমি
তোমার মমতায়। সীমাহীন প্রেম ও নাড়ির টান
দেখো তীব্র জ্যোতিময়।

www.pathagar.com

গন্তব্যের সমাপ্তি

আবু বকর মুহাম্মদ সালেহ

তোমার স্পর্শে পবিত্র হয় স্খলিত অসুন্দর,
স্তিমিত হয় দুর্বিনীত অহংকার।
নিভে যায় জ্বলন্ত আগুন
যেখানে যেখানে ছিল বিষাক্ত ক্ষত
রক্তাক্ত ছিল যত সৌন্দর্যের শরীর
হয়ে যায় ঝলমলে উজ্জ্বল
তোমার মমতার সান্নিধ্যে।

থেমে যায় বেহেড মাতালের মচ্ছব
বিশ্ব বেহায়ার যত কদর্য প্রতিযোগিতা
ম্লান হয় অসভ্য আসরের আয়োজন
এরি মাঝে অবতীর্ণ হয় সুসংবাদের সিঁড়ি বেয়ে
সান্ত্বনার সুশীতল জলপ্রপাত।

দুঃসাহসে হেঁটে যায় মানুষের কাফেলা
নির্ভীক হয় একজন নিঃসঙ্গ সুন্দরী
সানআ থেকে হাজরা মাউত– তৈরী হয় অলৌকিক ওভার ব্রীজ
পান্ডুর চেহারা নিয়ে কাপুরুষ নত হয়
বিষধর সাপের মত।

এবড়ো থেবড়ো মরুভূমি হয়ে যায় নির্ভয় সমতল
বিনীত মানুষ পায় বিশ্বাসের ঠিকানা
আশে পাশে চৌরাস্তার মোড়ে ঝুলে থাকে অবতীর্ণ ভালবাসা
নেই রক্তপাত কিংবা যুদ্ধের ঝনঝনানী
আছে কেবল সৌন্দর্যের শান্তি নিকেতন।
অহংকারী সমস্ত শাসক তাকিয়ে দ্যাখে বিস্ময়ে
নিরাপদ গ্রীলের ভেতর
অলৌকিক আভায় ঝলমল করছে
একটি সবুজ চত্বর
মানুষের গন্তব্যের সমাপ্তি।

www.pathagar.com

ভ্রমণ

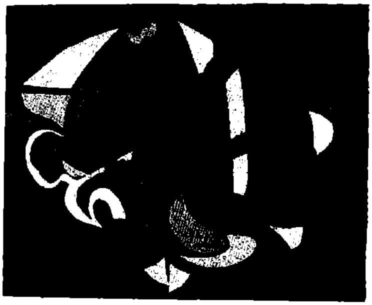

www.pathagar.com

নবীর দেশের স্মৃতি

সাইফুল্লাহ মানছুর

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে যতই ভাবি ততই মাথা তার দিকে নত হয়ে যায়। সাধারণ সব কিছুর মাঝেই ভিন্ন একটা কিছু এসে সব সময়ই আমাকে নাড়া দেয়। এই যে গাছ-পালা, নদী-নালা সব কিছুই বৈচিত্র্যপূর্ণ। দুনিয়ার মানুষের চেহারার মধ্যে যেমন ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনি এক একটি নদীর মাঝে, সবুজের এক একটি প্রান্তরের মাঝেও সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। ছোট সময় থেকেই এগুলো আমাকে আকৃষ্ট করতো ব্যাপকভাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আকাশ, মেঘ, বৃষ্টি, প্রকৃতি দেখার একটা স্বপ্ন মনে মনে বুনতাম আগে থেকেই। ভাষা-সংস্কৃতির ভিন্নতাও আমাকে বিস্মিত করে। গবেষকরা এগুলোর কারণ অনুসন্ধানে যতই ব্যাপৃত থাকুন না কেন, আমার কেবলমাত্র প্রভুর দিকেই মাথা নত হয়ে আসে।

আল্লাহর দুনিয়া দেখার প্রবল ইচ্ছা মনের মাঝে লুকানো ছিলো, আর সে ক্ষেত্রে সব সময় আমার প্রথম পছন্দ ছিলো আল্লাহর ঘর জেয়ারত। শুরুটা সেখান থেকেই করার ইচ্ছা ছিলো আমার। পাঁচ ভাই-বোন আর আব্বা-আম্মার মাঝে একমাত্র আমি ছাড়া সবাই একাধিক দেশে গিয়েছেন। আমারও সে সুযোগ আসেনি তা নয়। কিন্তু আল্লাহ আমার মনের আশা পূরণ করবেন সম্ভবত সে কারণে শেষ মুহূর্তে ভিসা করার পরও দেশের বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

আব্বা আল্লাহর ঘর জিয়ারত করেন স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭৩ সালে, তখন আমি অনেক ছোট। কিন্তু এখনো স্মরণ আছে, যখন টিভিতে হজ্জের দৃশ্য দেখানো হতো তখন তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা! সবার ছোট ও আদরের ছিলাম আমি। বিশেষত আব্বা খুব আগলিয়ে রাখতেন আমাদের। তার অবদান আর স্মৃতি লেখতে গেলে আলাদা জায়গার দরকার। আর আম্মার আদর ও তার আমল আমাকে সব সময়ই অনুপ্রাণিত করে। আব্বার ইন্তেকালে আমার ভালোবাসার সবটুকু গিয়ে পড়লো আম্মার উপর। আম্মার সংসদ সদস্য হিসেবে সরকারী মেহমান হয়ে হজ্জে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। সে বার হজ্জ থেকে এসে আমাদের সবার সাথে আরেকবার হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমার

www.pathagar.com

মনের আকংঙ্খা ছিলো আমার স্ত্রী, আম্মা, ভাই-বোনসহ এক সাথেই হজ্জে যাবো।

১৯৯৮ সাল। আমার কাংঙ্খিত বছর। আমার স্ত্রী, আম্মা, বোন, দুলাভাই, খালাম্মা, খালু, আমার স্ত্রীর খালাতো বোন, তার স্বামীসহ ১৬ জন আত্মীয় ও নিকটজনদের নিয়ে হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আমার বড় দুলাভাই তখন মাত্র সিঙ্গাপুর থেকে বড় অপারেশন করে এসেছেন। তিনিও যুক্ত হলেন মনের শক্তিতে। প্রায়ই দুলাভাইয়ের সাথে পরামর্শ করি, কিভাবে যাবো? কোন কাফেলার সাথে না গিয়ে নিজেরাই গ্রুপ করে একসাথে টিকেট ও অন্যান্য কাজ সেরে ফেললাম। মনে মনে দিন গুণ্ছি, কখন আসবে সেই কাংঙ্খিত সময়! নিজ চোখে দেখবো আল্লাহর ঘর! ইব্রাহীম (আ.) স্মৃতিময় ঘর! আমার প্রিয় নবীর দেশ! সে এক ভিন্ন অনুভূতি।

আমার ছেলে মাহসিন, ওর বয়স তখন ৩ বছর। আমার স্ত্রী ওকে ছাড়া এক মুহূর্তও যে থাকতে পারে না তা আমি তখন থেকেই বুঝতাম। স্ত্রীকে বললাম, ওকে রেখে যাওয়া একটা পরীক্ষা। এসো আমরা প্রথম পরীক্ষায় পাশ করি। আমার প্রত্যাশার চেয়েও সে দ্রুত সাড়া দিলো।

দেখতে দেখতে যাত্রার দিন চলে এলো। আমরা এহরামের কাপড় বেঁধে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে রওনা দিলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। রাতের ফ্লাইট ছিলো। হাজীদের নেয়ার জন্য সে বার দুটো বিমান ভাড়া করেছিলো সরকার। পত্রিকায় জেনেছিলাম, এর মাঝে মন্ত্রীর কমিশন আছে। বিমান দেখে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠলো। আমার সীটের সামনে ছিলো টয়লেট। সেই টয়লেট থেকে পানি বের হয়ে কখন যে এহরামের কাপড় ভিজিয়ে দিলো তা খেয়াল করিনি। মনে খুব কষ্ট হলো। কাপড়ে নাপাকি লাগায় খুব অশ্বস্তি লাগছিলো, কিন্তু কিছুই করার ছিলো না।

বিমানের মাঝে হাজীদের 'লাব্বায়েক' ধ্বনি কেন জানি মনকে কাবার সাথে যুক্ত করে দিচ্ছিলো। ৬ ঘন্টা পর জেদ্দার বিশাল এয়ারপোর্টে আমাদের বিমান ল্যাণ্ড করলো। সদরঘাটের লঞ্চ টার্মিনালে দক্ষিণাঞ্চলের লঞ্চগুলো ঘাটে ভিড়ার জন্য যেভাবে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে, মনে হলো ঠিক তেমনি একটার পর একটা বিমান নামছে আর যাত্রী নামানোর জন্য অপেক্ষা করছে।

আমাদের নামার জন্য নীচে গাড়ী চলে আসতেই বিমানের দরজা খুলে গেলো। আমরা ধীরে ধীরে বাংলাদেশী হাজীদের জন্য নির্ধারিত টার্মিনালে পৌঁছলাম। আনুসঙ্গিক কাজের জন্য টার্মিনালে কিছুটা সময় ব্যয় হবে তা আগেই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু এতো বেশী সময় যে সেখানে লাগে তা আমার জানা ছিলো না। ঢাকা থেকে জেদ্দা পৌঁছতে যা সময় লাগলো, মনে হয় তার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় হলো যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে। বাংলাদেশী হাজীদের সুযোগ সুবিধা দেখার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় একটা টিম প্রতিবারই পাঠায়। কিন্তু এয়ারপোর্টে তাদের একটা ব্যানার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না। ইতিমধ্যে মক্কা শরীফে যাওয়ার জন্য আমরা গাড়ীতে উঠতে শুরু করলাম। গাড়ীর গেইটেই পাসপোর্ট রেখে দিয়ে একটা কার্ড দিলো। জানলাম, এই কার্ড নিয়েই আমাকে চলতে হবে।

গাড়ী চলছে মক্কা শরীফের দিকে। এই প্রথম অন্য দেশের মাটি, আকাশ, বাতাসের ছোঁয়া

www.pathagar.com

পেলাম। মনের ব্যাকুলতা, কখন পৌঁছবো সেখানে! হাজীদের সমস্বরে আওয়াজ, 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক.....' ধ্বনি হৃদয়ের একান্ত ভিতর থেকে ছিঁড়ে বের হচ্ছিল। দু'চোখ বেয়ে পানি পড়ছে অজান্তে, আবেগকে ধরে রাখা যায় না। "আল্লাহ্, তোমার ডাকে আমি হাজির। সবকিছু ফেলে তোমার নির্দেশে আমি এসেছি শুধু তোমার দয়া পাওয়ার জন্য" এই অনুভূতি সত্যিই সবাইকে নাড়া দেয়।

গাড়ীতে বসেই আজন্তে কণ্ঠে ধরেছি "রওজা শরীফ জেয়ারতে চায় যেতে এই মন / সব পেয়েছি নেইকো আমার অন্য প্রয়োজন।"

ইতিমধ্যে গাড়ী এসে থামলো এক অভ্যর্থনা কেন্দ্রে। আল্লাহর মেহমান হিসেবে সব হাজীদের সেখানে জমজমের পানি দেয়া হলো। এমন সুস্বাদু পানি জগতে বিরল। আধঘন্টা অপেক্ষার পর আবার গাড়ী চললো মক্কা মোকাররমার দিকে। সামনে তাকাতেই মনে হলো, পাহাড় ঘেরা একটা শহরের ভিতরে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি।

আবেগ তাড়িত হয়ে অপেক্ষা করছি। দেখতে দেখতে প্রবেশ করলাম মক্কা নগরীতে। প্রাচীন শহরে। দেখলেই বুঝা যায় হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে নিরবে দাঁড়িয়ে আছে ছোট এই শহর। ততক্ষণে লক্ষ লক্ষ হাজী পৌঁছে গেছেন মক্কা শরীফে। দিনটি ছিল শুক্রবার। জুমার নামাজ শেষে মুসুল্লিরা ছড়িয়ে পড়েছেন চারদিকে।

গাড়ী থেকে নেমে মোয়াল্লেম অফিসের সামনে অপেক্ষা করছি। এমন সময় আমার বড় দুলাভাই শেখ আলী আশরাফের সৌদী বন্ধু বিখ্যাত মোয়াল্লেম কামাল নাসের সাহেবের অফিসের লোক আমাদের নিয়ে গেলেন কাকী হোটেলে। হেরেম শরীফের কয়েকশো গজের মাঝেই হোটেলটির অবস্থান। মন আনচান করছিলো কখন ঢুকবো কাবা শরীফে।

হোটেলের রুমে প্রবেশ করে অল্প সময়ের মাঝেই চলে গেলাম কাবা শরীফে ওমরা করার জন্য। যতই কাছে যাচ্ছি শরীর শিহরিত হচ্ছে। যাচ্ছি যাচ্ছি, হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠলো আল্লাহর ঘর। শরীর আবেগে কাঁপছে। এই ঘরকে দেখেছি ছবিতে, প্রতিদিন আজানে টিভিতে, কিন্তু বাস্তবচিত্র সম্পূর্ণই আলাদা। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, শুধুই অনুভব করা যায়। মনে হলো দুনিয়ার সমস্ত প্রশান্তির জায়গা এখানেই। মানুষ যা করে তা তার মানসিক প্রশান্তির জন্যই করে। প্রশান্তির জন্য একেক জন বেছে নেন একেক পথ। কেউ কেউ এর জন্য অন্যায় করতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু প্রশান্তি আসে না। শান্তির অন্বেষণে যারা আজ দিক ভ্রান্ত তারা যদি জানতো সকল প্রশান্তির কেন্দ্রবিন্দু এখানে, তাহলে সম্ভবত মানুষ দুনিয়ায় তাদের প্রথম পছন্দ হিসেবে এই জায়গাটিই বেছে নিতো।

প্রথমেই ওমরা করে ফেললাম। হজ্জে যাওয়ার পূর্বে নিয়মকানুন জানার জন্য অনেকগুলো বই পড়েছি। জমজম কুপ, সাফা মারওয়া পাহাড়, সব যে এতো কাছাকাছি এবং একই সীমার ভিতর তা জানা ছিলো না। ওমরা করে জমজমের পানি প্রাণ ভরে পান করলাম। পুরো কাবা শরীফ জুড়েই জমজম পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

কয়েক ঘন্টা পর ফিরে আসলাম হোটেলে। খাওয়ার জন্য সবাই নীচে নেমে এলো। পাশেই চোখে পড়লো একটি হোটেল। ঢুকেই বুঝতে পারলাম এর ব্যবস্থাপনা ও মানগত ত্রুটি আছে। খাবারের মানও ছিলো খুব খারাপ। কোনমতে খেয়ে হোটেলে ফিরলাম।

www.pathagar.com

পরের দিনই দেখলাম হোটেলে বিরাট তালা ঝুলে আছে। শুনলাম সৌদি পুলিশ এটা বন্ধ করে দিয়েছে। হজ্জের সময় মানসম্মত খাবার পরিবেশন না করাতেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বুঝতে কষ্ট হলো না সৌদিরা এদিকে খুব সচেতন। আমাদের হোটেলটি ছিলো মেসফালাহ থেকে অনেক দূরে। মেসফালাতে গিয়েই খাবার আনতাম সবার জন্য। মেসফালাতে গেলে মনেই হতো না বিদেশে আছি। হোটেলে ঢুকতে পুরো বাংলাদেশী ভাষা, চিৎকার, ব্যস্ততা সবকিছুই ঢাকার নগর জীবনের সাথে তুলনীয়। পরিচিত লোকদের দেখা মিলতো প্রতিদিন। রুটিন ওয়ার্ক চল্‌ছিলো। বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ, নামাজ আদায়, হোটেলে ফিরে আসা ইত্যাদি। কয়েক দিনের মাঝে মনে হতে লাগলো বাকী জীবনটা যদি এভাবেই কাটাতে পারতাম, কতই না ভালো হতো! তবে বাস্তবে যে সম্ভব নয় তা বুঝেও মনে এ বিষয়গুলো বারবার আসছিলো।

পুরো মক্কা শরীফটাই ছিমছাম পরিস্কার। এ ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশী ভাইয়েরাই বেশী দায়িত্ব পালন করেন। একদিন রাস্তার পাশে বসে আমি আর আমার স্ত্রী আইসক্রীম খাচ্ছিলাম। গরমের দেশ, আইসক্রীম আমার এমনিতেও প্রিয়। যদিও কণ্ঠের জন্য ক্ষতিকর। তারপরও আজ পর্যন্ত প্রিয় খাবারের তালিকায় আইসক্রীম বরাবরই ছিলো। আইসক্রীম খেয়ে রাস্তায় খোসাটা ফেলতেই দেশের এক ভাই এসে সেটা কুড়িয়ে নিলো। জিজ্ঞেস করলাম, বললো খুব অল্প বেতনে এ কাজ করছে। দেখে খুব কষ্ট হলো।

হজ্জ শুরুর পূর্বে এভাবেই দিনগুলো যাচ্ছিলো। কখনো হেরেম শরীফের ভিতরে গিয়ে, কখনো কাকী হোটেলের নীচের লবিতে জায়নামাজ পেতে ও হেরেম শরীফের ঈমামের সাথে নামাজ জামায়াতে আদায় করতাম। নামাজের ওয়াক্তে জায়নামাজ রাস্তায় পড়তে পড়তে আমাদের হোটেল পেরিয়ে আরো সামনে চলে যেতো, তাই খুব সহজেই নামাজ আদায় হয়ে যেতো।

আমাদের হোটেলে বাঙ্গালী শুধু আমরাই ছিলাম। অধিকাংশই ছিল পার্শ্ববর্তী তুরস্কের লোক। তুর্কীরা নিজেদের ভাষায় কথা বলতেই বেশী অভ্যস্ত। একদিন হোটেল লবিতে জায়নামাজ পেতেছি। পিছন থেকে এক তুর্কী ভাই এসে বিড়বিড় করে কি যে বললেন বুঝলাম না। আমি ইংরেজীতে বলছি, সে অনর্গল তুর্কীতেই বলছে। এই অবস্থা দেখে আরেক তুর্কী ভাই দূর থেকে আমাকে বুঝানোর চেষ্টায় কাছে আসলেন। মনে হলো সে হয়তো ইংরেজীতে কথা বলবে। সেও যখন খুব যত্নের সাথে তুর্কী ভাষাতেই আমাকে বুঝালেন তখন এক প্রকার বুঝার ভান করেই সে-পর্বে ইতি টানলাম। সে সময় নাজিমুদ্দীন আরবাকানের বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। হোটেলে প্রায়ই তুর্কী ভাইদের সাথে সালাম বিনিময় হতো। ভাষা সমস্যার জন্য কথা হয়না। ২০/২৫ জনের এক গ্রুপকে একসাথে পেয়ে আমি ইশারা করে নাজিমুদ্দীন আরবাকানের নাম উচ্চারণ করাতে তারা সমস্বরে তাকে সমর্থন জানালো। বুঝতে আর বাকী থাকলো না তুরস্কের সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামী আন্দোলন কতটা জনপ্রিয় হয়ে আছে।

আমার আম্মা হাফেজা আসমা খাতুন, আমাদের পূর্বেই জেদ্দায় আমার বোনের কাছে চলে এসেছিলেন। হোটেলে অবস্থানের কয়েকদিন পর আম্মা এসে যুক্ত হলেন আমাদের কাফেলায়। বোন ও দুলাভাই জেদ্দা থেকে নিজের গাড়ীতে করেই হোটেলে আম্মাকে

www.pathagar.com

পৌঁছালেন। আম্মাকে অনেকদিন পর পেয়ে মনটা ভরে গেলো। তার মায়াভরা মুখ অনেকদিন দেখিনি। তাই জড়িয়ে ধরলাম।

আগে আমার আর স্ত্রীর জন্য দুই বার ওমরা করা হয়ে গেছে। এবার আম্মার জন্য আবার ওমরার নিয়ত করলাম। মক্কা শরীফ থেকে ওমরার নিয়তের জন্য মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে তানিন মসজিদে যেতে হয়। হেরেম শরীফে গাড়ী পাওয়া যায়। আমি আম্মাকে নিয়ে দোতলা গাড়ীর ২য় তলায় বসলাম। গাড়ী ধীরে ধীরে যাচ্ছে। জানালা দিয়ে আরেকবার প্রাচীন এই শহরটি প্রাণ ভরে দেখলাম। এই শহরেই আমার প্রিয় রাসূলের পদধূলি পড়েছে। ভাবতে শরীর শিউড়ে ওঠে!

তানিন মসজিদ থেকে ফিরে আম্মাকে নিয়ে ওমরার জন্য মক্কা শরীফে প্রবেশ করলাম। সাথে আমার স্ত্রীও। এক হাতে আম্মাকে ধরা, আরেক হাতে আমার স্ত্রী, চোখ দিয়ে অঝরে পানি ঝরছে। আমার মনটা ভরে গেলো, মনে হলো দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সম্ভবত আমি। আল্লাহর ঘর জিয়ারতের জন্য তিনি আমাকে কবুল করেছেন। সাথে আমার প্রাণপ্রিয় আম্মা, আমার জীবন সাথী স্ত্রী। আল্লাহর কাছে প্রাণ উজাড় করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আমার মরহুম আব্বার জন্যও প্রাণ থেকেই দোয়া আসলো।

আমার বড় দুলাভাই অত্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়ে হজ্জে গিয়েছেন, কিন্তু সবচে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ওমরাটা তিনি নিজেই সারলেন। আমাকে শুধু বললেন, তুমি শুধু খেয়াল রেখো, আমি নিজেই সব করতে চাই। এই দৃশ্য দেখে মনে হলো, আল্লাহ চাইলে সবই হয়। ডাক্তার যে লোককে ৩ মাস বাঁচার সময় দিয়েছেন, সে কিনা একা একা আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করছে! আল্লাহর মেহেরবানীতে হজ্জ থেকে এসে আজ ৩ বছর ধরে দুলাভাই মোটামুটি ভালোই আছেন।

ঢাকার আমার বাসার মালিক খালাম্মা হজ্জে যাওয়ার সময় আমাকে বলেছিলেন, হজ্জে তোমার খালুকে আমার সালাম দিও। আমি খালাম্মাকে বলেছিলাম, হজ্জে ৩০ লাখ লোকের মাঝে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কম। তারপরও দেখা হলে সালাম দেবো। আল্লাহর কি ইচ্ছা, তাওয়াফ করে একদিন বায়তুল্লায় সেই খালুর সাথে দেখা হয়ে গেলো। মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহ এভাবেই অসম্ভবকে সম্ভব করেন। সেখানেই খালাম্মার সালাম পৌঁছে ছিলাম।

এরকম আরো দুটি অবিশাস্য ঘটনা ঘটেছিলো। তৎকালীন ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের নেতা মতিউর রহমান আকন্দ ভাইয়ের সাথে মক্কা শরীফের খোলা চত্তরে একবার, মদীনা শরীফে আরেকবাঁর দেখা হলো। আর আমার কলেজের কলিক অধ্যাপক ফজলুল করিম এবং ঢাকা বারের নির্বাচিত সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম রেজা ভাইয়ের সাথেও আরাফাতের বিশাল ময়দানে দেখা হয়ে গেলো। আল্লাহ এভাবে লাখ লাখ হাজীদের মাঝেও পরিচিত মুখগুলো দেখালেন।

হজ্জের পূর্বে কাবা শরীফ ধোয়া হয়। ঘটনাচক্রে তারপর পরই আমরা তাওয়াফের জন্য বায়তুল্লাহ প্রবেশ করি। এমন সময় কোথা থেকে একটু মেঘ আসলো, বৃষ্টিও বয়ে গেলো। তাওয়াফরত অবস্থায় আল্লাহর রহমতের বৃষ্টিতে সিক্ত হওয়ার যে কি অনুভূতি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমি তো আর কবি নজরুল নই, নই ফররুখ । আল

www.pathagar.com

মাহমুদ বা সমকালীন আমার একান্ত প্রিয় কবি মতিউর রহমান মল্লিক। কবি নজরুল ইসলামের অনেক গানই আল্লাহর ঘরে বসে আবেগে গলায় ধরেছি। যে মানুষটি আল্লাহর ঘর জিয়ারতের সুযোগ পাননি, মদীনা মনোয়ারায় যাওয়ার যার ভাগ্য হয়নি, কি অসম্ভব মহব্বত, ভালোবাসা আর তীর্যক অনুভূতি থাকলে এ রকম গান লেখা যায়–

"আমি যদি আরব হতাম মদীনারই পথ
সেই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী হযরত
হাসান হোসেন হেসে হেসে
নাচতো আমার বলে এসে
চোখে আমার বইতো নদী পেয়ে সে নেয়ামত।"

মল্লিক ভাইয়ের অন্যান্য গানের মাঝে–

"আয়কে যাবি সঙ্গে আমার নবীর দেশে আয়
যেথা মরুর ধুলো মুক্ত হলো লেগে নবীর পায়।"

এসব গান বার বার অজান্তে কণ্ঠে এসেছে। দোয়া করেছি কবি নজরুল ইসলামের জন্য। আল্লাহ তার কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে দিন। প্রাণ ভরে দোয়া করেছি মল্লিক ভাইয়ের জন্য, আল্লাহ যেনো তাকে হজ্জে যাওয়ার তৌফিক দেন।

আল্লাহর ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও ছোয়াব। নামাজ আদায় করে মাঝে মাঝে বসে থাকতাম। প্রায়ই মন থেকে দোয়া আসতো আমার মরহুম আব্বার জন্য। তার মতো পরিস্কার সরল মনের মানুষ কমই হয়। শুধু আমার আব্বা বলে নয়, যারা আব্বাকে চিনেন তারাও একমত হবেন। আব্বার ছোট সময়ের বন্ধু অধ্যাপক গোলাম আযম, যাকে আমি সব সময় চাচা বলেই ডাকি, তার জন্য দোয়া করেছি অনেকবার। এমন একজন গুছালো, পরিচ্ছন্ন, ঈমানদার মানুষ যার সারাটা জীবনই চলে গেলো মিথ্যা আর অপবাদ শুনতে শুনতে। যারা এই মানুষটিকে না চিনে না জেনে কল্পনায় তার কুৎসিত চেহারাই কেবল এঁকেছেন, তাদের জন্য করুণা হয়। ভয়ও হয়। জানিনা আল্লাহ এই মিথ্যাবাদীদের সাথে কি আচরণ করবেন। জাতিগতভাবেও আমরা হতভাগা। এদেশের জন্য সত্যিকার যোগ্য নেতা থাকার পরও আমরা চিন্‌লাম না। এমনিই হয়। জানি না এর মাঝে আল্লাহর কি ইশারা আছে।

দেখতে দেখতে হজ্জের দিন চলে এলো। হজ্জের প্রথম দিন হাজীরা মিনায় উপস্থিত হন। আমরা সবাই গাড়ীতে চড়ে মিনার নির্দিষ্ট তাবুতে গিয়ে পৌছলাম। সব তাবুই একরকম। তাই তাবু থেকে বের হয়ে স্থানটাকে চিনার জন্য কতগুলো চিহ্নকে খেয়ালে রেখে দিলাম।

মিনায় একরাত অবস্থান করে পরের দিনই আরাফাতের ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু হলো। এসময় গাড়ী পেতে কষ্ট হয়। মোয়াল্লেমের গাড়ী ঠিকমতো পাওয়া যায় না। তারপরও কোনমতে গাড়ীতে বসার সুযোগ হলো। আরাফাতের বিস্তর ময়দানে এক এক মোয়াল্লামের জন্য এক এক জায়গা নির্ধারিত থাকে। সেমতে আমাদের নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে পৌছলাম। অসম্ভব গরম। তবে পানির সরবরাহ থাকে পর্যাপ্ত। সেখানে জোহর ও আসর নামাজ এক সাথে আদায় করলাম। আমাদের সাথে আমি আর আমরা ভায়রা ভাই

www.pathagar.com

ডা: কাসেম ফারুকী ছাড়া বাকী সবাইকে সব সময় খেয়াল রাখতে হতো। তাই পারতপক্ষে তাদের ছেড়ে থাকতাম না।

বিকেলে আম্মার অনুমতি নিয়ে আমাদের তাবুর পাশেই একটা বিশাল পাহাড় দেখে তাতে উঠতে শুরু করলাম। আমার মতো আরো কয়েকজন সেখানে উঠলো। পুরো আরাফাতের ময়দান দেখা যাচ্ছে। প্রাণ উজাড় করে দেখছি, চোখ শীতল হয়ে আসছে। বিকেল, তাই গরমের তীব্রতাও কম। মনে মনে ভাবছি, এই বিশাল ময়দানে সারা বিশ্ব থেকে মানুষ পাগলের মতো ছুটে আসছে কিসের টানে? শুধু আজ নয়, অতীতেও এসেছে, কেয়ামত পর্যন্ত আসবে। এ আল্লাহর কুদরত ছাড়া আর কিছুই নয়!

উন্নয়নশীল দেশগুলো পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য কতই না চেষ্টা করে। কত সুযোগ সুবিধা, অফার ইত্যাদি। তারপরও কাঙ্খিত ফল আসে না। কিন্তু এখানে ভিন্ন চিত্র। তেমন বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা নেই। খোলা প্রান্তর। তারপও বিশ্ব মুসলিমের এই মিলন মেলা আজ পশ্চিমা বিশ্বকেও ভাবিয়ে তুলেছে। খোদ আমেরিকার পেসিডেন্টকেও এই দিনে বাণী দিতে দেখা যায়।

হজ্জের নিয়ম অনুযায়ী আরাফাতের ময়দান থেকে মাগরিবের সাথে সাথেই মুজদালিফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়। সেখানে মাগরিব এবং এশার নামাজ একসাথেই আদায় করতে হয়। আরাফাতের ময়দান থেকে আর মোয়াল্লেমের গাড়ী পেলাম না। অনেক হাজী হেঁটেই রওনা দেন। আমাদের গ্রুপের পক্ষে তা সম্ভব ছিলো না। দুলাভাইয়ের উপস্থিত বুদ্ধিজ্ঞান বরাবরই ভালো। আমি ভাই বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। বড় বোনের বিয়ের সময় শুনেছি, ঘটক এসে আব্বাকে বলেছিলেন, "ছেলেটা টাইটেল পাশ, আবার এম.ও করেছে। তার চেয়ে বড় গুণ, যেখানেই যাক, সে পরিবেশকে নিজের মতো আয়ত্ত করে নিতে পারে।" দুলাভাইয়ের এই গুণ এখানেও চোখে পড়লো। কোথা থেকে এক পাকিস্তানী ড্রাইভারের সাথে ভাব হয়ে গেলো। সব হাজীরাই গাড়ী ভাড়া করতে চাচ্ছেন। কিন্তু পাকিস্তানী ঐ ভদ্রলোক আমাদেরকে নিতেই মনস্থির করে ফেল্লেন। ঐ গাড়ীটা না পেলে সেদিন সত্যিই দারুণ সমস্যা হয়ে যেতো। গাড়ীতে করে মুজদালিফার একটা খোলা চত্তরে চলে এসে নামাজ আদায় করে নিলাম মাগরিব ও এশা। গাড়ীর পাশেই চাদর বিছিয়ে রাত্রি যাপন করলাম। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বিস্তৃত প্রান্তর, লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ খোলা আকাশের নীচে রাত যাপন করছেন। শুধু আজ কেন, মানব ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারবে না, এখানে কোন অঘটন হয়েছে। উন্নত সভ্যতার দাবীদাররা যখন তাদের জনগণের নূন্যতম নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, তখন ইসলামের ছায়াতলে আবার চলে আসার যুক্তিই প্রমাণিত হয়। আজ তাই আমেরিকাতেও লক্ষ করা যায়, প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হচ্ছেন। মস্‌জিদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সকালে ফজরের নামাজ আদায় করে ঐ গাড়ীতে করেই আবার মিনাতে ফিরে আসি। গাড়ীটা থাকায় এখানেও রক্ষা। কেননা মুজদালিফা থেকে মিনাতে আসার জন্য গাড়ী ঠিকমত পাওয়া কঠিন। এরপর মিনায় অবস্থান করে জামরায় পাথর মারার কাজ ৩ দিন ধরে করলাম। ১ম দিন তাবুতে বসেই শুনলাম প্রচণ্ড ভিড় হচ্ছে পাথর মারার জায়গায়।

www.pathagar.com

তাই সকালে না গিয়ে দুপুরের পর পাথর মারার জন্য রওনা হলাম। আমাদের পৌঁছার কিছুক্ষণ আগেই সেখানে ভিড়ের চাপে কয়েকজন হাজী মারা যান। পাথর মারার প্রবেশ মুখটাতেই এই ঘটনা ঘটে। আমরা কিছুটা অপেক্ষা করে সুযোগ মতো ঢুকে যাই। এক দিক থেকে পাথর মেরে অন্য দিকে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পথ।

হাজীরা শয়তানকে পাথর মারছে। কেউবা জুতা স্যাণ্ডেল যাই হাতে পায় ছুঁড়ে মারছে, যদিও কংকর মারারই নিয়ম। অসম্ভব ভীড় হয়। আম্মা, দুলাভাই, খালু তাদের পক্ষ থেকে আমিই পাথর মারি। ফলে ভিড়ের মাঝে বেশীক্ষণ থাকতে হয়েছে প্রয়োজনে। বড় আপাও ছিলেন আমার সাথে। পাথর মেরে ফিরে আসার পথে বললেন- খারাপ লাগছে। সাথে সাথে পাশে ছায়ার মধ্যে সুবিধাজনক একস্থানে বসে পড়লাম। ঠাণ্ডা পানি এনে দিলাম। আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলেন। বড় আপাকে সেই ছোট সময় থেকেই অসম্ভব ধৈর্য্যশীলা ও কষ্টসহিষ্ণু দেখেছি। তাই তার খারাপ লাগার বিষয়টি গুরুতর ছিলো বলেই মনে করেছিলাম। সুস্থ হয়ে ওঠায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

দ্বিতীয় দিনও পাথর মেরে শেষ করে ফিরতেই সামনে পড়লো এক দম্পতি যারা তাদের সন্তানকে ট্রলিতে করে নিয়ে হজ্জ করছেন। বাচ্চার বয়স ৬ মাসের বেশী হবে না।

আমার ভায়রা ভাই ডা: কাসেম ফারুকী রাশিয়ায় লেখাপড়া করেছেন। দূর থেকে এই দম্পতিকে দেখে বললেন, ওরা রাশিয়ান হবে। কাছে গিয়ে তিনি রুশ ভাষায় কথা বলা শুরু করলে তারাও প্রাণ খুলে আলাপে যুক্ত হয়ে গেলো। শত চেষ্টা করেও জনগণকে কমিউনিষ্টরা যে ইসলাম থেকে দূরে রাখতে পারেনি তার প্রমাণ আরেকবার পেলাম। তাদের ঈমানী চেতনা আমাকে অভিভূত করলো। এরকম অনেক পরিবারকেই শিশুদের নিয়ে হজ্জে যেতে দেখেছি। তখন আমার সামনে আমার ছেলে মাহসিনের ছবি ভেসে ওঠতো। ওর বয়স ৩ বৎসর। হজ্জে নিয়ে গেলে সমস্যা হবে ভেবে ওর নানা নানুর কাছে রেখে গিয়েছিলাম। শুনেছি টিভি-তে আজান হতে দেখলেই ও বলে উঠতো, আব্বু, আব্বু ওখানে। কিন্তু কাঁদেনি। আল্লাহ এভাবেই সহায়তা করেন।

তাবুতে ফিরে গিয়ে পত্রিকা হাতে নিলাম। আরবী ভাষা বুঝি না, তাই ইংরেজী পত্রিকাই ছিলো একমাত্র ভরসা। মিনাতে ১০ জন পকেটমারের ছবি পত্রিকার প্রথম পাতাতে স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বাংলাদেশের। খুবই লজ্জা হলো। জাতি হিসেবে বিশ্বের কাছে কত ছোট হয়ে যাই আমরা! একটা জাতিকে নৈতিকভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা না করার ফলই এটা।

তৃতীয় দিনও জামরায় পাথর মারলাম। অনেকের পাথর একাই মারায় বেশী সময়ের জন্য ভিড়ের মাঝে থাকতে গিয়ে ঘটে গেলো দূর্ঘটনা। ছোট সময় নদীর তীরে, খালের দুপারে বন্ধুরা দুভাগ হয়ে কাদা মারামারি খেলতাম। সেখান থেকে শিখেছিলাম প্রতিপক্ষের ছোড়া জিনিষ থেকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়। চোখটা উপরে রেখে নিক্ষিপ্ত জিনিস থেকে একটু আধটু সরলেই তা আর গায়ে লাগার ঝুঁকি থাকে না। জামারায়ও সে প্র্যাক্টিস করেছি। প্রথম দুই দিন নিক্ষিপ্ত ইট-পাথরসহ অন্যান্য দ্রব্যের আঘাত থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। কিন্তু এদিন তা আর সম্ভব হলো না। কোত্থেকে এক পাথর এসে ঠিক বাম চশমার মাঝে গিয়ে লাগলো, গ্লাস ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

আল্লাহর মেহেরবানীতে চোখটা আমার অক্ষত ছিলো। আরেকবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

মিনায় ৩ দিন থাকার পর আমরা আবার মক্কায় ফিরে এলাম। হজ্জের ফরজ আদায় হয়ে গেলো। তারপরও হাজীদের কেউ আগে কেউ পরে মদীনায় যান। আমরা হজ্জ শেষ করে মদীনায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত পূর্বেই নিয়েছিলাম। মদীনায় যাওয়ার জন্য মোয়াল্লেম অফিস থেকে আমাদের দিনক্ষণ বলে দেয়া হলো। মাঝে ৩ দিন সময় পাওয়া গেলো। আম্মা, দুলাভাই, খালাম্মা-খালুকে এরইমধ্যে একদিন সকালে এসে মেঝো বোন জেদ্দায় তার বাসায় নিয়ে গেলেন।

আমি আর আমার স্ত্রী সে সময় বাইরে ছিলাম। হোটেলে এসে দেখি আপা ঠিকানা দিয়েছেন গাড়ীতে কোরে সোজা জেদ্দার 'বাবে মক্কা'য় চলে আসবে। এসে বাসায় ফোন করলে তোমাদের নিয়ে আসবো। সেমতে আমরা গাড়ীতে চড়লাম। মরুভূমি দিয়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে চল্ছে গাড়ী। পথে মাগরিব ওয়াক্তে গাড়ী মরুভূমিতে থামলো। সেখানে বালুর উপর জামায়াতে নামাজ আদায়ের সময় ভিন্ন অনুভূতি বয়ে গেলো। কয়েক মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই। নেই শব্দ ও কোলাহল। নিস্তব্ধতার মাঝে আল্লাহকে বেশী স্মরণ হলো। বাবে মক্কায় পৌঁছে ফোন করার কিছুক্ষণ পরই দুলাভাই আমাদের নিতে গাড়ী নিয়ে চলে এলেন। বাসায় পৌঁছে প্রকৃতঅর্থেই সবাইকে পেয়ে খুব ভালো লেগেছিলো। বোনের আদর যত্ন আর মামাদের হৃদ্যতায় সময়গুলো ভালোই কেটেছে।

জেদ্দাটা এ সময় ঘুরে ঘুরে দেখেছি। খুবই চমৎকার গুছানো শহর। আমরা সমুদ্র সৈকতে চলে গেলাম। সমুদ্রের উপর এক মস্জিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। এক এক মস্জিদের পরিবেশ এক এক ধরনের। সত্যিই প্রাণ ভরে ইবাদত করার জন্য যথেষ্ট। জেদ্দায় থাকার আগে মেঝো বোন লণ্ডনে ছিলো। আমার ভাগ্নী লুবাবা। স্কুলছাত্রী, ছোট মানুষ। জেদ্দায় এসে দেশে তার নানুকে চিঠি লিখেছিল- "নানু জেদ্দা খুব সুন্দর শহর, মার্কেটগুলো লণ্ডনের মতোই। তবে মেয়েরা খারাপ ভাবে চলে না।" ছোট মানুষটির এই অনুভূতির বাস্তব চিত্র নিজের চোখে দেখে খুবই ভালো লেগেছে। মার্কেট ভর্তি মানুষ। সব মহিলারা পর্দা করে চল্ছে। নামাজের সময় হলেই দোকানের বাইরে জামায়াত হচ্ছে। কোন চুরি নেই, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা আছে। আমাদের দেশের সাথে তুলনা করলে সত্যিই দুঃখ হয়। দেখতে দেখতে তিনদিন চলে গেলো। হজ্জের কষ্টের ধকল সওয়ার জন্য এই বিশ্রামটা খুবই জরুরী ছিলো।

আমরা আবার মক্কায় ফিরে গেলাম। সেখান থেকে মদীনায় যাওয়ার জন্য নির্ধারিত গাড়ীতে উঠলাম। মদীনায় যাওয়ার পথে রাস্তায় গাড়ী একস্থানে থামলো, হালকা চা নাস্তা খেয়ে নিলাম। জায়গাটা রাতের বেলায় আরিচা ঘাটের মতোই লাগলো। বেঞ্চে বসে যে যার মতো কথা বলছে, চা খাচ্ছে। অনেকটা দেশী পরিবেশের মতো। মদীনায় পৌঁছতে পৌঁছতে দিন হয়ে গেলো।

মদীনা শরীফের বিশাল মিনার দূর থেকেই চোখে পড়ে। আরেক অনুভূতি আমাকে শিহরিত করলো। মস্জিদে নববীর কাছেই আমাদের থাকার হোটেল ছিলো। হেঁটেই নামাজ আদায় করতাম। বিশাল আয়তন নিয়ে মস্জিদে নব্বী। মূল মস্জিদ ছোট। তার

www.pathagar.com

আকার ডিজাইন অক্ষত রেখে সীমানা সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

প্রথমেই নবীর রওজা মোবারক জিয়ারতের আকাঙ্খা হলো। লাইন দিয়ে আস্তে আস্তে তার রওজার সামনে আসার পর অন্য সবার মতো চোখ অশ্রুতে ভরে গেলো। এখানেই শুয়ে আছেন আমার নবী। যাকে পৃথিবীর শত শত কোটি মানুষ স্মরণ করে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বন্ধু আমার রাসূল এখানে শুয়ে আছেন। "বাংলাদেশের প্রান্ত হতে সালাম জানাই হে রাসূল" এই গান কতো গেয়েছি। আজ আল্লাহর মেহেরবানীতে সুদূর বাংলাদেশ থেকে নয়, একবারে তার কবরের পাশে এসে সালাম জানাতে পারছি। নিজেকে বড় সৌভাগ্যবান মনে হয়েছে।

রওজা মোবারক থেকে বের হলেই প্রশস্ত প্রান্তর, তার পাশেই জান্নাতুল বাকী। রাসূল (সা.)-এর সাহাবীরা এখানে শায়িত আছেন। আমাদের দেশের মাজারগুলোর মতো নয়। সবগুলো কবরই সমতল ভূমির সাথে মিশে আছে। এক সময় যারা দুনিয়ার অর্ধেক শাসন করেছে তারা আজ নির্জীব। কবরগুলোতে কোন শান-শওকত নেই। আমাদের দেশে কবর পুজার যে প্রবণতা তা সেখানে নেই। জান্নাতুল বাকীতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত আলেমরা সবসময় শিরক থেকে, কবর পুজা থেকে মুক্ত থাকার জন্য সবাইকে বুঝিয়ে থাকেন।

মস্জিদে নব্বীতে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি মদীনার উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে। আল্লহর নবীর জন্মস্থান মক্কা হাওয়ার পরও হিজরতের জন্য মদীনাকে বেছে নেয়ার কারণ কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছি। মদীনার লোকেরা অত্যন্ত নরম দীলের। সম্ভবত সে কারণেই তারা রাসূল (সা.)-এর দূর্দিনে তাকে সহযোগিতা করেছিলো। আর আল্লাহর ইচ্ছায় রাসূলের (সা.) ইন্তেকালও এখানে হয়েছে, আর রওজা মোবারকও এখানে। এদিক থেকে মদীনাবাসী সত্যই পরম সৌভাগ্যবান।

দেখতে দেখতে দিনগুলো শেষ হয়ে আসছে। আমার আশ্চর্য লেগেছে আমার স্ত্রীর মানসিক অবস্থা দেখে। এমনিতেই সে সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত মায়াশীল। কিন্তু ৩ বছরের ছোট্ট মাহসিনকে দেশে রেখে আসায় পুরো হজ্জের মওসুমে একবারও তার মন বিচলিত হয়নি। আল্লাহ এভাবেই সাহায্য করেন। ফিরে আসার ঠিক দুইদিন আগে বললো, বাচ্চার জন্য মনটা টানছে।

হজ্জের পর মদীনা মনোয়ারা থেকে হাজীদের সরাসরি জেদ্দা চলে আসতে হয়। শেষবারের মতো দুরাকাত নামাজ আদায় করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাত তুলে বললাম, "হে আল্লাহ, তুমি আবারও এখানে এনো।"

দ্রুতগতিতে গাড়ী চল্ছে জেদ্দা অভিমুখে। নির্দিষ্ট সময়ে এয়ারপোর্টে চলে এলাম। পূর্বের মতো এবারও যে সময় লাগবে তা আগে থেকেই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। গাড়ী থেকে নামার সময় পার্সপোর্ট ফিরত দেয়া হলো। যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সারতে সাত-আট ঘন্টা লেগে গেলো। আমার অসুস্থ দুলাভাই, যার এসি রুমেও ঘুম হয় না, অল্প আওয়াজেই ঘুম ভেঙে যায়, সাধারণ বেঞ্চের উপর বিশাল প্রশান্তির ঘুম দেখে মনে হলো আল্লাহ্ সবই পারেন।

আমরা নির্ধারিত গেইট দিয়ে বিমানে ওঠার জন্য গাড়ীতে বসলাম। গাড়ী চলে গেলো

www.pathagar.com

বিমানের কাছে। নির্ধারিত ছিট নেই। যে যার মতো বসছে। আমি আর আমার স্ত্রী পিছনেই বসলাম। একটা চোখ বুলালাম পুরো বিমানের যাত্রীদের উপর। শতকরা ৯৫ ভাগ হাজীই বয়স্ক দূর্বল অথচ অন্যান্য দেশের হাজীদের এরকম দেখা যায় না। একজন বয়স্ক ইন্দোনেশিয়ান হাজীকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'এটা কি আপনার প্রথম হজ্জ?' জবাবে বললেন, 'না, আরো চার বার করেছি।' তার অর্থ হজ্জ করে করেই তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। এবাদতগুলোর মধ্যে হজ্জ হচ্ছে সবচেয়ে পরিশ্রমের। এটা অবশ্যই সামর্থ থাকলে যৌবনে করা উচিত। আরেকটি বিষয় চোখে পড়লো। যাত্রীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত্ব নিম্ন মধ্যবিত্ত্ব গ্রামের জনগোষ্ঠী। তার অর্থ পরিস্কার, নগর জীবনের স্বচ্ছলদের হজ্জে যাওয়ার সংখ্যা নিতান্তই কম। যা সত্যিই দু:খজনক। মনে রাখবেন, আজকে আপনি সুস্থ, কালকে না-ও থাকতে পারেন। তাই আজই হজ্জ করুন। আজকে ব্যস্ত, কালকে ব্যস্ততা আরও বাড়তে পারে, তাই এখনই সিদ্ধান্ত নিন। আর অবহেলা নয়। জীবনের জন্য আপনার বর্তমান সময়টাই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্য এখুনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া একান্তই জরুরী।

বিমান এসে নামলো জিয়া বিমান বন্দরে। সেখান থেকে বাসায় চলে এসে অনেকগুলো দিনই মক্কা-মদীনার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন থেকেছি। হজ্জে যাওয়ার আগে শুনেছি আল্লাহর ঘরে সব দোয়া কবুল হয়। আমি অন্ততপক্ষে আমার জীবনে তা বিশেষভাবে অনুভব করেছি। আল্লাহ মনের অনেকগুলো আকাংখাই কবুল করেছেন। আমার প্রিয়জনদের আমি প্রায়ই বলি, ধরুন ব্যবসা করতে চান। নিশ্চয়ই পুঁজি লাগবে। আমরা কষ্ট করে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে ২-৫ লাখ টাকা জোগাড় করে ফেলি। বিনিয়োগ করি অজানা সাফল্যের প্রত্যাশায়। আপনার সুযোগ থাকলে এই বিনিয়োগের প্রথম পছন্দ যদি 'হজ্জ'টাকে করে ফেল্তে পারেন তাহলে দেখবেন সব কিছুতেই সফলতা আর প্রশান্তি। হজ্জে না গিয়ে তা আদৌ অনুভব করা সম্ভব নয়। আল্লাহ সবাইকে তার ঘর জিয়ারত ও হজ্জ পালনের তৌফিক দান করুন, আমীন।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ

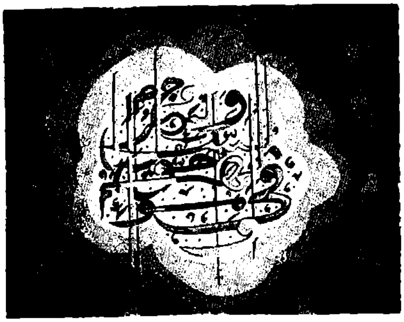

www.pathagar.com

আলোর রাসূলের (সা.) আলোর ঝলক

ইকবাল কবীর মোহন

তিনি মহানবী (সা.)। সবার সেরা নবী। সকল যুগের সেরা নবী। সর্বশেষ নবী তিনি। আবদুল্লাহর পুত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যাকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়ার কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না। এ দুনিয়া শোভায় সৌন্দর্যে কুসুমিত হতো না। সেই নবীর উম্মত আমরা। শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত। 'উখরি যাতলিন নাস।' মহানবীর আদর্শও ছিল তেমনি শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁর জীবনই ছিল উত্তম আদর্শের নমুনা। ব্যক্তিগত, সমাজ, রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মহত্তম আদর্শের মডেল। তাঁর জীবনাচরণ ছিল সুষমা আর সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। দয়া-মায়া, ভ্রাতৃত্ব-ভালবাসা, ক্ষমা-করুণা, ধৈর্য-সাহস, সততা-ন্যায়নিষ্ঠা সকল ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর নেয়ামতপূর্ণ এক মহামানব। তাইতো তখনকার দিনে তাঁর শত্রুরাও ছিল তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত। তারাই তাকে ডাকত আল-আমিন বা বিশ্বাসী বলে। আজকের যুগের বিধর্মী কাফের গবেষক চিন্তাবিদরাও তাকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বলে বিবেচনা করে, মান্য করে। তাঁরই জীবনের দু'চারটা অপূর্ব ঘটনার উল্লেখ করছি এখানে। সুমামা নামীয় এক ইয়ামামার সর্দার মুসলমান হলেন। এতে মক্কার কুরাইশরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হলো। তারা সুমামাকে মক্কায় খুব অপদস্থ করলো, মারধোর করলো। সুমামা খুবই ব্যথিত হলেন কুরাইশদের আচরণে।

খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার ইয়ামামা। সুমামা তার দেশে ফিরে গেলেন। গোত্রের সকলকে তার অপমানের কথা জানালেন। তারা ঠিক করলো তারা মক্কায় কোন খাদ্যশস্য পাঠাবেন না। তাই করা হল। এতে খাদ্যের অভাব পড়ে গেল মক্কায়। তারা বিচলিত হয়ে পড়লো। তাই সবাই সুমামার নিকট মাফ চাইতে ছুটে গেল ইয়ামামায়। সুমামার নিকট তারা ক্ষমা চাইলো, খাদ্য সরবরাহের অনুরোধ জানালো। তিনি বিনয়ের সাথে বললেন, বিষয়টি নবীজির কাছে গিয়ে সুরাহা করতে হবে। তিনি অনুমতি দিলেই কেবল মক্কায় খাদ্য সরবরাহ করা হবে।

কুরাইশদের মাথায় এবার বাজ পড়লো। তাদের প্রধান শত্রু, বাবা উজ্জায় দুশমন, বাবা

www.pathagar.com

হোবলের দুশমন মুহাম্মদের নিকট যেতে হবে! কিন্তু কিছুই করার ছিল না তাদের। তারা যে নিরূপায়। না খেয়ে মারা যাবে গোষ্ঠী শুদ্ধ। অগত্যা তারা মদীনায় ছুটল। তাদের মনে ভয়, মুহাম্মদ যে কঠোর ও নির্মম মানুষ! সে কি রাজী হবে? এভাবে তারা মদীনায় গিয়ে পৌঁছল।

কুরাইশদের দুঃখের কথা শুনে নবীজীর মন বিচলিত হলো। তখনই তিনি সুমামাকে খবর পাঠালেন অবরোধ তুলে নিতে। তিনি বললেন, একজন মুসলমান ক্ষুধাতুরের খাবার কেড়ে নেয় না, ক্ষুধার্তকে খাওয়ায়। কুরাইশরা অবাক হলো, বিস্মিত হলো হৃদয়বান মুহাম্মদের মহত্ব দেখে।

এক যুদ্ধে জয়লাভ করে সসৈন্যে মদীনায় পা রাখলেন নবী মুহাম্মদ (সা.)। মদিনায় আজ আনন্দের উতরোল। মুসলমানদের চোখে মুখে খুশির ঝিলিক। কিন্তু নবীজির মুখে হাসি নেই, মনে তেমন উত্তাপ-উচ্ছ্বাস নেই।

মদীনায় এসেই তিনি প্রথম গেলেন মসজিদে নববীতে। কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহকে যুদ্ধ জয়ের জন্য ধন্যবাদ জানালেন। তারপর নামায শেষে সাহাবীদের সাথে জরুরী আলোচনায় বসলেন। খুশীর কোন আমেজই ছিল না তাতে।

এদিকে নবী স্ত্রী আয়েশার (রা.) মুখ জুড়ে উল্লাস। তাঁর স্বামী বিজয়ের বেশে ফিরছেন। স্বামীকে অভিনন্দন জানাতে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তার পর্ণ কুটিরে আজ আনন্দের ধারা বইছে যেন। খেজুর পাতার ছাউনী, যার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো দেখা যায়, বৃষ্টি হলে পানি পড়ে, সেই কুটিরকে আয়েশা আজ সাজালেন সুন্দর করে। ছাদে সুন্দর একটা সামিয়ানা টানিয়ে দিলেন। দেয়ালগুলি ঢেকে দিলেন রঙিন কাপড় দিয়ে। তাতেই ঘরটা ঝকঝক করছে। ভাবলেন, রাসূল (সা.) এসে এসব দেখে আনন্দিত হবেন। তার মনে খেলে যাবে আনন্দের ঢেউ।

এক সময় নবীজি ঘরে এসে ঢুকলেন। আয়েশা (রা.) রাসূলের মুখের দিকে তাকালেন। কিন্তু একি! ভীষণ গম্ভীর তার মুখায়বব। আয়েশা বুঝতে পারলেন, নবীজি খুশি হননি। আয়েশার দিকে তাকিয়ে রাসূল (সা.) বললেন, 'দেখা আয়েশা, ইট পাথরকে পোশাক পরানোর জন্য আল্লাহ আমাদেরকে দৌলত দেননি।' আত্মসংযমের কি মহৎ নমুনাই ছিল নবীজির!

মক্কার কাবা ঘরের মেরামতের কাজ চলছিল। সবাই কাজ করছে। কেউ পাথর আনছে। কেউ পানি তুলছে। কেউবা কাঠ ফাড়াই করছে। বালক মুহাম্মদের মনও তার থেকে দূরে থাকতে চাইল না। তিনিও পাথর টেনে আনছিলেন। বড় পাথর। বইতে পারছিলেন না। কাঁধে পাথর ধসে যাবার উপক্রম। অসম্ভব ভারে পাথরটা এক সময় মাটিতে পড়ে গেল। তিনি ঘর্মাক্ত ও রক্তাক্ত হয়ে গেলেন।

সবাই ছোট্ট বালকের প্রতি সমবেদনা দেখাল। তারা তাকে নিষেধ করলো পাথর টানতে। তিনি শুনলেন না কিছুই। তার পরণে কাপড়। সারা গা শূন্য। কেউ কেউ বললো, পরণের

www.pathagar.com

কাপড়টা খুলে কাঁধে ভাজ করে দিয়ে প্রয়োজনে পাথর টানতে। তখন বালক-বালিকা, পুরুষ-মহিলাদের উলঙ্গ হওয়া কোন ব্যাপার ছিল না। যবুক-যবুতীরা উলঙ্গ হয়ে কাবাগৃহ তওয়াফও করতো।

একজন এসে মুহাম্মদের পরণের কাপড় টান দিয়ে খুলে ফেলতে চাইল। বালক মুহাম্মদ তো বিস্মিত! মুহূর্তেই তিনি জ্ঞান হারালেন লজ্জায়। লুটিয়ে পড়লেন বালির উপর। সবাই এ অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে পড়লো। তারা ঘাবড়ে গেল। কি অপূর্ব লজ্জাবোধ ছিল এই মহামানবের, শিশু বয়সেও তার মধ্যে লজ্জাজ্ঞান ছিল কতই না গভীর।

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। মাখযুম গোত্রের এক মহিলার ঘটনা। কুরাইশদের একটি শাখা বনী মখযুম গোত্র। বড় সম্মানিত গোত্র। অন্য গোত্রের বিচার সালিশী করে এই গোত্র। কিন্তু এখন চুরির ঘটনায় মহিলার হাতকাটা হবার ব্যবস্থা। ইসলামী আইনে এর কোন ব্যতিক্রম নেই। মানী গোত্র, সম্ভ্রান্ত ঘর। আর এই গোত্রের মহিলার হাতকাটার উপক্রম! কি যে লজ্জা ও বেইজ্জতির ব্যাপার! বিষয়টি গোত্রের সবার মনকে পীড়িত ও অপমানিত করলো। তারা নজীবিকে বুঝাবার এবং নরম করার একটা পথ বের করার চিন্তা করল। এ জন্য তারা বেছে নিল ওসামাকে।

রাসূলুল্লাহর পালিত পুত্র মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদের পুত্র ওসামা। নবীজির বড় আদরের। এই ওসামাকেই আপন উটের উপর বসিয়ে নিয়ে মক্কা বিজয়ের দিন শহরে প্রবেশ করেছিলেন রাসূলুল্লাহ। ওসামাকে এত ভালবাসেন নবীজি। সেই উসামা মহিলাকে নিয়ে হাজির হলেন রাসূলুল্লাহর নিকট। মখযুমের লোকেরাও রয়েছে তার পেছনে।

নবীজি ওসামাকে দেখে তার কথা শুনতে চাইলেন। বড় নম্র ও বিনীতভাবে তিনি নবীজিকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মখযুম গোত্রের কথা বিবেচনা করে তাকে যদি ক্ষমা করেন!

নবীজি ওসামার কথা শুনে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর ওসামাকে বললেন, 'ওসামা! আল্লাহ যে শাস্তি স্থির করে দিয়েছেন, তুমি কি আমাকে তার ব্যতিক্রম করতে বলছো?' ওসামা কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে বিনীতিভাবে ক্ষমা চাইল নবীর (সা.) নিকট। নবীজি বললেন, 'তোমরা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ, বিচারে নিরপেক্ষতার অভাবে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। বড় লোকেরা অন্যায় করলে নামমাত্র বিচারে তারা ছাড়া পেয়ে যেত আর একই অপরাধে গরীবদের উপর নেমে আসত কঠোর সাজা। কেবল এ কারণেই বনি ইসরাইল জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।'

নবীজীর কথা শুনে সবাই নীরব। বনু মখযুম গোত্রের লোকেরাও নীরব। নীরবতা ভেঙ্গে নবীজী বললেন, তোমরা জেনে রাখ, 'যার হাতে আমার জীবন সেই আল্লাহর কসম! আজ যদি আমার কন্যা ফাতেমাও এই অপরাধে লিপ্ত হতো সেও আল্লাহর নির্ধারিত সাজা থেকে রেহাই পেত না। আমি অবশ্যই তার হাত কাটতাম।' ন্যায় বিচারের কি পড়াকাষ্ঠাই না ছিল নবী মুহাম্মদের (সা.)।

www.pathagar.com

বনু হানিফা গোত্র। দুর্ধর্ষ এক কুচক্রী গোত্র। বহু অপরাধের ধারক বাহক এই গোত্রের লোকেরা। মুসাইলামার মত মিথ্যুক নবীর জন্ম এই গোত্রে। এই গোত্রেরই এক প্রচণ্ড বিদ্বেষী ও খুনী সর্দার সুমামা ইবনুল আদাল। বহু খুনে তার হাত রঞ্জিত হয়েছে। অসংখ্য মুসলমানের সর্বনাশ হয়েছে তার হাতে। এবার সে বন্দী। তাই সবাই তার কতলের জন্য দাবী তুলল। ইসলামের এই বড় দুশমনের একমাত্র শাস্তি হলো কতল।

বন্দীকে হাজির করা হলো নবীজির কাছে। তিনি বন্দীর দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি কিছু বলার আছে?'

বন্দী বললো, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে ইসলামের একজন বড় দুশমন, অপরাধী এবং হত্যাকারীকেই কতল করবেন। আর যদি দয়া করেন তাহলে একজন সত্যিকার কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আর তা না করে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলে বলুন কত মুক্তিপণ দিতে হবে?

সুমামার কথা শুনে রাসূল (সা.) চুপ থাকলেন এবং কিছু না বলেই উঠে চলে গেলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনও একই প্রশ্ন করলে সুমামা নবীজীকে একই উত্তর দিলো। এ দিনও নবীজী কোন কথাই আর বললেন না। সুমামা জানতো মৃত্যুই হবে তার শাস্তি। এ জন্য সে প্রস্তুতও ছিল।

একদিন অকস্মাৎ নবী (সা.) একজন সাহাবীকে সুমামার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিতে বললেন। সাহাবী তাই করলো। নবীজির কান্ড দেখে বিস্মিত হলো সুমামা। এটা যে কল্পনাও করা যায় না! মুক্ত হয়ে সে চলে গেল নীরবে। সাহাবারা ভাবলেন সুমামা আবার গোত্রের লোকদের নিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নেবে। কিন্তু না, একটু পরেই সে ফিরে এলো নবীজির নিকট। মদিনার উপকণ্ঠে একটা কূপ থেকে গোসল সেরে এসেছেন। এসেই নবীজিকে বিনীতভাবে বললেন, 'সত্য ধর্মের শিক্ষা দিন আমাকে।' নবীজী তাকে ভাবতে বললেন। কিন্তু সুমামা বললেন, 'না, এখনই আমি সত্য ধর্মে ফিরে আসতে চাই।' তিনি আবেগভরা কণ্ঠে জানালেন, 'এ শহর ছিল আমার কাছে ঘৃণ্য আর আজ তা সবচেয়ে প্রিয়। কিছু পূর্বেও এ ধর্ম ছিল আমার ধারনায় জঘন্য, আর এখন সবচেয়ে উত্তম। আর আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় মানুষ আমার আর কেউ নেই।' একথা বলেই সুমামা ইবনুল আদাল নবীর (সা.) পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। ক্ষমার মহিমায় রাসূলুল্লাহ মানুষকে এভাবেই আপন করে নিলেন, আকৃষ্ট করলেন আল্লাহর দ্বীন ইসলামে। নবীর (সা.) জীবনের প্রতিটি ঘটনায় তিনি যে উত্তম আচরণ, আদর্শ পেশ করেছেন তারই কারণে ইসলাম হয়েছিল বিজয়ী। দুনিয়া জুড়ে ইসলাম মানুষের মুক্তির দিশা হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজও এই মহান আদর্শ ফুরিয়ে যায়নি। আমরা মুসলমানরা সেই উত্তম আদর্শ থেকে বিচ্যুত বলেই আমাদের আজকের দুর্দশা। আলোর রাসূলের আলোর ঝলকে উদ্ভাসিত হতে পারলেই আমাদের এ দুর্দশা ঘুচবে।

www.pathagar.com

সুদের বিরুদ্ধে মহানবীর সংগ্রাম

মুহাম্মদ নূরুল হুদা

বিংশ শতকের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বাংলাদেশে ঢাকা জেলার দোহার থানার খাড়াকান্দা গ্রামে যেন ফিরে আসে সেই সুদখোর ইহুদী মহাজন শাইলকের প্রেতাত্মা। ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় ঋণদাতা কর্মকর্তা কর্মচারীদের জঘন্য আচরণ, নির্যাতন এমন কি পরিধেয় বস্ত্র খুলে নেয়ার হুমকি সহ্য করার ক্ষমতা ছিলো না ভ্যান চালক শেখ ওয়াজুদ্দিনের অভাবগ্রস্ত পরিবারের বড় সন্তান ২৮ বছরের যুবতী রাবেয়ার। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের চাপের মুখেই রাবেয়া (২৮) গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। ব্যাংকের সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করার কোনো সামর্থ ছিলো না তার। চেষ্টা তদবির করেও সে জোটাতে পারেনি কিস্তির টাকা। অথচ কিস্তি ছাড়া কেন্দ্রে গেলে রাবেয়াকে আটক রাখা হবে, খুলে নেয়া হবে পরণের কাপড় চোপড়। কর্মকর্তার এমন হুমকি ধামকির মুখে সম্ভ্রম রক্ষার্থে রাবেয়া আত্মহননের পথ বেছে নেয়। নির্মম এ ঘটনা ঘটে ঢাকার দোহার থানাধীন খাড়াকান্দা গ্রামে ব্যাংক কর্মকর্তাদের হাতে। অন্যথায় কারো নিস্তার নেই, ব্যাংক কর্মকর্তারা সাইকেল, মোটর সাইকেলে বাড়ি বাড়ি আসে ঋণ আদায়ের জন্য। তারা ঋণ শোধের জন্য সদস্যদের চাপ দেয়, ভয়ভীতি দেখায়। গালাগাল দেয় অশ্লীল ভাষায়। রীতিমতো জমিদারী শোষণ থেকে রেহাই পেতে চায় দোহারের লোকজন। তাদের চাপে রাবেয়া খাতুনের করুণ মৃত্যু ঘটার পরও তারা দমে যায়নি। ঋণ পরিশোধ ছাড়া ব্যাংক কর্মকর্তারা রাবেয়ার লাশটি পর্যন্ত দাফন করতে দিচ্ছিলো না। বাঁধা দিয়ে বলেছিলো, আগে ঋণের টাকা পরিশোধ, পরে লাশ যাবে কবরে। আত্মহত্যা করেও ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি জনম দুখী রাবেয়া। আজো তার নিঃস্ব পিতা ভ্যান চালক ওয়াজুদ্দিন ঋণের ঘানি টানছেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। নিয়মিত পরিশোধ করছেন গ্রামীণ ব্যাংক থেকে নেয়া রাবেয়ার ঋণের কিস্তি।

এভাবেই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সামন্ত প্রথার প্রবর্তন হিসেবে নিষ্ঠুর সুদখোর মহাজন শাইলকের প্রেতাত্মাকে ফিরিয়ে এনেছে গ্রামীণ ব্যাংক। নিজের জীবনের বিনিময়ে উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ সর্বোপরি সমাজের বিত্তহীন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের কথা

www.pathagar.com

বলে গ্রামীণ ব্যাংক আদতে যে একটি শোষণবাদী, মানবতাবোধ শূন্য জঘন্য বেনিয়াবৃত্তি পরিচালনা করছে তারই এক উদাহরণ হয়ে উঠেছে খাড়াকান্দা গ্রামের রাবেয়া।

গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা ও আশাসহ এনজিওরা দোহার গ্রামসহ অন্যান্য স্থানে রীতিমতো জমিদারী শোষণ প্রথা চালু করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক যেমন রাবেয়ার দৈহিক মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠেছিলো তেমনি ঋণের টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত লাশ কবরে যাবে না বলে মানবতাবোধের টুটি চেপে ধরার কারণও হয়ে উঠে। দারিদ্র আর ক্ষুধা পীড়িত এই দেশে ব্যতিক্রম ধারার উন্নয়ন মডেলের প্রবর্তন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনসহ বিশ্বের অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির বন্ধু এবং উচ্চ শিক্ষিত সংবেদনশীল ব্যক্তি হিসেবে ড. ইউনুস শাইলক প্রেতাত্মার ঘটনায় লজ্জিত হবেন কিনা তা খাড়াকান্দা গ্রামের মানুষেরা জানেনা। তবে সুদ প্রবর্তিত গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামটিতে যে নিষ্ঠুর উপখ্যানের জন্ম দিয়েছে তাতে গ্রামবাসীর দাবী ছিলো গ্রাম থেকে শাইলকের প্রেতাত্মাধারী গ্রামীণ ব্যাংকের সব কার্যক্রম গুটিয়ে নেয়ার।

গ্রামীণ ব্যাংকের শিকার হয়েছে রাবেয়া বেগম, শিউলি খাতুন, যারা আত্মহত্যা করেও মুক্তি পায়নি। আরো রয়েছে আমেনা বেগম, নীলফামারীতে শিশু কন্যাকে হত্যার পর মায়ের আত্মহত্যা। ওখানে অনেকেরই ঘরভাঙ্গার উপক্রম। আলেয়া বেগমের আত্মহত্যার চেষ্টা, শতাধিক পরিবারের গ্রাম ছেড়ে পালানো ইত্যাদি নানা ঘটনার জন্ম দিয়েছে সুদ প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা।

সুদ কি? সুদ ও মুনাফার পার্থক্য কোথায়?

আমাদের দেশে প্রচলিত সুদপ্রবর্তিত ব্যাংক ব্যবসায় ঋণ প্রদানের পূর্বেই সুদের হার নির্ধারণ করে দেয়া হয়। অতপর পূর্ব নির্ধারিত হারে অধিক পরিমাণ যে অর্থ আদায় করা হচ্ছে অথবা একই জাতীয় সামগ্রীর কম পরিমাণের বিনিময়ে যে বেশী পরিমান নেয়া হচ্ছে, অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশ নেয়া সেই অতিরিক্ত অংশকে রিবা বা সুদ বলা হয়। সুদের জন্য কুরআন মজীদে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে 'রিবা'। রিবার আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, বেশী হওয়া, মূল থেকে বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি। তবে ইসলামে সকল বৃদ্ধিকেই 'রিবা' বলা হয়নি। ব্যবসাতেও মূলধন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ বৃদ্ধি রিবার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা হারাম নয়, বরং সম্পূর্ণ হালাল। সুদ ও মুনাফার পার্থক্য আমরা এভাবে দেখতে পাই-

(ক) মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসার সাথে কিন্তু সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।

(খ) মুনাফা বিক্রেতার পুঁজি, শ্রম ও সময় বিনিয়োগের ফল, কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে ঋণদাতাকে শ্রম নিয়োগ করতে হয়না।

(গ) মুনাফা অনির্ধারিত ও অনিশ্চিত কিন্তু সুদ পূর্ব নির্ধারিত ও নিশ্চিত। এতে এক পক্ষের (ঋণদাতা) লাভ নিশ্চিত কিন্তু অন্য পক্ষের (ঋণ গ্রহীতা) লাভের কোনো নিশ্চয়তা থাকে না।

(ঘ) ব্যবসাতে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে যতো মুনাফাই করুক, তা একবারই

www.pathagar.com

করতে পারে। কিন্তু একই মূলধনের ওপর ঋণদাতা সুদ বার বার নির্ধারণ ও আদায় করতে পারে।

(ঙ) মুনাফায় লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয় এবং কিন্তু সুদে ঝুঁকি নেই।

কুরআন ও সুন্নাহ'য় দু'প্রকার সুদ বা রিবার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে: রিবা নাসিয়া, ও রিবা ফদল। রিবা নাসিয়া সাধারণতঃ ঋণের ক্ষেত্রেই উদ্ভব হয়। ঋণ আর্থিক হোক আর দ্রব্য সামগ্রীই, এর উপর সময়ের ব্যবধানের প্রেক্ষিতে পূর্ব নির্ধারিতভাবে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা হলেই তা হয় 'রিবা নাসিয়া'। অর্থাৎ ঋণদাতা যখন প্রদত্ত ঋণের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত অর্থসহ কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেয়, তখন ধার্যকৃত অংশকে বলা হয় রিবা নাসিয়া। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক– 'ক' একজন ঋণদাতা এবং 'খ' একজন ঋণগ্রহীতা। 'ক' যদি 'খ' কে ২০০ টাকা এক মাসের জন্য এই শর্তে দেয় যে, এক মাস পর উক্ত ২০০ টাকার সাথে অতিরিক্ত আরো ১০ টাকা ফেরত দেবে, তাহলে এই অতিরিক্ত ১০ টাকাই হবে রিবা নাসিয়া।

পাশাপাশি রিবা ফদলের বিষয় জানা যায় হাদীস শরীফ থেকে। 'রিবা ফদল' সাধারণতঃ সমজাতীয় দ্রব্য থেকে হাতে বিনিময়ের ক্ষেত্রে উদ্ভব হয়ে থাকে। কোনো দ্রব্যের সাথে একই জাতীয় দ্রব্যের বেশী পরিমাণ বিনিময় করা হলে দ্রব্যের অতিরিক্ত পরিমাণকে 'রিবা ফদল' বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ এক কিলোগ্রাম উন্নতমানের খেজুরের সাথে দু'কিলোগ্রাম নিম্নমানের খেজুর বিনিময় করা হলে নিম্নমানের খেজুরের ঐ অতিরিক্ত এক কিলোগ্রামই হবে রিবা ফদল।

এ ব্যাপারে নবী করীমের (সা.) স্পষ্ট হাদীস রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সোনার সাথে সোনা, রূপার সাথে রূপা, গমের সাথে গম, যবের সাথে যব, খেজুরের সাথে খেজুর এবং লবনের সাথে লবন বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান এবং হাতে হাতে বিনিময় হওয়া উচিত। এরূপ বিনিময়ে বেশী বা কম দেয়া বা নেয়া সেটা সুদী কারবার। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সময়। যারা সুদ খায়, তাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে স্বার্থপরতা, লোভ ও কৃপণতা এমনভাবে বিকাশ লাভ করে যে, তারা সমাজের অন্যান্য লোকের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ অবস্থা ধীরে ধীরে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে তখন দয়া-মায়া, সহানুভূতি -সহমর্মিতা অনেকাংশে বিলোপ হয়ে যায়। ফলে সে সমাজে সুদ দিতে না পারলে মৃত সন্তানের লাশ দাফন করার জন্যও দেউলিয়া হয়ে পথে বসতে হয়। ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী সুদী ঋণের ক্ষতিকর প্রভাবের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন, এ ধরনের ঋণ সুদখোর সম্প্রদায়ের (Lender) মধ্যে অর্থলিপ্সা, লোভ, স্বার্থপরতা ও সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।

সমাজে সুদের নেতিবাচক প্রভাব

সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা সুদের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পদ কুক্ষিগত করে নেয়। ঋণ গ্রহীতারা দিনরাত পরিশ্রম করে যা কিছু উপার্জন করে তার সবটাই প্রায় মহাজনের সুদ পরিশোধ করার জন্যে দিতে বাধ্য হয়। কখনও কখনও ঋণের দায়ে তাদের

www.pathagar.com

ভিটামাটি পর্যন্ত মহাজনদের হাতে তুলে দিতে হয়। এতে সমাজে সাধারণভাবে সুদখোরদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। এছাড়া সুদখোর মহাজন ও পুঁজিপতিরা যখন মানুষের চরম বিপদ আপদ ও সংকটের মধ্যে চড়া সুদ আদায়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে তখন তাদের অমানবিক আচরণ মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। সুদখোরদের নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের ফলে মানুষ তাদেরকে সমাজের বন্ধুভাবার পরিবর্তে শত্রু মনে করে।

শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এ 'শাইলক'-এর চরিত্রে মধ্যযুগ এবং সংস্কার আন্দোলনের সূচনাকালে সুদখোর মহাজনদের রক্তশোষক চেহারা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি মহাজনদের বিরুদ্ধে সমাজে সৃষ্ট ঘৃণা ও বিদ্বেষের চিত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত এ সময়ে সাধারণ মানুষ সুদখোর মহাজনদের রক্তশোষক পিশাচ হিসেবে গণ্য করত। এরা বাহ্যত সমাজ ও শিল্পখাতে কিছু পুঁজি সরবরাহ করতো এবং এর সর্বশেষ জীবনীটুকু নিঃশেষে শোষণ করে নিতো। সেই যুগে মহাজনদের নিষ্ঠুর খপ্পরে পড়ুক আর নাই পড়ুক সকল লোকই এদের ভয় ও ঘৃণা করতো।

সুদী সমাজে ঋণগ্রস্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী– বিশেষ করে কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বল্প বেতনের কর্মচারীগণ সর্বদা মহাজনদের চাপের মুখে থাকে এবং তাদের কষ্টার্জিত স্বল্প উপার্জনটুকু মহাজনকে দিয়ে দেয়ার পর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা ক্রমে তাদের নৈতিক চরিত্রের ধ্বংস সাধন করে এবং তাদেরকে অপরাধ প্রবণতার দিকে ঠেলে দেয়। আবার ঋণ-গ্রহীতা ঋণের অর্থ খাটিয়ে বিপুল লাভ করলেও সে ঋণদাতাকে পূর্বনির্ধারিত সুদই দেয়। এতে ঋণদাতাকেই ঠকানো হয়। কিন্তু ঋণের অর্থ খাটিয়ে ঋণ গ্রহীতার বিপুল লোকসান হলে এমনকি তার পুঁজি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেলেও অথবা অন্য কোনো কাজে সাকুল্য অর্থ ব্যয় করে ফেললেও, তার নিকট থেকে পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ অবশ্যই আদায় করা হয়। ঋণ গ্রহীতার পক্ষে আসল অর্থ যোগাড় করাই যেখানে প্রাণান্তকর অবস্থা, সেখানে আবার এই সুদের অর্থ প্রদানে তাকে বাধ্য করা একটি নিষ্ঠুর জুলুম ছাড়া আর কিছু নয়।

সুদী সমাজে সুদ ছাড়া ঋণ পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। ফলে সে সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত চরম সংকটকালে সুদখোর মহাজনদের নিকট থেকে চড়া ও চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় কখনও কখনও বংশানুক্রমে ঋণের বোঝা চলতে থাকে। স্বল্প আয়ের লোকেরা সকাল-সন্ধ্যা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সামান্য পয়সা রোজগার করে তার প্রায় সবটাই চলে যায় মহাজন বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিন্দুকে। অতঃপর দু'বেলা পেটপুরে আহার করার মতো অর্থও থাকেনা। তারা অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে বাধ্য হয়।

ঋণের ভারে জর্জরিত বিরাট এক জনগোষ্ঠী সর্বদাই ঋণদাতাদের চাপের মুখে নিদারুণ পেরেশানী ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের জীবনী শক্তি ঘুণে খাওয়ার ন্যায় ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকে, তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া তাদের নিজের ও পরিবার পরিজনের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এবং জাতীয় উৎপাদনকেও নিম্নমুখী করে দেয়। আধুনিক মনিটারী অর্থনীতির জনক লর্ড কীন্‌স

www.pathagar.com

বলেছেন, "সুদের হার প্রকৃত মূলধন গঠনের ওপর সীমারেখা টেনে দেয়। অধিক সুদের হার প্রকৃত পুঁজি গঠনে (Growth of real capital)) বাধা সৃষ্টি করে। সুদের এই প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করা হলে আধুনিক বিশ্বে পুঁজি গঠনের গতি দ্রুততর হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও স্বল্পকালের মধ্যে শূন্য সুদের হার ন্যায়সঙ্গত হার বলে স্বীকৃতি পাবে। সুতরাং প্রথম এবং প্রধান বিষয় হচ্ছে অর্থের উপর সুদের হার হ্রাস করা।
তিনি তার 'জেনারেল থিওরী অব এমপ্লয়মেন্ট ইন্টারেস্ট এন্ড মানি' গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ কমে যায় এবং সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুদের হার কম থাকলে মানুষ বেশী ঋণ নেয় এবং বিনিয়োগ করে। কিন্তু সুদের হার বেড়ে গেলে মানুষ ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করাকে কম লাভজনক মনে করে এবং ঋণ কম নেয়। ফলে বিনিয়োগ কমে যায়।
তিনি আরো দেখিয়েছেন, সুদের হার শূন্য হলেই কেবল পূর্ণ বিনিয়োগ এবং দেশের বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। অন্যথায় সুদের হার যতো বাড়ে বিনিয়োগ ততো কমে যায় এবং বস্তুগত ও মানবীয় সম্পদও ততো বেশী অব্যবহৃত থাকতে বাধ্য হয়। এ জন্যই লর্ড কীনস শূন্য সুদের হারকে পূর্ণ বিনিয়োগ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
প্রাচীনকালের বড় বড় মনীষীরা সুদকে অবৈধ মনে করতেন। মনীষী আরস (এরিস্টটল) সুদ গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেছেন, একটা টাকা আর একটা টাকার জন্ম দান করতে পারে না। প্লেটোও সুদ সমর্থন করেননি। মধ্যযুগের খৃস্টান যাজকগণও সুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। নবম উইলিয়াম সিনিয়র মনে করতেন, সুদ হচ্ছে সংযম কিংবা উপভোগ স্থগিত রাখার মূল্য। এটাকেই সুদের উপভোগ বর্জন মতবাদ বা The adslience theory of interest নামে অভিহিত করা হয়। সুদের ফলে ক্রয়ক্ষমতা ও উপভোগ প্রবণতার অনুপস্থিতি ঘটে এবং পণ্যদ্রব্য জড়ো হয়ে পড়ে। এটা উৎপাদনকে সংযত করে ঋণ সংকোচন ঘটায় এবং বেকারত্বের সৃষ্টি করে। সুদ সংকটের বীজ বপন করে। এটা ব্যবসায়িক উন্নতির চরম বিপর্যয় ঘটায়। সুদের শর্তে বিপুল পরিমাণ অর্থ উৎপাদনশীল পদ্ধতিতে নিয়োজিত হয়। সুদের বোঝার চাপে সন্দেহাতীত ভাবেই উৎপাদনের প্রান্তিক মূল্য বৃদ্ধি পায়।
উচ্চহারে সুদ গ্রহণ পদ্ধতি ব্যবসাকে বিনষ্ট করে ফেলে। ব্যবসার মুনাফার থেকে সুদ অধিক সুবিধাজনক। ধনী ব্যবসায়ীরা সুদের প্রাপ্যের নিশ্চয়তার লোভে ব্যবসা পরিত্যাগ করে এবং সুদে টাকা খাটায়।
জাহিলী যুগে সাকীফ সম্প্রদায়ের সুদী ব্যবসায়ের পদ্ধতি ছিলো এরূপ: তারা কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দিতো। যখন ঋণ পরিশোধের সময় হতো তখন তারা ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তিকে বলতো, হয় আমার মূলধন দাও না হয় তার পরিমাণ বৃদ্ধি করো। ঋণ গ্রহণকারীর হাতে সম্পদ থাকলে সে ঋণ পরিশোধ করতো। অন্যথায় মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সম্মত হয়ে আর এক বছরের সময় নিতো। যেমন, ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর প্রথম প্রথম এক বছর বয়সের একটি উট দ্বারা ঋণ পরিশোধ করার কথা থাকলে সময় বৃদ্ধি করার দরুণ দ্বিতীয় বছরে তাকে দু'বছর বয়সের একটি উট

www.pathagar.com

দিতে হতো। অতঃপর আর এক বছর সময় বৃদ্ধি করলে ঋণদাতা তার কাছে তিন বছর বয়সের উট দাবী করতো। এবারও ঋণ গ্রহণকারী ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে ৪র্থ বছরে চার বছর বয়সের উট দিতে হতো। মোটকথা, সময় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে মূলধনের পরিমাণ এভাবে দিনের পর দিন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হতে থাকতো।

নগদ অর্থে ঋণ দিলেও উপরোক্ত নিয়মে তা আদায় করা হতো অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে মূলধন আদায় করতে না পারলে ঋণ গ্রহণকারীর কাছ থেকে দ্বিতীয় বছরে তার দ্বিগুণ অর্থ আদায় করা হতো। যেমন, প্রথম বছর ১০০ দিরহাম আদায় করার কথা থাকলে দ্বিতীয় বছরে ২০০ দিরহাম আদায় করা হতো। আর দ্বিতীয় বছরও ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে তৃতীয় বছর ঋণ গ্রহণকারীকে দিতে হতো ৪০০ দিরহাম। মোট কথা, সময় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে প্রত্যেক বছরই সুদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকতো।

সাকীফ সম্প্রদায়ের ৪ সহোদর ভ্রাতা মাসউদ, আবদে ইয়ালীল, হাবীব এবং রবীয়া সুদী মহাজন হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। এদের পিতার নাম ছিলো আমার বিন উমায়ের আস সাকাফী। এই সাকাফী ভ্রাতারাই বনু মীরা সম্প্রদায়কে ঋণ দিতো। এদের সুদী কারবারের একটি মোকদ্দমা এতোই দীর্ঘদিন চলতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত এটাকে উপলক্ষ করে 'ওয়া যারু মা বাক্বিরা মিনার রিবা' (এবং বাকী বকায়া সুদ ছেড়ে দাও) আয়াত নাযিল হয়।

উমায়ের আস সাকাফীর ৪ পুত্র মাসউদ, আবদে ইয়ালীল, হাবীব এবং রবীয়া বনু মুগীরা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সুদ আদায় করতো। যখন রাসূলে করীম (সা.) তায়েফে যান তখন এই চার ভাইও ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে বনু মুগীরার কাছে তারা সুদের অর্থ দাবী করলে বনু মুগীরা পরিষ্কার উত্তর দেয়, ইসলামে সুদের কোনো কারবার নেই। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য এটাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সাকীফ ভ্রাতারা এই মোকাদ্দমাটি উত্তাব উসায়েদ (রা.)-এর কাছে পেশ করে। তিনি রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে মক্কার বিচারক এবং শাসনকর্তা ছিলেন। উত্তাব (রা.) উভয়পক্ষের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে তা রাসূলুল্লাহর খিদমতে পাঠিয়ে দেন। সুদের অংকটি ছিলো খুব বৃহৎ এবং এরই উপর কুরআনের আয়াত– 'এবং বাকী বকায়া সুদ ছেড়ে দাও' নাযিল হয়। কুরআনের হুকুম শুনে এই সুদী মহাজনদের অন্তরে এমন বিপ্লব সৃষ্টি হয় যে, তারা আর কোনো আপত্তি উত্থাপন না করেই সুদের বাকী অর্থ আদায় করা থেকে বিরত থাকে।

তায়েফের অধিবাসীরা অত্যধিক সুদখোর ছিলো বলেই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সাথে যে চুক্তি করেন তাতে সুদ গ্রহণ না করার কথাও লিপিবদ্ধ ছিলো। বিত্তহীন লোকদেরকে সুদখোরদের কবল থেকে রেহাই দেয়ার উদ্দেশ্যেই রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ করেছিলেন। উক্ত চুক্তিতে সুদের কথাটি কেন উল্লেখ করা হয়েছিলো সে সম্পর্কে বালাযুরী বলেন, 'সুদ ও মদ্যপানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ঐ সব লোক যারপরনাই সুদখোর ছিলো।' বালা যুরীর উস্তাদ আবু উবায়দ কাসিম বিন সালাম (মৃত ২২৪ হি.) তাঁর কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে চুক্তির মূল ধারাগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুদ সম্পর্কে ঐ চুক্তিপত্রে বলা হয়েছিলো, 'মানুষের উপর এদের যে পাওনা আছে তার শুধু মূলধনটাই এরা (বনু সাকীফ) পাবে।'

www.pathagar.com

সুদের ক্ষতিকর দিক

সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখলে বিনা পরিশ্রম ও বিনা ঝুঁকিতে নিশ্চিত সুদ পাওয়া যায়। এই অবস্থা সঞ্চয়কারীদের অলসও অকর্মন্য বানিয়ে দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প তথা উৎপাদন কাজে যে চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা প্রণয়ন পরিশ্রম ও ঝুঁকি গ্রহণের দরকার হয়, সঞ্চয়কারীগণ তা করতে রাজী হয় এবং তারা সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রেখে নির্ধারিত ও নিশ্চিত আয় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং এতেই নিরাপদ মনে করে। সুদ ভিত্তিক আর্থিক ব্যবসায় পুঁজিপতি ও ব্যাংকারগণ সর্বদাই অধিক সুদ পাবার লক্ষ্য সামনে রেখে ঋণ দিয়ে থাকে। অর্থনীতির স্বাভাবিক চাহিদা এবং যথার্থ প্রয়োজনের দিকটি তারা আদৌ বিবেচনা করে না। অর্থনীতির প্রায় গোটা মূলধন পুঁজিপতি ও ব্যাংকারদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে তারা যখন খুশী ঋণ সংকোচন এবং যখন খুশী সম্প্রসারণ করতে পারে। তারা যখন মনে করে যে ঋণের পরিমাণ বাড়ালে তারা বেশী ফায়দা পাবে, তখন তারা ঋণ বাড়িয়ে দেয়, আবার যখন ঋণ কমিয়ে দিলে বেশী লাভবান হবে বলে তাদের ধারণা হয় তখন তারা ঋণ কমিয়ে দেয়। এভাবে যখন ঋণ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেই তাদের স্বার্থ রক্ষা পাবে বলে মনে করে, তখন তারা ঋণ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। তাদের এই স্বেচ্ছাচারী আচরণের ফলে অর্থনীতি ও সমাজের কি লাভ কি ক্ষতি হলো সেদিকে দৃষ্টি দেবার কোনো প্রয়োজনই তারা বোধ করে না। ফল এই দাঁড়ায়, অর্থনীতিতে সুদের হার কমিয়ে দেয় এবং বেশী বেশী ঋণ দেয়ার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু ঋণের চাহিদা যখন বেড়ে যায় এবং উৎপাদন ও উন্নয়নমুখী কাজের জন্য প্রচুর ঋণের প্রয়োজন হয়, তখন পুঁজিপতিগণ তাদের ঋণের পরিমাণ কমিয়ে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এভাবে ঋণের চাহিদা যতো বাড়তে থাকে সুদের হারও ততো বেড়ে যায় এবং অবশেষে তা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, অতঃপর এতো চড়া সুদের হারে ঋণ নিয়ে কারবারে খাটালে তাতে মুনাফা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকেনা। এ পর্যায়ে এসে পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়, অর্থনৈতিক উন্নতিতে ভাটা পড়ে এবং সমগ্র অর্থনীতি মন্দাভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

সুদ ভিত্তিক ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্য সুদের সমান বেড়ে যায়, ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীগণ যখন সুদের বিনিময়ে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে তখন তারা উক্ত সুদকে উৎপাদন খরচের সাথে যোগ করে। এতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় সুদের সমান বৃদ্ধি পায়। অতপর উদ্যোক্তাগণ তাদের কাঙ্খিত মুনাফা ধরে পণ্যের দাম ধার্য করে। ফলে স্বাভাবিকভাবে সুদমুক্ত অর্থনীতি অপেক্ষা সুদী অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্য বেশী হয়।

এর ফলে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে ক্রেতাগণকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। সুদে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করার ফলে এ পণ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় এবং ক্রেতাদেরকে অধিকতর অর্থ ব্যয় করে তাদের চাহিদা পূরণ করতে হয়। এভাবে অধিক অর্থ ব্যয় করার ফলে ক্রেতা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। ক্রেতাগণ তাদের আয়ের দ্বারা সুদহীন অর্থনীতিতে যে পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে, সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় তার চেয়ে কম পণ্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে থাকতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়।

সুদভিত্তিক ব্যবস্থায় মন্দাবস্থা বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। মন্দার সময়ে ক্রেতার অভাবে

www.pathagar.com

একদিকে বিপুল পরিমাণ পণ্য সামগ্রী অবিক্রীত অবস্থায় গুদামজাত হয় অন্যদিকে ক্রয় ক্ষমতার অভাবে লাখ লাখ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে না। এসব লোকের খাদ্য বস্ত্র ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় অভাব অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু এই অবস্থায়ও উৎপাদনকারীগণ কেবল বাজার নষ্ট হওয়া এবং ভবিষ্যতে মুনাফার ক্ষতি হবার আশঙ্কায় তাদের গুদামজাত পণ্য কম দামে বাজারে ছাড়তে রাজী হয় না। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের আচরণ এতোটা অমানবিক হয় যে, তাদের উৎপাদিত পণ্য গুদামে পচে নষ্ট হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয় কিংবা সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু কিছুতেই তারা অভাবী ও প্রয়োজনশীল মানুষের কাছে সামান্য কম দামে তা বিক্রি করে না অথবা বিনা মূল্যে দান করে না। বিশ্বে এ ধরনের ঘটনা একাধিকবার ঘটেছে।

সুদ কেবল বেকার সমস্যা সৃষ্টিই করে না, বেকারত্ব বৃদ্ধিও করে। বেকার সমস্যা সুদী অর্থনীতির একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুদমুক্ত অর্থনীতিতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয়, সুদী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ তার চেয়ে কম হয়। সুদী অর্থনীতিতে পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা যেখানে সুদের হারের সমান হয়, বিনিয়োগ সেখানেই থেমে যায়। অতপর পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতা শূন্যে আসা পর্যন্ত যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা যেতো সে পরিমাণ পুঁজি অনিয়োজিত অথবা বেকার থেকে যায়। পুঁজির এই বেকার অংশটুকু বিনিয়োগ করে যে পরিমাণ শ্রমিকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব এবং যে পরিমাণ অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের ব্যবহার করা যায়, সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে তার সবটাই বেকার থাকতে বাধ্য হয়। সুতরাং সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানবীয় সম্পদের ক্ষেত্রেই শুধু বেকারত্ব সৃষ্টি হয়না বরং সেই সাথে অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও সম্ভব হয় না।

সুদের ফলে একদিকে বিপুল সংখ্যক জনশক্তি বেকার থাকে, অন্যদিকে যারা কাজ পায় তারাও তাদের শ্রমের ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়। একে তো বিনিয়োগ কম হওয়ার দরুণ শ্রমের চাহিদা কম থাকে, তার উপর আবার বেকারত্বের ব্যাপ্তির কারণে শ্রমের সরবরাহ থাকে অনেক বেশী। শ্রমের চাহিদার তুলনায় যোগানের আধিপত্যের দরুণ শ্রমের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়।

সুদ ধনীদের আরও ধনী এবং গরীবদের আরও গরীব বানায়। শুধু তাই নয় বরং ক্রমাগতভাবে ধনীদের সংখ্যা কমিয়ে কিছু পরিবারের হাতে দেশের সকল সম্পদ তুলে দেয় এবং গরীবের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে কয়েকটি পরিবার ছাড়া দেশের সকল মানুষকে নিঃস্বদের কাতারে শামিল করে দেয়।

সর্বোপরি অধিকহারে সুদ প্রদান মুনাফাকে সংকুচিত ও নিঃশেষ করে দেয় এবং ক্রমে কারবার দেওলিয়া হয়ে পড়ে। এই অবস্থা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের পরিবেশকে দুষিত করে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। এছাড়া সুদ বৈষম্য, হানাহানি ও যুদ্ধ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদখোরদের সম্পদসহ বিশ্বের বিপুল সম্পদ ধ্বংস করে।

আল কোরআনে সুদের বিরুদ্ধে ঘোষণা

আল কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সুদকে নির্মূল করেন।' সুদ সম্পর্কে সূরা রুমের ৩৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'লোকদের অর্থের

www.pathagar.com

সাথে সামিল হয়ে বৃদ্ধি পাবে এজন্য তোমরা যে সুদ দাও তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পায় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও মূলত এ যাকাতদানকারীরাই তাদের অর্থ বৃদ্ধি করে। এটি সুদ সম্পর্কিত প্রথম আয়াত। এ আয়াতে সুদ নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়নি। এতে কেবল সুদের কুফল তুলে ধরা হয়েছে। সুদ যে প্রকৃতপক্ষে সম্পদ বৃদ্ধি করে না এ আয়াতে সে সত্য কথাটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুদ সম্পর্কে দ্বিতীয় যে আয়াত নাযিল হয় তা সূরা আলে ইমরানের ১৩০ নম্বর আয়াত। এ আয়াতে কেবল ঈমানদারদের চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এজন্য তাদেরকে কল্যাণ লাভ করার আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। কাজেই সুদের যে কোনো ভালো দিক নেই তা সহজেই প্রমাণ হয়ে যায়। সুদ প্রবর্তিত ব্যবস্থা চালু থাকায় গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, ব্র্যাক ও আশাসহ বিভিন্ন এনজিওতে মর্মান্তিক ঘটনাগুলো ঘটছে।

এ জন্যই পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! এই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাওয়া ত্যাগ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।'

আল্লাহর নবী (সা.) আল্লাহর হুকুমে কেবল সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি, কার্যত তিনি সুদকে রহিত করে সুদমুক্ত এমন একটি অর্থনীতি কায়েম করেছিলেন যা প্রকৃতপক্ষে একটি সুষম, দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাস্তব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। সুদ নিষিদ্ধ করে যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন, ওশর, খারাজ আদায়সহ ইসলামী অর্থনীতির যে মডেল তিনি সৃষ্টি করেন এবং দয়া, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন তিনি মানুষে মানুষে তৈরী করেছেন, সমাজ থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই। বস্তুত রাসূলের দেখানো অর্থনৈতিক পথই সমাজ থেকে অভাব, অনটন, বৈষম্য, ধনী-গরীবের বিশাল ব্যবধান দূর করতে পারে। আর এ অভাব ও বৈষম্য দূর করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সমাজ থেকে সুদকে নির্মূল করা। এ জন্যই সুদের বিরুদ্ধে ছিল রাসূল (সা.)-এর আমরণ সংগ্রাম। সমাজের অসহায়, ভুখা-নাঙ্গা, অক্ষম, সহায়হীন, দুর্বল, অভাবগ্রস্ত মানুষেরা রাসূলের অর্থনৈতিক বিধানে খুঁজে পেয়েছিল আশার আলো, তাদের মুক্তির পথ। তারা বুঝতে পেরেছিল, ইসলাম এসেছে তাদেরই কল্যাণের জন্য। এ জন্যই তারা দলে দলে শামিল হয়েছিল নবীর পতাকাতলে এবং দূর করেছিল তাদের অভাব, দারিদ্র এবং অসহায়ত্ব। হায়! অভাব ও দারিদ্র প্রপীড়িত এ দেশের জনগণ অর্থাৎ আমরা যদি এ সত্যটুকু বুঝতে পারতাম তবে কতই না মঙ্গল হতো!

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় রাসূল (সা.) বিষয়ক গ্রন্থ

নাসির হেলাল

"ব্রহ্মা হৈল্যা মঁহাম্মদ বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি
গনেশ হৈল্যা গাজী কার্ত্তিক হৈল্যা কাজী
ফকির হৈল্যা যত মুনি।"

এ পর্যন্তকার গবেষণায় রামাই পণ্ডিত রচিত 'শূন্য পুরাণ' কাব্যের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতার উদ্ধৃতাংশে প্রথম 'মুহাম্মদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। রামাই পণ্ডিত ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। অতএব একথা স্পষ্ট যে মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম ত্রয়োদশ শতকেই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে।

মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম শাহ্ মুহাম্মদ সগীর (১৩৩৯-১৪০৯) তার কাব্যে রাসূল প্রশস্তি করেন। তিনি 'ইউসুফ জোলায়খা' কাব্যে লিখেছেন:

জিবাত্মা পরমাত্মা মোহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথা হৈল য়নুপম॥
যথ ইতি জিব আদি কৈল ত্রিভোবন।
তারপর মোহাম্মদ মানিক্য সৃজন॥

রাসূল (সা.)-এর উপর সর্বপ্রথম 'রসূল বিজয়' নামে পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করেন কবি জৈনুদ্দিন (১৩৭১-১৪৮১)। এরপর এ ধারা অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেন শাহ্ বিরিদ খাঁ (১৫১৭-১৫৫০), সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮), শেখ চান্দ (১৫৬০-১৬৬০), নসরুল্লাহ্ খান (১৫৬০-১৬৪৫), মুহম্মদ খান (১৫৮০-১৬৫০), প্রমুখ।

১৮০২ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা গদ্যে অজ্ঞাত নাম জনৈক লেখকের 'মহম্মদের বিবরণ' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এটি মিশনারী ট্রাস্ট সোসাইটি থেকে প্রকাশিত। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলা গদ্যে প্রকাশিত রাসূল (সা.)-এর ওপর প্রথম এ প্রয়াসটি একটি কুৎসাপূর্ণ রচনা। অর্থাৎ রাসূল-এর বিরুদ্ধে খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচার। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্য লেখক খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকীও রাসূল প্রশস্তি করেছেন। এ ব্যাপারে কবি, গবেষক, সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন:

আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর যেমন তাঁর কবিতায় রাসূল প্রশস্তি করেছেন তেমনি প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ সিদ্দিকীও (১৮০৮-১৮৭০) রাসূল প্রশস্তি করেছেন। 'ইউসুফ জোলেখা' মুসলমান রচিত প্রথম কবিতা গ্রন্থ, 'উচিত শ্রবণ' (১৮৬০) মুসলমান লিখিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ। অবশ্য এ গ্রন্থে পদ্যও কিছু কিছু আছে। এরকম একটি পদ্যেই রাসূল প্রশস্তি রচনা করেছেন খোন্দকার শামসুদ্দিন মোহাম্মদ

www.pathagar.com

সিদ্দিকী:

নবীজীর নূরে সংসারে প্রচারে
প্রকাশিল দিবানিশি
স্বর্গমর্ত্য আর কিরণ তাহার
দেখা ছিল রবিশশী॥
ছিদ্দিকী অধীনে সে গুণ ব্যাখ্যানে
কেমনেতে পারে বলো।
নবীজী যে স্থানে ব্যাখ্যানিতে গুণে
সাধনে অক্ষম হলো॥

তবে গদ্যে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে সর্ব প্রথম নবী জীবনী লেখেন শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩৩)। তাঁর গ্রন্থের নাম 'হযরত মুহাম্মদের (দ.) জীবন চরিত ও ধর্মনীতি'। এটি মোহিনী মোহন মজুমদার কলকাতা থেকে ১৮৮৭ সালে প্রকাশ করেন। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে, আগামীতেও থাকবে ইনশাআল্লাহ। এ নিবন্ধে মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রাসল (সা.), পুঁথি সাহিত্যে রাসূল (সা.), সর্বশেষ রাসূল সম্পর্কে রচিত না'ত ও কবিতা সমূহের সংকলন, বাংলা গদ্য জীবনী গ্রন্থে রাসূল (সা.) ইত্যাদি শিরোনামে প্রায় আট শতাধিক মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হয়েছে, যা এ যাবতকাল বাংলা ভাষায় রচিত এ প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের তালিকার বাইরেও আরও গ্রন্থ থাকতে পারে, যদি এমন হয় তবে আমরা ভবিষ্যতে সেগুলি এ তালিকাভুক্তি করবো ইনশাআল্লাহ।

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে রাসূল (সা.)

	গ্রন্থের নাম	লেখক, প্রকাশক ও প্রকাশকাল
০১।	রসূল বিজয়	জৈনউদ্দীন (কাব্যকাল ১৪৭১-৮১ খৃঃ), ১৪৭৪, ঢা.বি. বাংলা বিভাগ -১৯৬৩
০২।	রসূল বিজয়	শাহ বিরিদ খাঁ (শাহ বারিদ খাঁ, ১৫১৭-৮৫ খৃঃ), বা,এ- ১৯৬৩
০৩।	ওফাত-ই-রসূল	সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮ খৃঃ), ঢা.বি.১৯৪৯
০৪।	রসূল বিজয়	ঐ, সম্পাঃ আহমদ শরীফ, বা.এ.,১৯৭৮
০৫।	শ'বে মে'রাজ	ঐ
০৬।	রসূল চরিত	ঐ (রচনাকাল - ১৫৮৪-৮৬), বা.এ-১৯৭৮
০৭।	নবীবংশ	ঐ
০৮।	জয়কুম রাজার লড়াই	ঐ
০৯।	নূরনামা	শায়খ পরাণ (১৫৫০-১৬১৬ খৃঃ),পাভুঃ ঢা.বি.লা
১০।	নূরকন্দিল বা নূরনামা	মীর মুহম্মদ শফী (১৫৫৯-১৬৩০), পাভু ঢা.বি.লা
১১।	জঙ্গনামা	নসরুল্লাহ খাঁ (১৫৬০-১৬৪৫)
১২।	রসূল বিজয়	শেখ চাঁদ (১৫৬০-১৬২৫), রচনাকাল - ১৬৬১, পাভুঃ ঢা.বি.লা
১৩।	নূর নামা	আবদুল হাকিম (১৬২০-৯০ খৃঃ),বা.উ.বো. ১৯৭০.
১৪।	রসূল বিজয়	ঐ, পাভু ঃ ঢা.বি. লা
১৫।	নূরনামা	মুহাম্মদ খান (রচনা কাল ১৬৩৫-৩৫ খৃঃ)
১৬।	নবীনামা	কাজী হেয়াত মামুদ (১৬৮০-১৭৬৩ খৃঃ)
১৭।	নূরনামা	আবদুল করিম খন্দাকর (১৭শ শতক), পাভুঃ ঢা.বি.লা
১৮।	নবীনামা	ফকির চান্দ (১৮শ শতক)

www.pathagar.com

১৯। নবীনামা — ব্রাহানুল্লা (১৮শ শতক)
২০। নবী বংশ — ঐ
২১। দুল্লা মজলিস — ঐ
২২। রসূল বিজয় ও ওফাত নামা গোলাম রসূল (১৮শ শতক)
২৩। রসূল চরিত — মোহাম্মদ জমি
২৪। অভ্যুদয়-আবির্ভাব শেষ নবী
হযরত মোহাম্মদ (দ.) — আবদুল হামিদ কাব্যনিবোদ (১৯শ শতক)
২৫। নবীনামা — মুন্সী আবদুর রহীম (মৃঃ ১৯১৩)
২৬। সাইয়েদুল মোমেনীন — মোঃ জহিরউদ্দীন (১৯শ শতক), ঢাকা।
২৭। খায়ের বরকত (১৮৭০) — আবদুল গফুর (১৯শ শতক),
(নবীজীর জন্ম বৃত্তান্ত) — ঢাকা, প্রকাশকঃ গ্রন্থকার, ১৮৭৯।
২৮। আহকামোন নবী (১৮৭৫) (১৮৭৯), নবী নওজয়াজ খাঁ (ঐ)
২৯। হাজার মছেলা (১৮৭৫) — আবদুল্লা বিন ছালাম, গ্রন্থকার ঃ ঢাকা১৮৭৯।
প্রশ্নোত্তরে নবীজীবনী
৩০। নূরে মোহাম্মদী — দুদ্দু শাহ (দবিরউদ্দীন মল্লিক ১৮৪১- ১৯১৯)
৩১। হযরতের ধর্মরাজ্য জয় — কলিমউদ্দীন মাস্টার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৩২। কলমদারের জঙ্গনামা — মীর মনুহর (১৯শ শতক) (খালবের যুদ্ধ)
৩৩। জঙ্গে খয়বর — মাল মোহাম্মদ (রচনা কাল ১২৩৫-৯৬)
৩৪। নূরনামা হুলিয়ানামা — মুন্সী খাতের মোহাম্মদ (কাব্য কাল ১৮৩৫-৪৫ খৃঃ)
৩৫। সহিবড় মিরাজ নামা — ঐ
৩৬। তরিকায়ে মোস্তফা (৩খ.) — মুন্সী ফসিহউদ্দীন (কাব্য কাল ১২৭৯-১৩১৫)
৩৭। নূরনামা — দেবান আলী
৩৮। জঙ্গে খয়রব (১৮৮৩) — দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী
৩৯। জঙ্গে খয়রব — মুন্সী জনাব আলী (রচনা কাল ১২৬৮-৯৭)
৪০। রসূলের মে'রাজ — কবি ফৈজুদ্দীন (১৮শ শতক)
৪১। মেহরাজনামা — শাহ জোবেদ আলী (কাব্য কাল ১৩০১-২৫)
৪২। ছবিবড় জঙ্গে রসূল ও — মৌলভী আজহার আলী বখতিয়ারী
জঙ্গে আলী (১৩২০)
৪৩। জঙ্গে ওহুদ ও জঙ্গে আলী — (১৯০৭) ঐ
৪৪। কেরামতে আহমদ — (১৩০৬) মৌলভী আবদুস সোহবান
৪৫। রসূল বিজয় — আকিল মোহাম্মদ
৪৬। রসূল বিজয় — শেখ সোলায়মান
৪৭। নাজাতে কাওয়াসা — সৈয়দ আবদুস কাদির
৪৮। মাযরে ফিরদাওস — ঐ
৪৯। রছূলের কুরসীনামা — মুন্সী আজিমউদ্দীন (১৮৩৮-১৯২২)
৫০। হালাতুন্নবী (বাংলা) — মুন্সী সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬৯),
গ্রন্থকারঃ কলিকাতা, ১৮৭৪।

যে সব পুঁথিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) অন্যান্য নবী-রাসূল (আঃ) এবং খলিফাদের জীবনী আলোচিত হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

৫১। আম্বিয়া বাণী (১৭৫৮ খৃঃ) — কাজী হেয়াদ মা'মুদ (১৬৮০-১৭৬৩)
৫২। কাছাছোল আম্বিয়া (১৮৬৬) মুন্সী তাজউদ্দীন (প্রমুখ)

www.pathagar.com

৫৩। কাছাছোল আম্বিয়া (১৮৬১) কাজী শফিউদ্দীন (প্রকাশক)
৫৪। কাছাছোল আম্বিয়া মুন্সী জনাব আলী
৫৫। কাছাছোল আম্বিয়া (১৮৬৮) মুন্সী আমীর
৫৬। কাছাছোল আম্বিয়া (১৯০২) এলাহী বক্স দেওয়ান
৫৭। খেলাফতনামা মুন্সী তাজউদ্দীন
৫৮। খোলাসাতুল আম্বিয়া মুন্সী খাতের মোহাম্মদ
৫৯। কাছাছোল আম্বিয়া (১৩০২) মুন্সী রহমতুল্লাহ
৬০। কাছাছোল আম্বিয়া মুন্সী আবদুল ওহাব প্রমুখ (রচনা কাল ১৮৭০)

বাংলা কাব্যে রাসূল (সা.)

৬১। হজরত মহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬২-১৯৩৩)
মহম্মদীয়া লাইব্রেরী, শান্তিপুর। (১৯০৩)
৬২। পরিত্রাণ কাব্য শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)
প্রকাশক, মুন্সী মেহেরউল্লা, যশোহর, (১৯০৩)
৬৩। মদিনার গৌরব মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)
গ্রন্থকারঃ করকাতা, ১৯০৬।
৬৪। আশেকে রাসূল (১ম খন্ড) মুহম্মদ দাদ আলী (১৮৫-১৯৩৬)
প্রকাশক ঃ মুঃ ইউসুফ আলী, কুষ্টিয়া, ১৯০৮।
৬৫। মাহাম্মদ রামকানাই দত্ত (১৮৫২-১৯২২)
প্রকাশক ঃগ্রন্থকার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১৯০৯।
৬৬। আশেকে রাসূল (২য় খন্ড) মুহম্মদ দাদ আলী।
প্রকাশক ঃ মুঃ ইউসুফ আলী প্রমুখ, কুষ্টিয়া, ১৯১০।
৬৭। নব সোনার খনি (৩য় সং ১৯১১) আজহার আলী মিয়া, প্রকাশক ঃ ডাহকুলা, নদীয়া।
৬৮। নব রত্নহার মুহম্মদ আতিকুল্লাহ খান,
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ, ১৯১৩।
৬৯। মোসলেম সুহৃদ শেখ মুহম্মদ ইউসুফ,
গ্রন্থকার, চরমনসা, নোয়াখালী, ১৩২০, (১৯১৪)
৭০। মোসলেম গৌরব মধুসূদন গোসাল। ইস্টবেঙ্গল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং
হাউস, ঢাকা, ১৯১৪।
৭১। হযরত মহাম্মদ জয়নাথ নন্দী মজুমদার (১৮৬৩-১৯৪২)
বেজোড়া, সিলেট, গ্রন্থকার।
৭২। গজলে এস্কেনবী আফতাব উদ্দীন আহমদ,
মসজিদ বাড়ী স্ট্রিট, কলকাতা, ১৯২২।
৭৩। সোনার খনি মুহাম্মদ কেরামত উল্লাহ, কেরামতী কুতুবখানা,
তাহেরপুর, রাজশাহী, ১৯১৪।
৭৪। মরুবীনা রইসউদ্দীন আহমদ, মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন
এম এ, ৮৬/১০, ওয়েলেসলী স্ট্রিট, কলকাতা, ১০৩৪।
৭৫। ইসলাম জ্যোতি মুহম্মদ সায়িদউদ্দীন, নগরকান্দি, বগুড়া,
গ্রন্থকার, ১৯৩৬।
৭৬। খাঁটি প্রেম মুহাম্মদ আব্বাস আলী, গ্রন্থকার, সাতনিপাড়া,
ময়মনসিংহ, গ্রন্থকার, ২য় সং ১৯৩৭।
৭৭। মহামানব শেষ জুমন আলী, হামিদিয়া লাইব্রেরী,
নাটোর, ১৩৪৫ (১৯৩৭)

www.pathagar.com

৭৮।	অমৃত নির্ঝর	বদিয়ল আলম। গ্রন্থকার, ফরদাবাদ, চট্টগ্রাম (১৯৩৯)
৭৯।	হযরত মোহাম্মদ (সা.)	ডাঃ মোঃ আবুল কাসেম (১৯০২-৮৭), মাখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৩৪।
৮০।	মরুর ফুল	আবুল হোসনে ভট্টাচার্য, গ্রন্থকার, ১৯৪৬।
৮১।	ফতেহাই-ই-দোয়াজদহম	সূফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭) প্রকাশিকা ঃ রাবেয়া হায়দার (মৃঃ ১৯৮৭) ঢাকা, ১৯৪৮।
৮২।	মরুভাস্কর	কাজী নজরুল ইসলাম, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫০।
৮৩।	সিরাজাম মুনীরা	ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪), তমদ্দুন প্রেস, ঢাকা, ১৯৫২।
৮৪।	মরুসূর্য	আ ন ম বজলুর রশীদ (১৯১১-৮৬) আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা (১৩৬২) ১৯৫৬।
৮৫।	মোস্তফা নামা	আবুল হাশেম, বানওয়ারীপাড়া, পাবনা, ১৯৬০।
৮৬।	নবীগীতিকা	আহমদ নেওয়াজ (জঃ ১৯০৫), অনন্ত প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৩।
৮৭।	রসূলনামা	শ্যামাপদ বর্মন কবিরত্ন, জগতবেড়, রংপুর, ১৯৬৩।
৮৮।	শব-ই-মে'রাজ	আহমদ নেওয়াজ (জঃ ১৯০৫) আল ফাজিস্তান, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ১৯৬৫।
৮৯।	আলোর আলো	সৈয়দ শামসুল হুদা (জঃ ১৯৩৪) প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫।
৯০।	নজরুল কাব্যে নবী মোস্তফা	সম্পাদনায় ঃ মোঃ আবদুল কুদ্দুস (১৯০৮-৮৮) ই, ফা, বা, ১৯৮০।
৯১।	মহানবী	আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (জঃ ১৯২৬), ঢাকা-১৯৮০।
৯২।	হিজরত	সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-৯৮), মোকাররম পাবলিশার্স, ঢাকা-১৯৪৮।
৯৩।	ধবল জোছনার সম্রাট	আবদুল আজীজ আল আমান (১৯৩২০৯৪), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬।
৯৪।	দ্বাদশী (বারটি কবিতা)	মুহম্মদ হাসারউদ্দীন কবিরত্ন (জঃ ১৯০৭), গ্রন্থকার, নাটোর।
৯৫।	হিজরত	মুহম্মদ হাসারউদ্দীন কবিরত্ন, নাটোর (১৯৮৭)
৯৬।	একটি ফোটা ফুল	মাহমুদ লশকর (জঃ ১৯১৮) মহানবী স্মরণিকা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৬।
৯৭।	সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব	কবি মতিউর রহমান, ঢাকা, ১৯৮৭।
৯৮।	নিখিল সৃষ্টির অভিরাম	মাহমুদ লশকর (জঃ ১৯১৮), মোহাম্মদপুর, ঢাকা, গ্রন্থকার, ১৯৮৮।
৯৯।	যে ছবি যায়না আঁকা	আবুল হোসেন সরকার, প্রকাশিকা ঃ বেগম লতিফা সরকার, ঠাকুরগাঁও, ১৯৮৮।
১০০।	মরুর গোলাপ	সৈয়দ শামসুল হুদা (জঃ ১০৩৪), ইফাবা ঢাকা (১৯৮৮)
১০১।	মে'রাজুল মুস্তফা	কাজী মোঃ মোফাখখর হোসেন, গ্রন্থকার, ঢাকা- ১৯৯৩।

www.pathagar.com

১০২।	সকল প্রশংসা তাঁর	আবদুল মান্নান সৈয়দ, শিল্পতরু প্রকাশনী –
১০৩।	কাব্যে বিশ্বনবী (সা.)	অধ্যাপক ডঃ আহসান আলী, নতুনগতি প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭।
১০৪।	সবুজ গম্বুজের ঘ্রাণ	হাসান আলীম (জ. ১৯৫৭), বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৩।
১০৫।	শত হামদ শত না'ত	সাবির আহমদ চৌধুরী (জঃ ১৯২৪), প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭।
১০৬।	যে নামে জগত আলো	হাসান আলীম, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৭।
১০৭।	হৃদয়ে জ্বালাও নূর	গাজী এনামুল হক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৯।

সর্বশেষ রাসূল সম্পর্কে রচিত না'ত ও কবিতাসমূহের সংকলন ঃ

১০৮।	ইসলামী কবিতামালা	সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় ঃ আবুল খায়ের সাফে উদ্দীন আহমদ, কলকাতা, ১৯১৮।
১০৯।	বাংলায় হামদ ও না'ত সঞ্চয়ন	সম্পাদনায় ঃ দেওয়ান আবদুল হামিদ (১৯২৪-৮৯) মাকতবায়ে কাছেমিয়া, ঢাকা, ১৩৮৬ হি।
১১০।	নায়াতে রছুল	সম্পাদনায় ঃ মুহম্মদ এনামুল হক, বুক সেলার্স, কলকাতা, ১৯৭৩।
১১১।	খাতামান নবীঈন	সম্পাদনায় ঃ ব'নজীর আহমদ (১৯২৩-৯৭), প্রকাশক ঃ শহীদুল্লাহ, ঢাকা, ১৯৭৫।
১১২।	না'তে রসূল	আবদুল ওয়াদুদ (জঃ ১৯৪৯), ঢাকা, (১৯৭৬)
১১৩।	হামদে খোদা ও নাতে রাসূল (সা.)	কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮১।
১১৪।	মহানবী (স.) স্মরণে নিবেদিত কবিতা	সম্পাদনায় ঃ আসাদ বিন হাফিজ, ঐতিহ্য সংসদ, ঢাকা, ১৯৯২
১১৫।	রাসূল (সা.)কে নিবেদিত কবিতা	সম্পাদনায়ঃ ইশারফ হোসেন (জঃ ১৯৬৯) ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪।
১১৬।	রাসূলের শানে কবিতা	সম্পাদনায় ঃ আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬।
১১৭।	নির্বাচিত না'তে রাসূল (সা.)	সম্পাদনায় ঃ আসাদ বিন হাফিজ, প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬।

মিলাদ গ্রন্থ

১১৮।	মৌলুদ শরীফ	মীর মোশাররফ হোসেন, প্রকাশক ঃ মনিরউদ্দীন আহমদ, টাঙ্গাইল, ১৯০২।
১১৯।	তা'রিফে রসূল	মুন্সী খয়রাতুল্লাহ, সামন্তসেনা, খুলনা, ১৯১৬।
১২০।	বাংলা মউলুদ শরীফ	ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন, প্রকাশক ঃ সৈয়দ আবুল হাশেম, কলকাতা, ১৯২৪।
১২১।	জন্মোৎসব বা মৌলুদে নফীসা,	তসলিম উদ্দিন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭) প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯২৬।
১২২।	আহলে নূর নবী-মৌলুদ শরীফ	আজহার আলী বখতিয়ারী (১৮৭৩-১৯৫৮) প্রকাশক ঃ শরৎচন্দ্র শীল, কলকাতা, ১৯২৮।

www.pathagar.com

১২৩। বাংলা মৌলুদ শরীফ	আবদুর রশীদ সিদ্দিকী (১৮৭৯-১৯৫১), মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা।
১২৪। আরব প্রসূন	ফকীর আহমদ, বীলঘাটা, ২৪ পরগনা, গ্রন্থকার।
১২৫। ঈদ-ই-মিলাদ-উন-নবী	আহমদ নেওয়াজ (জঃ ১৯০৫) আল ফাজিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৫।
১২৬। দরুদে মোস্তফা	ফজলুল হক চিশতী, প্রকাশকঃ শাহ আলম চিশতী, চন্দ্রপুর, ময়মনসিংহ, ১৯৬৭।
১২৭। ছন্দাকারে বাংলা মিলাদে মোস্তফা	মাওলানা জাফর আহমদ। প্রাপ্তিস্থান ঃ তাবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা। (১৯৬৯)
১২৮। হায়দারী মিলাদ	সূফী জুলফিকার হায়দার, (১৮৯৯-১৯৮৭) গ্রন্থকার, ঢাকা, ১৯৮৩।

বাংলা গদ্য জীবনী গ্রন্থে রাসূল (সা.)

১২৯। মহম্মদের বিবরন-	অজ্ঞাত, খ্রীস্টীয়ান ট্রাষ্ট এন্ড সোসাইটি প্রকাশিত (সম্ভবত), ১৮০২।
১৩০। মহম্মদের জীবন চরিত্র ও মহম্মদীয় রাজ্যের পুঃ বৃত্ত	পাদ্রী জে লং সত্যার্নব প্রেস, কলকাতা, খ্রীস্টীয়ান ট্রাষ্ট এন্ড সো. ১৮৫৫।
১৩১। মহম্মদের জীবন চরিত্র	রেভারেন্ড জেমস লঙ প্রকাশক ঃ সত্যার্ণব প্রেস, কলকাতা, ১৮৮৫।
১৩২। ধর্মবীর মহম্মদ (নাটক জীবনী)	অতুল কৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯২২), ১ম খন্ড, নববিধান সমাজ, কলকাতা, ১৮৮৫। ২য় খন্ড, গুরুদাস চ্যাটার্জী, কলকাতা, ১৮৮৬।
১৩৩। মোহাম্মদের (দ) জীবন চরিত্র	গিরিশ চন্দ্র সেন, কলিকাতা, ১৮৮৬।
১৩৪। মহম্মদ চরিত ও মুসলমান ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	কৃষ্ণ কুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬), শ্যামা প্রেস, কলকাতা, ১৮৮৬)
১৩৫। মহাপুরুষ মহাম্মদের জীবন চরিত (তিন খন্ড)	গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০) নববিধান সমাজ, কলকাতা, ১৮৮৬ ও ১৮৮৭।
১৩৬। হজরত মুহম্মদের (দ.) জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি	সেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩৩) প্রকাশক, মোহিনী মোহন মজুমদার, কলকাতা, ১৮৮৭।
১৩৭। হালাতুন্নবী,	মুন্সী বুরহান উল্লা ওরফে চেরাগ আলী, প্রকাশক, করিম বক্স, সিলেট- ১৮৯৬ (নাগরী হরফে)।
১৩৮। মহাপুরুষ মোহাম্মদ (দ) ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম-	গিরিশ চন্দ্র সেন, ১৮৯৮।
১৩৯। সংক্ষিপ্ত মুহম্মদ চরিত	আবদুল আজিজ খান (১৮৬৮-১৯০৩)। মোহামেডান এসোসিয়েশন, কুষ্টিয়া, ১৯০১।
১৪০। সংক্ষিপ্ত মোহাম্মদ (স.) চরিত,	মোঃ আব্দুল আজিজ (১৮৬৮-১৯০৩), কুষ্টিয়া- ১৯০১।
১৪১। ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ (স.)	ডাঃ সুফী ময়েজউদ্দীন আহমদ (মধুমিয়া) (১৮৫৫-১৯৩০), প্রকাশকঃ কেদারনাথ রায়, যশোর - ১৯০২
১৪২। হযরত মোহাম্মদ (স.)	মোজাম্মেল হক, শান্তিপুর, নদীয়া, ১৯০৩।
১৪৩। হজরত পয়গম্বরের জীবনী (নবীজীর যুদ্ধাবলী)	শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) প্রকাশক ঃ মুন্সী মেহেরুল্লাহ, যশোর, ১৯০৪।

www.pathagar.com

১৪৪। হজরত মুহম্মদ ও হজরত আবু বকর — রামপ্রাণ গুপ্ত, (১৮৬৯-১৯২৭), শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্ত এন্ড সন্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯০৪।

১৪৫। মোসলেম পতাকা ঃ হযরত মোহাম্মদের (দ.) জীবনী — ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯২৯) প্রকাশক ঃ হাশেম কাশেম, কলকাতা, ১ম খণ্ড-১৯০৮,২য় খণ্ড-১৯২৪।

১৪৬। হজরত মহম্মদের বিস্তৃত জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ — সৈয়দ কাজী শারাফৎ আলি প্রকাশক ঃ যুগলকৃষ্ণ সিংহ, কলকাতা, ১৯১০।

১৪৭। শেষ পয়গম্বর ও তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম — বাবু মহেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রকাশক ঃগ্রন্থকার, হাওড়া, ১৯১০।

১৪৮। হীরক কণা — আবদুল হামিদ, প্রকাশক ঃ নওয়াব আলী আহমদ, ময়মনসিংহ, ১৯১১।

১৪৯। শান্তিকর্ত্তা বা হজরত মোহাম্মদ — ডাঃ সূফী ময়েজউদ্দিন আহমদ (মধু মিয়া) (১৮৫৫-১৯৩০), প্রকাশক ঃগ্রন্থকার, কলকাতা, ১ম খণ্ড-১৯১০, ২য় খণ্ড-১৯১২, ৩য় খণ্ড-১৯১৪।

১৫০। মহানবী (দ.) — সংকলকঃ শাহ কসিমউদ্দীন আহমদ, ঘিওর, মানিকগঞ্জ, প্রকাশক ঃ সংকলক, ১৯১২।

১৫১। শেষ নবী — মুন্সী মোহাম্মদ আলী হাসান, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯১৫।

১৫২। মাসুম মোস্তফা (দ.) — শেখ মোহাম্মদ জমির উদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০) প্রকাশক ঃ আলীম উদ্দিন আহমেদ, মলনদী, জলপাইগুড়ি, ১৯১৭।

১৫৩। শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মদ (দ.) ও পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন — শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন। প্রকাশক ঃ হাজী জয়নাল আবেদীন, নিয়ামতপুর, রাজশাহী, ১৯১৭।

১৫৪। ইসলাম রবি বা হজরত — মোহাম্মদ (দ.), ফরীদ উদ্দীন খাঁ (১৮৮৫-১৯৫৭) গ্রন্থকার, শ্যামগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১৯১৯।

১৫৫। হজরত মোহাম্মদ (দ.) — আবদুল আজিজ হিন্দী (১৮৬৩০-১৯২৬) কুমিল্লা, গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯২০।

১৫৬। সফি আল মুজান্নবিন — হজরত মোহাম্মদ (দ.), আবদুল আজিজ খান বৈঠকখানা রোড, গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯২০।

১৫৭। মেফতাহুল ফোরকান বা কোরান তত্ত্ব — মোবিনউদ্দীন আহমদ জাহাঙ্গীরনগরী (মৃঃ ১৯৪১) (তিনখন্ড, ৩য় খন্ড নবীজীবনী) প্রকাশক ঃগ্রন্থকার, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ, ১৯২৫।

১৫৮। হজরত মোহাম্মাদের (দ.) জীবনী — মফিজউদ্দীন আহমদ প্রকাশক ঃগ্রন্থকার, বরিশাল, ১৯২৫।

১৫৯। মোস্তফা চরিত — মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯২৫।

১৬০। ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ — খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫) প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯২৬।

১৬১। খাঁ ছাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ — আল্লাম মোঃ রুহুল আমীন (১৮৮২-১৮৪৫), গ্রন্থকার প্রকাশকঃ নারায়ণপুর, বশিরহাট, ১৯২৬।

www.pathagar.com

১৬২। মানব মুকুট	মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, কলকাতা, ১৯২৬।
১৬৩। হজরত মোহাম্মদ (দ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	মোঃ নাজিমউদ্দীন আখতার নাসিরাবাদী (১৮৮৮-১৯৪৮) গ্রন্থকার,মশাখালী, ময়মনসিংহ, ১৯২৬।
১৬৪। ইসলাম ও উহার শেষ প্রেরিত নবী মোহাম্মদ	তৈমুর (১৮৬৬-১৯৪৭), করিম বক্স ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯২৬।
১৬৫। মহানবী মোহাম্মদ (দ.)	আবদুল্লাহ রসূল বর্ধমানী। প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯২৭।
১৬৬। সম্রাট পয়গম্বর	খানবাহাদুর তসলিমউদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭), ইসলামিয়া আর্ট প্রেস, কলকাতা, ১৯২৮।
১৬৭। শান্তিকর্তা বা হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর জীবনী	মোঃ কোরবান আলী (মৃঃ ১৯৬০), ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯২৮।
১৬৮। হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (দ.) এর জীবন চরিত কলকাতা, ১৯২৯।	মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৯৩),মনির উদ্দীন আহমদ এন্ড সন্স,
১৬৯। পাক পাঞ্জতন	মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১০৩০ পৃষ্ঠায় পাঁচটি জীবনী), মনিরউদ্দীন আহমদ এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৯২৯।
১৭০। হজরত মোহাম্মদ (দ.)	খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫) প্রকাশক ঃ বদরুদ্দোজা, কলকাতা, ১৯৩১।
১৭১। আদর্শ মানব	আফতাব উদ্দীন আহমদ, (১৯০০-?) প্রকাশক ঃ কমরুদ্দীন আহমদ, মসজিদবাড়ী, স্ট্রিট, কলকাতা, ১৯৩১।
১৭২। হজরত মোহাম্মদের জীবনী	অধ্যাপক ওসমান গনী প্রকাশক ঃ মুঃ আবদুল হাই, ২০ রাজার, দেউড়ী, ঢাকা, ১৯৩১।
১৭৩। খাঁ ছাহেবের বাজে কথা	মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ খাঁ, আন্জুমানে এশায়াতে এসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ১৯৩২।
১৭৪। মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য	মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মহম্মদী বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৩২।
১৭৫। আখলাকে মোহাম্মদী	আবু মুহসেন এহসনুল হক আফেন্দী, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার,সোনারাই, ডোমার, ১৯৩২।
১৭৬। জগজ্জ্যোতি হজরত	মুহম্মদ গুলজার আহমদ, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, সিউড়ী, বীরভূম ১৯৩২।
১৭৭। এসলাম ও বিশ্বনবী	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও ডাঃ এম জহুরুল হক, মাখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৩৪।
১৭৮। মরুনির্ঝর (পত্রে নবী জীবনী)	মোঃ মোবারক আলী (১৯০০-৫৫) প্রকাশক ঃ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ঢাকা, ১৯৩৫।
১৭৯। আদর্শ মানব	মুহম্মদ জাফর আহমদ (মৃঃ ১৯৭১), কোহিনূর লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, ১৯৩৫।
১৮০। মে'রাজ	সি, রহমান, আহছানউল্লা বুক হাউজ লিঃ, কলকাতা, ১৯৩৫।

www.pathagar.com

১৮১। মরু ভাস্কর — মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৪১।

১৮২। নবী পরিচয় — ইমারত হোসেন, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, মুহম্মদপুর, ঢাকা। ১৯৪১।

১৮৩। বিশ্বনবী — কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) প্রকাশিকা ঃ কবিপত্নী মাহফুজা খাতুন, ভূদেব ভবন, চুঁচুড়া, ১৯৪২।

১৮৪। রসূলুল্লাহর সৈনিক জীবন — এ, এফ, এম, আবদুল মজিদ রুশদী. প্রকাশক ঃ সৈয়দ আবুল ফজল, পুরানা নওয়াব বাড়ী, কুমিল্লা, ১৯৪৬।

১৮৫। আদর্শ মানব বা হজরত — মোহাম্মদ (দ) এর আদর্শ জীবনী মাওলানা ফজলুল করীম (১৯০০-৮২), ইসলাম মিশন লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৭।

১৮৬। শেষ নবী — খানবাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ (১৮৮৯-১৯৬৪) প্রকাশক ঃ মাহবুবুর রহমান খাঁ, ঢাকা, ১৯৪৯।

১৮৭। বিশ্ব শিক্ষক — খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ, মখদুমী এন্ড আহছানউল্লাহ বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৪৯।

১৮৮। মোহাম্মদ-র-রাসূলুল্লাহ — কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ (১৯২১-৭৫), বলিয়াদি পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৫১।

১৮৯। ছাইয়েদুল মুরছালীন (দু'খন্ড) — মাওলানা আবদুল খালেক (মৃঃ ১৯৫৫), ইস্ট বেঙ্গল বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা, ১৯৫১।

১৯০। ইসলাম রবি হজরত মোহাম্মদ — খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ, কোরান প্রচার লাইব্রেরী, বেহালা, ২৪ পরগনা, ১৯৫২।

১৯১। মোজেজায়ে নূর নবী (২য় খন্ড) — আজহার আলী বখতিয়ারী (১৮৭৩-১৯৫৮), পাক বুক ডিপোট, ঢাকা, ১৯৫৩।

১৯২। মানুষের নবী — মোঃ আবদুল জব্বার সিদ্দিকী (১৯০৬-১৯৮৯), আল-এসলাহ লাইব্রেরী, পাবনা, ১৯৫৩।

১৯৩। নবুওতে মোহাম্মদী — আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়াশী (১৮৯৬-১৯৬০), আল-হাদীছ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা, ১৯৫৬।

১৯৪। আদর্শ মহানবী ও সুন্নতে রাছুল — মোঃ ইসমাইল হোসেন ইসলামনগরী (মৃঃ ১৯৯২) গ্রন্থকার, সিরাজগঞ্জ, ১৯৫৭।

১৯৫। বিশ্বনেতা — মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-১৯৮৭), আল-ইসলাহ পাবলিশিং হাউস, সিলেট।

১৯৬। মাহবুবে খোদা — মাহমুদুর রহমান (১৯৩৫-১৯৭০), সোবহানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৯।

১৯৭। আম্বিয়া চরিত — আলিমউদ্দীন আহমদ, ডোমিনিয়ন বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৫৯।

১৯৮। সত্যপথ প্রদর্শক — সাইফুল ইসলাম, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, কলকাতা।

১৯৯। বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য — গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬০।

www.pathagar.com

২০০। নবীগৃহ সংবাদ	মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ঢাকা-১৯৬০।
২০১। নবীয়ে দুজাহাঁ (দুই খন্ড)	মীর রহমত আলী (১৮৮১-১৯৮৭), মমতাজ পাবলিশিং হাউস, নরসিংদী।
২০২। মুহম্মদ চরিত	নাদের হোসেন জাফরী (১৮৬৮-১৯৬৭) ভেকুটিয়া, যশোহর, গ্রন্থকার, ১৯৬০।
২০৩। ওফাতে রাসূল	মোঃ মহিউদ্দীন, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, নোয়াখালী, ১৯৬১।
২০৪। শেষ নবীর সন্ধানে	ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬১), রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬১।
২০৫। খাতেমুল আম্বিয়া বা হযরত, মোহাম্মদের (দ.) জীবনী	কাজী মোঃ গোলাম রহমান (১৮৯৬-১৯৮১), রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২।
২০৬। নবী পরিচয়	মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ (১৮৮৮-১৯৭৪) প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ঢাকা, ১৯৬২।
২০৭। বিশ্বনবীর মহান আদর্শ	মোহঃ মোছলেহুদ্দীন, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২।
২০৮। মাযেজাত ও কেরামত	আবু লায়েছ আনছারী, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২।
২০৯। বিশ্বনবীর ভাষণ	আবু লায়েছ আনছারী, প্রকাশক ঃ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬১।
২১০। হজরত রসূলুল্লাহ (দ.)	হাতেম রাশেধী, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, খুলনা।
২১১। হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী	মোঃ এমদাদ আলী (১৮৭৩-১৯৬৯) প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, বরিশাল, ১৯৬২।
২১২। বিশ্ব-রহমত মোহাম্মদ মোস্তাফা	সূফী হাবিবুর রহমান, প্যারাডাইস বুক ডিপো, বরিশাল, ১৩৮১ (১৯৬৩)
২১৩। নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ	মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৩।
২০৬। বিশ্বনবীর মি'রাজ	এ. এস. এম. মতিউর রহমান নূরী, পাক বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৩।
২০৭। দিওয়ানে নূরে মোহাম্মদী	মোহাম্মদ ইব্রাহীম এম. এ. প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, চট্টগ্রাম, ১৯৬৪।
২০৮। বিশ্বনবীর সৈনিক জীবন	মাহমুদুর রহমান (১৯৩৫-১৯৭০), সোবাহানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৪।
২০৯। বিশ্বের সেরা মনীষী	সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান (১৯১৫-১৯৮৩), বুক প্রমোশন, ঢাকা, ১৯৬৪।
২১০। হযরতের জীবন নীতি	ডঃ মুঃ গোলাম মাকসুদ হিলালী (১৯০০-৬১), প্রকাশক ঃ হুমায়ুন খালিদ, রাজশাহী, ১৯৬৫।
২১১। ওফাতুন নবী বা বিশ্বনবীর তিরোধান (২য় সং)	কাজী মোঃ গোলাম রহমান (১৮৯৬-১৯৮১), রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৫।
২১২। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী	মুহম্মদ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী (১৮৯৬-১৯৭০) হামিদিয়া লাইব্রেরী, হামিদপুর, খুলনা।

www.pathagar.com

২১৩।	হযরত মোহাম্মদ (সা.) (দু'খণ্ড)	সৈয়দ বদরুদ্দোজা (১৮৯৭-১৯৭৪) প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯৬৬।
২১৪।	হজরত মোহম্মদ (সা.) ও তাঁহার শিক্ষা ও অবদান	লেখক ও প্রকাশক ঐ. ১৯৬৬।
২১৫।	নবী মোস্তফা	সংকলন ঃ তালিম হোসেন (জ. ১৯১৮-১৯৯৯), পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, কাকরাইল, ঢাকা, ১৯৬৬।
২১৬।	ইনক্বেলাব (তিন খন্ড)	মাওলানা জিল্লুর রহমান নদভী (জ. ১৯৩০) প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, দেবীনগর, রাজশাহী, ১ম খন্ড ১৯৬৬, অন্যান্য খন্ডের প্রকাশক ঃ সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৭৩, ১৯৭৭।
২১৭।	হযরত মুহাম্মদ ও ইসলাম	কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯৬৬।
২১৮।	নূরনবী ও ঈমানের ফল	এ. কে. এম. আবদুল মজিদ, প্রকাশক ঃ আসাদ সুফিয়ান ইউসুফ, ভাষাণচর, বরিশাল, ১৯৬৯।
২১৯।	স্বপ্নেদেখা দ্বীনের নবী (সা.)	মহিউদ্দীন আল মাহী, প্রকাশক ঃ নূরন্নবী মুহাম্মদ আমীন, ২১৮, শান্তিনগর, ঢাকা, ১৯৬৯।
২২০।	বিশ্বনবীর বিশ্ব সংস্কার	আবুল হোসেন ভট্টাচার্য (১৯১৬-১৯৮৩) প্রকাশক ঃ খন্দকার মজিদ আলী, বগুড়া, ১৯৬৯।
২২১।	বিশ্বভ্রাতৃত্বে মোহাম্মদ (দ.)	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (জ. ১৯২৬?), জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৬৯।
২২২।	তবলীগে নববী বা রসূলের আদর্শে চরিত্র গঠন	মাওলানা মাজহার উদ্দীন আহমদ, প্রকাশক ঃ মোজাম্মেল হক, তালতলা, নোয়াখালী, ১৯৭১।
২২৩।	মানব মর্যাদায় মহানবী (দ.)	মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (জ. ১৯৩২), পাকিস্তান একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১।
২২৪।	মহানবীর জীবন দর্শন ও দাম্পত্য জীবন	মোঃ আবিদ আলী (১৯০৭-১৯৮৭), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৩।
২২৫।	জগৎগুরু মুহাম্মদ (দ.)	মুহাম্মদ নূরল ইসলাম (জ. ১৯৩৩), সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৭৪।
২২৬।	খাতেমুল আম্বিয়া বা	মাহবুবে এলাহী (২য় সং) কাজী মোঃ গোলাম রহমান রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৫।
২২৭।	রসূলুল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী	মাওলানা আহমদ আলী (১৮৮০-১৯৭১), ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৭৬।
২২৮।	মহানবী ও ইসলাম	ডঃ এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী (জ. ১৯৩৯), প্রকাশক ঃ রেজাউল রহীম, রাজশাহী, ১৯৭৪।
২২৯।	পথ প্রদর্শক	হাফেজ মোক্তার হোসেন (মৃঃ ১৯৯২), প্রকাশক ঃ মোঃ রফিকউল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ (১৯৭৫)।

www.pathagar.com

২৩০।	বিশ্বসভ্যতায় মহানবীর (দ.) অবদান	মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম প্রকাশক ঃ আবদুন নূর, কুমিল্লা, ১৯৭৫।
২৩১।	মধ্যদিনের সূর্য	আবদুর রউফ মাহমুদ, গ্রন্থ পরিবেশনা, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯৭৫।
২৩২।	মোজেজায়ে নূর নবী (দ.)	মাওলানা খন্দকার মোঃ বশিরউদ্দিন, কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, ১৯৭৫।
২৩৩।	হিজজুল বয়ত ও	আসাদউদ্দীন সিদ্দিকী, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, জিয়ারতুর রছুল সিলেট, ১৯৭৫।
২৩৪।	স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা.)	মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স ঢাকা, ১৯৯৮ (১৯৩৫)
২৩৫।	পবিত্র কোরআন ও হাদিসে রাসূল (দ.)	মাওলানা খ. মো. বশিরউদ্দীন (জ. ১৯০৩) কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, ১৯৭৬।
২৩৬।	মহানবীর জীবন আদর্শ	মোঃ আবিদ আলী (১৯০৭-৮৭), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৬।
২৩৭।	বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী ও ইসলাম	মাওলানা মুঃ আবদুর রহীম, (১৯১০-৮৭), পলাশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৬।
২৩৮।	শেষ নবী	মাওলানা মুহাম্মদ তাহের (১৯১৫-৯৪), মদীনা বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯৭৬।
২৩৯।	সংস্কারক হযরত মুহাম্মদ (স)	মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ (জ. ১৯২৫) পলাশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৬।
২৪০।	সিরাজাম মুনীরা (সংকলন)	মুহাম্মদ আবুল আসাদ, খোশরোজ প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৭৬।
২৪১।	হযরত মুহম্মদ (স)-এর দাওয়াত ও আজকের মুসলমান	সা'দ আহমদ (জ. ১৯২৭), প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, কুষ্টিয়া, ১৯৭৬।
২৪২।	জীবন আদর্শে বিশ্বনবী	কাজী এ. এফ. মফিজউদ্দীন আহমদ (জঃ ১৯২২), নতুন কথাকলি, ঢাকা, ১৯৭৭।
২৪৩।	মি'রাজুন্নবী (দ.)	খন্দকার মোঃ বশিরউদ্দীন (জ. ১৯০৩), কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, ১৯৭৭।
২৪৪।	তালিমে রাসূল (দ.)	মৌলভী আবদুল কাদের, সুলেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৭।
২৪৫।	বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (দ.) (৪ খন্ড)	মুহাম্মদ নূরল ইসলাম (জ. ১৯৩৩), সাহিত্য কুটির, বগুড়া, ১৯৭৭-৯৪
২৪৬।	হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.)	নূরুদ্দীন আহমদ (১৯০৬-৮৬), জুয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৭।
২৪৭।	হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.)	আবদুল মালেক, স্বরূপকাঠি, বরিশাল প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ১৯৭৮।
২৪৮।	নবী করিম হজরত মোহাম্মদ (দ.)	ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লা, (?মৃঃ ১৯৬৯), রেনেসাস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭৮।
২৪৯।	নূরের জ্যোতি এলো দুনিয়ায়	মাওলানা মোঃ আবদুল ওহহাব (১৯০১-১৯৮০), গুলশান বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৭৯।

www.pathagar.com

২৫০।	বিশ্বনবী মোস্তফা (দ.)	খঃ মোঃ বশিরউদ্দীন (জ. ১৯০৩), শাহজাহান বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৭৯।
২৫১।	বিশ্বনবীর জীবনকথা	মাওলানা মোঃ তারিকউল ইসলাম, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৭৯।
২৫২।	নূর-এ-আখলাক	সৈয়দ এ. এম. মোখতার, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৭৯।
২৫৩।	ওসওয়াতুন হাসানা	মোঃ আবিদ আলী, ই. ফা. বা. সিলেট, ১৯৮০।
২৫৪।	ইসলাম রশ্মি	সৈয়দ শহীদউদ্দীন ই. ফা. বা. চট্টগ্রাম, ১৯৮০।
২৫৫।	মহানবী	মুজীবুর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।
২৫৬।	রাসূলুল্লাহ (সা.) পত্রাবলী	মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী মহানবী স্মরণিকা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮০।
২৫৭।	শাশ্বত নবী (সংকলন)	অধ্যাপক আবদুল গফুর (জ. ১৯২৯), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।
২৫৮।	সূরাত ও সীরাত-ই রসূলুল্লাহ (সা.)	মোঃ জয়নাল আবেদনী, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ঢাকা, ১৯৮০।
২৫৯।	শ্রেষ্ঠনবী	মোঃ আবদুল হাকিম, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮১।
২৬০।	আছ্ছালাতু ওয়াছ্ছালামু আলা রাসূলিল্লাহ	মাওলানা আ. খা. মোহাম্মদ নূরুল্লাহ (জ. ১৯৩৯), প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, হয়বতনগর, কিশোরগঞ্জ, ১৯৮১।
২৬১।	মহানবী আল-মুস্তফা (সা.)	মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুছ, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮১।
২৬২।	ইসলামের ইতিহাস বিশ্বের জাগরণ ও মানবতার ইতিহাস	ডঃ ওসমান গনী, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৮২।
২৬৩।	মহানবী	ডঃ ওসমান গনী মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮২।
২৬৪।	রসূলুল্লাহ (সা) এর মক্কা বিজয়	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ই. ফা. বা. ১৯৮২।
২৬৫।	সোনানায়ক মহানবী (দ.) ঃ যুদ্ধ ও শান্তি	সৈয়দ ফারুক আজম, তমিজুল হক বার-এট-ল, ঢাকা, ১৯৮২।
২৬৬।	বিশ্বনবীর পরিচয়	ইসমাইল হোসেন ইসলামনগরী (মৃঃ ১৯৯২), রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮৩।
২৬৭।	হেরা পর্ব্বতের সেই কোহিনূর	শেখ শাহ সূফী শামস্উদ্দীন আহমদ, ন্যাশনাল প্রিন্টিং, পাবলিশিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৮৩।
২৬৮।	আমাদের নবী (দ.) ও তাঁর আদর্শ	সংকলনে মোঃ আবদুর রহমান (১৯১৫-৯১), জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা, ১৯৮৪।
২৬৯।	মহানবী	নজিবর রহমান খান, আল-আমিন, ঢাকা, ১৯৮৪।
২৭০।	মুযিজাতুন নবী	এ. এস. এম. মতিউর রহমান নূরী, প্রকাশক ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ১৯৮৪।

www.pathagar.com

২৭১।	হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা	মীর রহমত আলী (১৮৮১-১৯৮৪), বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৮৪।
২৭২।	মহানবী মুহাম্মদ (দ.)	এস. এম. আকবর উদ্দীন (১৮৯৬-১৯৭৮), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৪।
২৭৩।	নূরে মোহাম্মদী বা বিশ্বের মহানবী	মাজহারউদ্দীন আহমদ কৌড়ী বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮৫।
২৭৪।	নূরে মোহাম্মদী	মাওলান শাহ ওয়ালীউল্লাহ, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৮৫।
২৭৫।	মহানবী মুহাম্মদ (দ.)	সোহরাব উদ্দীন আহমদ, উম্মা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫।
২৭৬।	বিশ্বনবীর দাম্পত্য জীবন কাহিনী (১৯৮৬)	এ. কে. এম. ফজলুর রহামন মুন্সী, বাংলাদেশ তাজ কোং, ঢাকা।
২৭৭।	হযরত মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স.) আখেরী নবী	নাজিমউদ্দীন আহমদ, কোরান মঞ্জিল, ঢাকা, ১৯৮৫ (৩য় সং)
২৭৮।	বিশ্বনবীর (স.) মু'জিযা	আ. ন. ম. আবদুল মান্নান, কিশোর লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৫।
২৭৯।	নবী দর্শন (দু'খন্ড)	এম. এ. হোছাইন. ইসলামিয়া মাদ্রাসা, কুমিল্লা, গ্রন্থকার, ১৯৮৬-৮৭।
২৮০।	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মহানবীর (স.) এর মি'রাজ বা রকেট	মাওলানা দেলোয়ার হোসেন আনছারী (মৃ. ১৯৯২) গ্রন্থকার, ফরিদপুর, ১৯৮৬।
২৮১।	মহারাষ্ট্রনায়ক হযরত রসূলে করিম (দ.)	মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (জ. ১৯৩২) আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৭।
২৮২।	প্রিয়তম নবী (সা) ১ম খন্ড	শ্রী শিশিরদাস। প্রকাশক ঃ অরূপ ঘোষ, ডায়মন্ড হারবার। পরিবেশক ঃ মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, ১৯৮৭।
২৮৩।	হযরত মোহাম্মদ (দ.) জীবনী	মৌঃ নাসির উদ্দীন আহমদ, আমেনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৪০৭ হিঃ।
২৮৪।	আসরারে মোস্তফা (রাসূল রহস্য)	পীরজাদা খাজা মোজাম্মেল হক ডাঃ খাজা সলিমুল্লাহ, এনায়েতপুর, পাবনা, ১৪০৭ হিঃ (১৯৮৭),
২৮৫।	রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত	মাওলানা মুঃ আবদুর রহীম (১৯১৯-৮৭) খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।
২৮৬।	মক্কাতে রাসূল (স.)	মীর হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী (জ. ১৯৪৭) প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ঢাকা, ১৯৮৮।
২৮৭।	জীবন আদর্শে হযরত মোহাম্মদ (দ.)	শাহ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, জেনারেল লাইব্রেরী,ঢাকা, ১৯৮৮।
২৮৮।	স্বপ্নযোগে প্রিয়নবী (দ.)	মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (জঃ ১৯৩২) আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৮।
২৮৯।	বিশ্বনবীর কর্মসূচী	আবদুল খালেক (জঃ ১৯২১), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৮।

www.pathagar.com

২৯০।	বিশ্বনবীর সৈনিক জীবন	মাওলানা নুর মোহাম্মদ, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ঢাকা, ১৮৮৯।
২৯১।	রাসূলুল্লাহ (স.) সংগ্রামী জীবন	লেখক ও প্রকাশক ঃ ঐ, ঢাকা, ১৯৮৯।
২৯২।	বিশ্বনবীর (দ.) জীবনী	মাওলানা মাজহারউদ্দীন আহমদ, সালাহউদ্দীন বইঘর, ঢাকা, ১৯৮৯।
২৯৩।	অন্ধকারে সূর্যোদয় নবী কমলিওয়ালা (দ.)	আলহাজ্ব এম. এ. ওহাব. কল্যাণপুর, ঢাকা, গ্রন্থকার, ১৯৮৯।
২৯৪।	আমার প্রাণের রাছুল	মোখতার আহমদ মদনা, বাখরপুর, চাঁদপুর, গ্রন্থকার, ১৯৮৯।
২৯৫।	বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)	এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯।
২৯৬।	কোরআন মুহাম্মদ ও বিজ্ঞান	তাইফুর রহমান, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ঢাকা, ১৯৯০।
২৯৭।	বিশ্বনবীর জীবন কাহিনী	গোলাম মোস্তফা,ফেন্সী লাইব্রেরী, ঢকা, ১৯৯০।
২৯৮।	শানে নবুয়ত	মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (১৯০৫০-৮৭), শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ একাডেমী ঢাকা, ১৯৯০।
২৯৯।	সর্বজাতির মহান আদর্শ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)	সৈয়দ শামসুল ইসলাম, কাফেলা প্রকাশনী, সিলেট, ১৯৯০।
৩০০।	মহানবীর সীরাত কোষ	খান মোছলেহ্ উদ্দীন আহমদ, শতদল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।
৩০১।	বিশ্বনবী কথা	খুরশিদ উজ-জামান, মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি, কাকরাইল, ঢাকা, ১৯৯৩।
৩০২।	বিশ্বনবীর জীবনী	মাওলানা খঃ মোঃ বশিরউদ্দীন (জ. ১৯০৩), সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৯১।
৩০৩।	বিশ্বনবী মোহাম্মদ (সা.) জীবন,	আবু মোকাররম আমীন আহমদ, সুলেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।
৩০৪।	মহানবী (স.)	মুহাম্মদ মতিউর রহমান (জ. ১৯৩৭), সহৃদ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১।
৩০৫।	মহানবী (স.)	সৈয়দ আলী আহসান, আহমদ পা.হা. ঢাকা - ১৯৯৪।
৩০৬।	রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দাওয়াত, ও তাবলীগ	এ. এ. এম. মোস্তাকুর রহমান সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।
৩০৭।	অনুপম আদর্শ (প্রবন্ধ সংকলন)	হাসান আবদুল কাইয়ূম (জ. ১৯৪৫), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯২।
৩০৮।	জীবন আদর্শে বিশ্বনবী (সা.)	মাওলানা এনামুল হক নিযামী, বিদ্যাভাণ্ডার, ঢাকা, ১৯৯২।
৩০৯।	বিশ্বনবীর মহান আন্দোলন	এ. কে. এম. নাজির আহমদ (জ. ১৯৩৯) বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৯২।
৩১০।	বিশ্বনবীর (সা.) জীবনী	হাফেজ শহীদুল্লাহ ফারুক, আলহেরা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।
৩১১।	শানে মোহাম্মদ (দ.)	মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী, রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯২।

www.pathagar.com

৩১২।	আমি তো দিয়েছি তোমাকে কাওসার	ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ (জ. ১৯২৭), প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩।
৩১৩।	রাসূলে খোদা (সা.)	মীর হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী, উম্মে হাজেরা, মুড়াপাড়া, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৩।
৩১৪।	নবী সম্রাট	মোবারক করীম জওহর (জ. ১৯৪৫), খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ১৯৯৩।
৩১৫।	বিশ্বনবী (সা.) এর আদর্শ জীবন বা শানে মাহবুব	মাওলানা মোঃ শাখাওয়াত উল্লাহ, তবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৯৩।
৩১৬।	ঈদে মিলাদুন্নবী ঃ আলোর পথে	সম্পাদনায় ঃ খাজা কামরুল হক ও আবদুল হান্নান ঠাকুর, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩।
৩১৭।	দ্বীদারে রাসূল (সা.)	মুফতী মোহাম্মদ আনওয়ার উল্লাহ ওয়ায়সী, প্রকাশক ঃ জহির আহমদ, কাশারীটোলা, ঢাকা, ১৯৯৩।
৩১৮।	বিশ্বনবীর বিস্ময়কর সাফল্য-	হাফিজ উদ্দীন আহমদ (জ. ১৯১৩), প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ঢাকা, ১৯৯৪।
৩১৯।	বিশ্বনবীর মে'রাজ	মোঃ তারিকউল ইসলাম, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯৪।
৩২০।	মহানবী	মোঃ শাহজাহান খান, শাহ পরাণ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৪।
৩২১।	মহানবীর জীবন ও আদর্শ	মোহাম্মদ শামসুল হুদা, প্রকাশক ঃ আশরাফিয়া বইঘর, ঢাকা, ১৯৯৪।
৩২২।	শান্তির নবী	ফজলুর রহমান খান, দায়েমী কমপ্লেক্স, ঢাকা, ১৯৯৪।
৩২৩।	রেসালতের মিশন ও আমরা	মোহাম্মদ উল্লাহ, গ্রন্থকার, ৫৯/৩/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১৯৯৪।
৩২৪।	প্রিয় নবীর প্রিয় প্রসঙ্গ	মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (জ. ১৯৩৬), সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩২৫।	মহানবী (সা.) আল্লাহর নূর-না মাটির মানুষ	মাওলানা মাজহার উদ্দীন, উজ্জ্বল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩২৬।	নবী করীম (দ.) এর কথা	গাজী শাসছুর রহমান (১৯২১-৯৮), খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩২৭।	বিশ্বনবী মোস্তফা (স.)	গোলাম মোস্তফা মীরকো প্রেস, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩২৮।	বহুবিবাহ, ইসলাম ও মুহাম্মদ (স.)	আহম্মদ মনসুর, তাসনিম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩২৯।	বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স.)	মুহাম্মদ আমিমুল এহসান, মম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩৩০।	রাহমাতুল্লীল আলামীন (সংকলন)	হাফেজ মোঃ আবদুল জলিল (জ. ১৯৩৩), গ্রন্থকর, ঢাকা, ১৯৯৫।
৩৩১।	রাসূলুল্লাহর জীবন চরিত, (১ম খন্ড)-	আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৩২-৯৪), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৬।
৩৩২।	রৌদ্রময় ভূখন্ড	লেখক ও প্রকাশক -ঐ-

www.pathagar.com

৩৩৩।	সীরাতে সাইয়্যিদুল মুরসালীন	মাওলানা আঃ কাঃ মোঃ আবদুল লতিফ চৌধুরী। প্রকাশিকা ঃ মোসাম্মত মমতাজ বেগম, ঢাকা, ১৯৯৬।
৩৩৪।	সীরাতে খাতামান্নবীঈন	মোহাম্মদ আফতাবউদ্দীন (১৯২১-১৯৯৬), মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৯৬।
৩৩৫।	প্রশ্নোত্তরে বিশ্বনবীর জীবন দর্পন	মোঃ ইদ্রিস আলী প্রামানিক, গ্রন্থকার, রাজশাহী, ১৯৯৬।
৩৩৬।	নূরনবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)	মোহাম্মদ শরীফ উদ্দীন, ১০৩/১, কলাবাগান, ঢাকা, গ্রন্থকার, ১৯৯৬।
৩৩৭।	বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)	মৌলভী আবদুল গণী, হালিম বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯৬।
৩৩৮।	তুমিই পথ প্রিয়তম নবী তুমিই পাথেয়	অধ্যাপক আবু জাফর (জঃ ১৯৫২), আইনুদ্দীন, ৫২/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১৯৯৬।
৩৩৯।	মক্কার সেই এতিম ছেলেটি	মাওলানা হোসেন বিন সোহরাব আল মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৪০।	বিশ্বনবীর পারিবারিক জীবন	মাওলানা আবদুছ্ ছালাম, সালাউদ্দিন বইঘর, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৪১।	নবীজী (সা) কেমন ছিলেন	উবায়দুর রহমান খান নদভী, কিতাব কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৪২।	নবীর (স) আদর্শ সমাজ	অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, দি লিমা এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৪৩।	বিশ্বনবীর (স.) অলৌকিক ঘটনাবলী	সংকলক ঃ মাওলানা মুফতী ছিফাতুল্লাহ ইয়াসীন ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৪৪।	রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর মু'জিযা	মুফতী মোহাম্মদ ইদদ্রিস, ইদ্রিসিয়া লাইব্রেরী, রামগতি, লক্ষ্মীপুর, ১৯৯৭।
৩৪৫।	বিশ্বনবীর জীবনী ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ	মাওলানা নূর মোহাম্মদ, হাছানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৪৬।	বিশ্বনবীর অমর কাহিনী	মোহাম্মদ নূর হোসাইন, রাইয়াত লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৪৭।	রহমতে দো-আলম (সা)	মুহাম্মদ আবদুস সামাদ ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৪৮।	নুর-নবী	অধ্যক্ষ হাফেজ এম. এ. জলিল (জ. ১৯৩৩), সুন্নত আল-জামাত, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৪৯।	হযরত মুহাম্মদ (দ.)	মাওলানা মাজহারউদ্দীন, জুয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৪১৭ হিজরী।
৩৫০।	বিশ্বনবী ও তাঁর বাণী	মাওলানা মাজহারউদ্দীন, এম. এম. জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৫১।	শেষ নবী	মাওলানা মোঃ আবদুছ ছাত্তার, অনুভব প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭।
৩৫২।	চরিত্র ও সমাজ গঠনে হযরত মুহাম্মদ (স)	ডঃ ওসমান গনী, ইউনির্ভার্সাল বুক সাপ্লাই, কলকাতা, ১৯৯৭।
৩৫৩।	মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)	এ. জেড. এম. শামসুল আলম (জ. ১৯৩৭), মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

৩৫৪।	বিশ্বনবী (স.) এর জীবন কাহিনী	মাওলানা শাহে আলম মীর্জা, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৫৫।	বিশ্বনবী বিশ্বনেতা (প্রবন্ধ সংকলন)	মোসাম্মৎ কবিতা সুলতানা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৫৬।	হযরত মুহাম্মদ (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন	শাহ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন (১৯০৫-১৯৯৫) ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর পক্ষে এ. কে. কামরুল বারী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৫৭।	আমাদের বিশ্বনবী	মুঃ আবুল খায়ের সিদ্দিকী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৫৮।	বিশ্বের সর্বকালের বিস্ময়	আবুল কালাম আজাদ ও আবদুল মান্নান, মদিনাতুল উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসা পারিশারা, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর, ১৯৯৮।
৩৫৯।	বিশ্বনবীর জীবনী ও আশ্চর্য ঘটনাবলী	মুঃ আবুল খায়ের সিদ্দিকী, সোলায়মানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৬০।	কেমন ছিলো প্রিয় নবীর পানাহার পোশাক ও সহায়সম্পদ	সঙ্কলনে মোহাম্মদ শামসুজ্জামান (জ. ১৯৪৯), ইসলাম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৬১।	বিশ্বনবীর (সা.) জীবন মুজিযাসহ	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ, সোলায়মানিয়া বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৬২।	মুক্তির দিশারী মহানবী (সা.)-	হাফেজ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, নকীব পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৬৩।	সীরাতে সাইদুল আম্বিয়া (তিন খন্ড)	শাহ মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান, শাইখুল হিন্দ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৬৪।	বাংলাদেশে রাসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার	-আবদুস শহীদ নাসিম (জঃ ১৯৪৯), শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৩৬৫।	বিশ্বনবীর সংগ্রামী জীবন	লেখক ও প্রকাশক -ঐ-।
৩৬৬।	নূরে নবী (১ম খন্ড)	মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, আল-বলাগ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯।
৩৬৭।	বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-	মুহাম্মদ শাহজাহান খান, দারুল কুরআন মঞ্জিল, ঢাকা, ১৯৯৯।
৩৬৮।	নবী জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলী	মাওলানা খলিলুর রহমন খান, কিতাব কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৯।
৩৬৯।	সবুজ গম্বুজের ছায়া	মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ (জঃ ১৯৭১) মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা, ১৯৯৯
৩৭০।	প্রিয় নবীর (সা.) মুচকি হাসি	শাব্বীর শিবলী, সিদ্দিকীয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, এপ্রিল -২০০০।
৩৭১।	বিশ্বনবীর শেষ ভাষণ	মুহাম্মদ তাহের হোসেন, নূর লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৯।
৩৭২।	আখলাকে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া (সা.)	গ্রন্থনায় ঃ আবুল হায়াত মোহাম্মদ তারেখ ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৯।
৩৭৩।	হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)	মাওলানা মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোছাইন (১৯০৫-১৯৯৫) মু'জিযার স্বরূপ ও মু'জিযা ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৯।

www.pathagar.com

৩৭৪। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ	আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইনায়েতুল্লা সুবহানী, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা -১৯৯৯।
৩৭৫। বিন্দুবিহীন বর্ণে মহানবী (সা.)	মাওলানা মুহাম্মদ নুরুদ্দীন ফতেহপুরী, কাওসার আহমদ, সাং-ফতেহপুর, কালিগঞ্জ, গাজীপুর, ২০০০।
৩৭৬। বিশ্বনবী (সা.)	মাওলানা ওয়ালী উল্লাহ আব্বাসী, ইছামতি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।
৩৭৭। বিশ্বনবীর (সা.) জীবনী ও মে'রাজের আশ্চর্য ঘটনাবলী	মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০০।
৩৭৮। হাদীসের আলোকে মুহাম্মদ (সা.)	হাফেজ মাওলানা হুসাইনবিন সোহরাব, আল-মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।
৩৭৯। প্রিয় নবীর বিবিগণ (রাঃ)	হাফেয মাওঃ হুসাইন বিন সোহরাব, হুসাইন হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ঢাকা -(ম-২০০০)।

নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়নি

৩৮০। সীরাতুন্নবী	মৌলভী সিরাজউদ্দীন (১৮৮৭)
৩৮১। হজরত মোহাম্মদের (দ.) জীবনী	আবুল হোসেন (১৮৫৭-১৯৫০) ১৯০৮
৩৮২। হজরত মোহাম্মদ (দ.)	মৌলভী মেয়রাজউদ্দীন আহম্মদ, কলকাতা, ১৯১১।
৩৮৪। শেষ নবীর জীবন কথা	হাকিম মশিহুর রহমান কোরেশী, ১৯২৭।
৩৮৫। সবে মে'রাজ	মোঃ রেজাউল করিম।
৩৮৬। মহানবী (দ.)	সৈয়দ আবদুস সালাম ঈসাপুরী, চট্টগ্রাম।
৩৮৭। হযরতের মক্কাবিজয়	আজহার আলী বখতিয়ারী (১৮৭৩-১৯৫৮)
৩৮৮। পাক কোরআনের আলোকে বিশ্বনবী	মোঃ আবদুল ওহহাব এম. এ।
৩৮৯। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)	মোঃ আবু নঈম চৌধুরী।
৩৯০। হযরত মোহাম্মদ (দ.) জীবনী	মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন আহমদ।
৩৯১। মহানবীর (দ.) মহান চরিত	শায়কুল হাদীস নূরুল ইসলাম, অনুঃ হাফেজ সাঈদ আহমদ
৩৯২। মহানবী	কাজী আনিসুর রহমান
৩৯৩। পরশমণি	শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)
৩৯৪। হাবিবে খোদা	মাওলানা আবদুর রব, পীরপুর, নরসিংদী।
৩৯৫। শেষনবী আরবে	আবদুল মজিদ তালুকদার, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা।
৩৯৬। ইসলাম রবি	ডাঃ সরাফত আলী, মৌলভীবাজার।
৩৯৭। পবিত্র জীবন	মোঃ ইসমাইল, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।
৩৯৮। ইসলামে মুহাম্মদ (দ.)	আবদুল খালেক।
৩৯৯। তাওহীদ রেসালাত ও নূরে মোহাম্মদীর সৃষ্টি রহস্য	মুহাম্মদ ফজলুল করিম।
৪০০। মোস্তাফা চরিত	মোঃ এমদাদুল হক।
৪০১। নবীর জীবনী	রশীদ আহম্মদ (জ. ১৯২৮)
৪০২। মরু দুলাল	ফজলুল করিম।
৪০৩। হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী	বদিউল আলম।
৪০৪। মাহবুবে খোদা	আফজাল হক।

www.pathagar.com

৪০৫।	হজরত মোহাম্মদ (স.)	মুজিবুর রহমান (১৯৩৮-৯২)।
৪০৬।	শেষ প্রেরিত নবী	মুজিবুর রহমান (১৯৩৮-৯২)
৪০৭।	বদর যুদ্ধ	-ঐ-
৪০৮।	মাজেজাত	গোলাম রসূল খন্দকার
৪০৯।	চিকিৎসক বেশে হযরত মুহাম্মদ (দ.)	ডাঃ মুঃ কুদরাতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৬৯)
৪১০।	শানে হাবিব (স.)	মুহাদ্দেস নেসারুল হক, পটিয়া।
৪১১।	শানে রছুল (দ.)	কাজী তাজুল ইসলাম গৌহরী।
৪১২।	বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী	মুঃ আবদুর রউফ।
৪১৩।	সৈনিক বেশে হযরত (দ.)	এ. জেড. এম. মুর্শিদ।
৪১৪।	মি'রাজ-যুক্তির বিশ্লেষণ	মাওলানা আবদুর রেজ্জাক, ১৯৮০।
৪১৫।	মরু ভাস্কর	মীর্জা আমজাদ হোসেন।
৪১৬।	মি'রাজুন নবী	কে. এম. আবদুল কুদ্দুস, ইসলামপুর, ঢাকা।
৪১৭।	হজরত মোহাম্মদের (দ.) জীবন	মুঃ আবদুল গনি।
৪১৮।	হজরত মোহাম্মদ (দ.)	মির্জা সুলতান আহমদ।
৪১৯।	রহমাতুললীল আ'লামীন	কাজী মুহাম্মদ সোলেমান।
৪২০।	হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা	নূরন্নবী, ১৯৮৩।
৪২১।	আমার প্রাণের রসূল	সূফী সদরুদ্দীন আহম্মদ, (১৮৬৩-১৯৪৩)
৪২২।	নবী করীম (সা.)-এর ওসিয়ত,	মাওলানা মুহম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী।

সীরাতুন্নবী (স.) সম্পর্কে রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তিকা

৪২৩।	নবী মাছুম	শাহ্ আবদুল্লাহ, কলকাতা।
৪২৪।	ধর্ম্মের আলো (২য় খন্ড)	মুহাম্মদ সুলতান খান, প্রকাশক ঃ সালেহ আহমদ, নদীয়া, ১৯২৭।
৪২৫।	বিশ্বনবী (স.) যেভাবে নামাজ পড়তেন	খঃ মুস্তাক আহম্মদ, শরীয়তপুরী।
৪২৬।	নির্যাতিত নবী	আবদুদ দাইয়ান, ১৯৫৪। প্রকাশক ঃ মোঃ ছালাউদ্দীন, বরিশাল।
৪২৭।	নালায়েন শরীফ (নবীজীর পাদুকাদ্বয়)	শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির (জ. ১৯২২) প্রকাশক ঃ আবদুল কাইয়ুম, বরিশাল, ১৯৬০।
৪২৮।	নবীজীবনের আদর্শ	অধ্যাপক গোলাম আযম (জ. ১৯২২), দারুস সালাম পাবলিশার্স,ঢাকা, ১৯৬০।
৪২৯।	মহানবী যখন হাসতেন	মুহাম্মদ আবদুল হাই, গুলশান। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (জা. পুঃ সঃ) ১৯৭০।
৪৩০।	বিশ্বনবীর অর্থনৈতিক সমাধান-	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (১৯১৯-৮৭) জাঃ পুঃ সঃ ঢাকা, ১৯৭০।
৪৩১।	অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মুহাম্মদ (দ.)	লেখক ও প্রকাশক ঃ ঐ, ১৯৬৯।
৪৩২।	হযরতের পত্রাবলী	মোস্তফা হারুন (জঃ ১৯৪২), জাঃ পুঃ সঃ ঢাকা, ১৯৭০।
৪৩৩।	আরাফাতের ভাষণ	ডঃ হাসান জামান (১৯২৮-৮২), জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢকা, ১৯৭০।
৪৩৪।	মহানবীর পারিবারিক জীবন	-ঐ-, ১৯৭১।

www.pathagar.com

৪৩৫।	মহানবীর পোষাক-পরিচ্ছদ	-ঐ-, ১৯৭১।
৪৩৬।	মহামানব হযরত মুহাম্মদ	(স.) ঃ জীবন ও আদর্শ কবি মহীউদ্দীন (১৯০৬-৭৫) ই. ফা. বা. ফরিদপুর, ১৯৮০।
৪৩৭।	শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (স.)	অধ্যক্ষ সাইদুর রহামন (মৃঃ ১৯৮৭), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।
৪৩৮।	মহানবীর নৈতিক বিপ্লব	আকরাম ফারুক, ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৭৬।
৪৩৯।	মহানবী (দ.) ঃ শিক্ষা, শান্তি ও মানবতার দিশারী	শাহেদ আলী (জ. ১৯২৫), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৭৮।
৪৪০।	আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও বিশ্বনবীর, বৈশিষ্ট্য	মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (১৯০৫-৮৭), আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৭৮।
৪৪১।	শান্তি ও প্রগতির মহানবী	ছদরুদ্দীন (জঃ ১৯১০), ই. ফা. বা, ঢাকা, ১৯৭৮।
৪৪২।	আনওয়ারে মোহাম্মদী	আঞ্জুমানে ইতেহাদ, চট্টগ্রাম, ১৯৭৯।
৪৪৩।	মি'রাজ-সায়েদুল মুরসালীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস (১৯০৮-৮৮), ই. ফা. বা, ঢাকা, ১৯৮০।
৪৪৪।	রাসূলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ	খন্দকার আবুল খায়ের, জামেয়া প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮।
৪৪৫।	মে'রাজের তাৎপর্য	-ঐ-।
৪৪৬।	অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মোহাম্মদ (দ.)	সৈয়দ মুরতাজা আলী (১৯০২-৮১), ই. ফা. বা, ঢাকা, ১৯৮০।
৪৪৭।	বিশ্বনবীর রেসালতী আদর্শ	মোঃ আবদুল হাকিম, ই. ফা. বা, ঢাকা, ১৯৮০।
৪৪৮।	রসূলের আদর্শে চরিত্র গঠন	এনামুল হক নিযামী, বিদ্যাভান্ডার, ঢাকা।
৪৪৯।	আদতে নবী	মোঃ রহমতুল ।রাহ বাঙ্গালী (জ. ১৯০১), গ্রন্থকার, রাজশাহী, ১৯৮২।
৪৫০।	স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ	মওলানা আবুল খায়ের মোঃ নূরুল্লাহ (জ. ১৯৩৯), হয়বত নগর মাদ্রাসা, কিশোরগঞ্জ, ১৯৭২।
৪৫১।	ফাযায়েলে সবে মে'রাজ	-ঐ-
৪৫২।	তরীকায়ে রাসূলুল্লাহ	-ঐ-
৪৫৩।	নবীর নিদর্শন	-ঐ- ১৯৮৫
৪৫৪।	বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি	অধ্যাপক গোলাম আযম (জ. ১৯২২), বই কিতাব প্রকাশনী, ঢাকা।
৪৫৫।	বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি	-ঐ-
৪৫৬।	হাবিবে খোদা	সাদেক আহমদ সিদ্দিকী, (জ. ১৯২২), গ্রন্থকার, ঢাকা, ১৯৯৩।
৪৫৭।	বিশ্বনবীর আর্শ বাস্তবায়নে রষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা	আবদুল খারেক (জ. ১৯২১)
৪৫৮।	সীরাতে রাসূল ও কোরআন–	মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ তাইয়্যেব। অনু ঃ আবদুর আজিজ (জ. ১৯৩৬)

www.pathagar.com

৪৫৯। নবী ভাস্কর — মুঃ হাবিবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-৬৬)

৪৬০। নারী জাতির প্রতি হজরত — কামালউদ্দীন আহমদ খান (মৃ. ১৯৭৫), কোহিনূর লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, ১৯৩২।

৪৬১। হযরত মোহাম্মদের (দ.) জীবনী — আবদুল জববার, গ্রন্থকার, ছোটপাশা, মৌলভীবাজার, গ্রন্থকার, সিলেট, ১৯৪০।

৪৬২। হজরত (স.) এর আদর্শ ঃ আমরা — সিরাজুল হক সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিস, ঢাকা, ১৯৭০।

৪৬৩। আইন প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ (স.) — এস, ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), ই. ফা. বা. ঢাকা।

৪৬৪। সীরাতুন্নবী সার-সংক্ষেপ — সংকলনে ঃ জুবায়ের আহমদ আশরাফ, প্রকাশক ঃ সংকলক, সৈয়দপুর, ১৯৯৫।

৪৬৫। আমাদের নবীজীর দৈনন্দিন জীবন — মাওলানা নো'মান আহমদ, শিবলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬।

৪৬৬। নবী (স) জীবনের টকুরো কথা– খঃ মুস্তাক আহমদ শরিয়তপুরী, প্রকাশক দারুল কিতাব, ঢাকা, ১৯৯৭।

৪৬৭। মহানবীর সচিবালয় — মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, নুর প্রকাশনী, ঢাকা,১৯৮৫।

৪৬৮। খতমে নবুওত — মাওলানা সিদ্দিকী আহমদ (১৯০৫-৮৭), আজিজয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

৪৬৯। খাতামুল মুরসালীন — মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (১৯০৫-৮৭)

৪৭০। নবীজী (সা.) এর পারিবারিক জীবন ও নারী স্বাধীনতা — আমিনুল ইসলাম ফরদাবাদী, গোদনাইল, নারায়ণগঞ্জ।

৪৭১। গরীবের বন্ধু হযরত মোহাম্মদ (সা.) — এ. বি. এম. কামাল উদ্দীন শামীম, সিরাজগঞ্জ, ১৯৯৩,

৪৭২। পাক কোরানের আলোকে মহানবী (সা.) এর পরিচয় ও মর্যাদা — মুঃ মুনীর হোসেন খান, প্রত্যয় প্রকাশনী, ঢাকা।

৪৭৩। নুরুন্নবীর শুভাগমন — ডঃ শেখ আহমদ পেয়ারা বাগদাদী

৪৭৪। নূর-ই-মুহাম্মদী — নূরুল আমীন, গ্রন্থকার, ১৯৯৩।

অনূদিত সীরাত গ্রন্থের তালিকা

৪৭৫। পয়গামে মোহাম্মদী — মূল ঃ মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী আল কাদেরী আল মুঙ্গেরী, অনু ঃ কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪) মহম্মদী, বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯২২।

৪৭৬। হাদি-এ-আলম — মূল ঃ আবদুল মজিদ ফার্সী। অনুবাদক ঃ আবুল ফজল আবদুল করিম (১৮৭৫-১৯৪৭), আঞ্জুমানে তালিমে ইসলাম, কলকাতা, ১৯৩০।

৪৭৭। মহানবী মোহাম্মদ (দ.) — মূল ঃ মোহাম্মদ আলী লাহোরী (মৃঃ ১৯৫২) অনুবাদক ঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ, প্রকাশক ঃ অনুবাদক, কলকাতা, ১৯৩০।

৪৭৮। নবী সম্রাট — মূল ঃ খাজা কামালউদ্দীন (লাহোরী) অনুবাদক ও প্রকাশক ঃ মুহম্মদ শায়েকুল্লাহ, হরিনাথপুর, রংপুর, ১৯৩২।

www.pathagar.com

৪৭৯।	সাহারাতে ফুটলরে ফুল	মূল ঃ আবুল কালাম আজাদ (১৮৭০-১৯৫৮) অনুবাদক ঃ তাজা কলম (মোশাররফ হোসেন), সিটি পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬০।
৪৮০।	বিশ্বনবীর আবির্ভাব	মূল ঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। অনুবাদক ঃ নূরুদ্দীন আহমদ (১৯০৬-৮৬), শর্ষিনা আলীয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬০।
৪৮১।	রহমতে আলম	মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩)। অনুবাদক ঃ মাজহারউদ্দীন আহমদ। ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬০।
৪৮২।	খতমে নবুয়াত	মুল ঃ কাজী মুহাম্মদ নাযির লায়েলপুরী, মুহাম্মদ সুলায়মান, ঢাকা, ১৯৬২
৪৮৩।	বিশ্বনবীর তিরোভাব	মূল ঃ আবুল কালাম আজাদ, অনুবাদক ঃ মাজহার উদ্দিন আহম্মদ, আমীর পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬২।
৪৮৪।	রাসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন	মুল ঃ আবু সলিম মুহাম্মদ আবদুল হাই। অনু ঃ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান,
৪৮৫।	খতমে নবুয়াত	মূল ঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) অনুঃ আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামিয়া পাবলিকেসন্স, ঢাকা-১৯৬২। ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ঢাকা,১৯৬৩।
৪৮৬।	মোহসীনে আযম (দ.) ও মোহাসেনীন	মূল ঃ সৈয়দ ওয়াহিদুদ্দীন, অনু ঃ ইউনুস আহম্মদ ও ওয়ালীউল্লাহ। লায়ন আর্ট প্রেস, করাচী, ১৯৬৪।
৪৮৭।	বিশ্বনবীর ওফাত	মূল ঃ আবুল কালাম আজাদ অনুবাদ ঃ নূরুদ্দীন আহমদ। ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৫।
৪৮৮।	বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে হজরত মোহাম্মদ (দ.)	মূল ঃ আল্লামা আবদুল কাদির আজাদ সোবহানী (১৮৯৬-১৯৬৩)। ইসলামিক, একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬।
৪৮৯।	পয়গামে মুহাম্মদী	মূল ঃ সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনু ঃ আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭।
৪৯০।	বিপ্লবী নবী	মূল ঃ আল্লামা আজাদ সোবহানী (১৮৯৬-১৯৬৩) অনু ঃ মাওলানা মুজিবর রহমান (১৯৩৮-১৯৯২) ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮।
৪৯১।	বেলাদাতে নববী বা রাসূলুল্লাহর আবির্ভাব	মুল ঃ আবুল কালাম আজাদ, অনুবাদক ঃ অধ্যাপক আখতার ফারুক (জ. ১৯৩৫), ইসলামিক লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৮।
৪৯২।	হায়াতুর রাসূল (তারিখে হাবিবে ইলাহ-এর অনুবাদ)	অনুবাদক ঃ মাওলানা শামসুল হক কুফী, মোস্তফা লাইব্রেরী, ভোলা, ১৯৬৮।
৪৯৩।	খাসায়েসে নববী (দ.) বা নবী চরিত	মুল ঃ মৌলানা মোহাম্মদ ছায়াদ হাছান, অনু ঃ মৌলভী আহমদ হাছান। আঞ্জুমানে বেদায়েতুল ইসলাম, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯।

www.pathagar.com

৪৯৪।	বিপ্লবী নবী-	মূল ঃ ডঃ ইনামুল্লা খান (১৯১৪-৯৭) অনুঃ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা (জ. ১৯৩৬) মোতামার প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৭০।
৪৯৫।	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও মহানবী	মূলঃ আবদুল জববার সিদ্দিক (১৯০৬), জাতীয় পুস্তক সংস্থা, ঢাকা-১৯৭০।
৪৯৬।	মানবতার মুক্তিকর্তা	মূলঃ জাফর আলী কোরায়শী, অনুঃ আবদুল আজিজ মো'তামার প্রকাশনী, ঢাকা - ১৯৭০
৪৯৭।	বিশ্বনবীর মহত্ব	মূলঃ অধ্যাপক জাফর আলী, অনুঃ ও প্রকাশক ঃ ঐ।
৪৯৮।	আয়নায়ে রাসূল	মূল ঃ মোঃ ইউসুফ আশিয়ারী,অনুবাদক ঃ হাফিজ হাফিজুল্লাহ। আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৭১।
৪৯৯।	নবুয়তে মোহাম্মদী	মূল ঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, অনুঃ ও সম্পাঃ অধ্যাঃ মোঃ ইউসুফ আলী, ঢাকা-১৯৯০
৫০০।	আদাবুন্নবী বা মহানবী (স.) এর আদর্শ	মুল ঃ ইমাম গাজ্জালী (মৃঃ ১১১১ খৃঃ) অনুবাদক ঃ কাজী আসাদুল্লাহ মাজহারী, হাবিবিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৭৭।
৫০১।	নূরে মোহাম্মদী	মুল ঃ মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (১৮০০-৭৩)। অনুবাদক ঃ শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সীরাত লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৭।
৫০২।	একত্বের নবী	মূলঃ সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুঃ আবু সাঈদ মোঃ আবদুল হাই, সিলেট-১৯৭৭।
৫০৩।	স্পর্শমণি	মূল ঃ খাজা আবদুল্লাহ আনসারী। অনুবাদক ঃ আবুল মোজাফফর মোহাম্মদ হোসেন, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৭৮।
৫০৪।	সীরাতুন নবী (তিন খন্ড)	মূল ঃ আল্লাম শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৫) ও আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী। অনুবাদক ও সম্পাদক ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান। প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৮২।
৫০৫।	নবী চিরন্তন (অন্য অনুবাদ পয়গামে মুহাম্মদী)	মুল ঃ আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনু ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৭৫।
৫০৬।	মহানবীর শাশ্বত পয়গাম	মূল ঃ আবদুর রহমান আযযাম অনুবাদক ঃ অধ্যাপক আবু জাফর (জ. ১৯৫২), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।
৫০৭।	যে ফুলের খুসবুতে সারা জাহান মাতোয়ারা ('নসরুত্তীব' এর অনুবাদ)	মুল ঃ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩), অনুবাদক ঃ মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (জ. ১৯৩২), গাওসিয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮০।
৫০৮।	মহানবীর ভাষণ	অনুবাদক-সংকলক ঃ মুহাম্মদ নূরুজ্জামান, ই. ফা. বা. রাজশাহী, ১৯৮০।
৫০৯।	আইন প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ (স.)	মূলঃ জাস্টিস এস.এ. রহমান অনুঃ এ.বি.এম. কামালুদ্দীন শামিম (১৯৪৯) ই.ফা. বা. ঢাকা-১৯৮০

www.pathagar.com

৫১০। মি'রাজের দার্শনিক তত্ত্ব — মূল ঃ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী। অনুবাদক ঃ মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ মসরুর ইসলামাবাদী (১৯২৯-৯১), আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৮২।

৫১১। সিরাতুন নবী (৮ খন্ড) — মূল ঃ আল্লামা শিবলী নোমানী এবং আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী। অনুবাদক ঃ মাওলানা এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী, তাজ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। ১ম খন্ড, ২য় খন্ড, ৪র্থ খন্ড, ১৯৮৮, ৩য় খন্ড, ৫ম খন্ড, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯৯০, ৭ম খন্ড, ১৯৯২, ৮ম খন্ড, ১৯৯৩।

৫১২। মহানবীর (স.) প্রতিরক্ষা কৌশল — মূল ঃ জেনারেল মুহাম্মদ আকবর খান, অনু ঃ আ. স. ম. ওমর আলী, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৪।

৫১৩। সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া — মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (১৩১৪-৯৬ হিঃ) অনুবাদক মোঃ সিরাজুল হক ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৪।

৫১৪। রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) — মূল ঃ জয়নাল আবেদীন রাহনুমা (ফারসী বই 'পয়গম্বর' এর ইংরেজী অনুবাদ হতে) অনুবাদক ঃ অধ্যাপক আবু জাফর, সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪।

৫১৫। মহানবীর বিদায় হজ্ব ও ইন্তেকাল — মূল ঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অনুঃ মাওলানা আবদুল মতিন, প্রকাশকাল -১৯৮৪ অনুঃ মাওঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী মহানবী স্মরনিকা পরিষদ, ১৯৯৪।

৫১৬। মহানবী — মূল ঃ মুহাম্মদ হোসেন তাবাতাবায়ী, অনুঃ মনজুরুল আলম

৫১৭। রসূলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন — মূল ঃ ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ (১৯১০-৯৮) অনু ঃ আবদুল মতিন জালালাবাদী (জ. ১৯৩৬) ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৫।

৫১৮। বিশ্বনবীর কোরআনী পরিচয় — মূল ঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র.) অনুঃ আবদুস শহীদ নাসিম আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮৫

৫১৯। সীরাতে সরওয়ারে আলম — মূল ঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (১৯০৩-৭৯), অনু ঃ আব্বাস আলী খান (জ. ১৯১৪)। প্রকাশক ঃ ১ম খন্ড আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২। ২য় খন্ড সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩। ৩য় খন্ড ও ৪র্থ খন্ড বর্ণালী বুক সেন্টার ঢাকা, ১৯৯৫। ৫ম খন্ড সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫২০। মি'রাজ ও বিজ্ঞান — মূল ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) অনু ঃ শাহ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, সীরাত লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৫২১। ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম — মূল ঃ আবদুল হাই আরিফবিল্লাহ (১৮৯৬-১৯৮৬) অনু ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৮৫।

www.pathagar.com

৫২২।	খতমে নবুওত	মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (১৩১৪-৯৬ হিঃ) অনু ঃ মুহাম্মদ সিরাজুল হক, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬।
৫২৩।	নবী ভাস্কর	মূল ঃ ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব (১৮৯৭-১৯৮৩) অনু ঃ আবদুল জলীল (জ. ১৯৬২),ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬।
৫২৪।	মহানবী	মূল ঃ আবদুল হামিদ আল খতীব, অনু ঃ আবু আশরাফ ও অন্যান্য, প্রতিদিন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬।
৫২৫।	বিশ্ব নবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	মূল ঃ ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব, অনুবাদক ঃ মোহাম্মদ আনিসুল হক, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৭।
৫২৬।	সিরাতে রসূলুল্লাহ (সা.) (ইংরেজী অনুবাদ হতে)	মূল ঃ ইবনে ইসহাক (মৃ. ৭৬৮ খৃঃ) অনুবাদক ঃ শহীদ আকন্দ (জ. ১৯৩৫), ই. ফা. বা. ঢাকা। ১ম খন্ড, ১৯৮৭, ২য় খণ্ড, ১৯৯০, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৩।
৫২৭।	যাদুল মাআদ	মূল ঃ হাফেজ ইবনে কাইয়িম (মৃঃ ৭৫১ হিঃ), অনু ঃ আখতার ফারুক (জঃ ১৯৩৫), ই. ফা. বা. ঢাকা। ১ম খন্ড, ১৯৮৭ এবং ২য় খন্ড, ১৯৯০।
৫২৮।	মহানবীর অমর সত্য	মূল ঃ মিঃ মোহাম্মদ আলী লাহোরী। অনুবাদ ঃ মাহমুদ হায়দার, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯।
৫২৯।	বিশ্বনবী মোস্তফা (স.)	মূল ঃ আশরাফ আবদুল্লাহ মুজাহিদ অনু ঃ সম্পাঃ মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৮৯।
৫৩০।	সীরাতে ইবনে হিশাম (সংক্ষিপ্ত)	মূল ঃ ইবনে হিশাম (মৃঃ ২১৮ হিঃ) অনুবাদ ঃ আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ১৯৮৮।
৫৩১।	এক নজরে সীরাতুন্নবী (স.)	মূল ঃ আল্লামা মুফতী সাইয়েদ মোহাম্মদ, আমিমুল এহসান মোজাদ্দেদী (১৯১১-১৯৭৪) অনু ঃ অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদির (জঃ ১৯২২), হিকমাহ দারুত্তাসনিফ, নেছারাবাদ, ঝালকাঠি, ১৩৯৫ (১৯৮৮)।
৫৩২।	হযরত মুহাম্মদ (স.) ঃ জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড)	মূল ঃ আফজালুর রহমান (লন্ডন), অনুবাদ ঃ ইফা অনুবাদ কমিটি, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৯।
৫৩৩।	জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)	মূল ঃ ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ (১৯১০-১৯৯৮) অনু ঃ মুহাম্মদ লুৎফুল হক, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯১।
৫৩৪।	সীরাতুল মুস্তফা (সা.)	মূল ঃ আল্লামা মোঃ ইদ্রিস কান্দালভী (১৩১৭-৯৪ হিঃ), অনু ঃ মাওলানা বশিরউদ্দীন, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৯১।
৫৩৫।	কাছাছোল কোরআন, ৫ম খন্ড হযরত মোহাম্মদ (সা.)	মূল ঃ মাওলানা হিফযুর রহমান (মৃ. ১৯৬৭) অনু ঃ মাওলানা নূরুর রহমান (জ. ১৯১৫)। এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯১।
৫৩৬।	শানে হাবিবুর রহমান (দ.)	মূল ঃ মুফতী আহমদ ইয়ারখান নঈমী অনু ঃ মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন জুবাইর, মোহাম্মদী কুতুবখানা, চট্টগ্রাম, ১৯৯১।
৫৩৭।	বিশ্বনবীর (স) মু'জিযা	মূল ঃ ওয়ালিদ আল আযামী অনু ঃ আবদুল কাদের, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

www.pathagar.com

৫৩৮।	সীরাতুন্নবী (সা.) (জীবনী অংশ)	মূল ঃ আল্লামা শিবলী নুমানী ও সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, আনসারনগর জনকল্যাণ ট্রাস্ট, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ, ১৩৯৯ (১৯৯২) এবং কলকাতার মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৩।
৫৩৯।	বিশ্বনবীর (ছা.) তিনশত মো'জেযা	মূল ঃ মাওলানা আহমদ ছাইদ অনুবাদক ঃ মোহাম্মদ খালেদ, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯২।
৫৪০।	শানে মাহবুব	মূল ঃ মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী (মৃঃ ১৪১৭ হিঃ), অনুবাদক ঃ মাওলানা মুহাম্মদ শাখাওয়াতুল্লাহ, তাবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৯২।
৫৪১।	সীরাতে রসূল (স.) -	মূল ঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী অনুঃ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী মহানবী স্মরণিকা পরিষদ, ঢাকা-১৯৯২।
৫৪২।	রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিচারালয়	মূল ঃ ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল কুরতবী, অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ খলিলুর রহামন মুমিন, আল মা'রূফ পাবলিকেশন্স। ঢাকা, ১৯৯৩।
৫৪৩।	দি প্রফেট	মূল ঃ কবি খলিল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১) অনু ঃ সালাদীন, অনিবার্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩।
৫৪৪।	রাসূল (স.) এর জীবনের কিছু উজ্জ্বল ছবি -	মূলঃ খুররম মুরাদ, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, সাইয়েদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা-১৯৯৩।
৫৪৫।	মহানবী	মূল ঃ আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, অনুবাদ ঃ মিজান রশীদ, আলীগড় লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩।
৫৪৬।	মাদারেজুন নবুওয়াত	মূল ঃ আল্লামা আবদুল হক দেহলভী (৯৫৮-১০৫২) অনুবাদ ঃ মাওলানা মমিনুল হক, সেরহিন্দ প্রকাশন, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ১৯৪৪, ২য় খণ্ড, ১৯৯৬।
৫৪৭।	আখলাকুন নবী (স.)	মূল ঃ হাফেজ আবু শায়খ আল ইসফাহানী (মৃঃ ৩৬৯ হিঃ) অনুবাদক ঃ ইফা অনুবাদ কমিটি, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৪।
৫৪৮।	রাসূলুল্লাহর দৃষ্টিতে দুনিয়ার হাকিকত	মূল ঃ মাওলানা হাকিম মোঃ আখতার অনুবাদক ঃ মাওলানা আবদুল্লাহ ও মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ আশরাফী, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩।
৫৪৯।	রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর সরকার কাঠামো	মূল ঃ ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী অনুবাদক ঃ ই. ফা. বা. অনুবাদ কমিটি, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৪।
৫৫০।	শানে রেসালত	মূল ঃ কারী মোহাম্মদ তাইয়েব (মৃঃ ১৯৮৩) অনু ঃ মাওলানা হেলালউদ্দীন, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৪।
৫৫১।	প্রিয় নবীজীর অন্তরঙ্গ জীবন	অনু ঃ সম্পাদনায় মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (জঃ ১৯৩৬), সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫।

www.pathagar.com

৫৫৪।	সীরাতুননবী (স.) (চারখণ্ড)	মূল ঃ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম (মৃঃ ২১৮ হিঃ/ ৮২৮ খৃঃ) অনুবাদ ঃ ই. ফা.বা. অনুবাদ কমিটি, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৪, ১৯৯৫-৯৬।
৫৫৫।	আর-রাহীকুল মাখতুম বা মোহরাংকিত স্বর্গীয় সুধা	মূল ঃ শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী অনুবাদক ঃ মাওলানা আবদুল খালেক রহমানী। আল হিলাল বুক হাউস, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ, ১৯৯৫।
৫৫৬।	তোমার স্মরণে হে রাসূল	মূল ঃ মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী (মৃঃ ১৯৭৯)। অনুবাদক ঃ ইয়াহ্‌ইয়া ইউসুফ নদভী, দারুল কাউসার, ঢাকা, ১৯৯৫।
৫৫৭।	সীরাতে রাসূল ও কোরআন -	মূল ঃ ক্বারী মোহাম্মদ তাইয়্যেব অনু ঃ আবদুল আজিজ।
৫৫৮।	বিশ্বনবীর (স.) সংগ্রামী জীবন -	মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী।
৫৫৯।	সীরাতে রাহমাতাল্লিল আলামীন	মূল ঃ আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (১৭০২-৭৩ খৃঃ), অনুবাদ ঃ নজরুল ইসলাম আজিজিয়া কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৯৫।
৫৬০।	মোযেজায়ে রসূলে আকরাম	মূল ঃ মাওলানা সাঈদ আহমদ দেহলভী অনুবাদক ঃ আঃ কাঃ মোঃ আবদুল লতিফ চৌধুরী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৫।
৫৬১।	শেষ নবী	মূল ঃ ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব (মৃ. ১৯৮৩), অনু ঃ কারামাত আলী নিজামী, কারামাতিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৫।
৫৬২।	সীরাতে সাইয়েদুল মুরছালীন	মূল ঃ তালেবুল হাশেমী, অনুবাদক ঃ মুফতী মোহাম্মদ নূরউদ্দীন। আল হেরা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬।
৫৬৩।	মুজিয়াতুন্নবী (স.)	মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, অনুবাদক ঃ আখতার ফারুক, রাশিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।
৫৬৪।	আসাহ্‌স সিয়ার	মূল ঃ মাওলানা আবুল বারাকাত আবদুর রউফ আল কাদিরী দানাপুরী (১৮৬৬-১৯৪৮), অনু ঃ আ. ছ. ম. মাহমুদুল হাসান খান ও আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৬।
৫৬৫।	শাওয়াহেদুন নবুওত	মূল ঃ আল্লামা আবদুর রহমান জামী (১৪১৪-৯২) অনুবাদক ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬।
৫৬৬।	উম্মী নবী -	মূল ঃ মূর্তাজা মোতাহারী (১৯১৯-৭৯) অনু ঃ মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, ঢাকা-১৯৯৬,
৫৬৭।	ইরাশাদে রাসূল (ছা.)	মূল ঃ মাওলানা মোহাম্মদ তকী উসমানী অনুবাদ ঃ মাওলানা সাঈদ আল মেছবাহ, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৬।
৫৬৮।	ইশকে রাসূল ও উলামায়ে দেওবন্দ	মূল ঃ মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গোহী অনুবাদ ঃ রুহুল আমীন খান উজানভী, আল আমীন পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৬।

www.pathagar.com

৫৬৯। সীরাতে রসূলে আকরাম (সা.) মূল ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী
অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫৭০। রাহমাতুল্লীল আ'লামীন ১ম খন্ড — মূল ঃ মাওলানা কাযী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মনসূরপুরী (মৃ. ১৯৩০)
অনুবাদক ঃ ডঃ মু, মুজীবুর রহমান (জঃ ১৯৩৬), মোহাম্মদী লাইব্রেরী, রাজশাহী, ১৯৯৭।

৫৭১। মুহাম্মদ (সা.) [নাটক] (ইংরেজী হতে অনুবাদ) — মূল ঃ তাওফীকুল হাকীম মিশরী (জ. ১৮৯৮)
অনুবাদক ঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী, প্রকাশক ঃ আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ঢাকা কার্যালয়, ১৯৯৭।

৫৭২। মহানবী - — মূল ঃ টমাস কারলাইল অনু ঃ নবী মুন্সী।

৫৭৩। হুকুকুল মোস্তফা (স.) — মূল ঃ মাওলানা মাহমদুল হাসান গাংগুহী (১৩২৫-১৪১৭ হিঃ) অনু ঃ মুফতী উবাইদুল্লাহ, দারুল কিতাব, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫৭৪। মহানবীর (সা.) অন্তিম জীবন — মূল ঃ মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
অনু ঃ মাওলানা মাজহার উদ্দীন, উজ্জ্বল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫৭৫। নশরুত তীব-পেয়ারা হাবীব (ছা.) এর নূরানী জীবন — মূল ঃ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী
অনুবাদক ঃ মাওলানা সাঈদ আল মেছবাহ, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫৭৬। তিব্বে নববী (স)- বিশ্বনবীর চিকিৎসা বিধান — মূল ঃ হাফেজ নযর আহমদ
অনুবাদক ঃ মাওলানা নুরুযযামান হক লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫৭৭। নবীয়ে রহমত — মূল ঃ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নধভী (জঃ ১৯১৪), অনুবাদক ঃ আ, স, ম, ওমর আলী, মজলিসে নাশরিয়াত-ই-ইসলাম, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫৭৮। নবীজী (সা.) এমন ছিলেন — মূল ঃ মাওলানা হিফজুর রহমান কাসেমী, অনুবাদক ঃ মোহাম্মদ খালেদ, মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ১৯৯৭।

৫৭৯। মহানবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত — একটি বোর্ড কর্তৃক রচিত। অনুবাদ ঃ অধ্যাপক সিরাজুল হক। প্রকাশক ঃ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইরান দূতাবাস, ঢাকা, ১৯৯১।

৫৮০। হযরত রাসূলে করীম (সা.) জীবন ও শিক্ষা ঃ অনুবাদকবৃন্দ, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৭।

৫৮১। মহানবীর (স.) জীবন চরিত মূল ঃ ডঃ মুহম্মদ হোসাইন হায়কাল
অনু ঃ মাওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকা, ১৯৯৮।

৫৮২। রাসূলুল্লাহ (স.) বিচার ব্যবস্থা -মূল ঃ ডঃ জিয়াউর রহমান আজমী, অনু ঃ আবদুস শহীদ নাসিম, শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৮।

৫৮৩। তোমাকে ভালবাসি হে নবী মূল ঃ গুরুদত্ত সিংহ। অনুবাদক ঃ মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ। দারুল কাউসার, ঢাকা, ১৯৯৮।

www.pathagar.com

৫৮৪। হযরত মোহাম্মদ (স.) এর জীবনী — মূল পরিকল্পনাকারী ঃ এস. কে. আহমদ, অনু ঃ শেখ মোহাম্মদ ইসমাঈল ও আবদুল কাদির মল্লিক। জয় বুকস ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা, ১৯৯৮।

৫৮৫। খাসায়েসুল কুবরা (১ম খন্ড) — মূল ঃ আল্লামা জালাল উদ্দিন সিউডি (৮৪৯-৯১১ হিঃ) অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৮।

৫৮৬। মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সা. — মূল ঃ নঈম সিদ্দিকী। অনু ঃ আকরাম ফারুক শতাব্দী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।

৫৮৭। সীরাতে রসুলে আকরাম - মূল ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অনুঃ মাওলানা নূরুল ইসলাম।

৫৮৮। আদর্শ মানব - মূল ঃ ঐ, অনুঃ আব্বাস আলী খান।

৫৮৯। বিশ্বনবীর ভবিষ্যদ্বাণী — মাওলানা মুহাম্মদ আশেক এলাহী বুলন্দশহরী অনু ঃ আলহাজ্ব ইসহাক আহমদ, পরিবেশনায়, হাছানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৮।

৫৯০। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মূল ঃ আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ সুবহানী, অনু ঃ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন বিশ্বাস, বার্ড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

৫৯১। মহানবীর জীবন আলো — মূল ঃ মার্টিন লিংগস (আবুবকর সিরাজ আদ দীন) অনুবাদ ঃ আবু জাফর, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা,২০০০।

৫৯২। বিশ্ব নবী (সা.) — মূল ঃ মাহবুব মুজাহ্হাম আল হোদায়বী, অনু ঃ মাওলানা আবদুস সালাম, সালাহউদ্দীন বই ঘর, ঢাকা, ২০০০।

৫৯৩। সীরাতে রসূলে পাক - মূল ঃ মোঃ আসলাম রমজী কাসেমী অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। জুন ২০০০।

৫৯৪। মহানবী (স.) ও সভ্য পৃথিবীর ধন স্বীকার — মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) অনুবাদ ঃ ইউসুফ নূর, ৩/৬ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০, জুন-২০০০ ঈসায়ী।

৫৯৫। বিশ্ব নবীর (সা.) মু'জিযা — আল্লামা নূর বক্স তাওয়াক্কুলী, অনু ঃ হাফেজ মাওলানা জাকারিয়া, আলহেরা প্রকাশনী, ঢাকা।

৫৯৬। নবীজীবনের বৈশিষ্ট্য - মল ঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী অনুঃ আ.ন.ম. লুৎফর রহমান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা

ছোটদের জীবনী গ্রন্থে রাসূল (সা.)

৫৯৭। হজরতের জীবনী — গিরীশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০), ১৯০১

৫৯৮। হজরত মোহাম্মদ — রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭), শ্রী শরৎচন্দ্র দত্ত এন্ড সন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯০৪।

৫৯৯। হযরতের (দ.) জীবনী — শেখ আবদুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮), আলবার্ট লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯১৪।

৬০০। মহাম্মদ চরিতামৃত — কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য, ময়মনসিংহ হতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১৪।

www.pathagar.com

৬০১।	স্বর্গের জ্যোতি	বেগম সারা তয়ফুর (১৮৮৮-১৯৭১), মুসলিম বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯১৬।
৬০২।	নূরনবী	মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী, (১৮৮৮-১৯৪০), মঈনুদ্দীন হোসাইন, তালতলা, কলকাতা, ১৯১৮।
৬০৩।	ছেলেদের হযরত মোহাম্মদ	সফিউদ্দীন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২), মোহাম্মদ মোবারক আলী, ৫/এ, কলেজ স্কয়ার,কলকাতা, ১৯১৮।
৬০৪।	হজরত মোহাম্মদ	কুমুদ নাথ মল্লিক, সিটি বুক সোসাইটি,কলকাতা, ১৯১৬।
৬০৫।	হজরত মহাম্মদ	রাজকুমার চক্রবর্তী, বেঙ্গল লাইব্রেরী,কলকাতা, ১৯১৬।
৬০৬।	শিশুদের মোস্তফা (দ.)	শেখ মুহম্মদ ইদরিস আলী (১৮৯৫-১৯১৪৫), ইসলামিয়া পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯২৯ ঈ।
৬০৭।	পেয়ারা নবী	খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫) মখদুমী লাইব্রেরী এণ্ড আহছানউল্লাহ বুক হাউস লিঃ, কলকাতা, ১৯৪০।
৬০৮।	ছেলেদের নূরনবী (১ম খন্ড)	নূরুদ্দীন আহমদ (১৯০৬-৮৬), গ্রন্থকার কর্তৃক বরিশালের বলাহার হতে প্রকাশিত, ১৯৩৬।
৬০৯।	ছোটদের মোস্তফা	তোরাব আলী, (১৮৯৮-১৯৭৩), মিসেস আশরাফুন - নেসা, ফারুক মঞ্জিল, পাবনা, ১৯৩৬।
৬১০।	আমাদের নবী	খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০৩-৮১), আলহামরা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪১।
৬১১।	ছোটদের হজরত মোহাম্মদ (দ.)-	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ১৯৪১।
৬১২।	ছেলেমেয়েদের মোস্তফা চরিত-	সূফী আবদুল ক্বাদিম চৌধুরী ও সুবোধ চন্দ্র বিদ্যালংকার, সূফী সোসাইটি, সিলেট, ১৯৪২।
৬১৩।	আরবের সওগাত	শেখ আফাজুদ্দীন আহমদ, প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, কোলাহটি, গাইবান্ধা, ১৯৪১।
৬১৪।	অমর জীবন	আজিজুর রহমান চৌধুরী (১৯০৩-৮২), কোহিনুর লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৪ ২য় সং-১৯৫২,
৬১৫।	আরবের দুলাল	আবদুল ওহাব সিদ্দিকী (১৯০১-৮৪), বেঙ্গল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৪৪।
৬১৬।	আমাদের নবী	আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (১৯১১০৮৬), প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৬।
৬১৭।	আমাদের নবী	বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-৭৯), প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৭।
৬১৮।	মরু দুলাল	কবি গোলাম মোস্তফা, (১৮৯৭-১৯৬৪), মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪৮। ২য় প্রকাশ, সুহৃদ প্রকাশন, ঢাকা - ২০০০।
৬১৯।	কামেল নবী	বিচারপতি আবদুল মওদুদ (১৯০৩-৭১), বেগম হিদায়েতুন্নিসা, টাঙ্গাইল, ১৯৪৯।
৬২০।	উম্মি নবী	গোলাম লতিফ বিদ্যাবিনোদ (১৮৮০-১৯৫২), গ্রন্থকার, যশোহর।
৬২১।	আরবের আলো	মুহাম্মদ আজহারউদ্দীন (জ. ১৯০৩), বেগম হালিমা খাতুন, লক্ষ্মীকোল, ফরিদপুর, ১৯৫০।

www.pathagar.com

৬২২।	ছেলেদের মহানবী	খানবাহাদুর আহছানউল্লাহ আহছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা, ১৯৫১।
৬২৩।	ছোটদের নূরনবী	আবদুল জলিল মাজাহেরী আলহামরা লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫২।
৬২৪।	পেয়ারে মুহম্মদ (সা.) (২য় খন্ড)	নূরুদ্দীন আহমদ (১৯০৬-৮৬) রশীদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৫৩।
৬২৫।	কিশোর মোস্তফা	খানবাহাদুর মোঃ আবিদ আলী (১৯০৭-৮৭) মালিক লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৩।
৬২৬।	ছোটদের বিশ্বনবী	আবুযোহা নুর আহমদ (১৯০৭-৭৩) প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৬।
৬২৭।	কচিদের নবী চরিত	আবদুল মান্নান, মৌসুমী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৭।
৬২৮।	ছোটদের হযরত মুহম্মদ (দ.)	-আবদুল লতিফ বি. এ. (মৃ. ১৯৯২), ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা,৫ম সংস্করণ - ১৯৬১
৬২৯।	ছোটদের মহানবী	অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), আইডিয়েল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬১।
৬৩০।	আমাদের মহানবী	অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)
৬৩১।	আমাদের হজরত	মোহাম্মদ কাবেল, প্রকাশিকা ঃ বেগম ফজিলাতুন্নেসা, পাঙ্গাসী, পাবনা, ১৯৬১।
৬৩২।	কচিদের মহানবী	আমজাদ হোসেন, কিতাবিস্তান লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬১।
৬৩৩।	আমাদের শেষ নবী	আহসান হাবিব (১৯১৭০৮৫), ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২।
৬৩৪।	ছোটদের রসূলুল্লাহ (দ.)	ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬২।
৬৩৫।	ছোটদের মোস্তফা চরিত	মসউদুর রহমান (জ. ১৯৩৩), ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২।
৬৩৬।	নয়াজীবনের দিশারী	হেমায়েত হোসাইন মোরশেদ (জ. ১৯৪২) ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২।
৬৩৭।	সারাজাহানের নবী	কাজী মাসুম (জঃ ১৯২০) বুক সাপ্লাই, ঢাকা, ১৯৬২।
৬৩৮।	মরু কিশোর	অনুবাদক ঃ নূরুদ্দীন আহমদ (১৯০৬-১৯৮৬) প্রকাশক ঃ লতীফ বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৩।
৬৩৯।	ছোটদের বিশ্বনবী	মাহতাব আরা বেগম, আলম পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২য় সং-১৯৬৪।
৬৪০।	পিয়ারে নবী	মোঃ আবদুল কুদ্দুস (১৯০৮-৮৮), প্রকাশক ঃ গোলাম কুদ্দুস, বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা, ২য় সং-১৯৬৪।
৬৪১।	আমার প্রিয় নবী	কাজী আবুল হোসেন (১৯০৯-১৯৭৪), ওসমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৭।
৬৪২।	আমাদের বিশ্বনবী	খোন্দকার মোহাম্মদ বশিরউদ্দীন (জ. ১৯০৩), কোরান মহল লাইব্রেরী, বরিশাল, ১৯৬৮।
৬৪৩।	আমাদের মহানবী	আ.ন.ম. শহীদুর রহমান হাবিবি, বলাকা প্রকাশনী, চৌমূহনী, নোয়াখালী, ১৯৬৮।

www.pathagar.com

৬৪৪।	এতিম বালক আহমদ	কবি শহীদুল্লাহ সাহিত্যরত্ন, আনওয়ারী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬৮।
৬৪৫।	ছোটদের নবী কথা	মনজুর রশীদ
৬৪৬।	নবী কথা	সেকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-৭৮), ১৯৬৩।
৬৪৭।	মরু সুন্দর	বেগম নূর জাহান খানম
৬৪৮।	ছোটদের বিশ্বনবী	সূফী মাহমুদ বক্স
৬৪৯।	আমাদের হজরত	মুহাম্মদ ছালেহ
৬৫০।	ছোটদের বিশ্বনবী	এস. এ. সোহবান
৬৫১।	আমাদের নবীজী	মুঃ আবদুল ওহ্হাব
৬৫২।	আমাদের প্রিয় নবী	আবদুল মান্নান তালিব (জ. ১৯৪৩), সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬।
৬৫৩।	আমাদের নবী	আবদুল খালেক (জ. ১৯২১), ফেডারেল পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৭৭।
৬৫৪।	আখেরী নবী	-ঐ- , ১৯৭৭।
৬৫৫।	ছোটদের মহানবী	হোসেন মীর মোশাররফ (জ. ১৯৪১), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭।
৬৫৬।	আমাদের প্রিয় নবী	সুলতানা রহমান (জঃ ১৯২৪), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৭৭।
৬৫৭।	আমাদের প্রিয় নবী	মুহাম্মদ তাহের (১৯১৫-৯৪) ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৭৮।
৬৫৮।	আমার রসূল সাল্লিআলা	নিলুফার বেগম, লেখিকা, ঢাকা, ১৯৭৮।
৬৫৯।	আল্লাহর নবী মোহাম্মদ (সা.)	অনু ও সম্পা ঃ মুঃ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৯-১৯৯৪), বেগম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৮।
৬৬০।	মানুষ যাঁকে ভোলেনি	সানাউল্লাহ নূরী (জঃ ১৯২৮), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৭৮।
৬৬১।	পবিত্র জীবন	শাইখ শরফুদ্দীন আহমদ (১৯০০-৮৪), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।
৬৬২।	আমাদের নবী	আমিনুল ইসলাম চৌধুরী হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৭৯।
৬৬৩।	আমাদের প্রিয় নবী	খন্দকার আবু সালেক, পাবনা।
৬৬৪।	প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)	মো আবদুর রশীদ, মদীনা বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯৭৯।
৬৬৫।	হেরার মশাল (কাব্য)	কাজী গোলাম আহমদ, প্রকাশক ঃ ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৭৯।
৬৬৬।	আদর্শ জীবন	আবুল হোসেন (১৮৫৭-১৯৫০) গ্রন্থটি ই. ফা. বা. ঢাকা কর্তৃক নতুনভাবে প্রকাশিত, ১৯৮০।
৬৬৭।	আমার রাসূল	কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) গ্রন্থটি নতুন নামে ই. ফা. বা. প্রকাশ করে, ১৯৮০।
৬৬৮।	ছোটদের নবী মোস্তফা	মোঃ আবদুল কুদ্দুস (১৯০৮-৮৮), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।
৬৬৯।	মরু নির্ঝর	বেগম জেবু আহমদ (জ. ১৯২৮), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।

www.pathagar.com

৬৭০।	সেই ফুলেরই রওশনিতে	আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৩২-৯৪) ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০। ১৯৬৯ সালে কলকাতা হতে 'মক্কা-মদীনার পথে' নামে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।)
৬৭১।	হযরত মোহাম্মদ (স.)	মাসুদ আলী (জঃ ১৯৪৮),ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।
৬৭২।	মরু সুন্দর	কবি মহীউদ্দীন (১৯০৬-৭৫)ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০।
৬৭৩।	পিয়ারা নবী	হাকিম মোহাম্মদ মোস্তফা
৬৭৪।	ছরকারে মদীনা বা আমাদের প্রিয় বিশ্বনবী (স.)	মোহাম্মদ ছাখাওয়াত উল্লাহ তবলীগী কুতুবখানা, ঢাকা, ১৯৭৯।
৬৭৫।	পিয়ারে রসূল	নূরুদ্দীন আহমদ (১৯০৬-৮৬), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮১।
৬৭৬।	ধরার নবী	আবদুল গনি খান, ফার্ম কে, এল, (প্রাইভেট) লিঃ কলকাতা, ১৯৮১।
৬৭৭।	আমাদের মহানবী	এ,জেড,এম, শামসুল আলম (জ. ১৯৩৭), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮২।
৬৭৮।	ছোটদের মহানবী	এ.জেড.এম. শামসুল আলম, জ্ঞানন্বেষা, ঢাকা, ১৯৮২
৬৭৯।	আলোর নবী আল আমীন	কাজী গোলাম আহমদ, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮১।
৬৮০।	নতুন চাঁদ	সম্পাদনায় ঃ মুহাম্মদ লুৎফুল হক ও হাসনাইন ইমতিয়াজ, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮১।
৬৮১।	মরু দুলালের গল্প শোন	মাহবুবুল হক, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮১।
৬৮২।	সত্য সমুজ্জল	সম্পাদনায় মাসুদ আলী ও আবদুল মান্নান, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮১।
৬৮৩।	মহানবীর মহাগুণ	রাজিয়া মজীদ (জ. ১৯৩০), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮২।
৬৮৪।	ছড়ায় ছন্দে আমার নবী	নূরুল আবসার (জ. ১৯৩৫) রুণা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩।
৬৮৫।	মহানবী	মুহাম্মদ নূরুল হুদা (জ. ১৯৪৯), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।
৬৮৬।	গল্পে হযরত মুহাম্মদ (সা.)	মুহাম্মদ লুৎফল হক, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৫।
৬৮৭।	নিখিলের চির সুন্দর	নূরুল আবসার (জ. ১৯৩৫), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬।
৬৮৮।	আলোর আবাবিল	আবদুল আজীজ আল-আমান (১৯৩২-১৯৯৪), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৩।
৬৮৯।	মানুষের নবী	আবদুল আজীজ আল-আমান, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪।
৬৯০।	ছোটদের মহানবী	আবদুল আজীজ আল-আমান, প্রকাশক ঃ হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৪।
৬৯১।	আলোর রসূল আল-আমিন	আবদুল আজীজ আল-আমান, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬।
৬৯২।	মদীনার উপহার	অনু ঃ মুহাম্মদ রফিকুল্লাহ নেছারাবাদী, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬।
৬৯৩।	আলোর মানিক	মুস্তাফা মাসুদ। ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬।
৬৯৪।	ছোটদের প্রিয়নবীর আদর্শ	খোন্দকার মোঃ বশির উদ্দীন (জ. ১৯০৩), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৬।

www.pathagar.com

৬৯৫।	আমাদের মহানবী	খালেক বিন জয়েনউদ্দীন (জ. ১৯৫৪), ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮৭।
৬৯৬।	নবীপাক	নূরুল আবসার (জ. ১৯৩৫), রুণা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭।
৬৯৭।	শিশুদের নবী	আবদুল আজীজ আল-আমান হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭।
৬৯৮।	পিয়ারা নবী হজরত হজরত (ছা.)	শাহ হাফেজ মুছতফা, আব্বাসিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।
৬৯৯।	মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)	কবি আল মাহমুদ (জ. ১৯৩৬) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।
৭০০।	ছোটদের মহানবী	মাওলানা মাজহারউদ্দীন, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৮৯।
৭০১।	প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-	শাহ মনিরুজ্জামান, সোলায়মানিয়া বুক হাউস, ঢাকা।
৭০২।	কুঁড়ে ঘরের রাজা	ইবনে ইমাম, ইউনিভার্সাল বুক সাপ্লাই, কলকাতা, ১৯৯০।
৭০৩।	প্রিয় নবী	আবু হোসেন, বাণী প্রকাশ, বাণী মনযিল, কলকাতা, ১৯৯১।
৭০৪।	আমাদের প্রিয় নবী রহমাতাল্লিল আলামীন	সৈয়দত মোস্তফা কামাল (জ. ১৯৪৩) নিউ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৩।
৭০৫।	ছোটদের মহানবী	এস. এম. মতিউর রহমান নূরী, জামান গ্রন্থ বিপনী, ঢাকা, ১৯৯৩।
৭০৬।	ছোটদের মহানবী (সা.)	সম্পাদনায় ঃ সাদেক শিবলী জামান, 'মনোলোভা', ঢাকা।
৭০৭।	আখিরী নবী হযরত মুহম্মদ	মোঃ কাউসারুল আলম, উজ্জ্বল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩।
৭০৮।	ছোটদের রসূল চরিত	মনিরউদ্দিন ইউসুফ (১৯০৭-৮৭), স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯৪।
৭০৯।	আল্লার রসূল মোহাম্মদ (সা.)-	ফজলুর রহমান (জঃ ১৯২৩), নিউ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৪।
৭১০।	ছোটদের আল-আমীন	হাফেজ আবু সাঈদ খন্দকার ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৪।
৭১১।	ছোটদের মহানবী (স.)	মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার, সাহিত্যালোক, ঢাকা, ১৯৯৫।
৭১২।	নবী মোর পরশমণি	জামান মনির, ই. ফা. বা. ঢাকা, ১৯৯৫।
৭১৩।	এসো জানি নবীর বাণী-	আবদুস শহীদ নাসিম, বর্ণালি বুক সেন্টার, ঢাকা-১৯৯৬
৭১৪।	ছোটদের প্রিয় নবী (সা.)	শাব্বীর আহমদ শিবলী, কিতাব কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৭।
৭১৫।	আমাদের শেষ রাসূল	কবি মাহমুদ লশ্‌কর (জ.১৯১৮),গ্রন্থকার, ঢাকা১৯৯৭।
৭১৬।	ছোটদের বিশ্বনবী (স.)	মোঃ শহীদুর রহমান ভূঁইয়া, ভুঁইয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৭।
৭১৭।	হযরত মুহাম্মদ (দ.)	মাজাহারউদ্দীন, জুয়েল লাইব্রেরী,ঢাকা, ১৯৯৭।
৭১৮।	ছোটদের বিশ্বনবী	মসউদ-উশ-শহীদ (জ. ১৯৪৫), বার্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৭।

www.pathagar.com

৭১৯।	ছোটদের প্রিয়নবী	মোহাম্মদ সোহেল, এম, এস, পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৭।
৭২০।	আমাদের বিশ্বনবী মোস্তফা	এ. বি. এম. মাহবুব
৭২১।	পিয়ারে নবী	আবদুল মোতালেব, ই. ফা, বা. ঢাকা।
৭২২।	ছোটদের মোহাম্মদ (সা.)	লতিফা রশীদ
৭২৩।	মরু ঝর্ণা	হোসনে আরা শাহেদ
৭২৪।	ছোটদের মিলাদ শরীফ	বেগম জেবু আহামদ (জ. ১৯২৮)
৭২৫।	প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন	অনু ঃ মোঃ আবদুল হাই নদভী। আশ-শরফ,একাডেমী, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮।
৭২৬।	ছোটদের বিশ্বনবী	আলহাজ্ব মোঃ লৎফুল আলম, ছারছীনা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৭২৭।	মুক্তির দিশারী মহানবী (সা.)-	হাফেজ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, নকীব পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮।
৭২৮।	মহানবী (স.)	মোঃ লুৎফল আলম, ছারছীনা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।
৭২৯।	কিশোরদের প্রিয় মুহাম্মদ (সা.)	মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, রেনেসাঁ কো-অপারেটিভ পাবঃ চট্টগ্রাম, ২০০০।
৭৩০।	ছোটদের আলোর উৎস মহানী (সা.)	-মুহাম্মদ নিজামউদ্দীন, ১৪, হাজী হাকিম আল রোড, চট্টগ্রাম, ১৯৯৯।
৭৩১।	ছোটবেলার প্রিয় নবী (সা.)-	মুহাম্মদ ফরিদউদ্দীন খান, আল-এসাহাক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯।
৭৩২।	মহানবী ও শিশু	এ. জেড. এম. শামসুল আলম বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোঃ লিঃ ঢাকা, ১৯৯৯
৭৩৩।	ছোটদের বিশ্ব নবী (স.)	মুহাম্মদ আবুল কালাম, দারুল মাআবিয়া, ঢাকা, ১৯৯৯।

মীলাদ গ্রন্থে রাসূল (সা.)

	গ্রন্থের নাম	লেখক
৭৩৪।	মাহফিল নামা	আবদুল করিম ও ওমর শাহ, বরিশাল, ১৮৭৫।
৭৩৫।	মৌলুদ শরীফ	মুহম্মদ তেজুদ্দীন, ঢাকা, ১৮৮৭।
৭৩৬।	মওলুদ শরিফ	আবদুল আলী চৌধুরী, কলকাতা, ১৮৯৫।
৭৩৭।	জলসায়ে মৌলুদ	মুহম্মদ নঈমুদ্দীন (১৮৩১-১৯০৮) করটিয়া, টাংগাইল, ১৮৯৫।
৭৩৮।	মৌলুদ শরীফ বাহারিয়া	গোলাম মৌলা চৌধুরী, কলকাতা, ১৮৯৬।
৭৩৯।	মওলুদ শরিফ	মুন্সী বয়নুদ্দীন, কলকাতা, ১৮৯৬।
৭৪০।	মিলাদ শরীফ	সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) কলকাতা, ১৯০৫।
৭৪১।	মৌলুদ শরীফ ও হজরত চরিত	মুন্সী আবিদ আলী খান, মালদহ, ১৯০৬।
৭৪২।	মৌলুদে জমিল	মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন খান, রংপুর, ১৯১২।
৭৪৩।	বাঙ্গালা মৌলুদ দেলপিজির	খন্দকার গোলাম রসূল, নদীয়া, ১৯১২।
৭৪৪।	মৌলুদ সিদ্দিকী	কফিলউদ্দীন সিদ্দিকী, কলকাতা, ১৯১৩।
৭৪৫।	মৌলুদ হীরার খনি	মুন্সী আবদুর রহীম (মৃ. ১৯১৩)
৭৪৬।	মজমুয়া মৌলুদ সিদ্দিকী	কফিলউদ্দীন সিদ্দিকী, কলকাতা, ১৯২৪।

www.pathagar.com

৭৪৭।	মতিরহার সোনার খনি	আবদুল আলী (যুগ্মভাবে), ১৯২৫।
৭৪৮।	ইসলাম কৌমুদী	মুঃ মেহেরুল্লাহ খুলনাভী (১৮৬৩-১৯২০), ১৯১৪।
৭৪৯।	মৌলুদ শরীফ	খান বাহাদুর আবেদ আলী।
৭৫০।	মিলাদে হাবিব	মুহাঃ রুহুল কুদ্দুস, নারায়ণপুর, ২৪ পরগণা,১৯২৭।
৭৫১।	বাংলা মৌলুদ শরীফ	মোঃ শামসুদ্দীন, ফরিদপুর, ১৯৫০।
৭৫২।	মীলাদে মোস্তফা	মুহম্মদ ময়েজউদ্দীন হামিদী (১৮৯৬-১৯৭০), হামিদপুর, খুলনা।
৭৫৩।	মৌলুদে দানিছ	গোলাম মোস্তফা চৌধুরী (১৮৯২-১৯৬৪), মৌলভী বাজার, সিলেট।
৭৫৪।	মৌলুদ শরীফ	মাওলানা ফয়জোর রহমান (১৮৮২০-১৯৬২)
৭৫৫।	মিলাদ শরীফ	আল্লামা মোঃ রুহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫), বশিরহাট, ২৪ পরগণা।
৭৫৬।	মীলাদে মোস্তফা	আল্লামা মোঃ রুহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫), বশিরহাট, ২৪ পরগণা, ১৯২৭।
৭৫৭।	বাংলা মওলুদ শরীফ	খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫), ঢাকা, (২য় সং-১৯৬২)
৭৫৮।	মিলাদ ও কিয়াম সমস্যা	আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক (১৯২৮-৯২), আঠারবাড়ী ময়মনসিংহ, ১৩৭৫ বাংলা।
৭৫৯।	সহজ ভাষায় মিলাদ শরীফ মাওলানা মাজহার উদ্দীন, শর্ষিনা, বরিশাল।	
৭৬০।	সহজ ভাষায় মিলাদে মোস্তফা-মৌঃ আসরাফুল করীম, মুন্সীগঞ্জ, ১৯৮৩।	
৭৬১।	মিলাদুন্নবী	মতিয়র রহমান নূরী, বীরভূম, ১৯৪১।
৭৬২।	মৌলুদ শরীফ	কাজী মোহাম্মদ ইউনুস, নওগাঁ।
৭৬৩।	জলছায়ে মৌলুদ শরীফ	সৈয়দ কাসেম আলী শাহ, কুষ্টিয়া।
৭৬৪।	ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী (দ.) বা বাংলা মিলাদ	ফখরুল ইসলাম, নোয়াখালী।
৭৬৫।	নূর মিলাদে মোস্তফা	মাওলানা নূর মোহাম্মদ, ঢাকা, ১৯৬৭।
৭৬৬।	ছোটদের মিলাদুন্নবী -	অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ,জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা -১৯৭০।
৭৬৭।	মৌলুদ শরীফে কিয়াম	কবি গোলাম মোস্তফা, ঢাকা।
৭৬৮।	ঈদে মিলাদুন্নবী	খঃ মোঃ বশিরউদ্দীন, বরিশাল, ১৯৭৯।
৭৬৯।	অমৃতবাণী বা মৌলুদ শরীফ	মনসুর আহমদ, বগুড়া, ১৯৩০।
৭৭০।	মীলাদ-কেয়ামের মীমাংসা	অধ্যক্ষ শরীফ আবদুল কাদির (জ. ১৯২২)।
৭৭১।	মিলাদের হাকিকত	হাজী রশিদুল আলম (১৯৩২-১৯৯৭), ঢাকা।
৭৭২।	বাংলা মীলাদ শরীফ ও দীনিয়াত শিক্ষা	মোঃ শামসুদ্দীন ও আখতারুজ্জামান, ১৯৫০।
৭৭৩।	মিলাদ মাহফিল	মোহাম্মদ আবু সাঈদ দেওবন্দী, রাজশাহী।
৭৭৪।	বাঙ্গালা মৌলুদে শরীফ	আবদুল হামিদ, বরিশাল, ১৯২৮।
৭৭৫।	বাঙ্গলা মৌলুদ শরীফ	মুহম্মদ ময়েজ উদ্দীন, টাংগাইল, ১৯২৫।
৭৭৬।	আদর্শ মিলাদ পাঠ	আবুল হোসেন, সিরাজগঞ্জ, ১৯৩৭।
৭৭৭।	বাঙ্গালা মৌলুদ হীরক খনি	আনওয়ারুদ্দীন আহমদ, কলকাতা, ১৯২৯।
৭৭৮।	বাংলা মিলাদুন্নবী	অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, ই. ফা. বা. খুলনা, ১৯৭৯।
৭৭৯।	মিলাদে মোহাম্মদী	মোহাম্মদ ইয়াছীন, ঢাকা।
৭৮০।	ভাবুকের খুবী মিলাদুন্নবী	হাজী আবদুল গনী, নোয়াখালী।

www.pathagar.com

৭৮১।	হাকীকতে মীলাদুন্নবী	মুঃ গুলাম নাকশবন্দ উলভী, দিনাজপুর, ১৯৮১।
৭৮২।	মোকাম্মেল মীলাদ মোস্তফা	মাওঃ মাজহারউদ্দীন, ঢাকা, ১৯৮১।
৭৮৩।	কানজুল আরশ (২য় খন্ড)	নজির আহমদ চৌধুরী, বগাদিয়া, নোয়াখালী, ১০২৪।
৭৮৪।	মিলাদ মাহফিল ঃ বিচার ও পর্যালোচনা	মোহাম্মদ আবু সাঈদ, ঢাকা, ১৩৭৩ বাং।
৭৮৫।	মিলাদে মাহবুব	মুহাম্মদ ইউনুছ, তালতলা, নোয়াখালী।
৭৮৬।	হকিকাতে মোহাম্মদী ও মীলাদে আহমদী	মাওলানা বেশারাতুল্লাহ, ময়মনসিংহ, ১৯৬৫।
৭৮৭।	মিলাদ মাহফিল	আবু লাইছ মোস্তফা।
৭৮৮।	নফসে মোতমাইন্না	সূফী জুলফিকার হায়দার, ঢাকা, ১৯৮৩।
৭৮৯।	মোলাখ্খাছ বা মৌলূদ শরীফ	মাওলানা শাহ কেরামত আলী জৌনপুরী। অনু ঃ মাওলানা মোরশেদ আলম, ঢাকা।
৭৯০।	জিকরুন্নবী	মাওলানা আজিজুর রহমান, ঢাকা, ১৯৬৯।
৭৯১।	মিলাদে মোস্তফা	সৈয়দ আফতাব হোসেন, বগুড়া, ১৯৫৩।
৭৯২।	মীলাদ প্রসঙ্গ	মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ খান গালিব, রাজশাহী, ১৯৮৬।
৭৯৩।	মীলাদুন্নবী (সা.)	আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাসেমী অনুবাদক ঃ মু জয়নুল আবেদীন জুবাইর, প্রকাশক ঃ মোহাম্মদী কুতুবখানা, চট্টগ্রাম, ১৯৯১।
৭৯৪।	ঈদে মিলাদুন নবী (সা.) উদযাপন কি ও কেন?	এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান, ঢাকা।
৭৯৫।	ঈদে মিলাদুন্নবী	হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল, ঢাকা, ১৯৯৬।
৭৯৬।	মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল আহলে সুন্নতওয়াল জমাত, ঢাকা, ১৯৯৭।
৭৯৭।	মিলাদ, কেয়াম ও জশনে জুলুস	মাওলানা সিরাজুল হক নিজামী, ঢাকা।
৭৯৮।	নূরানী মীলাদে মোস্তফা (দ.)	মাওলানা মুঃ সাইফুল ইসলাম নিজামী, ঢাকা, ১৯৯৮।
৭৯৯।	কোরআন-সুন্নাহর আলোকে	মূল ঃ সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবনে আলুভী আল মালেকী।
৮০০।	মীলাদ শরীফ	অনু ঃ মাওলানা আজিজুর রহমান নেছারাবাদী, ছারছীনা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭।
৮০১।	ঈদে মিলাদুন্নবী বা মৌলুদে খায়রুল বারিয়া	আল্লামা খাজা মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন এনায়েতপুরী (১৯১৯-৯৫), মুজাদ্দেদিয়া একাডেমী, শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ।
৮০২।	নূরানী মীলাদে মোস্তফা -	মুহাম্মদ নূরউল্লাহ আসাদ সোলেমানিয়া বুক হাউস - ২০০১।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-এর
প্রকাশনাসমূহ

আল কুরআন

- আল কুরআনের অভিধান ২২৫/-
- তাফহীমুল কুরআন (২৬-৩০ পারা) ৩৩০/-
- কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা ৫০/-

আল হাদীস

- সহীহ মুসলিম (১ম খণ্ড) ১২৫/-
- সহীহ মুসলিম (২য় খণ্ড) ২৩০/-
- সহীহ মুসলিম (৩য় খণ্ড) ২৪০/-
- সহীহ মুসলিম (৪র্থ খণ্ড) নেট-১৫০/-
- জামে আত-তিরমিযী (১-৬ খণ্ড) ১২০০/-
- সুনানু আবী দাউদ (১) ১১০/-
- রিয়াদুস সালেহীন (১ম খণ্ড) ১৪০/-
- রিয়াদুস সালেহীন (২য় খণ্ড) ১৩০/-
- রিয়াদুস সালেহীন (৩য় খণ্ড) নেট-১০০/-
- রিয়াদুস সালেহীন (৪র্থ খণ্ড) ১৩০/-
- সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামা ২৩/-
- শামায়েলে তিরমিযী ১০০/-

জীবনীগ্রন্থ

- সীরাতে ইবনে হিশাম ১৮০/-
- আসহাবে রাসূলের জীবনকথা (১-৫) ৬২০/-
- মহানবীর মহান আন্দোলন ৪০/-
- হাজী শরীয়তুল্লাহ ২৫/-
- সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর ৪২/-

ইতিহাস-ঐতিহ্য

- মক্কা শরীফের ইতিকথা ২০০/-
- বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭০/-
- আমরা সেই সে জাতি (১-২ খণ্ড) ৭০/-
- ইসলামের সোনালী যুগ ২০/-
- বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ৫৫/-

চিন্তাধারা

- মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায় ৫০/-
- আগামী দিনের জীবন বিধান ৩৫/-
- পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস ৬০/-
- ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী ৬০/-
- কবীরা গুনাহ ৬০/-
- ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ৬৫/-
- ইসলামের দৃষ্টিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পদ ১২/-
- আসমানী আযাব কেন ১০/-
- পর্দার বিধান ৭/-
- ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক প্রথা ১০/-
- নারী নেতৃত্ব ১০/-
- ইসলামের দৃষ্টিতে নিকাব ২০/-
- ইসলামী সংগঠন ৩৫/-
- দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ ১৫০/-
- ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো ব্যবহার ১০/-

শিশু কিশোরদের জন্য

- ছড়ায় ছড়ায় মুসলিম ১৪/-
- ছড়ায় বিশ্বজাহান ২০/-
- ছড়ায় আল্লাহর দান ২৫/-

ইসলামী সংস্কৃতি

- ইসলামী গানের সংকলন (১-২) ১২০/-
- ঝংকার ২০/-
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান ১৭৫/-

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (দোতলা)
ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ৮৬২৭০৮৬

www.pathagar.com

আদর্শ মা গড়ার অঙ্গিকার

তানযীমুল উম্মাহ গার্লস মাদরাসা

▮ আবাসিক ▮ অনাবাসিক ▮ ফুল টাইমিং

ফরম সংগ্রহ ঃ
প্রতিদিন সকাল
৮টা থেকে বিকেল ৫টা

ভর্তি চলছে

❑ তারবিয়াত- ৫ম শ্রেণী
❑ হিফযুল কুরআন বিভাগ

বৈশিষ্ট্য ঃ

এরাবিক-ইংলিশ মিডিয়াম

- সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশ
- সকল শ্রেণীতে কম্পিউটার শিক্ষা
- মনোরম ও নিরিবিলি পরিবেশ
- নিয়মিত বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম
- অনাবাসিকদের জন্য মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা
- সেমিস্টার ভিত্তিক হিফযের ব্যবস্থা
- ব্যস্ত ও প্রবাসী অভিভাবকদের সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ
- নৈতিক মানোন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম
- অভিজ্ঞ শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত

বাড়ি # ২/এ রোড # ৩১ সেকটর # ৭ উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

ফোন ঃ ৮৯১৯১০২, মোবাইল ঃ ০১৮৩৮১৪৮৮

ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ প্রার্থী?

বিগত ১৩ বছরের প্রশ্নের আলোকে, সর্বাধিক প্রশ্নোত্তর, সর্বশেষ তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ, মৌখিক পরীক্ষার পরামর্শসহ কমনের নিশ্চয়তার চূড়ান্ত সাজেশন দ্বারা বিন্যস্ত, সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপ্তির গ্যারান্টি নিয়ে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক গাইডের প্রথম লেখক কর্তৃক বিরচিত ৫১২ পৃষ্ঠার সর্ববৃহৎ কলেবরের বইটি এখন বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বি...............

আহসান

ইসলামী ব্যাংক ইন্টারভিউ গাইড

গ্রন্থনায় ঃ মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ
এছাড়াও নিম্নের বইগুলো এখন উচ্চ কমিশনে বিক্রি হচ্ছে-

- বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর [১]
- ইসলামী সমাজ নির্মাণে নারীর কাজ
- কালেমা শাহাদাত ঃ এক বিপ্লবী ঘোষণা
- ইমাম হুসাইনের [রা] শাহাদাত
- গীবত
- রুহের রহস্য

আহসান পাবলিকেশন

কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭-৩৭১১৭১

বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার (দোতলা)
ঢাকা-১১০০

১৯৩ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট
(দৈনিক সংগ্রামের সামনে)
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৪৪৮৩৬

www.pathagar.com

রাসূলের (সা.) অনুসরণের অন্যতম দাবী ইকামতে দ্বীনের প্রচেষ্টা

মোঃ আব্দুর রহীম খান

ইয়া রাব্বী লাকাল হামুদ কামা ইয়ামবাগী
লি জালালী ওয়াজহিকা
ওয়া আজিমী সুলতানিক
আসসালাতু আসসালামু আলা সাইয়েদুল মুরসালিন
ওয়ালা আলিহী ওয়াস হাবিহী ইয়াজমাইন.....

এ আকাশ পৃথিবীর স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর খলিফা করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। কোন্ পথে ও কিভাবে সে তার এ দায়িত্ব পালন করবে তার সঠিক দিক নির্দেশনা দানের জন্য যুগে যুগে মানুষের মধ্য হতেই নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। আবার তাদের সাথে কিতাবও দিয়েছেন যাতে করে মানুষ গোমরাহীর পথ ছেড়ে সহজ সরল সঠিক সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলতে পারে। আর এরই মাধ্যমে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি পেতে পারে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এ নবী রাসূল প্রেরণের সিলসিলা জারী ছিল। মুহাম্মদ (সা.)ই শেষ নবী ও রাসূল, আর তাঁর নিকট প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল কোরআন যা কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে সঠিক পথের দিশা দেবে।

মুহাম্মদ (সা.) যখন আরবে দাওয়াতে দ্বীনে হক শুরু করলেন তখন আরবের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। মানুষের ধারনা এমন ছিল, দুনিয়ার কাজ কর্ম যেমন চলছে তেমনি চলবে, সেই সাথে কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকেও খুশী করা হতে থাকবে। নিজের সত্তার সাথে, সমাজের অন্যান্য লোকদের সাথে এবং আশপাশের সমগ্র জগতের সাথে তার যে সম্পর্ক, সেটা ভিন্ন আরেক জিনিস। এ দু'সম্পর্কের মধ্যে কোন পারস্পরিক যোগসূত্র নেই।

ধর্মের ব্যাপারে যে সময় এমন ধারনা বদ্ধমূল ছিল, ঠিক সে মুহূর্তে রাসূল (সা.) আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম আল ইসলামের প্রচারণা শুরু করলেন। তাঁর প্রচারণায় যে বিষয়টি

www.pathagar.com

সমাজের সকল মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল তা হলো ইসলাম মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্ক নিয়ে যতটা আলোচনা করে ঠিক ততটাই আলোচনা করে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে এবং ঠিক ততটাই আলোচনা করে মানুষের সাথে বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে। এছাড়াও ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হলো, সফল জীবনের জন্যে মানুষকে মানসিক ও চারিত্রিকভাবে প্রস্তুত করা। যে ধর্ম এ একাজটি করে না তা ধর্মই নয়। আর একমাত্র যে ধর্ম এ কাজটি করে তারই নাম ইসলাম।

ইসলামের এরূপ স্বচ্ছ সুন্দর ধারনা পাওয়ার পর সমাজের গুটি কয়েক সাহসী লোক রাসূল (সা.)-এর সাথী হন। তারা একথা ভাল করে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, একটা জীবন ব্যবস্থাকে সত্য ও সঠিক বলে দাবী করার পর কার্যত তা প্রতিষ্ঠা করার দাওয়াত না দেয়া একটা সম্পূর্ণ অর্থহীন ব্যাপার। আর এর চেয়েও অর্থহীন হবে যদি অন্যান্য জীবন ব্যবস্থাকে বাতিল বলার সাথে সাথে তার বিজয়কেও বরদাশত করা হয়। তাছাড়া একটা জীবন ব্যবস্থার অধীন বসবাস করে আর একটা ব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করা একেবারেই অসম্ভব। নিজের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার অনুকরণের দাবী জানানোর সাথে সাথে অন্য ব্যবস্থার অধীন শান্তিপূর্ণ ও আনুগত্যপূর্ণ জীবন যাপন, মর্যাদাহীন, চেতনাহীন কোন উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব।

তাই রাসূল (সা.) ও তাঁর সাথীরা যে জীবন ব্যবস্থার দাওয়াত দিচ্ছিলেন সে ব্যবস্থা কায়েমের জন্যই তাদের নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হলেন। শুরু হলো বিপক্ষ শক্তির মিথ্যাচার, অপপ্রচার, অত্যাচার, নির্যাতন। এমতাবস্থায় রাসূলের আনুগত্যের জন্য তাঁর সহযোগীদের সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইত্তেবায়ে রাসূল কিভাবে করতে হবে সে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট মূলনীতি দেয়া হলো এভাবে:

"হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রাসূলের আর সেইসব লোকের যারা তোমাদের দায়িত্বশীল। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ ও পরকালের উপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।" [সুরা আন নিসা-৫৯]

আসলে ইসলামে আনুগত্য হলো আনুগত্যের অনুগামী। আর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করতে হবে এ জন্য যে, তিনিই আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত সর্বশেষ ও একমাত্র বিশ্বস্ত এবং অকাট্য মাধ্যম, যিনি আল্লাহর বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে রাসূলের সনদ ও প্রমাণপত্র ছাড়া আল্লাহর কোন আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বস্তুত রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি পূর্ণ বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর।

এ ব্যাপারে রাসূল (সা.)এর নিম্নোক্ত হাদীসটি স্মরণ করা যেতে পারে: "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহর আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি

www.pathagar.com

করলো সে আসলে আল্লাহর নাফরমানি করলো।"

যুগে যুগে নবী পয়গম্বরগণ আল্লাহর এ পৃথিবীতে একমাত্র তার বিধানকে কায়েম করার জন্যই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। শুধুমাত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং কিছু আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করার জন্য মানুষকে প্রস্তুত করা তাদের কাজ ছিল না। কুরআন মজীদে একাধিক স্থানে এ কথা বলা হয়েছে, কাফির ও মুশরিকদের সাথে নবীর যে সংঘাত সংঘর্ষ হয়েছিল, মূলতঃ তাদের কেউই আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ছিলনা। তারা সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল।

"আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে? এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুগত করেছে, তা তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ আল্লাহ।" [সুরা আনকাবুত-৬১]

সূরা মুমিন-এর ৮৪ নম্বর আয়াত, সুরা যুখরাফের ৮৭ নম্বর আয়াতেও একই বক্তব্য রয়েছে। তাই একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহর অস্তিত্ব, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু, ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে এ ব্যাপারে মানব সমাজে কোন কালেই কোন মতভেদ ছিল না। জনগণ চিরদিনই এসব কথা স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করতো। কাজেই এসব কথার পুনঃপ্রচার ও জনগণের দ্বারা তা স্বীকার করানোর জন্য নবী -রাসূল পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে ছিল না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়ায় নবীদের আগমনের উদ্দেশ্য কি ছিল আর প্রতিপক্ষের সাথে তাদের বিরোধ-বিবাদই বা ছিল কি বিষয়ে?

নবী-রাসূলগণ মূলতঃ মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে সেখানে প্রকৃত মাবুদ আল্লাহ তায়ালার প্রভূত্ব ও তাঁর আইন কায়েমের জন্য চেষ্টা চালাতেন। তাই কাফের ও মুশরিকদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হতো।

কুরআন মজিদে এ কথাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে:

"মানুষ যে বোঝার নীচে পিষ্ট হচ্ছিল এই নবী (মুহাম্মদ সা.) তা থেকে তাদের উদ্ধার করেন এবং যেসব বন্ধনে তারা আবদ্ধ ছিল তা তিনি ছিন্ন করেন।" [সুরা আরাফ-১৫৭]

"আমি রাসূল (সা.)কে সত্য দ্বীন ও হেদায়েতসহ প্রেরণ করেছি যাতে তিনি সকল মতাদর্শের উপর আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন।" [সুরা ছফ]

"আমি সমস্ত রাসূলকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট নির্দশন, কিতাব ও মিজান দিয়ে, যাতে তারা মানুষের জন্য একটা ইনসাফপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে।"

আল্লাহতায়ালা সুরা আহযাব ও সুরা শুরা'য় উলুল-আযম (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) নবীদের কাজ সম্পর্কে বলেছেন:

"স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট থেকে অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট থেকেও এবং নূহ, ইব্রাহিম মুসা ও ঈসা ইবনে মরিয়মের নিকট থেকে। আমি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার।" [সুরা আহযাব-৭]

"আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন সেই দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নুহকে

www.pathagar.com

আর যা অহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি তোমার নিকট এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে একথা বলে যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং তাতে মতভেদ করো না।" [সুরা শুরা-১৩]

এ আয়াত দু'টি থেকে সুস্পষ্ট যে, রাসূল (সা.)-এর মূল কাজ ছিল ইকামতে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। সমাজে আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করা, গালেব বা বিজয়ী করার প্রচেষ্টা চালানোর জন্যই আল্লাহ নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলেন আর 'উলুল আযম' (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) নবীদের অন্যতম ছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

সর্বশেষ নবী হিসাবে মুহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন দ্বীনের পূর্ণতা দান এবং ইকামতে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীন কায়েমের মূল দায়িত্ব দিয়ে। আর এ কাজ একা করা সম্ভব নয় বলেই এ কাজে তাঁর একদল অনুসারীর প্রয়োজন হয়। এ অনুসারীদের প্রত্যেকেই তাঁর এ দায়িত্বকে বুঝে নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। যদি দ্বীন কায়েমের বিষয়টি গৌণ হতো তবে অনুসারীদের মধ্যে তাঁর প্রতি আনুগত্যের বিষয়টিকে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে আলোচনা করা হতো না। আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই মূলতঃ পৃথিবীতে রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্য ঘোষণা করেন এবং তাঁর অবর্তমানে এ দায়িত্ব যেহেতু তাঁর অনুসারী উম্মতগণকে পালন করতে হবে সে জন্য আল্লাহ ও রাসূলের অনুসারী নেতৃবৃন্দের আনুগত্যও অপরিহার্য ঘোষণা করেন। যাতে নেতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকে এবং এ মজবুত আনুগত্যের ভিত্তিতেই পৃথিবীতে দ্বীন ইসলাম কায়েম ও টিকে থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমরা কেন শুধু রাসূল (সা.)-এর পোষাকী, আহারী কয়েকটি সুন্নতের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়াকেই 'ইত্তেবায়ে রাসূল' মনে করছি তা আমার বুঝে আসে না।

রাসূল (সা.)-এর দ্বীন কায়েমের এরূপ ব্যাকুলতাকে উপলব্ধি করে সাহাবাগণ একথা পরিপূর্ণরূপে বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাসূলকে দ্বীন কায়েমের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাঁর দলে নাম লেখানোর মানেই হচ্ছে নিজেকেও এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। দ্বীন কায়েমের কাজে বাস্তবসম্মত সমস্ত সাহায্য সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হলে এ দলে নাম লেখানোর কোন মানে নেই। প্রয়োজন নেই তাঁর উম্মতের কাতারে শামিল হওয়ার এবং মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দেয়ার। মুসলমান হলে নবীর আরাদ্ধ কাজকেই নিজের কাজ বলে মনে করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা তদবির করতে হবে আপ্রাণ শক্তি দিয়ে।

এ বিষয়টিকেই কুরআনে 'আনসারুল্লাহ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে, যে দ্বীনের উপর তোমরা ঈমান এনেছো এবং যে দ্বীনকে তোমরা কল্যাণের একমাত্র উৎস হিসাবে মনে করছো তা আপনা আপনি কায়েম হয়ে যাবে না কিংবা আপনা আপনি এর প্রচার প্রসারও হবে না। তা করতে হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে এ কাজ তোমাদেরই করতে হবে। তোমরা যদি নিজেদের চেষ্টা তদবিরকে এ কাজে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করো তবেই তোমরা হবে আনসারুল্লাহ।

কেবল এভাবেই দ্বীনের হেফাজত হতে পারে, দ্বীন কায়েম হতে পারে। আর এ চেষ্টা ও

www.pathagar.com

হেফাজতের কাজে ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় নিজেদেরকে তোমরা যতটা সক্ষম প্রমাণ করতে পারবে এ দ্বীন ততটাই কায়েম ও গালেব হবে। এ ব্যাপারে যদি তোমাদের মধ্যে কোন দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটে তবে সেই পরিমাণে দ্বীনের মধ্যেও দুর্বলতা ঢুকে পড়বে। আর তা হবে রাসূলের আনুগত্যের সুস্পষ্ট অবহেলা ও বরখেলাফ। এক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনের সাথে রাসূলের ব্যবহারিক জীবনের যতই মিল থাকুক না কেন।

রাসূল (সা.) এর আনুগত্য ও অনুসরণ করার ব্যাপারে সে সমাজের মুসলমানরা আন্তরিকভাবে অনুভব করতেন, রাসূল (সা.) যে সমাজ বিপ্লবের জন্য তাদের তৈরী করছেন সে সমাজ বিপ্লবের প্রতিটি কাজে সক্রিয়ভাবে পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে অংশ গ্রহণই হলো 'ইত্তেবায়ে রাসূল'। তারা কখনো ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর বন্দেগী করা এবং অন্যান্য যাবতীয় কর্মধারায় অমুসলিম সমাজের ন্যায় চলাকে রাসূলের আনুগত্য মনে করতেন না বরং তাকে সুস্পষ্ট অবাধ্যতা ও দারুণ অপরাধ মনে করতেন। তারা কখনো এটা কল্পনাও করতে পারতেন না যে, সমাজকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত রেখে এবং খারাপ কাজ প্রতিরোধের চেষ্টা না করে শুধু রাসূলের কিছু সহজ আমল অনুসরণ করার মাধ্যমে মুসলমান থাকা যেতে পারে। কেননা ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি সুন্নত পালনের মাধ্যমেই ইত্তেবায়ে রাসূলের হক আদায় হয় না বরং ইত্তেবায়ে রাসূলের মূল দাবী হচ্ছে ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধতার সাথে সাথে সমাজকেও পূর্ণরূপে ইসলামের চিত্র অনুযায়ী সাজানোর প্রচেষ্টা চালানো। এ জন্য রাসূল (সা.) যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সেভাবেই চেষ্টা-তদবীর ও কষ্ট স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। আর এরূপ চেষ্টা প্রচেষ্টাকেই কুরআনে ইকামতে দ্বীনের প্রচেষ্টা বলা হয়েছে।

বর্তমানে ইসলাম বিরোধীদের সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে আমরা মুসলমানরা রাসূলের আদর্শে ইসলামকে দেখার বা মানার চেষ্টা করিনা। আল্লাহর নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি তথা শরীয়তকে পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী নিজেরাই কিছু বিধান তৈরী করে নিয়েছি। ফলে আল্লাহর এ জমীন জুলুম নির্যাতনে ভরে গেছে। রাসূল (সা.)-এর আনীত শিক্ষা ও নীতিকে গ্রহণ না করে কতক ইবাদত বন্দেগীকেই ইসলাম মনে করে বসে আছি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাও প্রতিপালিত হচ্ছে না। উপরন্তু কখনো কখনো এমনও মনে করা হচ্ছে যে, আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য নেক নিয়তই যথেষ্ট। আর যদি প্রতিকুল কোন পরিবেশের সম্মুখীন হই তবে তো দ্বীনের প্রতি কিংবা রাসূলের প্রতি মহব্বতের বিষয়টি তোয়াক্কা না করে প্রকাশ্যেই দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি এবং যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি।

ইসলাম বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকে পূর্ণ সফলতা দেয়াই যেন আমাদের অন্যতম কাজে পরিণত হয়। তারা সর্বদা এই চেয়েছে যে, মুসলমানরা আকিদা ও বিশ্বাসের সীমা পর্যন্তই মুসলমান থাকবে আর জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তারা ইসলাম বিরোধী নীতির অধীন থাকতে বাধ্য থাকবে। এরূপ সংকীর্ণ নীতির ফলে সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে তা হলো, পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের যেসব প্রকৃত সমস্যা সমাধানের উপর তাদের বাঁচা-মরা নির্ভরশীল সেসব সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা একেবারেই আমাদের বুঝে আসছে

www.pathagar.com

না। অথচ রাসূল (সা.) সর্বদা মুসলমানদের ঈমান আকিদা সংরক্ষণের জন্যই দ্বীনকে কিভাবে দুনিয়াতে কায়েম করা যায় তার উপায় নিয়ে চিন্তা করতেন। আমরা রাসূল (সা.)-এর এ মূল চিন্তা ও কাজ 'দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা' বাদ দিয়ে তাঁর প্রতি সালাতু সালাম, মিলাদ শরীফ, আজিমুশ্বান জলসা, সুগন্ধি, জশনে জুলুস, মিষ্টি খাওয়া, কিছু পোষাকী পরিবর্তন আনয়ন নিয়ে এতটাই বাড়াবাড়ি শুরু করেছি যে, এগুলোর মানা-না-মানার উপরই মুসলমান ও কাফেরের পার্থক্য নিরূপণ করতে শুরু করেছি। এভাবে মুসলমান সমাজে যে বিভেদের বীজ বপন করা হচ্ছে তা কি রাসূলের প্রতি আনুগত্যশীল কোন সুস্থ মুসলমানের কাজ হতে পারে? এটাই যদি দ্বীনদার মুসলমানের কাজ হয় তবে তো রাসূল (সা.)-এর দুনিয়াতে দ্বীন কায়েমের বিষয়টি দুনিয়াদারীতে পরিণত হয়! (নাউযুবিল্লাহ)

রাসূল (সা.)-এর যাবতীয় কাজকে মনের অজান্তে এরূপ দুনিয়াদারী কাজ মনে করা যে কুফরীর শামিল তা আমরা ভুলে গেছি। তার প্রতি মহব্বতের নামে এরূপ ছোটখাট মতানৈক্যের রেখাকে টেনে বৃদ্ধি করায় যে নিজেদের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছি সে ব্যাপারেও যেন কোন চিন্তা নাই।

এ জন্যই রাসূল (সা.) সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "সাবধান, দ্বীন ইসলামের খুটিনাটি ব্যাপারে কঠোরতাকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে।" এরূপ বাড়াবাড়ির কারণেই প্রকৃত সত্য ও মূল দায়িত্বকে আমরা হারিয়ে ফেলছি। এ জন্য আদালতে আখেরাতে যে আমাদের ধরা পড়তে হবে, সে ব্যাপারেও কোন ভয় নেই আমাদের।

এ বিষয়টিকেই রাসূল (সা.) এভাবে বলেছেন: "বাড়াবাড়িকে আমি এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তার সম্মুখে প্রকৃত সত্য মার খেয়ে যাচ্ছে, বিনষ্ট হচ্ছে।" তাই সঠিক ইত্তেবায়ে রাসূলের জন্য আদতে আমাদের রাসূলের প্রকৃত সুন্নতকেই আগে জানা দরকার এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারনা ও কর্মতৎপরতার সাথে তার সম্পর্ক ও পার্থক্য নিরূপণ করা দরকার। আর এ জন্য কোরআন ও হাদীসকেই মানদন্ড হিসাবে গ্রহণ করতে হবে– কোন আলেম, উস্তাদ, মুরুব্বীকে মানদণ্ড হিসাবে ধরলে ভুল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকবে।

তাই বলতে চাই, যারা রাসূলের প্রতি প্রেরিত দ্বীন আল ইসলামকে সমাজ ও রাষ্ট্রে কায়েম করার জন্য রাত দিন নিজেদের জীবনেক বাজী রেখে কাজ করছেন তাদের এ কাজই প্রকৃত অর্থে ইত্তেবায়ে রাসূলের কাজ। নামাজ শেষে মিলাদ পড়ে ইসলাম বিরোধীদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করার নাম ইত্তেবায়ে রাসূল নয়। যারা ইত্তেবায়ে রাসূল (সা.) সম্পর্কে এমন ধারনা পোষণ করেন তারা না বুঝে যদি এমনটি করেন তবে বোকামী করছেন আর বুঝে করলে রাসূলের সাথে চরম বেয়াদবি করছেন। রাসূলের প্রতি প্রেরিত দ্বীন সম্পর্কে নিকৃষ্ট ধারনা লালন করাকে 'ইত্তেবায়ে নফস' বলা যেতে পারে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনকে বুঝে তা কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর তৌফিক দান করুন, আমীন।

www.pathagar.com

চাই তোমার শাফায়াত
কাজী তাবাসসুম

কিভাবে দাঁড়াবো সেদিন আল্লাহর দরবারে, রাসুলের সামনে? কোথায় লুকাবো এ মুখ? কেমন করে বলবো, ওগো রাসূল, আমরা আপনার উম্মত, শাফায়াতের প্রত্যাশী! আমাদের প্রতিটি ঘরে শোভা পাচ্ছে আপনার আনীত পাক কোরআন। রেহেলের উপর সযতনে সফেদ কাপড়ে মোড়া। সুবেহ সাদিকের সময় সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করে তৃপ্ত হই। অতঃপর শুরু হয় কর্মময় ব্যস্ত জীবন। সংসার, সন্তান, সম্পদের সুরক্ষায় ক্লান্তিহীন ছুটে চলা। ভুলে যাই কে আমি, কোথায় আমার আদি, কোথায় অন্ত? ভুলে যাই এই মৃত্তিকায় ক্ষণিকের অতিথি আমরা। ভুলে যাই আল্লাহর সেই বাণী: "আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা নিযুক্ত করতে চাই।"

খলিফা মনোনীত করলেন তিনি মাটির মানুষকে, তাদেরকে দিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ আসন। যাতে তারা তাঁকে ভুলে না যায় এ জন্য পাঠালেন বার্তাবাহক। এই বার্তা তথা রিসালাতের সিলসিলায় আমরা পেলাম আপনাকে। কি সৌভাগ্য আমাদের! আমরা সেই নবীর উম্মত, যার উসিলায় সৃষ্টি হয়েছে এ দুনিয়া জাহান! কিন্তু হতভাগ্য আমরা আজ! আপনার দেখানো পথ থেকে ছিটকে পড়েছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনি যতটা সফল অনুসারী ছিলেন কোরআনের, আজ ততটাই যেন ব্যর্থ আমরা আপনার অনুসরণে। বলেছিলেন আপনি: "আজ আমি তোমাদের সামনে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এই দুটো যদি তোমরা সঠিকভাবে ধারণ কর তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হবে না। জিনিস দুটো হচ্ছে– (১) আল্লাহর কোরআন (২) তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"

কিন্তু হে রাসূল! আমরা পারিনি আপনার সে নির্দেশ পালন করতে। তাই তো আজ আপনার সুন্নাহ এবং কোরআন আমাদের মাঝে থাকা সত্ত্বেও আমরা হয়ে পড়েছি পথহারা, দিশেহারা। এ কোন গোমরাহী ছেয়ে আছে আমাদেরকে? সেদিন সেই বিদায় সন্দিক্ষণে আপনি ঘোষণা করেছিলেন: "সব মুসলমান ভাই ভাই।" বললেন, "প্রত্যেক মুসলমানের ধন-প্রাণ পবিত্র বলে জানবে।"

কিন্তু আপনার উম্মতেরা আজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে। কারো জান-মালই আজ আর নিরাপদ নয়। খুন, ধর্ষণ আজ নতুন কোন ঘটনা নয়। তারা আজ ধর্ষণের সেঞ্চুরী পালন করে। কি বিভৎস বর্বরতায় ছেয়ে যাচ্ছে প্রতিটি দেশ!

নারী জাতিকে আপনি কন্যা-জায়া-জননী রূপে দিলেন অনন্য মর্যাদা। কিন্তু এখন আমাদের নারী সমাজের অবস্থা বড়ই করুণ হয়ে উঠেছে। অশ্লীলতার শেষ সীমায় তারা আজ

www.pathagar.com

উপনীত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার হারিয়ে তারা আজ নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।
আপনি ছিলেন আল আমীন, আস্ সাদিক। অথচ আপনার উম্মতের মধ্যে আজ সততা ও বিশ্বস্ততার বড়ই অভাব! জাল জালিয়াতিতে তারা পারদর্শী। আপনার রাজনীতির মূল হাতিয়ার ছিল চারিত্রিক বলিষ্ঠতা। আর আপনার উম্মতের দাবীদার আমাদের রাজনীতিবিদরা চরিত্রকে জলাঞ্জলি দিয়েছে বহু আগেই। এখন রাজনীতি মানেই মিথ্যা, ধোকাবাজী। ক্ষমতার লোভে এরা হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র, তাদের অন্তরে প্রতিনিয়ত জ্বলছে প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধের আগুন।
সুদ-ঘুষ-মদ-জ্বেনা যা কিছু আল্লাহ্ হারাম বলে ঘোষণা করেছেন আজ আমরা তারই মধ্যে ডুবে আছি। এমনকি আমরা আজ খালেস দিলে আল্লাহর ইবাদাতও করতে পারছি না। বিশেষ বিশেষ দিবস ছাড়া আমাদের মসজিদগুলো পড়ে থাকে প্রায় জনশূন্য হয়ে। যে মসিজদ ছিল আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিচারালয়, সেই মসজিদকে আজ কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে কেবল আনুষ্ঠানিকতায়। রমজান মাসে আমাদের হোটেলগুলোতে অবাধে চলে খাওয়া দাওয়া। অথচ ইফতারির সময় হলে টেবিল ভরে ওঠে রকমারি ইফতারিতে। যাকাত আদায় করা হয় পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপানোর জন্য। আপনার ঘর কাবার জিয়ারত করা হয় নামের আগে 'আলহাজ্ব' শব্দটা জুড়ে দিয়ে সম্মান বাড়াবার জন্য।
ক্ষমতা দখল আর ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আজ আমাদের সন্তানদের হাতে পাক কালামের পরিবর্তে তুলে দেয়া হচ্ছে হাতিয়ার। আপনার সত্যিকার উম্মত হলে আজ আমাদের ঘরে জন্ম নিত এক একজন খালিদ, তারিক, মুসা। তার বদলে আমাদের সমাজ ভরে যাচ্ছে কুখ্যাত সন্ত্রাসীতে।
জাতিতে জাতিতে হানাহানি আর রক্তপাত বন্ধ করতে এসেছিলেন আপনি। অথচ আপনার উম্মতেরাই আজ যুদ্ধ বিগ্রহ লিপ্ত। তাদের মধ্যে একতা আর সাম্যের বড় অভাব। বিশ্বের পরাশক্তিগুলো আজ আপনার উম্মতদের পদানত করার জন্য একজোট হয়েছে। হে রাসূল (সা.)! আর কত দূরে সেই সোনালী সুদিন, যেদিন বিশ্ব মানচিত্রের প্রতিটি কোণে পতপত করে উড়বে ইসলামের বিজয় নিশান!
সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে আমরা একটু খানি সুখ স্বাচ্ছন্দের আশায় ছুটে চলেছি মরিচীকার পিছনে। একদিন সবাইকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহর কাছে। সেদিন আপন কৃতকর্মের জবাব দিতে হবে, এ পরম সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাই বার বার। সত্যিই যেদিন সময়ের সুতোয় টান পড়বে, সম্মানিত ফেরেশতারা প্রশ্ন করবেন, "নিজের জীবনকাল কোন কাজে অতিবাহিত করেছ? যৌবনের শক্তি কোথায় ব্যয় করেছ? ধন সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছ? অর্জিত সম্পদ কি কাজে ব্যয় করেছে? প্রদত্ত জ্ঞান অনুসারে কোন আমল সঙ্গে এনেছ?" কি জবাব দেব সেদিন আল্লাহর কাছে? কি করে পার হবো সে কঠিন পুলসিরাত! সময় বড় দ্রুত ধাবিত হচ্ছে সেই মহাপ্রলয়ের দিকে, যেদিন আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয় থাকবেনা। সেদিন আরশের ছায়ায় একটুখানি আশ্রয় কি পাব আমরা?
"আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়, আপনার উম্মত আমরা"– এই দাবী নিয়ে কি দাঁড়াতে পারব আপনার সামনে? পাপ পঙ্কিলতায় ডুবে থাকা এই উম্মতদের যে আপনার শাফায়াত খুবই প্রয়োজন! হে রাসূল (সা.), বড়ই কাঙ্গাল আমরা আপনার শাফায়াতের!

www.pathagar.com

ইসলামি ক্যালিগ্রাফি ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোহাম্মদ আবদুর রহীম

"নুন! ওয়াল কালামি ওয়ামা ইয়াস্তুরূন।" 'কলমের শপথ এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে।' সুরা আল-কালামের এই আয়াত এক অলৌকিক দিক নির্দেশনা দেয়। মহান শিল্পী আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে দুটো চাদরে ঢেকে দেন। সময়ের পরিবর্তনের এই চাদর দুটো হচ্ছে– আঁধার ঢেকে দেয় আলোকে, আলো ঢেকে দেয় আঁধারকে। কালো-সাদার ক্রমাগত এই পরিক্রমা দিন থেকে রাত, রাত থেকে দিন হয়ে চলছে। এই বৈচিত্র্যময় রঙয়ের খেলাই শিল্পীকে শিল্পচর্চার প্রেরণা যুগিয়েছে, জন্ম হয়েছে শিল্পের নান্দনিক মাধ্যম।

১০ম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ক্যালিগ্রাফারকে এক আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আল-কুরআনের ৯৬/৩-৪ সুরাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "মানুষকে কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।" সুরা ৬৮-এর প্রথমেই বলা হয়েছে– "নুন! এবং কলমের মাধ্যমে.......।"

কলম ও ক্যালিগ্রাফার অবিচ্ছেদ্য একটি বিষয়ের নাম। বর্তমান দুনিয়ায় ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি আশ্চর্যতম এক শিল্পীত বিষয়।

বিশুদ্ধ ক্যালিগ্রাফি বলতে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ও চৈনিক ক্যালিগ্রাফিকে বিবেচনা করতে হয়। চৈনিক ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে, শিল্পকলা তথা ছবি আঁকার প্রথম ছবক, তারা ছবি আঁকার শুরুতে ক্যালিগ্রাফি শিখে এবং ছবিতে এর প্রয়োগ করে। চৈনিক শিল্পকলায় ছবিতে ক্যালিগ্রাফি করা প্রায় আবশ্যিক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে সমগ্র শিল্পই এতে অন্তর্ভুক্ত। এজন্য ক্লাসিক কিংবা বিমূর্ত– সকল ধারায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এত মর্যাদার অধিকারী।

রোমান ক্যালিগ্রাফির দিন শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজী ক্যালিগ্রাফিও এখন আর হয়না। চীনা ক্যালিগ্রাফি ছবিতে আটকে আছে। কিন্তু ইসলামী ক্যালিগ্রাফি এগিয়ে চলছে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে।

বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রধানত তিনটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ক. গবেষণা মূলক রচনা, সাধারণ রচনা ও প্রতিবেদন।

খ. ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের সরাসরি ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং।

গ. লোকজ ক্যালিগ্রাফি।

www.pathagar.com

ক. স্বাধীনতা-উত্তর এদেশে ক্যালিগ্রাফির ওপর প্রথম গবেষণামূলক রচনা লিখেন পারেস ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান। ১৯৭৪-৭৫ থেকে তার গবেষণামূলক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ইংরেজীতে লেখা এ রচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় তার লেখা বই "মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি"। এটি তার পি.এইচ.ডি কৃত ইংরেজীতে লেখা গবেষণামূলক বই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক পারেস ইসলাম সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান ২০০০ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে ইন্তেকাল করেন।

সৈয়দ মাহ্মুদুল হাসান ইসলামিক আর্টের ওপর পি.এইচ.ডি করেছেন। তার অসংখ্য রচনার মধ্যে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ওপর আলোকপাত করেছেন। তবে শুধুমাত্র ইসলামী ক্যালিগ্রাফি নিয়ে তার রচনা সম্পর্কে তেমন জানা যায় না।

"লেখা থেকে রেখা" (১৯৮০) ও "কারুকাজে যাদুকর" (১৯৮৮) নামে দুটি বই লিখেছেন শিল্পী সবিহ্-উল-আলম। ইসলামি ক্যালিগ্রাফিকে শিশুদের উপযোগী করে লেখা এ বই দুটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হয়। শিশুদের জন্য হলেও এ বই দুটি গবেষণামূলক রচনা।

ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ওপর "ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ঃ উৎস ও প্রকাশ" শিরোনামে একটি অনুসন্ধানধর্মী প্রবন্ধ রচনা লিখেন শিল্পী সাইফুল ইসলাম। তার এ প্রবন্ধটি ১৯৯৬ সালে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের 'সাহিত্য সংস্কৃতি' নামক স্মারকে প্রকাশিত হয়।

১৯৯৭ সালের ৪ এপ্রিল দৈনিক সংগ্রামে "ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি ঃ উৎস ও সাংস্কৃতিক বিকাশ" শিরোনামে এই লেখকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ২৬ এপ্রিল '৯৭, সোনার বাংলা; ১ জুলাই '৯৭, শিকড় ম্যাগাজিনে এবং প্রেক্ষণের মার্চ '৯৮ সংখ্যায় একই শিরোনামে লেখাটির সংগৃহীত কপি পূনঃ প্রকাশিত হয়। "ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে কুফী লিপি" ১৮ জুলাই '৯৭ দৈনিক বাংলা বাজার; "আরবি ক্যালিগ্রাফি ঃ ইসলামী ক্যালিগ্রাফি", ১ আগষ্ট '৯৭ দৈনিক সংগ্রাম, "ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে বাসমালাহ্ ঃ সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রেক্ষিত" ৫ ডিসেম্বর '৯৭ সাপ্তাহিক সোনার বাংলা; ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে থুলুথ লিপি" ৩ এপ্রিল ১৯৯৮ দৈনিক বাংলা বাজার; "কাশ্মীরের ক্যালিগ্রাফারও ও ক্যালিগ্রাফি" ১৭ এপ্রিল '৯৭ দৈনিক বাংলা বাজার; "ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি ঃ প্রাথমিক পর্যায়" ১৯ জুন '৯৭ দৈনিক বাংলা বাজার; ইসলামী ক্যালিগ্রাফিতে মাগরিবী লিপি" ১০ জুলাই '৯৭ দৈনিক বাংলা বাজার, ক্যালিগ্রাফি শিল্পের প্রভাবেই বিমূর্ত শিল্পের উৎপত্তি" ২৪ জুলাই '৯৮ বাংলা বাজার; ধারাবাহিক রচনা হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাসিক "অগ্রপথিক পত্রিকার অক্টোবরের '৯৯ সংখ্যায় ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ঃ যুগে যুগে শিরোনামে ১. আল আকলাম আল মিত্তাহ নভেম্বর '৯৯ সংখ্যায় "ইসলামিক ক্যালিগ্রাফিতে রং ও হরফ বিন্যাস" ডিসেম্বর '৯৯ সংখ্যায় "ক্যালিগ্রাফির দুই জনক" প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের লেখা ইসলামী ক্যালিগ্রাফির উৎস ও বিকাশ ঃ সাম্প্রতিক তৎপরতা" দৈনিক সংগ্রাম ৩১ জুলাই ১৯৯৮; "বাংলাদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি", দৈনিক ইত্তেফাক ৭ আগষ্ট ১৯৯৮, বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি চর্চা, দৈনিক ইনকিলাব, ১৭

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ প্রকাশিত হয়। তিনি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা লিখে চলেছেন।

শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডলের "ক্যালিগ্রাফি ঃ ইসলামী শিল্পকলার গোড়ার কথা" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য সংস্কৃতি' স্মারকের জুলাই ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের 'অলংকরণ বিদ্যায় আরবী লেখনশৈলী" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ নিউজ লেটারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

কবি সৈয়দ আলী আহসানের "ইব্রাহীম মণ্ডলের হস্তলিখন শিল্প" শিরোনামে একটি মূল্যায়নধর্মী লেখা ১৯৯৯ সালের সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ছাপা হয়।

২০০০ সালে অনুরূপ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর ক্যাটালগে ড. নাজমা খান মজলিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছাপা হয়।

"ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের নিয়মিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর তিন বছর" শিরোনামে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলামের একটি প্রতিবেদন সাহিত্য সংস্কৃতি স্মারকের ২০০০ সংখ্যায় ছাপা হয়।

খ. ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং বাংলাদেশে অনেকেই করেছেন এবং করছেন। '৮০ দশকের শেষ ভাগ থেকে ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং ব্যাপকভাবে হতে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এ ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে শিল্পী মুর্তজা বশীর, শামসুল ইসলাম নিজামী, আবু তাহের, আবদুস সাত্তার, ইব্রাহীম মণ্ডলের ক্ষেত্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনষ্টিটিউট থেকে এরা ডিগ্রীপ্রাপ্ত।

শিল্পী মুর্তজা বশীর ৮০ দশকের প্রথমার্ধে বেশ কিছু ক্যালিগ্রাফি করার প্রয়াস পেয়েছেন। শিল্পী শামসুল ইসলাম নিজামী ও আবু তাহের পর্যায়ক্রমে ক্যালিগ্রাফি করেছেন। শিল্পী আবু তাহেরের লেটারিজমের ওপর একটি ক্যালিগ্রাফি কম্পোজিশন শিল্পকর্ম আন্তর্জাতিক সুনাম অর্জন করেছে।

শিল্পী সাইফুল ইসলামের ক্যালিগ্রাফির কথা আমরা জানতে পারি '৯০ দশকের শুরুতে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ও.আই.সি সম্মেলন উপলক্ষে তার প্রথম ক্যালিগ্রাফির একক প্রদর্শনী জাতীয় সংসদ ভবনে প্রদর্শিত হয়। সম্ভবতঃ বাংলাদেশে এটাই প্রথম ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী। এরপর ১৯৯৪-৯৫ দু'বছর তিনি একক প্রদর্শনী করেন যথাক্রমে ঢাকা শেরাটন হোটেল ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন অডিটোরিয়ামে। ১৯৯৮ ও ২০০০ সালে গ্রুপ প্রদর্শনীতে তার ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তাঁর ক্যালিগ্রাফির সংগ্রহ রয়েছে। তার এ ব্যাপক ক্যালিগ্রাফির কর্মধারা দেশে সাদরে সমাদৃত হয়েছে।

শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডলের ক্যালিগ্রাফি গ্রুপ প্রদর্শনীতে ১৯৯৮ ও ২০০০ সালে প্রদর্শিত হয়। ১৯৯৮ সালে তার একক ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে 'ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র'। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র ১৯৯৮ থেকে প্রতি বছর নিয়মিত ইসলামী ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। এ প্রদর্শনী সমূহে শামসুল ইসলাম নিজামী, আবদুস সাত্তার, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহীম মণ্ডল, আরিফুর রহমান, মাহবুব মুর্শিদ, আমিরুল হক প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

শিল্পী শামীম শিকদার এয়ারপোর্ট রোডে পুরাতন বিমান বন্দর ও জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রাস্তার অপর পাশে সিরামিক টুকরো দিয়ে চমৎকার ক্যালিগ্রাফি করেছেন।

এ প্রবন্ধের লেখক চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র বন্দরের ৫নং গেটের পাশে প্রাচীন একটি মসজিদের পুনঃ নির্মাণের পর মসজিদের অভ্যন্তরের চারটি দেয়ালে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি দিয়ে অলংকরণ করেছেন। সুরা আর রাহমান, আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত, হাদীস শরীফ দিয়ে এ ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে। মিহরাবে এরাবেস্ক বা জ্যামিতিক নকশা দিয়ে সাজানো হয়েছে, তার মাঝে আল্লাহ জাল্লাজালালাহু ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে। এছাড়া গম্বুজের ভেতরের অংশে আল্লাহর আটটি গুণবাচক নামের ক্যালিগ্রাফি ও কুরআনের আয়াত দিয়ে ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে। ব্যাকগ্রাউন্ড সারফেস হিসেবে মার্বেল পাথর, সিরামিক ও কাঠের ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্যালিগ্রাফি পেইন্টিং করতে গিয়ে শিল্পীগণ আল কুরআনের বাণী, হাদীসের বাণীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর শুধু হরফের কম্পোজিশন দিয়েও ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে। ক্লাসিক, বিমূর্ত সব ধারায়ই ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছে।

গ. লোকজ ধারায় ক্যালিগ্রাফি এদেশে বহু প্রাচীন। বলা যায় হাজার বছরের পুরাতন। পুথিপত্রে, মসজিদের পরিচিতি ফলক, অলংকরণ, কাঠ, বাঁশের চাচ দিয়ে তৈরী জিনিসপত্রে। ধান, মাছের আশ দিয়ে বানানো এসমস্ত শিল্প কর্মের কথা আমরা জানতে পারি। এছাড়া বাস, ট্রাক অটো রিক্সায় কমার্শিয়াল পেইন্টারদের উদ্ভাবিত নান্দনিক আঁচড়ে 'আল্লাহ, মুহাম্মদ, বিসমিল্লহ প্রভৃতির ক্যালিগ্রাফি চোখ মেললেই দেখা যায়।

প্রিন্টিং মিডিয়ায় এ দশকে (১৯৯১-২০০০) এক জনপ্রিয় বিষয় হচ্ছে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি। এ ক্ষেত্রে শিল্পী আরিফুর রহমান, বশির মেসবাহ সহ আরো অনেকে কাজ করছেন। শিল্পী আরিফুর রহমান কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্যালিগ্রাফি করছেন, ক্যালিগ্রাফির বিকাশে এটা একটা দিক নির্দেশনা হতে পারে।

বর্তমানে ক্যালেন্ডারে, বইয়ের প্রচ্ছদ প্রভৃতিতে ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পর পর কয়েক বছর ধরে এবং আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম তাদের নিয়মিত ক্যালেণ্ডারে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করায় আরো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক চাহিদার কারণে বর্তমানে বিভিন্ন নামীদামী ক্যালেণ্ডার প্রকাশকগণ বাণিজ্যিকভাবেও ইসলামী ক্যালিগ্রাফি দিয়ে ক্যালেণ্ডার প্রকাশে এগিয়ে আসায় এ ধারা এখন জনপ্রিয় গণমাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

'৮০ দশকে এদেশে ইসলামী ক্যালিগ্রাফি নবরূপে হামাগুড়ি দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এসে এখন কৈশোরে অবতরণ করেছে। এরই মধ্যে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি ব্যাপক জন গ্রহণযোগ্য বিষয় হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যতে এ দেশের শিল্পকলা ও সংস্কৃতিতে ইসলামি ক্যালিগ্রাফি আশাব্যাঞ্জক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

www.pathagar.com

কবিতা

www.pathagar.com

ছালাম ভেজে ফেরেস্তায়

শাহাবুদ্দিন আহমদ

কেগো এলেন ধরায় আজি
সুবাস ভরা বায়,
বিহান বেলা খোশ লগনে
পাখিরা গান গায়।
কোন আশায় পাইলো সুখ
উথলে উঠে মরুর বুক
ফুলের বাগে ফুলের কলি
চোখ তুলিয়া চায়।

গাছের ডালে দুলছে পাতা
দুলে পাগল পারা,
নাচের তালে আপন মনে
নামছে ঝর্ণা ধারা।
বার্তা বহে আকাশ নীল
পাহাড় নদী সাগর বিল
মক্কায় এলেন দ্বীনের নবী
ছালাম ভেজে ফেরেস্তায়।

নবী ও কবি

ওমর আল ফারুক

মহানবী আসবেন মক্কার ধামে
কুরাইশের বংশে ছোট এক গ্রামে
সেই ভয়ে অস্থির মুশরিক দল
থরথরে কাঁপছিল শয়তানী বল।

রোমান পারস্য যত শক্তির মূল
নিভে ছিলো, অগ্নিপূজকের কূল।
থেমে গিয়েছিল সব বাতাসের গতি
নদীর স্রোতধারা আহ্নিক গতি।
অবশেষে এইদিনে আসলেন নবী
কোরানের জয়গানে হাসলেন কবি॥

www.pathagar.com

নাত-ই- রসুল (সা.)

সৈয়দ নূরুল আউয়াল তারা মিঞা

দ্বীনের আলো পাবি যদি
নবীর পথে আয়
ডাকে তোরে মোর নবীজি
ঘুমায় মদিনায়।
সেতো দু-জাহানের নবী
শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী,
তিনি নবীগণের নবী
উম্মতের আশায়।

আল্লাহতায়ালার মহাবাণী
আল কোরান পাইলেন যিনি,
সুপারিশের মালিক তিনি
উম্মতের বেলায়।
তার কর্মে না দিলে সাড়া
একদিন সবে পড়বে ধরা,
ভাবিয়া কয় পাগল তারা
আছি তার আশায়॥

তোমাকে সালাম

ইয়াকুব আলী বিশ্বাস

বসন্ত আসার আশায় ঝরে যায় পত্র পল্লব,
বিরহ বিধুর পর গাছে জাগে নতুন মঞ্জুরী।
দিকে দিকে শোনা যায় পাখীর মধুর কলরব,
সুমধুর তানে গেয়ে যায় গান শর্বরী।

নিকষ আঁধারে জাগে উষার আলো।
ঘুচে যায় মানুষের মনের কালো।
স্বস্তিতে বলে সবে তোমাকে সালাম
হে প্রিয় নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

www.pathagar.com

দরুদ

রায়হান সায়ীদ

বছর ঘুরে এলো সেই পুণ্যমাস
বছরের সেরা আনন্দের ভরা মাস
অপেক্ষার প্রহরগুলো খুশিতে লাফিয়ে ওঠে
খোশ আমদেদ!! রবিউল আউয়াল
বে-ভুলো পথিক আমি
হঠাৎ চেয়ে দেখি
দুনিয়া ঝলমল আলো
যেন দূর মরুপ্রান্তর পেরিয়ে
সবুজ গম্বুজ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে।
দেখার চোখ দিয়ে দেখো
সময়ের ক্যালিগ্রাফি কী বলে
সারা আসমান জুড়ে নীল-সবুজ
হরফের আহ্বান
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

লিমেরিক

মোঃ আল আমিন

১.

বিশ্বনবী জন্ম নিলেন মা আমিনার কোলে
তাইতো বুঝি সাগর নদী আনন্দে ঢেউ তোলে।
পাখ-পাখালি পুলক মনে
গাইছে দরুদ ক্ষণে ক্ষণে
সবুজ বরণ গাছগাছালি খুশির দোলায় দোলে।

২.

রাসূল হলেন শ্রেষ্ঠ নেতা সব মানুষের বড়ো
সব মতবাদ বাদ দিয়ে আজ রাসূলের পথ ধরো
শান্তি যদি চাও ধরাতে
দু:খ যদি চাও সরাতে
তাঁর সে মহান আদর্শেতে বিশ্বটাকে গড়ো।

www.pathagar.com

সত্য, হাঁ সত্য

ফজলুল হক তুহিন

[রাসূলকে (সা.) নিবেদিত]

সত্য!'
হ্যাঁ সত্য!
সূর্যোদয় প্রসবের মতো
মানুষ জন্মের মতো
মানুষ মৃত্যুর মতো
এবং ডুবে যাওয়া সূর্যের আত্মার মতো
সত্য,
আজ আমি চিনে নিতে চাই।
সত্যের গভীরে আমি মুহূর্তের জন্যে হলেও
প্রবেশ করতে চাই।

২.
সত্যের বিদ্যুতে আমার ভেতর
ঝলসিত
উদ্ভাসিত
আলোকিত হোক আজ।

৩.
আজ পৃথিবীর জন্মের দিন
আজ পৃথিবীর মৃত্যুর দিন
আজ পৃথিবীর সত্য দিন।

৪.
আমার আত্মার অন্ধকার
আমার গ্রহের অন্ধকার
পাতার মতন পুড়ে যাক
কাচের মতন ভেঙ্গে যাক
ধুলোর মতন উড়ে যাক
আজকে আসুক ধেয়ে
আলোর বৈশাখ
সত্যের বৈশাখ
আমার অন্তর!

www.pathagar.com

হায় উম্মত

শহীদুল্লাহ আনসারী

আমার নবী মোহাম্মদ
কাঁদবে বলে 'হায় উম্মত'
কাঁদবে দীন ও দু:খির তরে
হায় উম্মত, হায় উম্মত, হায় উম্মত॥

রোজ হাশরের দিনে নবী
যাবেন বেয়ে দ্বীনের তরী
লেংরা আতুর পার করবেন
চাইবেন নারে কানা কড়ি
যে মানবে তার সুন্নত॥

প্রিয় রাসূল

ইউনুস রশিদ

যারা ছিল রাত দিন
নিয়ে মারামারি,
তুলতো না দুই কানে
কারো আহাজারী।

কন্যাকে দিতো যারা
জ্যান্ত কবর,
কোন কাজে ধরতো না
একটু সবর।

তাদের সে অশান্তি তিনি
করলেন দূর
গড়লেন এ বিশ্বকে
শান্তির পুর।

যার বাণী শুনে আজো
ভেঙ্গে যায় ভুল
সেই তিনি আমাদের
সুপ্রিয় রাসূল।

www.pathagar.com

নাত্ এ রাসূল (সা.)

আরিফ নজরুল

আল্লাহকে ভুলে মানুষ
করছে খুনের পাল্লা
ঠিক তখনি ধরার মাঝে
এলেন রাসূলাল্লাহ।

নবী কূলের সেরা তুমি
প্রিয়মোহাম্মদ
আমি পাপী পথ হারা যে
তোমারই উম্মত।

প্রিয় নবী

ডা: শেখ অলি নেওয়াজ রেজা

তুমি আমার মনের মানুষ
তুমি বিশ্বনবী
হৃদয় মাঝে আঁকা রইল
তোমার প্রিয় ছবি।

হৃদয় মন উজাড় করে
তোমায় ভালবাসি
না পেলে মন দু:খে ভরে
পেলে তোমায় হাসি।

বুক ভরা মোর ভালবাসা
নাও গো প্রিয় নবী
জন্মে তোমায় পাইনি কভু
তবু আঁকি ছবি।

www.pathagar.com

সেই যে শিশু

শাহ মোঃ মোশাহিদুল ইসলাম

রাত্রি যখন শেষ হয়েছে
সূর্য দেবে উঁকি
শিশু নবী জন্ম নিল
বিশ্ব হলো সুখী।

গান ধরলো পাখ-পাখালি
কিচির-মিচির রবে
পাপড়ি মেলে ফুলকুঁড়িরা
উঠলো জেগে সবে।

দ্বীগুণ বেগে চলছে নদী
ঢেউয়ের ছন্দ তালে
প্রজাপতি নাচ ধরেছে
শিউলি ফোঁটা ডালে।

ঐ আকাশে দূর নীলিমায়
আলোক রাশি রাশি
করলো বরণ সবাই তাঁকে
প্রভাত দিলো হাসি।

রুবাইয়াত

মুহাম্মদ রকীবুল ইসলাম

নবী আসে চাঁদ হাসে, হাসে ঝিলিক তারা'রা
জান্নাতী নূরে হাসে গারে হেরার পাড়া'রা
জ্যোসনায় নাচে গায় উদ্বাস্তু কবিলা
খরস্রোতা ফিরে পায় মানবতার ধারা'রা।

www.pathagar.com

তোমার পায়ে

ওয়াসীম হক

পৃথিবীটা জুড়ে ছিল
আঁধার আর কালো,
তুমি এসে ছড়ালে
জোছনার আলো।
মানুষের ঘরে ঘরে
পৌঁছালে এক নাম,
তাওহীদ তার মূল
ধর্মটা ইসলাম।
দ্বীনের জন্য কত
ঝরালে রক্ত ঘাম,
রাসূল তোমর জন্য
আমার লাখো সালাম।

যখন এলেন

বাবুল তালুকদার

রাসূল তুমি সৃষ্টির সেরা
জীবন মুক্তির আলো,
তোমার ছোঁয়ায় মুছে গেলো
অমানিশার কালো।

এই যমীনে ফোটালে তুমি
ঈমানের তাজা ফুল,
শান্তির নদী বইয়ে দিলে
হে প্রিয় রাসূল।

তোমার দোয়ায় পেলাম যেনো
সত্য পথের আলো।
তোমার নীতির পূর্ণ আলোয়
কাটছে জীবন ভালো।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) আছেন

শাহেদ হাসনাইন রাবিত

রাসূল প্রাণে প্রাণে,
রাসূল সুরে গানে,
রাসূল আছেন কাব্য-ছড়ায়
এবং সম্মেলনে।

রাসূল আছেন গল্পে লেখায়
আছেন হৃদয় জ্ঞানে,
রাসূল আছেন প্রবন্ধেও
ভালোবাসায় ধ্যানে।

রাসূল আছেন ইতিহাসের
পাতায় এবং মনে,
রাসূল আছেন এ জীবনের
প্রতিটি অঙ্গনে।

রাসূল ছিলেন মানুষ;
তাঁর গুনের সীমা নাই
সেই জীবনের অনুসরণ
করতে আমি চাই।

www.pathagar.com

প্রতিবেদন

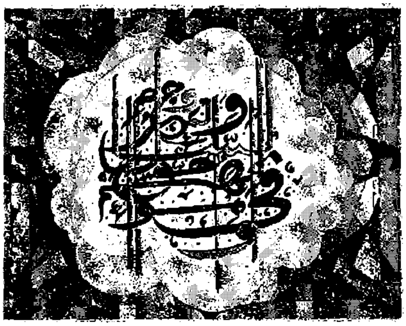

www.pathagar.com

প্রতিবেদন

সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন ২০০১

১০ শিল্পীর অংশগ্রহণে চতুর্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

২রা জুন শনিবার। বর্ষণসিক্ত ঢাকা মহানগরী। পড়ন্ত বিকেল। জাতীয় যাদুঘরের শিশু মিলনায়তন। পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে 'ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র' আয়োজিত ৪র্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০১-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রধান মেহমান দেশের প্রথিতযশা শিল্প সমালোচক, শিক্ষাবিদ, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান এখনো এসে পৌঁছাননি। কেন্দ্রের সভাপতি শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর তাঁর অন্যান্য সহযোগীদের নিয়ে ব্যস্ত এবং পেরেশান। "ব্যাপার কি? আসাদ ভাই এখনো আসছেন না কেন স্যার কে নিয়ে?"

ওদিকে অনুষ্ঠান শুরু করার নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেছে। সভাপতি শিল্পী সবিহ্ উল আলম, আলোচক ড: হাবিবা খাতুন, ড: আবদুস সাত্তার সবাই ইতোমধ্যে এসেছেন কিন্তু অনুষ্ঠানের মধ্যমণি এখনো এসে পৌঁছেন নি। ধারণা করা হচ্ছিল, এই মেঘলা বিকেলে হয়তো দর্শকশ্রোতা তেমন একটা আসবেন না। আয়োজকদের এ আশংকা ধীরে ধীরে ভুল প্রমাণিত করে যথেষ্ট পরিমানে দর্শক শ্রোতা হাজির হয়েছেন।

www.pathagar.com

শিল্পী আবদুস সাত্তার

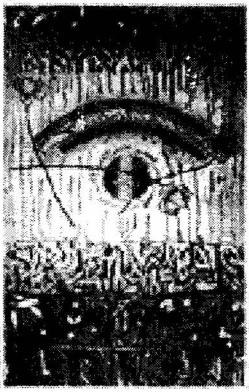

শিল্পী আবদুস সাত্তারের ছবি

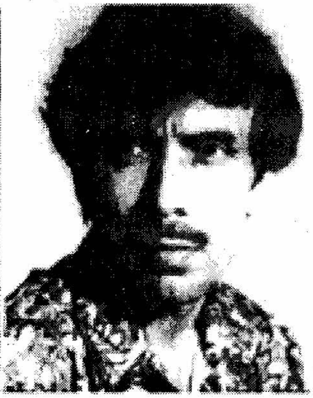

শিল্পী সাইফুল ইসলাম

শিল্পী সাইফুল ইসলামের ছবি

শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল

শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডলের ছবি

হঠাৎ গুঞ্জরণ শোনা গেল, 'প্রধান মেহমান এসেছেন।' কর্তা ব্যক্তিরা এতক্ষণে স্বস্তির নি:শ্বাস ফেললেন। উপস্থাপকের কণ্ঠে ঘোষণা এলো অনুষ্ঠান শুরুর।

আলোচনা সভা

কালামে পাক থেকে কারীকণ্ঠে তেলাওয়াত করলেন শিল্পী আবদুর রহীম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সভাপতি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর। কেন্দ্রের সভাপতি তার বক্তব্যে ৪র্থ বারের মতো দেশের প্রথিতযশা ও প্রতিভাবান ১০জন শিল্পীর ক্যালিগ্রাফি নিয়ে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পেরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। বললেন, দেশে ক্যালিগ্রাফি যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার প্রমাণ ব্যবসায়িকভাবেও আজ তার প্রকাশ ও বিক্রি হচ্ছে; অর্থাৎ এ শিল্প জনগণ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। আমাদের লক্ষ্য, ক্যালিগ্রাফি চর্চার এ আন্দোলনকে জাতীয় পর্যায়ে রূপদান করা। তিনি জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানকে অসুস্থতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ

www.pathagar.com

শিল্পী মাহবুব মোর্শেদের ছবি

শিল্পী শহীদুল্লাহ. এফ. বারী ও তাঁর ছবি

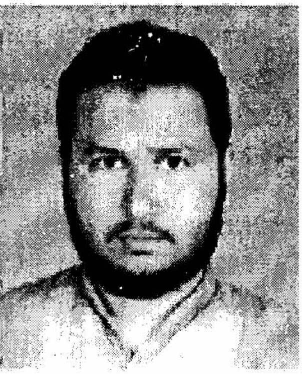

শিল্পী লে.ক. এ.এইচ.এম.রুহুল ইসলাম ও তাঁর ছবি

শিল্পী মোহাম্মদ আবদুর রহীম

ক্যালিগ্রাফির ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরে বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও ক্যালিগ্রাফি ছিল, ইসলাম এসে একে পূর্ণতা দান করেছে। আরবী ছাড়াও গ্রীক, ল্যাটিন ও চীনা ভাষায় ক্যালিগ্রাফি চর্চা হয়েছে। ভাষা আল্লাহর দান, এই ভাষার ক্যালিগ্রাফিক্যাল প্রকাশ ঘটে লেখনির মাধ্যমে। রাসূল (সা.) বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কাজে সীলমোহর ব্যবহার করতেন যা ছিল আরবী ক্যালিগ্রাফি সমৃদ্ধ। খোলাফায়ে রাশেদার সময় এর ব্যাপক চর্চা হয়। হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ক্যালিগ্রাফার।

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান

দেশের খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক, সুসাহিত্যিক জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান প্রধান মেহমানের বক্তব্যে বলেন, ক্যালিগ্রাফি বাংলা ও ইংরেজীতে ভাল হয় না এর কারণ এগুলো চতুষ্কৌণিক। আর চতুষ্কৌণিক শব্দে বা বর্ণে কোন ক্যালিগ্রাফি সুষ্ঠু হতে পারে না। আরবী অক্ষর অত্যন্ত ব্যাপক, এটা উর্দ্ধ হয়, লম্ব হয়, জ্যামিতিক বৃত্তের মতো এবং

www.pathagar.com

শিল্পী মোহাম্মদ আমিরুল হক

শিল্পী মোহাম্মদ আমিরুল হকের ছবি

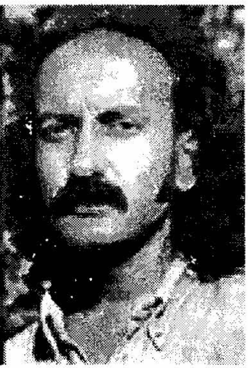

শিল্পী মাহবুব মোর্শেদ

জানান এবং তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করেন।

ইব্রাহীম মণ্ডল

আলোচনা শুরু হয় প্রদর্শনী কমিটির আহ্বায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডলের বক্তব্যের মাধ্যমে। ইব্রাহীম মণ্ডল ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, লিপিকলা কবে শুরু হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে আদাবুল কেতাবে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আ:) প্রথম সুরানী বা আরবী অক্ষর তৈরি করেন। নূহ (আ:)ও আরবীর প্রসার ঘটান এবং হযরত ইসমাঈল (আ:) তার সংস্কার করেন।

শিল্পী ড. আবদুস সাত্তার

চারুকলা ইনস্টিটিউটের স্বনামধন্য অধ্যাপক আন্তর্জাতিক খাতিসম্পন্ন ক্যালিগ্রাফি শিল্পী ড. আবদুস সাত্তার তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি অভিভূত হয়েছি, সাংঘাতিক অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও নন্দনতত্ত্বে আমার ওস্তাদ সৈয়দ আলী আহসান এ অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় এ শিল্পের প্রতি তাঁর কতটা গভীর অনুরাগ। মূলত: তরুণদের উৎসাহিত করার জন্য আমি দ্বিতীয়বারের মতো এ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছি।

ড: আবদুস সাত্তার আরো বলেন, ক্যালিগ্রাফি কোরআনের সাথে সম্পর্কিত আরবী অক্ষর কেন্দ্রিক এক বিশেষ ধরনের শিল্প যা লিখনির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। ক্যালিগ্রাফি ২ প্রকারের। ১. নির্ভেজাল ইসলামী ক্যালিগ্রাফি, ২. আরবী হরফেই কিন্তু জীবজন্তু নির্ভর। পবিত্র কোরআনের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যেই নির্ভেজাল ক্যালিগ্রাফির জন্ম।

প্রিয় নবীজী ভীষণভাবে ক্যালিগ্রাফি পছন্দ করতেন বলেই তিনি সব সময় বিখ্যাত লিপিকার জায়েদ বিন সাবেতকে সঙ্গে রাখতেন। আজকের আয়োজনের সাথে নবীজীর ঐ ভালবাসার বড়ই মিল খুঁজে পাই। আমাদের দেশে কোরআনকে ভাল করে বুঝতে হলে বাংলা ক্যালিগ্রাফি নিয়েও ব্যাপক কাজ হওয়া দরকার আর তাই আমি এ প্রদর্শনীতে কষ্ট হলেও কয়েকটি বাংলা ক্যালিগ্রাফি জমা দিয়েছি।

অধ্যাপিকা ড. হাবিবা খাতুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপিকা ড. হাবিবা খাতুন

www.pathagar.com

জ্ঞানতাপসকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করেন।

শিল্পী সবিহ্ উল আলম

সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে চট্টগ্রাম আর্ট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল বিশিষ্ট শিল্পী সবিহ্ উল আলম বলেন, যা বলার তা বলেছেন প্রধান মেহমান। শুধু বলবো আরবী ক্যালিগ্রাফিতে ৩টি শিল্পের সমন্বয় ঘটেছে। ১. সঙ্গীত, ২. ভাস্কর্য ও ৩. চিত্রকলা। তিনি অসুস্থতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে আসার জন্য অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানকে ধন্যবাদ জানান।

শিল্পীদের সাথে পরিচয় পর্ব

অনুষ্ঠানে মেহমানদের সাথে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ ড. আবদুস সাত্তার, ইব্রাহীম মন্ডল, এম, আমিরুল হক, মাহবুব মোর্শেদ, সাইফুল্লাহ্ এফ বারী, আবদুর রহীম, এম. মুনাওয়ার হোসেন, লে. কর্নেল (অব.) এ, এইচ, এম, রুহুল ইসলাম ও মুবাশ্বির মুজমদারকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এ সময় দর্শকরা করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করে শিল্পীদের।

উদ্বোধন

আলোচনা পর্বের পর অনুষ্ঠানের প্রধান মেহমান জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান যাদুঘরের সিঁড়ির গেইটে ফিতা কেটে 'ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র' আয়োজিত ১২ দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ সময় বিপুল করতালির মাধ্যমে যাদুঘর মুখরিত হয়ে উঠে।

প্রচার ও মিডিয়ার দৃষ্টি কেড়েছে প্রদর্শনী

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত ১২ দিনব্যাপী ৪র্থ ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ২০০১ জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে। প্রতিদিন প্রচুর দর্শক সমাগম ঘটে প্রদর্শনীতে। অনেকেই উৎসাহব্যাঞ্জক মন্তব্য লেখেন মন্তব্য খাতায়। রাসূলের শানে আয়োজিত এই মনমুগ্ধকর প্রদর্শনীতে প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শকের মুগ্ধ উপস্থিতি আলোড়িত করেছে আমাদের প্রচার মাধ্যমকেও। গুরুত্বের সাথে অনুষ্ঠানের খবর পরিবেশন ছাড়াও এর ওপর তারা প্রকাশ করে সচিত্র ফিচার।

প্রদর্শনী দেখছেন আগ্রহী দর্শকবৃন্দ
(ছবি দৈনিক যুগান্তরের সৌজন্যে)

www.pathagar.com

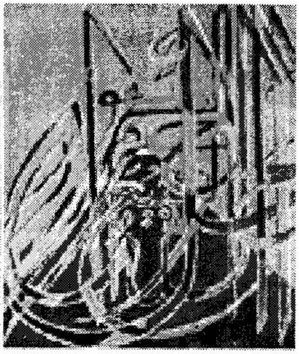

শিল্পী মো. আবদুর রহীমের ছবি   শিল্পী মোহাম্মদ মনওয়ার হোসাইন ও তাঁর ছবি

বৃত্তাকারেও হয়। অর্থাৎ শিল্পের যতগুলো আকার আকতি আছে, আরবী হরফে তার সবই পাওয়া যায়। জাপানী, চীনা ও কোরীয় লিপীতেও তারা ক্যালিগ্রাফি করে শিল্প চর্চার প্রথম সোপান হিসাবে। অর্থাৎ তারা ক্যালিগ্রাফি দিয়ে ছবি আঁকা শেখে, আরবীটা নিজেই একটা শিল্প। সৈয়দ আলী আহসান আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে আরো বলেন, আমরা আল্লাহকে দেখিনা, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা মূর্তি বানায়, পূজা করে। আমরা করি না। আল্লাহকে আমরা অনুভব করার চেষ্টা করি। সে অনুভবের মাধ্যম হল কোরআন শরীফ। আমরা আল্লাহকে চিত্রিত করতে না পারলেও আল্লাহর বাণীকে চিত্রিত করে আল্লাহ্‌কেঅনুভব করতে চেষ্টা করি এই ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চা শুরু হয়েছে এটা শুভ লক্ষণ। যারা শুরু করেছেন তারা অত্যন্ত শুভ কাজ করেছেন, মঙ্গলের কাজ করছেন এবং তাদের এ মঙ্গলের কাজ মঙ্গলময় আল্লাহতায়ালা নিশ্চয়ই যত্নের সাথে গ্রহণ করবেন। তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তাদের এ শুভ কাজ ক্রমান্বয়ে আরো অলৌকিকতা ও ব্যাপকতা লাভ করুক। প্রধান মেহমানের অসুস্থতা সত্ত্বেও তার স্বভাবসূলভ প্রাঞ্জল ভাষার হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য উপস্থিত দর্শক শ্রোতা প্রাণ ভরে উপভোগ করেন এবং করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত করেন। অনেকে তাঁর জন্য প্রাণ ভরে দোয়াও করেন, আল্লাহ যেন এই অশীতিপর

শিল্পী মোবাশ্বির মজুমদার ও তাঁর ছবি

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য ফিচারগুলো প্রকাশিত হয় :

১।	ডেইলী অবজারভার ঃ	৩রা জুন।
২।	ডেইলী স্টার ঃ	৩রা জুন ও ১৭ই জুন।
৩।	দি নিউ নেশন ঃ	১৫ই জুন ।
৪।	দৈনিক যুগান্তর ঃ	৩রা জুন।
৫।	দৈনিক ইনকিলাব ঃ	৩রা জুন ও ১৪ই জুন।
৬।	দৈনিক জনকণ্ঠ ঃ	৪ঠা জুন।
৭।	দৈনিক সংগ্রাম ঃ	৩রা জুন ও ১৫ই জুন।
৮।	দৈনিক বাংলা বাজারঃ	১৫ই জুন।

স্যাটেলাইট মিডিয়াও এ প্রদর্শনীকে গুরুত্বের সাথে নেয়। একুশে টিভি প্রদর্শনী চলাকালীন সময়ে এর ওপর সচিত্র সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করে একাধিকবার।

প্রীতি সম্মেলন

প্রদর্শনীর শেষ দিন ১২ জুন দুপুরে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নিয়ে রমনা রেস্তোরায় অনুষ্ঠিত হয় এক প্রীতি সম্মেলন। এতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন বিশেষ অতিথি শিল্পী আরিফুর রহমান এবং প্রধান অতিথি শিল্পী সবিহ উল আলম। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক নাট্যকার শাহ আলম নূর, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম এবং প্রদর্শনী কমিটির আহবায়ক শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। শিল্পীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন এম. আমিরুল হক, মাহবুব মোর্শেদ, সাইফুল্লাহ এফ. বারী, আবদুর রহীম ও এম. মুনাওয়ার হোসেন।

অন্তরঙ্গ পরিবেশে ঢাসাস কর্মকর্তাদের মধ্যে কেন্দ্রের সভাপতি শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর, সেক্রেটারী আসাদ বিন হাফিজ, শিল্পীদের মধ্যে শিল্পী সবিহ উল আলম, শিল্পী আরিফুর রহমান, শিল্পী আমিরুল হক ও শিল্পী শহিদুল্লাহ এফ. বারীকে দেখা যাচ্ছে

www.pathagar.com

Islamic International School & College

(Play group to 'O'level)

A Home of Excellence

We are committed to provide you with

- Quality Education.
- Computer Literacy
- Moral Teaching
- Ethical Knowledge
- After Schooling Program
- Dedicated Teaching Stuff

If You Think about Quality Then We are ready to take you there

Principal
Shamsun Nahar Nizami

www.pathagar.com

প্রতিবেদন

সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন ২০০১

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে রাসূলের (সা.) শানে কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত

আদনান মালেক

বৃষ্টির সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে আকাশ উজ্জ্বল নীল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো রমনা গ্রীন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সবুজ স্পন্দনের দিকে! দিনটি ছিলো আষাঢ়ের শুক্রবার, ২২ জুন, ২০০১। রমনা গ্রীনের জারুল ডালে বেগুনী ফুলের উল্লাস। চকচকে রোদ কানাকানি করছিলো পাতায়, ফুলে। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিস্টিটিউট চত্বরে রঙ্গনের রাঙা চাহনী চাঞ্চল্য সৃষ্টি করছিলো দর্শকদের মধ্যে। রক্ত চুড়ার পত্র বিন্যাসে ঝলমল করছিলো বর্ষার সোনালী রোদ।

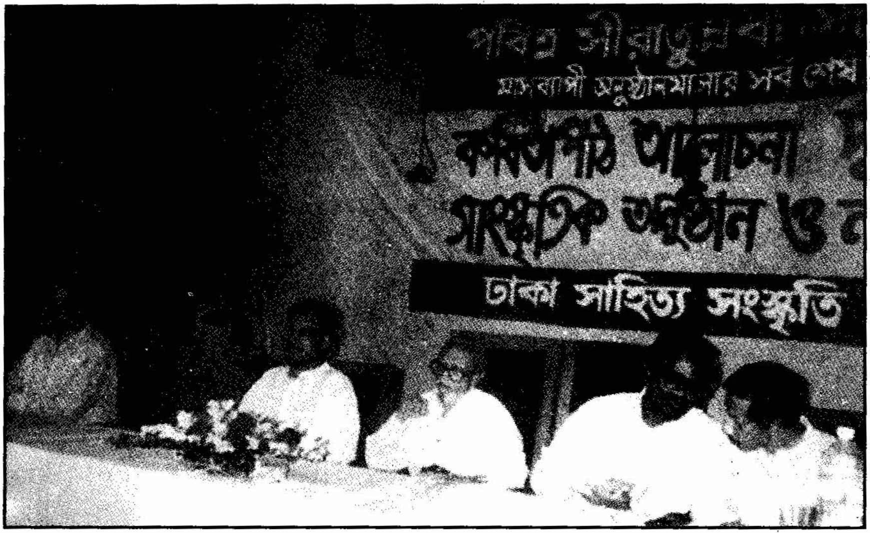

পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কবিতা পাঠের আসরে মঞ্চে উপবিষ্ট বর্তমান বাংলা কব্যের প্রধান পুরুষ কবি আল মাহমুদ, কবি সাজজাদ হোসাইন খান, কবি মোশাররফ হোসেন খান, কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি হাসান আলীম ও কবি গোলাম মোহাম্মদ

www.pathagar.com

রমনা গ্রীন, সোহরাওয়ার্দী ময়দানে তখন 'আমার মন ভুলায় রে' অবস্থা। এমন দিনে পবিত্র সীরাতুন্নবী (স.) উপলক্ষে কবিতা পাঠের আসর বসলো ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের হলের ভেতর। দুপুর সাড়ে তিনটায়। ভরা দুপুর হলেও একে একে হাজির হচ্ছিলেন দর্শক ও কবিরা। মঞ্চ নির্মাণের কাজ তখনও চলছে, তাই ব্যস্ত সবাই।

একটি কর্মমুখর নীরবতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল সময়। কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুর সব দেখাশোনা করছিলেন আর ঠিক সময়ে কবিতা পাঠ শুরু করতে তাগাদা দিচ্ছিলেন।

বেশ গরম ভরা দুপুর। ঠিক সময়ে প্রোগ্রাম শুরু করার উত্তেজনায় অনেকেই ঘর্ম-কান্ত। তখনও ইঞ্জিনিয়ার্স ইনিষ্টিটিউশনের হল কর্তৃপক্ষ এসি চালু করেননি। অনুষ্ঠানের সভাপতি দেশের বরেন্য কবি আল মাহমুদকে নিয়ে এখনও ফিরে আসেনি গাড়ি। কাজেই পথ চেয়ে চেয়ে আরো খানিক সময় গড়িয়ে গেলো। সিদ্ধান্ত হলো, কবি আসাদ বিন হাফিজকে সভাপতি করে চারটার আগেই আসর শুরু করতে হবে।

এরই মধ্যে হল দর্শকে ভরে উঠছে। মাইকে দু একবার জানান দিয়েই শুরু হলো কবিতা পাঠের আসর। প্রথমেই কবিতা নিয়ে এলেন কবি নাসির হেলাল। হল ভর্তি দর্শক তাঁকে স্বাগত জানাল।

ক্রমে ক্রমে বৈচিত্র্যে ভরা রাসূল প্রেমের কবিতা নিয়ে ডায়াসে এলেন কবিবৃন্দ। মারহাবা মারহাবা ধ্বনি দিয়ে শ্রোতারা অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন তাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই কবি জাকির আবু জাফর ও রফিক মুহাম্মদ কবি আল মাহমুদকে নিয়ে হলে প্রবেশ করলেন। শ্রোতাবৃন্দ তাকে স্বাগত জানালো উল্লাস ভরে। আল মাহমুদ তাঁর আসন গ্রহণ করতেই আবার শুরু হলো কবিতা পাঠের পালা।

একে একে কবিতা পাঠে অংশ নিলেন কবি সাজজাদ হোসাইন খান, সোলায়মান আহসান,

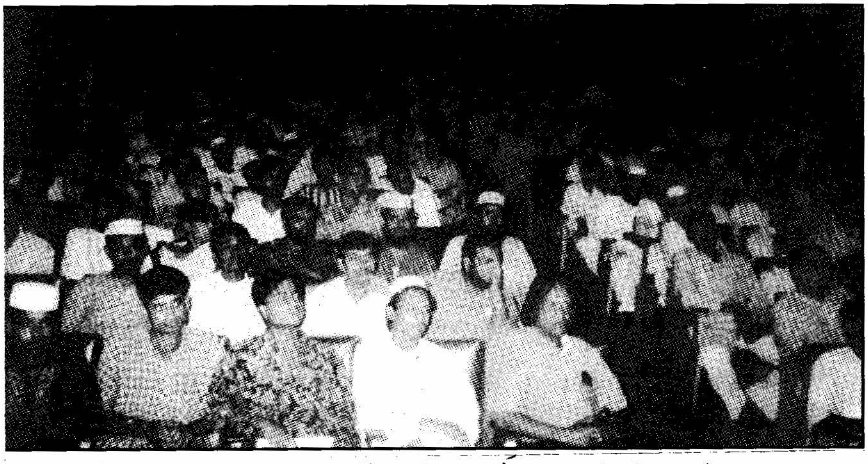

পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত দর্শকবৃন্দের একাংশ

www.pathagar.com

কবিতা পঁড়ছেন কবি সাজজাদ হোসাইন খান, সোলায়মান আহসান, ইসমাইল হোসেন দিনাজী

মোশাররফ হোসেন খান, হাসান আলীম, আসাদ বিন হাফিজ, ইসমাঈল হোসেন দিনাজী, শরীফ আবদুল গোফরান, নূরুল আউয়াল তারা মিঞা, কবি জাকির আবু জাফর।

কবিতা পড়েন কবি ওমর বিশ্বাস, মুহিব্বুর রহীম খান, মধা আলাউদ্দীন, রফিক মুহাম্মদ, আমিন আল আসাদ, খালিদ শাহাদাত হোসেন, সেলিম রেজা, আহমেদ কায়সার, আরিফ নজরুল, রকিবুল ইসলাম, মহিউদ্দীন আকবর, গোলাম নবী পানা, ইয়াকুব আলী বিশ্বাস, লিলি হক, সিরাজ মুহাম্মদ, আহমদ বাসির, রেদওয়ানুল হক, আফসার নিজামউদ্দিন, শাহেদ হাসনাইন রাবিত, গোলাম মোহাম্মদসহ অনেক কবি।

আকাশে সূর্য তখন অনেক হেলে পড়েছে, রোদে মিশিত হয়েছে হলুদ আভা। পার্কের বকুল গাছের ছায়াগুলো হয়ে উঠেছে অনেক দীর্ঘ।

কবিতা পাঠ শেষ হলো পাচটায়। ততক্ষণে আছরের আজান ধ্বনিত হচ্ছে মিনারে মিনারে। উপস্থাপক জাকির আবু জাফর সভাপতির ভাষণের ঘোষণা দিলেন।

সভাপতির ভাষণে কবি আল মাহমুদ উপস্থিত কবি ও দর্শক-শোতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, কবিতা মানুষকে আলাহ পেমে পাগল করে দেয়। তিনি আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে বললেন, আজকে যারা রাসূল (সা.)কে নিয়ে কবিতা লিখেছে তারা সবাই আধুনিক কবি, আধুনিক মানুষ। তারুণ্য উচ্ছল এ কবিরা একটি ইসলামী দুনিয়া তৈরীর স্বপ রচনা করছে। তাদের অব্যাহত ও ক্রমাগত চেষ্টার ফলেই বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্যের ধারায় আবেগ ও জোয়ার আসছে।

তিনি আরো বললেন, ইসলামী রাজনীতিকে বিজয়ী করতে হলে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে আরো জোরদার করতে হবে। যুগের নকীব হয়ে কবিরা সাধারণ মানুষের মনে ইসলামী বিপবের বীজ বুনতে পারলেই গণজাগরণ ও গণজোয়ার সৃষ্টি হবে ইসলামের স্বপক্ষে। যারা এ বিপবে ইমামতি করবেন তাদের মনে রাখতে হবে, মুয়াজ্জিন আজান না দিলে কাজ ফেলে জামাতে ছুটে আসবেনা মুসলিরা। ইসলামী বিপবের এ আজান দেয়ার দায়িত্ব কবিদের, তাদেরকে সে সুযোগ সৃষ্টি করে দিন, তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিন, ইনশাআলাহ ইসলামী জনতা আপনাদের পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাড়াবে।

www.pathagar.com

কবিতা পড়ছেন কবি মোশাররফ হোসেন খান, হাসান আলীম, আসাদ বিন হাফিজ

আল মাহমুদের সভাপতির ভাষণের মধ্য দিয়ে কবিতা পাঠের আসর শেষ হলো। হলে তখন উপচে পড়া দর্শক।

একই মঞ্চে একটু পরে অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা। তারপর আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক। ফলে সবাই দ্রুত সব কিছু গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। নামাজের বিরতি হলো। আলোচনা সভায় দেশের খ্যাতনামা চিন্তাবিদগণ কথা বলবেন। আয়োজক, দর্শক-শ্রোতা সবার মধ্যেই একটা উদগ্রীব উৎকণ্ঠা।

বাইরে তখন আষাঢ়ের পড়ন্ত রোদ পাতায় পাতায় সম্মোহন তৈরী করছে। আলোচনার সভার পর আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক। তাই উপচে পড়া ভীড় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন চত্তরে। ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত মাসব্যাপী সীরাতনবী (সা.) উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষেই এত আয়োজন, এতসব আনুষ্ঠানিকতা। একটা উৎসব মুখর পরিবেশ এবং সবার মুখের সফল হাসি রমনা গ্রীন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সবুজকে আরো আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

কবিতা পড়ছেন কবি নাসির হেলাল, গোলাম মোহাম্মদ, জাকির আবু জাফর ও গীতিকবি নূরুল আউয়াল তারা মিঞা।

www.pathagar.com

আলোচনা সভায় বক্তাদের অভিমত
ইসলাম একটি প্রগতিশীল আদর্শভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

ইসলাম একটি অত্যন্ত প্রগতিশীল আদর্শভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। মানব সভ্যতা বিকাশে, মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে ইসলামের চেয়ে অধিকতর প্রগতিশীল কার্যক্রম, রীতি-নীতি বা ধ্যান-ধারনা অদ্যাবধি এ পৃথিবীতে আসেনি। অন্যান্য মানব সৃষ্ট মতবাদ কেবল মতবাদ হিসেবেই রয়ে গেছে, তা কোন রূপ কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেনি।

গত ২২ জুন শুক্রবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের মাসব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠানমালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ একথা বলেন।

কবি আল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাপনী অনুষ্ঠানমালায় ছিল, রাসূলের (সা.) শানে কবিতা পাঠের আসর, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চায়ন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বিচারপতি আবদুর রউফ আরও বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পূত-পবিত্র সুন্দরতম চরিত্রের বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে সৃষ্টিজগতে মানুষকে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মীর কাসেম আলী, মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

কেন্দ্রের সভাপতিসহ মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত প্রধান অতিথি, অতিথি ও আলোচকবৃন্দ

www.pathagar.com

জনাব মীর কাসেম আলী　　কবি আল মাহমুদ　　বিচারপতি আবদুর রউফ

ও কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর।

রাবেতা আলমে ইসলামীর ডাইরেক্টর মীর কাসেম আলী বলেন, স্বাধীন জমিন ছাড়া ইসলাম কায়েম করা যায় না। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এ দেশে আছে রাসূলের লক্ষ-কোটি উম্মত। আমরা যদি সঠিকভাবে প্রচেষ্টা চালাই তাহলে রাসূলের মদীনা রাষ্ট্রের আদর্শে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশকে অবশ্যই গড়ে তুলতে পারবো। এ জন্য শুধু প্রয়োজন, আমাদের সম্মিলিত সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান বলেন, ইসলামকে আবেগ আর অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন রুখে দাঁড়াতে হবে। সত্যের স্বপক্ষে হকের সাক্ষী হয়ে দাঁড়াতে হবে আমাদের।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম তাঁর আলোচনায় বলেন, মানুষের চিন্তার পরিশুদ্ধি ছাড়া বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আর চিন্তার পরিশুদ্ধির জন্য দরকার ইসলামী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে জোরদার করা। আমাদের এমন সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে যাতে মানুষের মনোজগত ও চিন্তার রাজ্যে সত্য ও সুন্দরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, আজ বুদ্ধিবৃত্তিক যে জাগরণের সূচনা হয়েছে, এক সময় তা ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) আগমনের পর তাঁর আদর্শের পতাকাবাহী মুজাহিদগণের প্রভাবেই বাংলার এ ভূখণ্ডে বাংলাভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তির জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। যুগ যুগ ধরে বর্ণাশ্রমের নিগড়ে বন্দী মানবতা ইসলামের আগমনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস ও প্রেরণা পেয়েছে। বাংলাভাষা চর্চার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে।

চৌধুরী মাহমুদ হাসান　মাও. আবদুস শহীদ নাসিম　মোহাম্মদ আবদুল মান্নান　সাইফুল্লাহ মানছুর

www.pathagar.com

সম্মানিত মেহমানবৃন্দের সাথে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ

সভাপতির বক্তব্যে কবি আল মাহমুদ বলেন, কবিতা মানুষকে আল্লাহর প্রেমে পাগল করে দেয়। কবিতা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। তিনি আবেগ আপ্লুত হয়ে বলেন, আজকে যারা রাসূল (সা.) নিয়ে এখানে কবিতা পড়েছেন তারা হলেন আধুনিক মানুষ, আধুনিক কবি। এই তরুণ কবিরাই ইসলামী দুনিয়া তৈরীর স্বপ্ন রচনা করছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্যের জোয়ার আসছে। এ জোয়ার ইসলামী রাজনীতিকেও বেগবান করবে। ইসলামী রাজনীতির বিজয় চাইলে এ সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ধারন করতে হবে, অগ্রাধিকার দিতে হবে, কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং সম্মান ও মর্যাদা দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে মাসব্যাপী বিভিন্ন গ্রুপে অনুষ্ঠিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি বিচারপতি আবদুর রউফ ও সভাপতি কবি আল মাহমুদ।

আলোচনা সভায় উপস্থিত দর্শকবৃন্দের একাংশ

www.pathagar.com

উপচেপড়া দর্শক শ্রোতার উপস্থিতিতে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক 'সোনালী চাবি'

শরীফ বায়জীদ মাহমুদ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২৯ রবিউল আউয়াল ২২ জুন ২০০১। মাসব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা.) কর্মসূচীর সমাপনী অনুষ্ঠান। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের বিশাল মিলনায়তনে পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাগরিবের আগেই কবিতা পাঠের আসর, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। ঠিক বাদ মাগরিব শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুরুতেই ছিল কেন্দ্রের বড় শিল্পীদের কোরাস পরিবেশনা 'সাইয়েদুল মুরছালিন তিনি'। আবু তাহের বেলালের কথায় ও বেলাল হোসাইনের সুরে এ কাওয়ালিটির নেতৃত্ব দেন শিল্পী আব্দুল্লাহ আল মাসুদ ও উস্তাদ মশিউর রহমান। এর পর স্পন্দন সাংস্কৃতিক একাডেমীর শিশু শিল্পীরা সম্মিলিত কণ্ঠে প্রথমে গীতিকার-সুরকার তাফাজ্জল হোসেনের কথা ও সুরে 'সোবহানাল্লাহ সোবহানাল্লাহ' এ হামদটি পরিবেশন করে। এর পরই পরিবেশিত হয় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের লেখা ও সুরে 'কেউ ছুতে চায় তারার আলো' শীর্ষক না'তে রাসূল (সা.)।

এরপর ছিল ইসলামী গানের ভিস্যুয়াল পরিবেশনা। ঢাকার মঞ্চে নতুন আমেজ ও চমক নিয়ে মঞ্চে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাতে রাসূল (সা.) পেশ করছেন কেন্দ্রের শিল্পীবৃন্দ

www.pathagar.com

আসেন শিল্পী ইকবাল চৌধুরী ও পাঞ্জেরী শিল্পী গোষ্ঠী চট্টগ্রামের শিল্পীরা। তাদের দরদী পরিবেশনায় দর্শক শ্রোতারা নতুন এক স্বাদ আস্বাদন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা করেন শরীফ রায়জীদ মাহমুদ এবং পরিচালনায় ছিলেন কেন্দ্রের সভাপতি শিল্পী সাইফুল্লাহ মানছুর।

নাটক

সিরাতুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠানে নাটক! অনেক শংকা ও ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আহসান হাবীব রচিত এবং শাজাহান কবির নির্দেশিত মহানগর নাট্য সংসদের প্রথম নাটক 'সোনালী চাবি'-এর প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে। উপচেপড়া দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে নাটকটির সফল মঞ্চায়ন দর্শকবৃন্দ প্রাণ ভরে উপভোগ করেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন– ইনাম = আব্দুল্লাহ আল মারুফ, ইনামের আব্বা = মোস্তাগিছুর রহমান, বাদশাহ = আব্দুল গনি বিদ্ধান, পাপ্পু = সানজিদ মাহমুদ, সোহেল = কে. এম. ফুয়াদ, সাকিব = সোহেল সরকার, বিদ্ধান = মনিরুল ইসলাম, ড: জাফর = জাকির আমিন টিটো, অধ্যাপক দয়াল সিং = শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, শরীফ = জাহাঙ্গীর হোসেন, দোকানদার = স্বপন জহির, ছাত্রবৃন্দ = হেমায়ত, মাসুদ, সবুজ, আমিন ও আহমদউল্লাহ।

নেপথ্য কলাকুশলী ছিলেন– মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় আবেদুর রহমান, শব্দ সংযোজনায় মোশাররফ হোসেন রাজু, আলোক প্রক্ষেপনে আহসান হবীব ও শওকত আলী, সার্বিক ব্যবস্থাপনায় শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, তত্ত্বাবধানে সালমান আল আযামী।

উল্লেখ্য, নাটকের এ প্রদর্শনী উপলক্ষে শিল্পী গোলাম মোহাম্মদের সম্পাদনায় এক কালারের একটি চমৎকার ফোল্ডার প্রকাশিত হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে ছিল মূলধারার নাট্য আন্দোলন বিষয়ক একটি তথ্য সমৃদ্ধ লেখা। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠানটি ছিল দারুণ উপভোগ্য।

নাটকের একটি উত্তেজনাকর মুহূর্ত

www.pathagar.com

লেখক অভিধানের জন্য তথ্য আহবান

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বাংলাদেশের লেখকদের পরিচিতিসহ একটি লেখক অভিধান প্রকাশ করতে যাচ্ছে। একটি সমৃদ্ধ বোর্ড এ অভিধান সম্পাদনা করবেন। সম্মানিত লেখক হিসেবে এ অভিধানে আপনার অন্তর্ভুক্তি আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি। এ জন্য নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ যথাসময়ে সরবরাহ করার জন্য আপনার সমীপে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

১. লেখক নাম : ....

২. প্রকৃত নাম : ....

৩. পিতার নাম : ....

৪. মাতার নাম : ....

৫. বৈবাহিক অবস্থা : ....

৬. স্বামী / স্ত্রীর নাম : ....

৭. সন্তান-সন্ততি : ....

৮. জন্ম তারিখ : ....

৯. জন্মস্থান (পুরো ঠিকানা) : ....

১০. পৈত্রিক নিবাস (পুরো ঠিকানা) : ....

১১. স্থায়ী ঠিকানা : ....

১২. বর্তমান ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) : ....

১৩. কর্মস্থলের ঠিকানা ও ফোন নম্বর (যদি থাকে) : ....

১৪. শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ : ....

১৫. প্রথম প্রকাশিত লেখা (কোথায় এবং কি?) : ....

১৬. প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা, প্রকাশকালসহ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুণ) : ..

১৭. সম্মাননা ও পুরস্কার (পেয়ে থাকলে প্রাপ্তিকালসহ) : ....

১৮. বিবিধ (যদি কিছু থাকে) : ....

প্রকাশিত সকল বইয়ের একটি করে কপি (যদি এবং যতটুকু সম্ভব হয়) এবং সত্যায়িত ছবি জমা দিতে হবে। জমাকৃত বই কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করা হবে।

বি. দ্র. যাদের অন্তত পক্ষে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের জন্য এ ঘোষণা প্রযোজ্য।

ছবি, বই ও তথ্য পাঠাবার ঠিকানা

নাসির হেলাল, অফিস সম্পাদক

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১৭১, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন : ৮৩১৯৫৪০, ৮৩২১৭৫৮, ৯৫৫১৯০২, ৯৩৪২২১৫ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৩১৯৫৪০

www.pathagar.com

বার্ষিক প্রতিবেদন

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

২০০০ সালের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কাঙ্খিত সুবাতাস সৃষ্টির লক্ষ্যে সতত তৎপর একটি গতিশীল সংগঠন। কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট তারুণ্য-উচ্ছল একদল নিবেদিতপ্রাণ সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাহিত্যিকের নিরলস প্রচেষ্টা ও তৎপরতা জাতির বিবেকবান সম্প্রদায়ের সুদৃষ্টিই কেবল আকর্ষণ করেনি, তাঁদেরকে আশান্বিত ও সাহসে উজ্জীবিতও করেছে। এইসব মহতপ্রাণ সুধীবৃন্দের আন্তরিক পরামর্শ ও সহযোগিতাকে সম্বল করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলেছে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। সত্য ও সুন্দরের আলোয় স্নাত পূত-পবিত্র এক সমাজ আমাদের কাম্য। ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিবর্তে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মানবতাবোধের উজ্জীবন আমাদের লক্ষ্য। সুকুমার সাহিত্য ও পরিশীলিত সাংস্কৃতিক ভুবন নির্মাণ আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা নিজেরা সে ভুবনের বাসিন্দা হতে চাই, জাতিকে নিয়ে যেতে চাই সেই সুন্দরের রাজ্যে। এ ব্যাপারে আমরা জাতির কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে আমাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনার আলোকে আমরা এগিয়ে চলেছি ধাপে ধাপে সাফল্যের স্বর্ণতোরণের দিকে।

পরিচালনা পরিষদ

দীর্ঘ ঐতিহ্যের সিঁড়ি বেয়ে দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। একটি পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয় কেন্দ্র। অতীতে এ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠকগণ। প্রথম সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন সুসাহিত্যিক জনাব আবদুল মান্নান তালিব। এরপর পর্যায়ক্রমে কবি মতিউর রহমান মল্লিক, জনাব হাসান আবদুল কাইউম সেলিম, অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন এ সংগঠনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সেশনে জনাব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর কেন্দ্রের সভাপতি হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য রয়েছে একটি পরিচালনা পরিষদ। পরিচালনা পরিষদের বিভিন্ন দায়িত্বে আছেন সর্বজনাব মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আসাদ বিন হাফিজ, নাসির হেলাল,

www.pathagar.com

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সরদার, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, শাহ আলম নূর, শরীফ বায়জীদ মাহমুদ, মোঃ আবদুর রহীম খান, হাসান আখতার, গোলাম মোহাম্মদ, শরীফ আবদুল গোফরান, হাসান মুর্তাজা তৌহিদুর রহমান, ও শাহীন হাসনাত। সামগ্রিক কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য পরিচালনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে একটি শক্তিশালী টীম। পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ ছাড়াও এ টীমে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন সর্বজনাব ইব্রাহীম মণ্ডল, জাকির আবু জাফর, সালমান আল আযামী, আবেদুর রহমান ও ইয়াকুব আলী বিশ্বাস। পরিচালনা পরিষদ ও টীমের সমন্বয়ে বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে কেন্দ্রের সমুদয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। প্রতি মাসে নিয়মিত পরিচালনা পরিষদ ও টীমের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাসিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

বার্ষিক কার্যক্রম

বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ২০০০ সালে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবারের মত গত জুলাই ২০০০ থেকে জুন ২০০১ পর্যন্ত কেন্দ্রের অভ্যন্তরীণ প্রোগ্রাম ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দিবস,

গত বছর পহেলা বৈশাখে রমনার বকুলতলায় আমাদের নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মরহুম সানাউল্লাহ নূরী। আর কোনদিন তিনি আমাদের অনুষ্ঠানে আসবেন না। আমরা তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

www.pathagar.com

জাতীয় ব্যক্তিত্বদের জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, বার্ষিক বনভোজন ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলোও বাস্তবায়িত হয়। কেন্দ্রের সদস্যদের নিয়মিত কাজ হচ্ছে লেখালেখি ও সাংস্কৃতিক তৎপরতা। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, গবেষণা কর্ম, ফিচার, উপন্যাস, নাটক, গান, অনুবাদ সব ধরনের লেখাই নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে লিখছেন কেন্দ্রের সদস্যগণ। প্রতি মাসেই জাতীয় পত্র পত্রিকায় তা ছাপাও হচ্ছে। এ সময়ের মধ্যে কেন্দ্রের সদস্যদের দুই শতাধিক লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সদস্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রন্থ বেরিয়েছে তিরিশটি প্রায়। পঞ্চাশটির অধিক নতুন গান লেখা হয়েছে। গানে সুর সংযোজন করা হয়েছে সমপরিমান। বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে পাঁচশো পৃষ্ঠার অধিক। বিশটি নতুন গানের ক্যাসেট বেরিয়েছে, সিডি বেরিয়েছে সাতটি। ভিডিও ক্যাসেট বেরিয়েছে তিনটি, ডকুমেন্টারী দুটি। সদস্যদের সম্পাদনায় চারটি লিটল ম্যাগাজিনের দশটির অধিক সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছে। চল্লিশটির অধিক গানের প্রশিক্ষণ কাশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদস্যগণ নতুন ক্যালিগ্রাফি তৈরী করেছেন পঞ্চাশের অধিক। কার্টুন এঁকেছেন দেড়শতাধিক। অন্তত অর্ধশতাধিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। স্যাটেলাইট মিডিয়ায় প্রোগ্রাম করা হয়েছে দুটি। এর সবই হয়েছে সদস্যদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ, প্রচেষ্টা ও তৎপরতায়। সাংগঠনিকভাবে এসব কাজে উৎসাহ প্রদান ছাড়াও নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করা হয়।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ড. কাজী দীন মুহাম্মদ

www.pathagar.com

জাতীয় প্রেসকাব মিলনায়তনে কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৮ আগস্ট ২০০০ বিকাল ৫টায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন করা হয়। বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ড. কাজী দীন মুহম্মদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও ভাষা সৈনিক জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশ নেন কেন্দ্রের প্রাক্তন সভাপতি, প্রেক্ষণ সম্পাদক জনাব অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, আশির দশকের অন্যতম কবি আবদুল হাই শিকাদার ও জনাব সাইফুর রহমান। আলোচনা সভা শেষে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সাংস্কৃতিক কর্মীদের সম্মেলন

১ আগস্ট ২০০০ তারিখে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মীদের নিয়ে কেন্দ্রের নিজস্ব কার্যালয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন। সাংস্কৃতিক কর্মীদের এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে জনাব এটি এম মাসুম ও জনাব আহমদ উল্লাহ। কেন্দ্রের সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানসুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মী সম্মেলনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সার্বিক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিশদ আলোচনা-পর্যালোচনা হয়।

'বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফা' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব

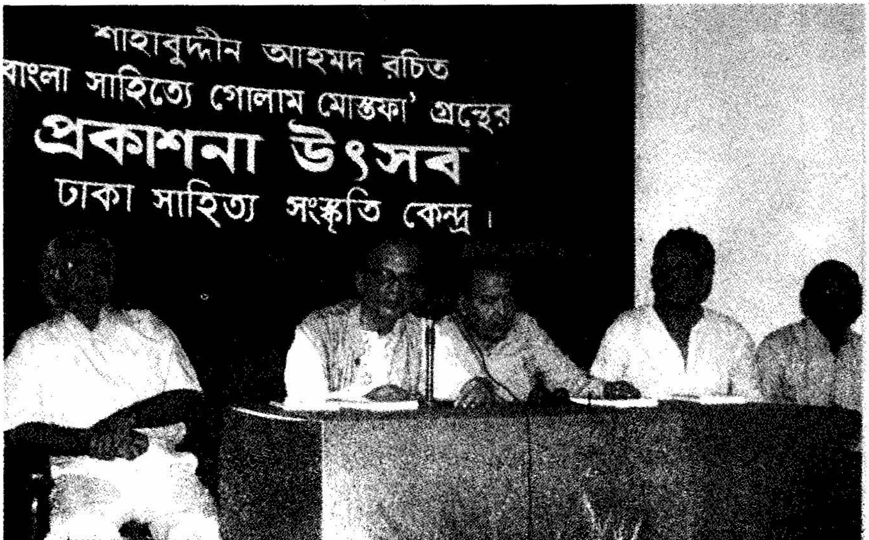

প্রকাশনা উৎসবে মঞ্চে উপবিষ্ট গ্রন্থের লেখক জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ, প্রধান অতিথি ড. আশরাফ সিদ্দিকী, সভাপতি জনাব সানাউল্লাহ নুরী বিশেষ অতিথি কবি আসাদ চৌধুরী এবং আলোচক কবি মোশাররফ হোসেন খান।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ রচিত 'বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফা' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২১ অক্টোবর ২০০০ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে। প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক ও শিশু সংগঠক মরহুম সানাউল্লাহ নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত লোকবিজ্ঞানী ড. আশরাফ সিদ্দিকী ও কবি আসাদ চৌধুরী। আলোচনায় অংশ নেন কবি মোশাররফ হোসেন খান ও কবি আসাদ বিন হাফিজ।

ইফতার মাহ্‌ফিল

সাংস্কৃতিক কর্মী, সংগঠক, নির্মাতা কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিয়ে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে স্পন্দন অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টার কার্যালয়ে এক ইফতার মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের সভাপতি সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ সহ কেন্দ্রের অন্যান্য নেতবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বার্ষিক বনভোজন

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতি বছরের মত ২৫ জানুয়ারী ২০০১ তারিখে মানিকগঞ্জের

কেন্দ্রের কর্মীদের সাথে নাহার গার্ডেনের মনোরম পরিবেশে ঘুরে দেখছেন কবি আল মাহমুদ ও কবি আবদুল হাই শিকদার

www.pathagar.com

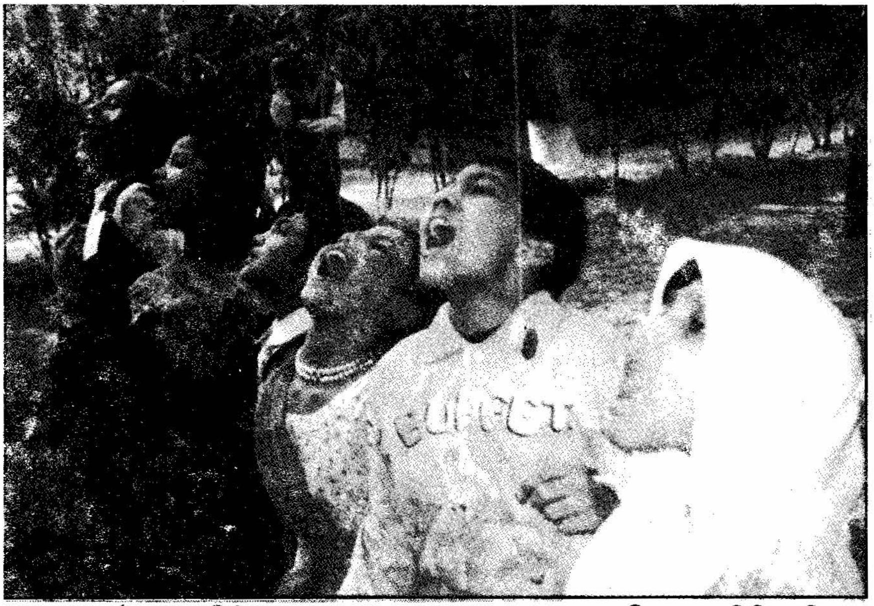

নাহার গার্ডেনে এক প্রীতি বনভোজনের আয়োজন করে। রাজধানী ঢাকার ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে হাফ ছাড়ার জন্য কর্মব্যস্ত দেড়শতাধিক সাহিত্য-সংস্কতি কর্মী তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে একটি দিনের জন্য প্রকতির লীলা নিকেতন নাহার গার্ডেনে মিলিত হন। কত্রিমভাবে হলেও অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা নাহার গার্ডেনের চমৎকার ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সবাইকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে।

বনভোজনে বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি আল মাহমুদ, কবি মতিউর রহমান

www.pathagar.com

হাড়ি ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক, তাঁকে উৎসাহ দিচ্ছেন বিক্রম সম্পাদক মাসুদ মজুমদার।

মল্লিক, বিক্রম সম্পাদক মাসুদ মজুমদার, কবি আবদুল হাই শিকদার, ডাঃ মো: মোরশেদ আলী প্রমুখ। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ বনভোজনে শিশুদের জন্য ক্রিকেট দৌড়, বিস্কুট দৌড়, বড়দের জন্য হাড়িভাঙ্গা, মহিলাদের জন্য পিলোপাসিং ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা ছিল। বিকেলে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী। পুরস্কার বিতরণ করেন কবি আল মাহমুদসহ উপস্থিত মেহমানবৃন্দ। মহিলাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মিসেস আল মাহমুদ ও হাফেজা আসমা খাতুন।

নাহার গার্ডেনের মালিক বিশিষ্ট শিল্পপতি বয়োবৃদ্ধ সিরাজউদ্দীন সাহেবের আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা ছিল কেন্দ্রের সদস্যদের জন্য বাড়তি পাওনা। বনভোজনের মাত্র কয়েকদিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। উল্লেখ্য, বনভোজন উপলক্ষে কবি গোলাম মোহাম্মদের সম্পাদনায় একটি মিনি সংকলন প্রকাশিত হয়।

ভাষা দিবস উদযাপন

১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১ কেন্দ্র বাংলাসাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে মহান ভাষা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। ভাষা সৈনিক মরহুম সানাউল্লাহ নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা ও কবিতা পাঠের আসরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কবি আল মাহ্‌মুদ। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও সাহিত্য সমালোচক জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ, কবি মোশাররফ হোসেন খান ও কবি হাসান আলীম।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন কবি আল মাহমুদ, মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি জনাব সাইফুল্লাহ মানছুর ও আলোচক খন্দকার আবদুল মোমেন, কবি সোলায়মান আহসান ও কবি হাসান আলীম

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

২৫ মার্চ বিকেলে কেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও কবিতা পাঠের আসর। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ দেশের জনপ্রিয় কবি ও কথাশিল্পী আল মাহমুদ। কেন্দ্রের সভাপতি জনাব অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় আলোচক ছিলেন অধ্যাপক খন্দকার আবদুল মোমেন, কবি সোলায়মান আহসান, কবি হাসান আলীম ও কবি আসাদ বিন হাফিজ। পরে কবি গোলাম মোহাম্মদের পরিচালনায় নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠিত হয়।

১লা এপ্রিল গ্রানাডার গণহত্যা স্মরণে আন্তর্জাতিক শোক দিবস পালন

১লা এপ্রিল তথাকথিত 'এপ্রিল ফুল' পালনের পরিবর্তে গত বছরের মত এবারও ঢাকা সাহিত্য সংস্কতি কেন্দ্র 'আন্তর্জাতিক শোক দিবস' হিসাবে পালন করে। এ উপলক্ষে দিবসটি 'আন্তর্জাতিক শোক দিবস' হিসাবে পালনের আহ্বান জানিয়ে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সারা শহরে ব্যাপক লিফলেট বিতরণ করা হয়। লিফলেটটি গণমানুষের চেতনায় ব্যাপক আলোড়ন তোলে। এ আহ্বান দেশব্যাপী প্রচারের মানসে পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দেয়া, মসজিদের সম্মানিত ঈমামগণের নিকট এ দিনটির করুণ কাহিনী তুলে ধরে খুতবা প্রদানেরও আহবান জানানো হয়। সম্মানিত ইমামগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এ আহবানে সাড়া দেন এবং খুৎবায় এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন।

www.pathagar.com

যে লিফলেট সাড়া জাগায় লাখো মানুষের প্রাণে

১লা এপ্রিল গ্রানাডার মসজিদে আটকিয়ে ৭ লাখ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যার প্রতিবাদে

আন্তর্জাতিক শোকদিবস পালন করুন

১লা এপ্রিল আন্তর্জাতিক শোক দিবস। খৃস্টানদের কাছে দিনটি যদিও সীমাহীন আনন্দ ও উৎসবের কিন্তু মুসলিম উম্মাহ তথা তামাম মানবতাবাদী মানুষের জন্য দিনটি অপরিসীম বেদনা ও শোকের। ১৪৯২ সালের এ দিনে বিশ্ব সভ্যতা ও মানবতার জন্য হুমকীস্বরূপ খুনী খৃস্টান বাহিনী নজিরবিহীর প্রতারণার মাধ্যমে সাত লাখ মানুষকে ঐতিহাসিক গ্রানাডা শহরের বিভিন্ন মসজিদে অবরুদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল।

হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য ও কল্যাণে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের যে জোয়ার উঠে সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের মাটিতেও। অষ্টম শতাব্দীতে স্পেনে কায়েম হয় ইসলামী শাসন। মুসলমানদের নিরলস প্রচেষ্টায় স্পেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করে। দীর্ঘ আটশো বছর একটানা অব্যাহত থাকে এ উন্নতির ধারা।

স্পেনের আটশো বছরের গৌরবময় মুসলিম শাসনের শেষ অধ্যায়। অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভবের অঢেল জোয়ার তখন স্পেনে। মুসলমানরা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ভুলে যায় কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা। নৈতিক অবক্ষয় ও অনৈক্য ধীরে ধীরে গ্রাস করে তাদের। এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে খৃস্টান জগৎ। তারা মেতে উঠে কুটিল ষড়যন্ত্রে। সিদ্ধান্ত নেয়: 'স্পেনের মাটি থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ করতে হবে।' এ চিন্তা নিয়েই পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা চরম মুসলিম বিদ্বেষী পার্শ্ববর্তী খৃস্টান সম্রাট ফার্ডিনেণ্ডকে বিয়ে করে। বিয়ের পর দু'জনে মিলে নেতৃত্ব নেয় মুসলিম নিধনের। অন্যান্য খৃস্টান রাজারাও এগিয়ে আসে তাদের সহযোগিতায়। চক্রান্ত করে স্পেনের যুবরাজকে হাত করে নেয় তারা। এরপর শুরু হয় স্পেন থেকে মুসলিম উচ্ছেদ অভিযান। হাজার হাজার নারী পুরুষকে হত্যা করে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে উল্লাস করতে করতে ছুটে আসে তারা শহরের দিকে। অবশেষে একদিন খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী এসে পৌঁছে রাজধানী গ্রানাডায়। এতদিনে টনক নড়ে মুসলিম বাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মুসলমানদের গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দেখেই ভড়কে যায় সম্মিলিত খৃস্টান বাহিনী। শহরের বাইরে দাঁড়িয়ে আলহামরার মিনারের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে রাজা ফার্ডিনেণ্ড ও রাণী ইসাবেলা। কখনো সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত করতে পারেনি বলে চতুর ফার্ডিনেণ্ড পা বাড়ায় ভিন্ন পথে। আশপাশের সব শস্যখামার জ্বালিয়ে দেয়। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ভেগা উপত্যকা। অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। দুর্ভিক্ষ যখন প্রকট আকার ধারণ করলো তখন প্রতারক ফার্ডিনেণ্ড ঘোষণা করলো : 'মুসলমানরা যদি শহরের

www.pathagar.com

প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয় তবে তাদের বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেয়া হবে।'

সে দিন ছিল ১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল। দুর্ভিক্ষতাড়িত গ্রানাডাবাসী অসহায় নারী ও মাসুম বাচ্চাদের করুণ মুখের দিকে তকিয়ে খৃস্টানদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে খুলে দেয় শহরের প্রধান ফটক। সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নেয় আল্লাহর ঘর পবিত্র মসজিদে। শহরে প্রবেশ করে খৃস্টান বাহিনী মুসলমানদেরকে মসজিদের ভেতর আটকে রেখে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। এরপর একযোগে শহরের সমস্ত মসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে মেতে উঠে হায়েনারা। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু অসহায় আর্তনাদ করতে করতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায় মসজিদের ভেতর। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধ অসহায় মুসলমানদের আর্তচিৎকার যখন গ্রানাডার আকাশ বাতাস ভারী ও শোকাতুর করে তুলল তখন রাণী ইসাবেলা ক্রুর হেসে বলতে লাগল: 'হায় এপ্রিলের বোকা! শত্রুর আশ্বাসে কেউ বিশ্বাস করে!' সেই থেকে খৃস্টান জগত প্রতি বছর ১লা এপ্রিল আড়ম্বরের সাথে পালন করে আসছে 'April Fool' মানে 'এপ্রিলের বোকা' উৎসব।

গ্রানাডার বুকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে খৃস্টানরা সেদিন যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন দ্বিতীয় নজির নেই। শহরের সাত লক্ষ অধিবাসীর কেউ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারেনি। মসজিদে তালাবদ্ধ অবস্থায় নারী-পুরুষ-শিশুসহ নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করার এমন লোমহর্ষক হৃদয়বিদারক ঘটনা আর কোনদিন দেখেনি মানুষ।

মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

অত্যাচারী রাজা রডারিকের দুঃশাসনে অতীষ্ট জনগণকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইসলামের বীর মুজাহিদ তারিক বিন জিয়াদ স্পেনে যে ইসলামী শাসনের সূত্রপাত করেছিল তার সুফল ভোগ করেছিল স্পেনবাসী দীর্ঘ আটশো বছর। দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে স্পেনকে তারা বানিয়েছিল ইসলামের ঘাঁটি। স্পেনের ইতিহাসের এ স্বর্ণালী সময়ের সাক্ষী হয়ে আজো দাঁড়িয়ে আছে গ্রানাডা, আলহামরা, কর্ডোভা, সেভিল, টলেডো। কিন্তু আফসোস! বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে মুসলমানরা ইসলাম থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে সীমাহীন জিল্লতিই কেবল নেমে আসেনি তাদের জীবনে, তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন হয়ে গেছে স্পেনের মাটি থেকে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়!

মানুষ হত্যাকারী এই খুনী ও জল্লাদদের বিবেকে আজো এ জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা সৃষ্টি হয়নি। সভ্যতার মুখোশ পরে সভ্য সমাজে ঘুরে বেড়ালেও পশুত্ব ও বর্বরতার নিত্যনতুন কৌশল আবিস্কারেই মত্ত তারা। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বিশ্বমানবতার কাছে আজো এই খুনীচক্র ক্ষমা চায়নি। বরং ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল গ্রানাডা ট্রাজেডির পাঁচশত বার্ষিকীপূর্তি উপলক্ষে স্পেনে আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়েছিল বিশ্বখৃস্ট সম্প্রদায়। সেখানে তারা নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছত্র খৃস্টীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠা। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে 'হলি মেরী ফাণ্ড'। বিশ্বের বিভিন্ন খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো নিয়মিত চাঁদা জমা করে এভাবেই মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলছে অর্থনৈতিক বোমা ও সাংস্কৃতিক অস্ত্র। এ অস্ত্র ব্যবহারের জন্য দেশে দেশে পাঠাচ্ছে এনজিও বাহিনী।

www.pathagar.com

তাকিয়ে দেখো বিশ্বব্যাপী খৃষ্টানদের অঘোষিত ক্রুসেড। ফিলিস্তিনে যুগ যুগ ধরে লড়াই চলছে কাদের মদদে? সার্বদেরকে কারা লেলিয়ে দিয়েছে বসনিয়ায় স্বাধীনতাকামীদের উপর? কাশ্মীরের জনতাকে হত্যার মদদ জোগাচ্ছে কারা? মূর্তি ভাঙলে সভ্যতা গেল বলে যারা চিৎকার দেয় বাবরী মসজিদ ভাঙার সময় তাদের মুখে তালা লাগানো থাকে কোন্ কারণে? দুর্ভিক্ষ পীড়িত আফগান জনগণের ওপর খাদ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে মানবতা বিপন্ন হয়না, এ কোন ধরনের মানবতা? চেচনিয়া, আলজেরিয়া, মিন্দানাওয়ে মুসলমানের রক্ত ঝরে কাদের ইশারায়? বিশ্বময় আধিপত্য বিস্তারের জঘন্য খেলায় মেতে উঠা এই খুনিচক্রের কারণে পৃথিবীর আজ বড় দুর্দিন। এখুনি সচেতন না হলে অচিরেই গ্রানাডার মত বধ্যভূমিতে পরিণত হবে পৃথিবী।

সচেতন দেশবাসী!

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশেও ক্রুসেড চলছে, চলছে ইসলাম নিধনের নানা চক্রান্ত। পবিত্র কোরআন শরীফ নিক্ষেপ করা হচ্ছে ডাস্টবিনে। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। চক্রান্ত চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার। আলেম সমাজের ওপর চলছে নিপীড়ন, নির্যাতন। ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের নিক্ষেপ করা হচ্ছে কারাগারে। বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের চাকুরীচ্যুত করা হচ্ছে। ইসলামী পাঠাগার থেকে কোরান হাদিস ছিনিয়ে নিয়ে তাতে আগুন দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় বেতার, টিভিসহ সকল গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে ইসলাম বিরোধী প্রচারণার কাজে। তাই আজ আমাদের শত্রুমিত্র চিহ্নিত করার সময় এসেছে। সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলে ভয়াবহ দুঃসময় ও দুর্যোগ হানা দেবে ঘরে ঘরে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকে ব্যবহার করছে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কাজে। মানুষকে ধোকা দেয়ার জন্য আমদানী করছে নানা বর্ণের বোরখা। দেশের প্রধানমন্ত্রী রানী ইসাবেলার মত হুংকার ছেড়ে প্রকাশ্য জনসভায় দাঁড়িয়ে বলছে এপ্রিল ফুল দেয়ার কথা। অর্থাৎ যেভাবে রাণী ইসাবেলা প্রতারণা করে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করেছিল স্পেনের মাটি থেকে তেমনি বোকা বানিয়ে জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার উদ্ধত আসস্ফালন শোনা যাচ্ছে আজ। অতএব সামনে ভয়াবহ দুর্দিন। এই দুর্দিনে এসব নব্য ইসাবেলাদের বিরুদ্ধে শান্তিকামী শক্তির চাই সুদৃঢ় ঐক্য। চাই মানবতাবাদী জনতার সোচ্চার ভূমিকা। আর কোন গ্রানাডা নয়, আর নয় কোন গণহত্যা। মানবতায় জয় ঘোষণা করে তারিক বিন জিয়াদের মত বিপন্ন মানবতার কাছে ছুটে যাওয়ার জন্য সাহসী বন্ধুরা এগিয়ে এসো। গ্রানাডার শহীদদের বিদেহী আত্মারা আজ বিলাপ করে ডাকছে তোমাদের: উঠো, জাগো মুসলমান! সচেতন হও! সাবধান হও! নব্য ফার্ডিনেণ্ডদের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার আগেই নেমে আসো রাস্তায়।

আন্তর্জাতিক শোক দিবসে মুসলিম উম্মাহ্ বিশেষ করে সমগ্র দেশবাসীর কাছে তাই কবির ভাষায় আমাদের উদাত্ত আহ্বান:

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা / শির উঁচু করি মুসলমান
দাওয়াত এসেছে নয়া জামানার / ভাঙা কেল্লায় ওড়াও নিশান।

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র
১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন কবি আল মাহমুদ, পাশে উপবিষ্ট ড. আবদুর রব, কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ ও অনুষ্ঠান পরিচালক শরীফ বায়জীদ মাহমুদ।

এ উপলক্ষে কেন্দ্র ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে আন্তর্জাতিক শোক দিবস পালনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সেক্রেটারী কবি আসাদ বিন হাফিজ। পরে এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন দেশবরেণ্য কবি আল মাহমুদ, ঢাকা বিশ্ববিদর ড. আবদুর রব ও আসাদ বিন হাফিজ। দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর, ইনকিলাব, জনকণ্ঠ, মানব জমিন, জনতা, সংগ্রাম, দিনকালসহ প্রায় সকল জাতীয় পত্র-পত্রিকা গুরুত্বের সাথে এ বিষয়ে খবর পরিবেশন করে।

চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

কেন্দ্রের শাখা সংগঠন 'প্রত্যয় চলচ্চিত্র সংসদ' প্রতিমাসে বাংলা সাহিত্য পরিষদ মিলনায়তনে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে থাকে। সুস্থ চলচ্চিত্র বিকাশের আন্দোলন হিসেবে এ প্রদর্শনীতে বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। মোট দশটি প্রদর্শনী উপভোগ করে দর্শকবৃন্দ।

নাটক

নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের লক্ষ্যে 'মহানগর নাট্য সংসদ' নামে কেন্দ্রের উদ্যোগে একটি শাখা সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। মহানগর নাট্য সংসদের প্রথম প্রযোজনা 'সোনালী চাবি' প্রথম মঞ্চস্থ হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সীরাতুন্নবী (সা.) উপলক্ষে কেন্দ্রের মাসব্যাপী কর্মসূচীর সমাপনী অনুষ্ঠানে।

www.pathagar.com

সীরাতুন্নবী (সা.) ২০০১ উদযাপন

এ বছরের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপনের মাধ্যমে। ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ কর্মসূচী। মাসব্যাপী কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে রাসূলের (সা.) শানে কবিতা পাঠের আসর, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২রা জুলাই জাতীয় যাদুঘর সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। মাসব্যাপী কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক মাসব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন ও নিয়মিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

যাদুঘর লবীতে ১০দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে এবার মোট দশজন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। প্রদর্শনী উপখোগ করে প্রায় অর্ধলক্ষাধিক দর্শক। জাতীয় প্রচার মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা ও স্যাটেলাইট মিডিয়া গুরুত্বের সাথে প্রদর্শনীর খবর প্রচার করে। খবর প্রচার ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সচিত্র প্রতিবেদন।

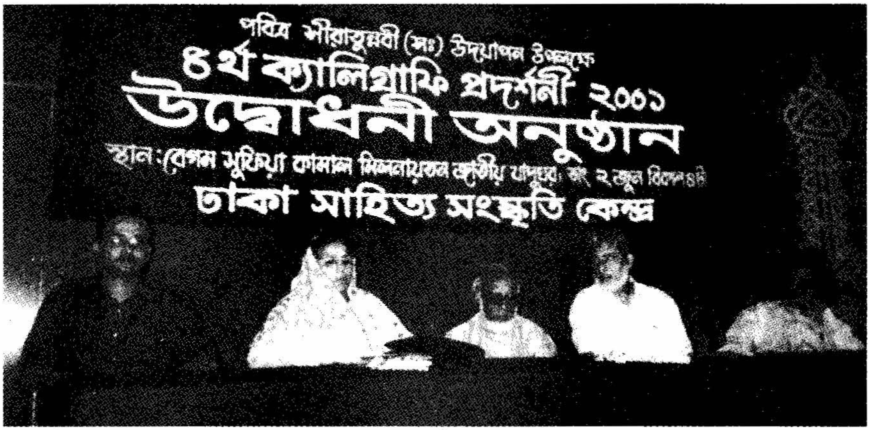

পবিত্র সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন ২০০১ উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত অধ্যাপক ড. হাবীবা খাতুন, প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি শিল্পী সবিহ উল আলম এবং বিশেষ অতিথি চারুকলা ইনস্টিটিউটের সম্মানিত অধ্যাপক শিল্পী ড. আবদুস সাত্তার।

www.pathagar.com

সমাপনী অনুষ্ঠান

২২ জুন শুক্রবার ছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের মাসব্যাপী সীরাতুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠানমালার সমাপনী অনুষ্ঠান। প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মীর কাসেম আলী, মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ও কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর।

আলোচনা অনুষ্ঠানের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় রাসূলের (সা.) শানে নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর। কবি আল মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কবিতা পাঠের আসরে কবিতা পাঠে অংশ গ্রহণ করেন দেশের নবীন-প্রবীণ কবিবৃন্দ।

আলোচনা সভার পর মাসব্যাপী প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক। মাহনগর নাট্য সংসদ প্রযোজিত ও পরিবেশিত নাটক সোনালী চাবি দর্শকবৃন্দকে আলোড়িত ও মুগ্ধ করে।

আহসান হাবীব রচিত, শাহজাহান কবির নির্দেশিত মহানগর নাট্য সংসদ প্রযোজিত নাটক সোনালী চাবির একটি বিশেষ দৃশ্যে শিল্পীবৃন্দ

www.pathagar.com

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ হার্বাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান

হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্রে কেন আসবেন ?

হামদর্দ প্রায় ১০০ বছর ধরে নিজস্ব গবেষণালব্ধ ও বিষক্রিয়ামুক্ত হার্বাল ওষুধের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক ও জৈবিক রোগের সাফল্যজনক চিকিৎসা প্রদান করছে

সারাদেশে ৩৫টি চিকিৎসা কেন্দ্রসহ রাজধানীর তিনটি বৃহৎ চিকিৎসা কেন্দ্রে অভিজ্ঞ, উচ্চ শিক্ষিত এবং বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা হাকীমগণ বিনামূল্যে ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন।

হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহ প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

হামদর্দ একটি ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ্‌ প্রতিষ্ঠান। এর সমুদয় আয় জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হয়।

দেশব্যাপী হামদর্দ সেবা

● *ঢাকা* - হামদর্দ ভবন, ২৯১/১ সোনারগাঁও রোড। ফোন : ৯৬৬৫৯৬৫, ৯৬৬৫৯৬৬ ● *ঢাকা* - ৩২, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ। ফোন : ৯৫৫১৮৩৮ ● *ঢাকা* - সেকশন-১৪,মিরপুর ● *চট্টগ্রাম* - ১৯ আইসফ্যাক্টরী রোড। ফোন : ০৩১-৬১৪১১১ ● *চট্টগ্রাম* - ষ্টেশন রোড, হাটহাজারী ● *চট্টগ্রাম* - ওরিয়েন্ট কালার মার্কেট, আন্দর কিল্লা ● *নারায়ণগঞ্জ* - কুমুদিনী আর্কেড, ৭২ সিরাজ উদ্দৌলা রোড ● *মুন্সিগঞ্জ* - রেডক্রিসেন্ট মার্কেট, সদর রোড ● *নরসিংদী*- কাউরিয়াপাড়া লঞ্চঘাট রোড ● *বি, বাড়ীয়া* - সাবিহা ম্যানশন, ষ্টেশন রোড ● *কিশোরগঞ্জ* - ষ্টেশন রোড ● *ময়মনসিংহ* - ৩৩বি ট্রাঙ্কপট্টি। ফোন : ০৯১-৫৩২৪৬ ● *যশোর* - ৬১ জেল রোড ● *টাঙ্গাইল* - ২১২ লিয়াকত সুপার মার্কেট, মেইন রোড ● *জামালপুর* - ষ্টেশন বাজার, কলেজ রোড ● *লক্ষ্মীপুর* - আজিমশাহ্‌ মার্কেট, বাজার রোড ● *সিলেট* - পুরান লেন, জিন্দা বাজার। ফোন : ০৮২১-৭২২১৭৭ ● *হবিগঞ্জ* - পুরাতন হাসপাতাল রোড ● *কুমিল্লা* - মৌচাক মার্কেট, লাকসাম রোড, কান্দিরপাড় ● *চাঁদপুর* - তালতলা, কুমিল্লা রোড ● *ফেণী* - ২৪০, এস,এস,কে, রোড ● *নোয়াখালী* - তাজ বিল্ডিং, করিমপুর রোড, চৌমুহনী। ফোন : ০৩২১-৩৪১৯ ● *কক্সবাজার* - রহমান ম্যানশন, পূর্ব বাজার ঘাটা ● *দিনাজপুর* - গণেশতলা, চারুবাবুর মোড় ● *নাটোর* - উত্তর বড় গাছা ● *রংপুর* - ষ্টেশন রোড। ফোন : ০৫২১-৫০৬৭ ● *সৈয়দপুর* - ষ্টেশন রোড ● *বগুড়া* - শেরপুর রোড। ফোন : ০৫১-৭২৩১৩ ● *রাজশাহী* - এমাদুদ্দীন সড়ক, হেতেমখাঁ ● *পাবনা* - নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা রোড, গোপালপুর ● *খুলনা* - ৪১ খান জাহান আলী রোড। ফোন : ০৪১-৭২৩৯৫১ ● *ফরিদপুর* - ফরিদপুর প্লাজা, মুজিব সড়ক ● *ভোলা* - ইরানী মঞ্জিল, সদর রোড ● *বরিশাল* - ১০১, নাহার মার্কেট, সদর রোড। ফোন : ০৪৩১-৫৫৯৩৬১ ● *কুষ্টিয়া* - ৩৬/১ স্যার ইকবাল রোড

হামদর্দ হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয় ও মার্কেটিং অফিস : হামদর্দ ভবন, ২৯১/১ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা-১২০৫। ফোনঃ ৯৬৬৫৯৬৫-৬, ৫০০৭৩১

www.pathagar.com

পারিবারিক পরিবেশে আপনার চিকিৎসায় আমরা নিবেদিত

আমাদের সেবাসমূহ

- ভিডিও এন্ডস্‌কপি/কলনস্‌কপি।
- ভিডিও এন্ডস্‌কপির মাধ্যমে পরিপাকতন্ত্রের রক্তপাত বন্ধ করা, ছোট টিউমার অপসারণ, খাদ্যনালীর ক্যান্সারে টিউব বসানো ও ডিউডিনাম সম্প্রসারণ।
- ২৪ ঘন্টাব্যাপী খাদ্যনালীর পিএইচ মনিটরিং এবং ইসোফ্যাজিয়াল মেনোমেট্রি।
- পাকস্থলির গ্যাস নির্ণয়ে ব্রিদ হাইড্রোজেন এ্যানালাইসিজ।
- কলনস্‌কপির মাধ্যমে পলিপ অপসারণ ও পায়ুপথের ক্যান্সারে টিউব বসানো।
- ব্যান্ড লাইগেশন সহ পাইলসের অন্যান্য আধুনিক চিকিৎসা।
- PTC, EBD, PEG.
- ERCP-র মাধ্যমে পিত্তনালীর পাথর অপসারণ ও ক্যান্সারে টিউব বসানো।
- আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে FNAC, লিভার এবচেস ড্রেইনেজ, এলকোহল ইঞ্জেকশন ইন হেপাটোমা, ভেজিনাল ও রেক্টাল আল্টাসাউন্ড ইত্যাদি।
- ল্যাপারস্‌কপির মাধ্যমে পিত্তথলি অপসারণসহ সব ধরনের ল্যাপারস্‌কপিক সার্জারী, হেপাটোবিলিয়ারী সার্জারী, লিভার সার্জারী, প্যানক্রিয়াসের সার্জারী, কলোরেক্টাল সার্জারী ইত্যাদি।
- ডেলিভারীসহ গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারী।
- **নিউরোমেডিসিন, নিউরোসার্জারী ও ফিজিওথেরাপীর বিশেষ ব্যবস্থা।**
- মানসিকরোগ, শিশুরোগ, চর্মরোগ ও ক্যান্সারসহ জেনারেল মেডিসিনের রোগীর আধুনিক চিকিৎসা।
- নাক, কান ও গলার চিকিৎসা।
- কিডনী, মূত্রনালী ও প্রস্টেট গ্ল্যান্ডসহ সব ধরনের ইউরোলজি চিকিৎসা।
- কার্ডিওথোরাসিক সার্জারীসহ সব ধরনের জেনারেল সার্জারী।
- হেপাটাইটিস বি সহ অন্যান্য টিকাদান কর্মসূচী।
- ২৪ ঘন্টা ইমার্জেন্সি চিকিৎসা সহ আউটডোর ও মেডিকেল চেকআপ।
- যাবতীয় ল্যাবরেটরী সুবিধা, ইসিজি, আলট্রাসাউন্ড ও সব ধরনের এক্সরে।
- ডিলাক্স কেবিন, এসি কেবিন, নন এসি কেবিন, ইকনমি কেবিন, পুরুষ ওয়ার্ড, মহিলা ওয়ার্ড, ডে-কেয়ার, আইসিইউ সহ ৫০ শয্যার হাসপাতাল।
- ফার্মেসী, ফাস্ট ফুড, ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর ও কার্ডফোনের সুবিধা।
- কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবং ট্রেনিং ও রিসার্চ-এর ব্যবস্থা।
- সর্বোপরি উন্নত মানসম্পন্ন দ্বিমুখী রেফারেল ব্যবস্থাসহ দেশজোড়া নেটওয়ার্ক।

আমাদের পরবর্তী সংযোজন নিউরোসাইন্স বিভাগ।

ক্রিসেন্ট গ্যাস্ট্রোলিভার এন্ড জেনারেল হসপিটাল লিঃ

বাড়ী নং-৬০, রোড নং-৮/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫। ফোন ঃ ৯১১৬৮৫১, ০১৭৮০৮৪৫৫

www.pathagar.com

সময়ের প্রয়োজনে তার আবির্ভাব, সময়ের সাথে সে এগিয়ে চলে

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,
'পাঞ্জেরী'র উদ্দেশ্য [illegible] জ্ঞানার্জন আর পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা এক কথা নয়। তবে আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার ফলাফলকেই শিক্ষার্থীর মেধা ও যোগ্যতা যাচাইয়ের মাপকাঠি ধরা হয়। সে জন্য একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নতুন জয়-যাত্রার এ যুগে একজন শিক্ষার্থীর জন্য জ্ঞানার্জনের পাশা-পাশি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা গুরুত্বপূর্ণ। আর পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল লাভের জন্য উত্তরের মান হতে হবে অত্যন্ত উচ্চ ও তথ্যভিত্তিক। বানান হতে হবে বিশুদ্ধ। উত্তরে এমন নতুন কিছু থাকতে হবে, যা অন্যদের থেকে আলাদা ও চমকপ্রদ। শুধুমাত্র পাঞ্জেরী গাইডেই এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা হয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে পুরনো ধারণা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গাইড কেনার পূর্বে তোমরা পাঞ্জেরী সিরিজের প্রতিটি বই যাচাই করে দেখ। হতে পারে তুমি যে ভাল বইটি খুঁজছ, সেটি 'পাঞ্জেরী গাইড'।
তাহলে গাইড ও প্রশ্নসাজেশান্স কিনতে গিয়ে পাঞ্জেরী'ই সংগ্রহ কর। শুভেচ্ছান্তে,

নেসার উদ্দীন আয়ূব
পরিচালক, পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স

পাঞ্জেরী

গাইড ও প্রশ্ন সাজেশান্স

দাখিল ★ আলিম

ট্যালেন্টপুল বৃত্তি লাভের নিশ্চয়তায় রচিত

ইবতেদায়ী বৃত্তি গাইড

ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে দাখিল টেস্ট পরীক্ষার পর প্রকাশিত হবে

পাঞ্জেরী দাখিল টেস্ট পেপারস

পাঞ্জেরী ইসলামিক পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন : ৭১২৪৩২৮, ০১৭৩২৪৮৫৩

ADD A TOUCH OF **Excellence** IN

ADVERTISING
PUBLIC RELATIONS
& PRINTING

For enquiries please contact

TRIUNE (PTE) LTD.
We Give vision to your ideas
City Heart. 9th Floor, 67 Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh
Tel : 9330676, 9334963, 416418, Fax : 880-2-8314306, e-mail : triune@bangla.net

www.pathagar.com

সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসহ সাশ্রয়ী চিকিৎসা

দি বারাকাহ্ কিডনী হাসপাতাল লিঃ

১২৯, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ৯৩৩৭৫২১

সরকারী হাসপাতালের চেয়ে কম খরচে বাহির থেকে শক দিয়ে কিডনীর পাথর ভাঙ্গা

▲ কিডনী সার্জারীর জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সাশ্রয়ী হাসপাতাল
▲ দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা ল্যাপারোস্কপ যন্ত্রের সাহায্যে পিত্তথলীসহ পাথর অপসারণ
▲ প্রতিদিন সকালে আউটডোরে রোগী দেখা হয়

পেট না কেটে যন্ত্রের সাহায্যে

▲ কিডনীনালী ও মূত্রথলীর পাথর ভাঙ্গা ও অপসারণ
▲ মূত্রথলির টিউমার অপারেশন ▲ সরু মূত্রনালী সম্প্রসারণ
▲ টেলিস্কোপের সাহায্যে ইউরেটার ও কিডনী পর্যবেক্ষণ এবং পাথর ভাঙ্গা
▲ প্রস্টেট অপারেশন ▲ পিত্তথলীর পাথর অপসারণ

দি বারাকাহ্ জেনারেল হাসপাতাল লিঃ

[১০০ শয্যা বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল]

৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫, ৯৩৪৭৮৬৩

- দক্ষ মহিলা (গাইনী) এবং পুরুষ সার্জন দ্বারা কম খরচে সকল অপারেশনের ব্যবস্থা।
- দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা ল্যাপারোস্কপ যন্ত্রের সাহায্যে পিত্তথলীসহ পাথর অপসারণ।
- এন্ডোসকপির সাহায্যে নাক, কান, গলার অপারেশন।
- গাইনী, মেডিসিন, সার্জারী, শিশু, হৃদরোগসহ সব ধরণের বিশেষজ্ঞ কর্তৃক কনসালটেশন সার্ভিস

কম খরচে অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তার কর্তৃক সার্বক্ষণিক ডেলিভারীর ব্যবস্থা।

ইনসাফ ডায়াগনষ্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার

১২৯, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ৯৩৩৭৫২১

গুণগত মান ঠিক রেখে

সকল পরীক্ষা সর্বোচ্চ মূল্যের ১৫% থেকে ৬০% পর্যন্ত ছাড়

পরিচালনায়
দি বারাকাহ্ ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

১০ শিল্পীর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী ঃ একটি পর্যালোচনা

আদনান মালেক

২ থেকে ১৩ জুন ২০০১ ইং ১০ দিনব্যাপী ১০ শিল্পীর ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী হয়ে গেল জাতীয় জাদুঘর লবিতে। ২ জুন শনিবার বিকেল ৫টায় প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন জাতীয় অধ্যাপক প্রফেসর কবি সৈয়দ আলী আহসান। এ উপলক্ষে শিল্পী সবিহ-উল-আলমের সভাপতিত্বে জাদুঘর শিশু মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর পর ৪ বছর ধরে এই ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী আয়োজন করে আসছে ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চার ক্ষেত্রে এ প্রদর্শনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এবছরের প্রদর্শনীতে অংশ নেন, শিল্পী আব্দুস সাত্তার, সাইফুল ইসলাম, ইব্রাহীম মন্ডল, আমিরুল হক, লে.কর্নেল (অব) রুহুল ইসলাম, মাহবুব মুর্শিদ, শহিদুল্লাহ এফ বারি, মোহাম্মদ মোনাওয়ার হোসাইন, আবদুর রহীম, মুবাশ্বির মজুমদার। ১০ শিল্পীর বিচিত্রমুখী ৭৬টি শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শক এ কাজ উপভোগ করেন এবং উৎসাহে উদ্বেলিত মন্তব্য লিখে শিল্পীদের অভিনন্দন জানান।

দেশ ও বিদেশে প্রথিতযথা শিল্পী চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ড. আব্দুস সাত্তারের ৪ টি ছবি ছিলো প্রদর্শনীতে। ব্যাপক নিরীক্ষাধর্মী ধ্রুপদমানের ছবিগুলো উপভোগ করেছে দর্শকেরা। হ্যান্ডমেড পেপারে ওয়াটার কালারে করা এ কাজে কোন আরবী বর্ণ নেই। কয়েকটি বড় বাংলা হরফ মোটা ব্রাশের তীব্রটানে আঁকা। বড় হরফের ভিতর দিয়ে ক্ষুদ্র বর্ণে ক্যালিগ্রাফি শিল্পকর্ম- বিশেষ করে মুসলিম বা ইসলামী শিল্পকর্ম সংক্রান্ত বাণী উৎকীর্ণ করেছেন। এই বিশেষ ধরনের কাজে রয়েছে সুন্দর কালার কম্পোজিশন।
গতানুগতিক ক্যালিগ্রাফি চিন্তার বাইরে নিজস্ব ভঙ্গিতে কাজ করেছেন শিল্পী আব্দুস সাত্তার। একজন বড় মাপের শিল্পীর এই কাজে দর্শকরা চিন্তার খোরাক পেয়েছেন। আব্দুস সাত্তারের আরেকটি কাজ বাংলায় আল্লাহু লেখা বলে মনে হয়, কিন্তু গভীরভাবে দেখলে আ এর আকার (া) আবিস্কার করা যায় না। আবার ল্ল এর আকারও দৃষ্টিতে আসে না। হলুদাভ ধূসর গ্রাউন্ডের উপর কালো আউট লাইন অক্ষরের নীচে একটি হার্ডের আদল লক্ষ্য করা যায়। এ দিয়ে আমার হৃদয়ে আল্লাহ একথা বলতে চেয়েছেন কি না তাতে ভাবান্তরে পড়তে হয়। একটা ইলিউশনে আক্রান্ত হয় দর্শক। শিল্পী আব্দুস সাত্তারের ৪টি কাজেই রয়েছে বাংলা বর্ণ। কোনটিতেই আরবী অক্ষরের উপস্থিতি আবিস্কার করা যায় না। এক্ষেত্রে অনুমান করা যায় তিনি ক্যালিগ্রাফি অর্থে শুধু আরবী লিখন পদ্ধতি

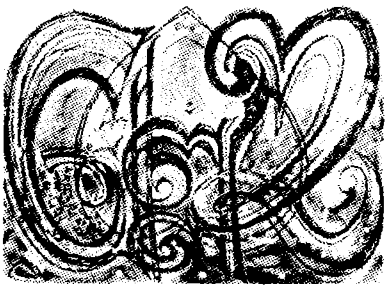

শিল্পী আব্দুস সাত্তার

www.pathagar.com

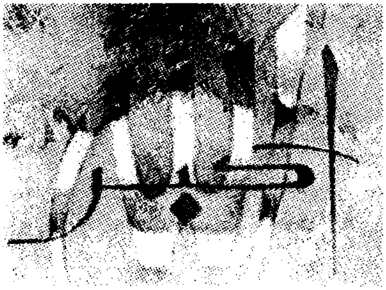

শিল্পী সাইফুল ইসলাম

বুঝাতে চাননি।

গ্যালারিতে ঢুকেই চোখে পড়ে শিল্পী সাইফুল ইসলামের দুটি কাজ একটি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, অন্যটি আল্লাহু আকবার। প্রদর্শনীতে ছিল তার ৬ টি ছবি। দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন এই শিল্পী ক্যালিগ্রাফি নিয়ে। তার সব কাজই বিভিন্ন ভঙ্গিতে আরবী বর্ণে রচিত। তেল রঙে আঁকা এই কাজে একটা টেক্সারাইজড্ গ্রাউন্ড তৈরি করেছেন তিনি। এরপর সাবলিল ভঙ্গিতে মোটা আল্লাহু এবং তার ওপর দিয়ে ভারী রঙে আকবার লিখেছেন। মুসলমান তার সব কাজ বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করেন। হয়তো সে চিন্তা থেকেই শিল্পীরা প্রায়শই বিসমিল্লাহ নিয়ে কাজ করে থাকেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর ক্যালিগ্রাফি অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন ঢংয়ে হয়ে আসছে। তিনি বললেন- ক্যালিগ্রাফিকে সার্থক ছবি করাই তার কাজের উদ্দেশ্য।

প্রদর্শনীতে সর্বাধিক সংখ্যক কাজ ছিল ইব্রাহীম মন্ডলের। বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি চর্চার ধারাকে একটি লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন এই শিল্পী। চারুকলার উচ্চ ডিগ্রিধারী এই শিল্পী ক্যালিগ্রাফি নিয়ে নানাভাবে কাজ করে আসছেন। তার প্রায় সবগুলো কাজই তেল রঙে করা। প্রকরণ সচেতন এই শিল্পী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিচিত্রভাবে তার কাজে নিজস্বতা নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। আরবী বর্ণমালার ভঙ্গিকে তিনি ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। ঘষে মেজে সুন্দর অক্ষর বা দৃষ্টিনন্দন লেখার চেষ্টা করেননি তিনি। প্রদর্শনীতে মন্ডলের একটি বিসমিল্লাহ অঙ্কিত ক্যালিগ্রাফিও ছিল। এতে তিনি আরবী বর্ণমালার কৌণিক ভঙ্গিকে সামনে রেখে লম্ব ও আনুভূমিক চারিত্রে কম্পোজিশন নির্মাণ করেছেন। ক্যানভাসে আলতো আচড় কেটে, আবছা বর্ণমালা বা বর্ণমালার আদল এঁকে দৃষ্টিনন্দন ও ভারসাম্য রচনার চেষ্টা করেছেন। মন্ডলের আর একটি ছবি দর্শকের দৃষ্টি কেড়েছে। একটু বর্ণনামূলক স্যুর রিয়েলিষ্টিক ধর্মী নরম রঙের একাজে তিনি শহীদের রক্তাক্ত আকৃতি এঁকেছেন। আবছা ধোয়াটে মেঘের আড়াল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন। পুঞ্জপুঞ্জ শ্বেতশুভ্র মেঘ, দূরের গাঢ় নীলিমা তার ভেতর দিয়ে অনন্তে উড়ে যাচ্ছে সবুজ ডানার পাখি। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না। পবিত্র কোরআনের এই আয়াতকেই ছন্দায়িত ভঙ্গিতে

শিল্পী ইব্রাহীম মন্ডল

www.pathagar.com

গভীর মনোযোগের সাথে তেল রঙে এঁকেছেন তিনি।

শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ

আররাহমান আল্লামাল কুরআন। পবিত্র কুরআনের সুরা আর-রাহমানের এ আয়াতটুকু উপজিব্য করে একটি ছবি এঁকেছেন শিল্পী মাহবুব মুর্শিদ। যশোরের শিল্পী মাহবুব বেশ কিছুদিন ধরে ক্যালিগ্রাফি নিয়ে কাজ করছেন। প্রদর্শনীতে ১০টি ছবি ছিলো মাহবুবের। অর্থের সাথে সাজুয্য রেখে ব্রাউন ক্যানভাসের ওপর অপেক্ষাকৃত ডিপ কালারে বাণী উৎকীর্ণ করেছেন তিনি।

শিল্পী আমিরুল হক

মোহাম্মদ আমিরুল হক চট্টগ্রামের শিল্পী। বয়সে নবীন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টের ছাত্র। প্রদর্শনীতে তার ১১টি ছবি ছিলো। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ইলম্ আর্জন ফরজ আমিরুলের একটি ছবি। ভূমিতে বহুসংখ্যক উজ্বল বর্ণের কিতাব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার ওপর আরবী হরফে লেখা তলাবুল.....। দূরের অজ্ঞাত অন্ধকার এঁকে তিনি জ্ঞানার্জনের বিষয়কে পরিশ্রম সাধ্য বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

শহীদুল্লাহ এফ বারীর কাজ মূলত: আরবী লেখা প্রধান। কালার কম্পোজিশন নেই বললেই চলে। প্রচলিত ধারায় তিনি কাজ করেছেন। প্রদর্শনীতে তার ৪টি ছবি ছিল।

শিল্পী রুহুল ইসলাম

প্রদর্শনীতে এ, এইচ, এম রুহুল ইসলামের ছিল ২টি ছবি। এর মধ্যে অনন্ত প্রবাহ ছবিটি সবার নজর কেড়েছে। হ্যান্ডমেড পেপারে ওয়াটার কালারে উজ্জ্বল রঙে কাজ করেছেন রুহুল ইসলাম। হলুদ, লাল, নীল, কালো রঙ দিয়ে প্রবাহ বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে সাবলিল ভঙ্গিতে আরবী আল্লাহু লিখেছেন। প্রবাহের সাথে সঙ্গতি রেখে অক্ষর দোলায়িত করে বেশ দৃষ্টিনন্দন করেছেন।

www.pathagar.com

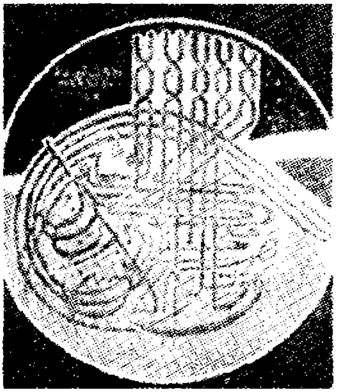

শিল্পী মনোয়ার হোসাইন

শিল্পী মনোয়ার হোসাইনের ছিলো ৬টি ছবি। তিনি মূলত: আরবী লেখা কেন্দ্রিক কাজ করেছেন। প্রদর্শনীতে

শিল্পী শহীদুল্লাহ এফ.বারী

আবদুর রহীমের ৮টি ছবি ছিলো। ক্যালিগ্রাফির প্রাচীন ঢংয়ের সাথে আধুনিক রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করেছেন তিনি। মিশ্র মেটাল রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে তার কাজকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছেন।

শিল্পী আব্দুর রহীম

প্রদর্শনীর সবচেয়ে তরুণ শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার। তার ৬টি ছবি স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। তার কাজের মধ্যে তাড়াহুড়োর ছাপ থাকলেও বিষয় নিবার্চন নামকরণ ও উপস্থাপনায় বৈচিত্রের ছাপ রয়েছে। প্রকৃতির গান মুবাশ্বিরের একটি ছবি। এখানে তিনি সবুজ মখমলের ক্যানভাস ব্যবহার করে ফুল পাতার সমন্বয়ে আল্লাহু আকবার লিখেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ রঙ রেখার কাজ না থাকলেও এখানে তার বর্ণনার কুশলতা চোখে পড়ে।

শিল্পী মুবাশ্বির মজুমদার

সর্বোপরি বাংলাদেশে ক্যালিগ্রাফি শিল্প ধাপে ধাপে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। তা যেমন শিল্পীর তুলিতে প্রাণ পাচ্ছে তেমনি বিপুল জনতার আগ্রহে পরিণত হচ্ছে। ফর্মের বিচিত্র ডাইমেনশন ভাঙার মাধ্যমে ক্রমন্বয়ে এই শিল্প একটি মহিমান্বিত স্থানে উপনিত হবে। রঙের সাহসী ব্যবহার অঙ্গিকের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গভীর অভিনিবেশের মাধ্যমে ক্যালিগ্রাফি দূর যাত্রায় সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ❑

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

✔ গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা–বাংলাদেশে 'র'/ আবু রুশদ
✔ নির্বাচনে চারদলের বিজয় নিশ্চিত, তবে... / আমীর হামযা চৌধুরী

এ ছাড়া জনপ্রিয় লেখক জহুরীর বই

✔ স্বজন যখন দুশমন হয় ✔ শব্দ সংস্কৃতির ছোবল ✔ তথ্য সন্ত্রাস
✔ অপসংস্কৃতির বিভীষিকা

নূরুল ইসলাম রচিত

আখেরাতের আদালতে নেতা ও অনুসারী ✔ ঈমান ও আদর্শের মাপকাঠি

আবু আরিফ রচিত

✔ ভোট কি ও কেন? ✔ মানব সম্পদ উন্নয়নে আল-কুরআন
✔ আধুনিক যুগে ইসলামী আন্দোলন ও তার দশটি ক্ষেত্র

আরো পাবেন

✔ জ্বলছে চেচনিয়া / হারুন ইবনে শাহাদাত ✔ সাইয়েদ কুতুব শহীদ / আবদুদ্দাইয়ান মুহাম্মাদ ইউনুছ ✔ কমাণ্ডো সিরিজ-১ ও ২ কারাকোরাম উপত্যকায় / আবু রুশদ
✔ মুসলিম বিশ্বের পুনর্গঠনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা / সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী

তাসনিয়া বই বিতান

৪৯১/১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্রের সীরাত উদযাপন সফল হোক

আমাদের সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রকাশনা

বিশ্বনন্দিত মুফাছছিরে কুরআন আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ঘটনাবহুল জীবন ● ইসলামী পুনর্জাগরণে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ভূমিকা ● সুন্নাতে রাসূল (সা.) অনুসরণের সঠিক পদ্ধতি ● হাদীস কাহিনী সোনালী ভালবাসা ● বোরখাপরা সেই মেয়েটি-২ ● সাহবা চরিত

অডিও ক্যাসেট

গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী সানাউল হক সনির একক গানের এলবাম

প্রথম আলো ● ব্যতিক্রম ● প্রার্থনা ● ভাল লাগে●
যতক্ষণ এ দেহে থাকবে জীবন ● সুপারহিট প্যারোডী

মরমী শিল্পী আবদুল আলীমের দুর্লভ কালেকশন

সানাউল হকের কণ্ঠে পরিবেশিত একক এলবাম
পল্লীগীতি ● (যৌথকণ্ঠে) উড়ন্ত আবাবিল

প্রফেসার্স বুক কর্ণার

৪৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

All kinds of Fabrics is available

ORCHID

'TAILORS'

- SUIT
- SUFFARI
- SHIRT
- SHARWANI
- PANT
- JEANS

ORCHID TAILORS

1,30,41, Muktizoddha Super Marker (1St Floor)
Mirpur-1,Dhaka-1216, Bangladesh.
Dial # 9009036

www.pathagar.com

সীরাত বিষয়ক প্রকাশনায় আমরা সবার শীর্ষে

আমাদের প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থসমূহ

সীরাতুন্নবী (সাঃ)
আল্লামা শিবলী নোমানী ও সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর অনবদ্য শ্রেষ্ঠ এক সীরাত গ্রন্থ
অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহিউদ্দীন খান
মূল্য : ১৮০ টাকা

প্রিয় নবীজীর অন্তরঙ্গ জীবন
অনুবাদ ও সম্পাদনা : মুহিউদ্দীন খান
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (রহঃ) সংকলিত শামায়েলে তিরমিযী ও শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্দলভীর ব্যাখ্যা অবলম্বনে লিখিত
মূল্য : ৯০ টাকা

ওসওয়ায়ে রসূলে আকরাম (সাঃ)
মূল : ডাঃ মুহাম্মদ আবদুল হাই (রঃ)
অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান ও মুহম্মদ আবদুল আজীজ
নবীজীবনের সুন্নতসমূহ ও আমলের পুংখানুপুংখ বর্ণনার এক শ্রেষ্ঠ সংকলন
মূল্য : (অফসেট কাগজে) ১২০ টাকা

স্বপ্নযোগে রসূলুল্লাহ (সাঃ)
মুহিউদ্দীন খান
রসূল (সাঃ)-এর রূপ শয়তান গ্রহণ করতে পারে না, তাই তাঁকে যিনি স্বপ্নে দেখেন তিনিই প্রকৃত নবী (সাঃ) কে দেখে থাকেন। এমনি অনেকগুলো স্বপ্নের বিস্ময়কর কাহিনী
মূল্য : ৭০ টাকা

সীরাত এলবাম
আহমদ বদরুদ্দীন খান
মক্কার প্রাচীন ইতিহাস, জমজমের পানির উৎস, নবী (সাঃ)-এর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও বস্তুসমূহের দুর্লভ ও আকর্ষণীয় চিত্রের এক সমাবেশ
মূল্য : ১৫০ টাকা

প্রিয় নবীজীর প্রিয় প্রসঙ্গ
প্রায় তিন দশক ধরে মাসিক মদীনায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর থেকে বাছাই করে সীরাত বিষয়ক প্রশ্নগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে তৈরি হয়েছে এক অনবদ্য ও ব্যতিক্রমধর্মী সীরাত গ্রন্থ
মূল্য : ৯৫ টাকা

সীরাতে খাতামুন্নাবীঈন
মোহাম্মদ আফতাব উদ্দীন
রসূলে খোদা (সাঃ)-এর এক অনবদ্য জীবনীগ্রন্থ
মূল্য : ১৫০ টাকা

রওজা শরীফের ইতিকথা
মুহিউদ্দীন খান
রসূলে খোদা (সাঃ)-এর হিজরত, মসজিদে নববী নির্মাণ, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, রওজা শরীফ ও পাক মদীনা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্যের সমাহার
মূল্য : ৩৬ টাকা

হৃদয়তীর্থ মদীনার পথে
মূল : শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ)
অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান
প্রিয় নবীজীর (সাঃ) আবাসভূমি মদীনা মোনাওয়ারা সম্পর্কিত অনবদ্য গ্রন্থ
মূল্য : ৭০ টাকা

সীরাতে রসূলে আকরাম (সাঃ)
মূল : মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)
অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান
সীরাত বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ সমন্বয়ে প্রকাশিত এক অনবদ্য গ্রন্থ
মূল্য : ৯৫ টাকা

বিশ্বনবী বিশ্বনেতা
মোহাম্মদ কবিতা সুলতানা
দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ১৭টি প্রবন্ধের এক অনবদ্য সংকলন
মূল্য : ৭৫ টাকা

হাদীসে রসূল (সাঃ)
মুহিউদ্দীন খান অনূদিত
মুসলিম শরীফ এবং সেহাহ সিত্তার কিতাবসহ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহের হাদীস অনবদ্য বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে
মূল্য : ৭০ টাকা

শাওয়াহেদুন নবুয়ত
মূল : আল্লামা আবদুর রহমান জামী
অনুবাদ : মুহিউদ্দীন খান
নবী (সাঃ)-এর নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এ বইটিতে।
মূল্য : ১১০ টাকা

পরধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ)
মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা
বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মূল্যায়নে মহানবী (সাঃ) প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে গ্রন্থটিতে
মূল্য : ৬৫ টাকা

খাসায়েসুল কুবরা ১ম খণ্ড
মূলঃ জালালুদ্দীন সিয়ূতী/অনুঃ মুহিউদ্দীন খান
মূল্য : ১৪৫ টাকা

খাসায়েসুল কুবরা ২য় খণ্ড
মূল্য : ১১০ টাকা

আমাদের গ্রন্থগুলো আপনি সরাসরি আমাদের কাউন্টার থেকে ১৫% কমিশনে এবং ডাকযোগে ২০% কমিশনে সংগ্রহ করতে পারেন। ভি.পি. খরচ আমরা বহন করব।

মদীনা পাবলিকেশন্স
প্রধান অফিস : ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন-৭১১৪৫৫৫, শাখা অফিস : ৫৫ বি পুরানা পল্টন লেইন, ঢাকা। ফোন : ৭১১০৪৮০

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত

কয়েকটি মূল্যবান বই

আলকোরআনের বিষয় ভিত্তিক / আয়াত হাফেজ শহিদুল ইসলাম ১৬০.০০ তাফসীর ফাতহুল মাজীদ (১ম খন্ড) ১৬০.০০ (২য়খন্ড) ২৩০.০০ বোখারী শরীফ (প্রথম খন্ড) বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ ৪০০.০০ যইফ মওজু ও জাল হাদিসের সংকলন ২৫০.০০ তাসাউফ ও মাওলানা মওদুদী (রঃ) / অধ্যাপক মাওঃ আবদুল আজীজ ১৬০.০০ ইসলামী সাধারণ জ্ঞান / নজরুল ইসলাম খান আল-মারুফ ১৫০.০০ / মাওলানা ফজলুল রহমান আশরাফীর ইসলামিক নলেজ এন্ড ডায়রী ১৩০.০০ বিশ্বের মুসলিম মনিষীদের কথা-১, ৭৫.০০ ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার ও ফারায়েজ ১০০.০০ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ৬০.০০ আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিশ্ব রাজনীতি / মোঃ আকরামুজ্জামান ১৫০.০০ মহিলা নামাজ শিক্ষা ও মাসায়েল ফাতিমা শহীদ ১০০.০০ মক্কার সেই রাখাল ছেলেটি -১ মাওঃ নাসীম আরাফাত ৫০.০০ আবুল হোসাইন মাহমুদের আল কোরআনের কাহিনী (১-৩ খণ্ড) প্রতিখন্ড ৫০.০০ ভালো মানুষের গল্প ৯০.০০ নতুন দিনের ছড়া ৩০.০০ ফুল পাখিদের দেশে ৩০.০০

আর, আই, এস পাবলিকেশন্স

কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাক-১০০০ ফোন ঃ ৯৬৬০৪৫২

নাসির হেলাল রচিত বইগুলো নিজে পড়ুন, উপহার দিন

জীবনী

মু'মীনদের মা (রসূলের (সঃ) স্ত্রীগণ) ৫০.০০ নবী দুলালী ৫০.০০ মুনশী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ ৪০.০০ মুসলিম মনীষীদের জীবন কথা ৫০.০০ কবি গোলাম মোস্তফা ৮০.০০ নবী-রাসূলদের জীবনকথা ১০০.০০

উপন্যাস ও রহস্য সিরিজ

অবাঞ্ছিত কলঙ্ক ৬০.০০ তিন পুরুষ ৬০.০০ খুন (ডিটেকটিভ উপন্যাস) ৫০.০০ প্রেমের অনেক রং ৫০.০০ একাত্তরের প্রেম ৪০.০০ বঙ্গসেনার কবলে ৩০.০০ অপারেশন কাশ্মীর ৩০.০০ গ্রোজনীতে শ্বেতভল্লুক ৩০.০০ বসনিয়ায় রক্তনদী ৩০.০০ মৃত্যুপুরী ৩০.০০ পার্বত্য হায়েনা ৩০.০০ মরণ কামড় ৩০.০০

অন্যান্য

ছোটদের ইসলামী জ্ঞানকোষ ১০০.০০ হাদীসের পরিচয় ৫০.০০ কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী ২৫.০০ আগুন ঝরা ছড়া ৩০.০০ যশোর জেলায় ইসলাম ১৫০.০০ বার বাজারের ঐতিহ্য ৩০.০০

সুহৃদ প্রকাশন

১৯১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ১৩৪১৯১৫

www.pathagar.com

Holy Child International School
(an English medium branch of Holy Ckild Public School & College)

RESIDENTIAL / NON-RESIDENTIAL

RABINDRA SARANI, SECTOR-3, UTTARA, DHAKA. TEL: 8914939, 8918353, Fax: 8917527, E-mail: holycpsc@bangla.net

PLAY GROUP TO A' LEVEL

(under the academic programme of the University of London)

PROPER COMBINATION OF MODERN & ISLAMIC EDUCATION

(Students of other religions have full opportunity to study their own religious subjects)

মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

- পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণসহ শিক্ষার্থীদের মানসোপযোগী পরিবেশ।
- ইংরেজী ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ/ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং দেশে-বিদেশে শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্তৃক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষা দান।
- বাংলাদেশী এবং বিদেশী উভয় ধরনের ছাত্র/ছাত্রী একত্রে পড়াশুনা করে।
- ক্লাসে পাঠদান এবং ক্লাসের বাইরে শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রীদের পারস্পরিক কথোপকথন বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজীতে হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীরা খুবই অল্প সময়ে ইংরেজী কথোপকথনে পারদর্শী হয়।

[illegible] Compulsory Computer Education [illegible] Computer Buff [illegible] Projection [illegible]

- উন্নত লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরীর সুবিধা।
- নিয়মিত উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক, পত্রিকাপাঠ, অংকন ও সংগীতের ক্লাশ এবং দেশের ঐতিহাসিক স্থানসমূহসহ উল্লেখযোগ্য শিল্পকারখানায় শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

এদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশেষতঃ ভারতের অধিকাংশ Eng. Medium School -এর তুলনায় ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ✔ Basic International Syllebus এর পাশাপাশি শিক্ষার্থী যাতে ইসলামী জীবনধারার প্রতি বিরূপভাবাপন্ন না হয় অথবা অপরাপর ধর্মীয় জীবনাচরণে অভ্যস্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে এবং পাশাপাশি ইসলামিক মানসিকতা সম্পন্ন হয় তজ্জন্য ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কুরআন-সুন্নাহ ও আরবী ভাষার মৌলিক জ্ঞানের বিশেষ সিলেবাস সংযোজন (ছাত্রদের পড়ার চাপ যাতে বেশী না পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে) করা হয়েছে যার বেশ কিছু বই লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা থেকে গৃহীত। (অমুসলিমরাও স্ব স্ব ধর্মের বিষয়ে পড়াশুনা করতে পারে)।
- ✔ সম্পূর্ণ কুরআন নয়, তবে কুরআনের বিশেষ বিশেষ সূরা বা অধ্যায় এবং উল্লেখযোগ্য হাদিসসমূহ মুখস্থ করানোর ব্যবস্থা।
- ✔ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নৈতিক মানোন্নয়ন তথা চরিত্রগঠনের পদ্ধতিগত প্রয়াস।
- ✔ English Medium -এ পড়তে গিয়ে যাতে বাংলা ভুলে না যায় অথবা বাংলার প্রতি উন্নাসিক মানসিকতা গড়ে না উঠে তজ্জন্য O' LeveL-এর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীতে বাংলা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পুস্তক সন্নিবেশ করা হয়েছে। এতে করে অভিভাবক বা পিতামাতার বাসস্থান পরিবর্তন বা কোন কারণে শিক্ষার্থীকে ইচ্ছা করলে যে কোন শ্রেণী থেকে অনায়াসে বাংলা মাধ্যম স্কুলে স্থানান্তর করা যাবে।

লক্ষণীয় আর একটি বিষয়

- ✔ অভিভাবক ইচ্ছা করলে শিক্ষার্থীকে STD-VI এর পর O' Level এর সিলেবাসে পরীক্ষা না দিয়ে ইংরেজী মাধ্যমেই বাংলাদেশের বোর্ড সিলেবাসের আওতায় পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাসের বিশেষত্ব

- বৃটিশ পাবলিক স্কুল ও ক্যাডেট কলেজীয় পদ্ধতিতে সর্বোত্তম মানের শৃংখলা, নিরাপত্তা সহ নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী উন্নত খাবার পরিবেশন।
- স্কুলের নিজস্ব চিকিৎসক ও সার্বক্ষণিক নার্স।
- ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক হোস্টেল।

মেয়েদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ও শালীনতাপূর্ণ পরিবেশ

- স্কুল ছাড়াও সকাল-সন্ধ্যায় শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বিশেষ কোচিং ক্লাস।
- মুসলিম শিক্ষার্থীদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ বাধ্যতামূলক ও নিয়মিত কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা (অমুসলিমদের স্বভাবে ধর্মকর্ম করার সুবিধা)।
- হোস্টেলের ছাত্র/ছাত্রীরা সার্বক্ষণিকভাবে থাকার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের চেয়ে দ্রুত ইংরেজী কথোপকথনে অভ্যস্ত হতে পারে।
- প্রশস্ত মাঠে খেলাধুলা ও সুস্থবিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা।
- অতি ব্যস্ত, বিদেশে বা মফস্বলে বসবাসকারী অভিভাবকদের সন্তানের প্রতি বিশেষ যত্ন এবং শিশুদের উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা সুপার ও আয়ার তত্ত্বাবধানে মাতৃস্নেহে লালন।

SCHOOL BUS IS AVAILABLE ON ROUTE

✉ Admission Test - In English, Maths, Bengali & Gen. knowledge.
মৌলিক মেধা ঠিক থাকলে O' Level এর পূর্বে বাংলা মাধ্যমের ছাত্র/ছাত্রীও ভর্তি হতে পারবে।

For further information please contact :

Mohammadpur Branch

Lyceum International School
Iqbal Rd. Md.pur Dhaka. Ph. : 9111415, 9111510

Muhammad Ashraful Hoque
L.L.B (HONS) L.L.M (D.U)
Founder Principal

www.pathagar.com

কম খরচে
ইবনে সিনায় ল্যাপারোস্কপি

গলব্লাডার ও অ্যাপেনডিক্স অপারেশন খরচ	
কেবিন/ওয়ার্ড	মোট খরচ
ওয়ার্ড	১২,৫০০
সিঙ্গেল কেবিন	১২,৮০০
সিঙ্গেল কেবিন	১৩,১০০
ডাবল কেবিন	১৩,৪০০
ডাবল কেবিন	১৩,৭০০
ডাবল কেবিন	১৪,০০০
ডাবল কেবিন	১৪,৩০০
ডাবল কেবিন	১৪,৬০০

ল্যাপারোস্কপি মেশিন গলব্লাডার, অ্যাপেনডিক্সসহ বিভিন্ন অঙ্গের অপারেশনের সহজ এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। এই যন্ত্র দিয়ে ছোট ছিদ্র করে অপারেশন করা হয়।

ইবনে সিনা দিচ্ছে কম খরচে নিজস্ব F.R.C.S কনসালটেন্ট দ্বারা এই অত্যাধুনিক চিকিৎসার সুবিধা।

- এই হিসাব ৩ দিনের জন্যে। রোগী ৩ দিনের কম-বেশি অবস্থান করলে সিট রেন্টও কম-বেশি হবে।
- বিশেষ ক্ষেত্রে বেশি ঔষধ প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত বিল আসবে।

ইবনে সিনায় ল্যাপারোস্কপি অপারেশন – কম খরচে কম সময়ে।

IBN SINA
স্বাস্থ্য সেবায় পথ প্রদর্শক

ইবনে সিনা হাসপাতাল

হাউজ নং-৬৮, রোড নং-১৫/এ, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯। ফোন নং-৮১১৯৫১৩-৫

www.pathagar.com

Multimedia PC

- PC sales & servicing
- Accessories
- CD - VCD writing
- Networking
- Islami CD – VCD
- All type of software
- Aftab IT Pre-paid Card available

সুযোগ-সুবিধা ঃ

- বিশ্বস্ততার সহিত সার্ভিস সেবা
- ফ্রি ট্রেনিং (for PC buyer)
- ফ্রি CD

কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, ফোন ঃ ৯৬৬২১৩৪,
মোবাঃ ০১৭-৬০১০০৪, ই-মেইলঃ acscom@bangla.net & mpcsys@aitlbd.net

প্রকাশিত হলো! প্রকাশিত হলো!!

❑ উপমহাদেশে সর্বাধিক আলোচিত সিরিয়াল কাশ্মীর সিরিজের নতুন বই সায়েমা সিদ্দিকীর লেখা কাশ্মীর ৩য় খণ্ড

বরফ গলে আগুনে দাম ৩০/-

এ বইটির জন্যও থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। (বিস্তারিত জানার জন্য বইয়ের শেষে দেখুন।)

❑ আবুল আসাদ রচিত সাইমুম সিরিজের নতুন বই ৩২নং

অক্টোপাশের বিদায় দাম ৩০/-

আরো প্রকাশিত হলো

* উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের আলোকে রচিত **নসীম হিজাযীর** ঐতিহাসিক উপন্যাস **'প্রত্যয়ের সূর্যোদয়'** দাম ১৬০/-

* জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক **শফীউদ্দীন সরদারের** বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত রম্য রচনা **'রাম ছাগলের আব্বাজান'** দাম ৬০/

* যাদের স্বামী, সন্তান, আত্মীয় স্বজন বিদেশে অবস্থান করেন তাদের জন্য আমাদের অনন্য আকর্ষণীয় নিবেদন, **সোলায়মান আহসানের** লেখা সামাজিক উপন্যাস **'অলক্ষ্যে অগোচরে'** দাম ৮০/-
অলক্ষ্যে অগোচরে কি ঘটছে জানতে হলে বইটি আজই পড়ুন।

* কিশোর বন্ধুদের জন্য আমাদের এবারের নিবেদন শিশু সাহিত্যিক **সাজজাদ হোসাইন খান** রচিত **'দুই কাননের পাখি'** দাম ৩০/-

নিজে পড়ুন অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

সৃজনশীল বইয়ের পাঠক সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য।

আজই যোগাযোগ করুন

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা, ফোন-৯৩৩২৪১০

www.pathagar.com

কমপিউটারের একটি বই
অনেক কিছু জানা !

বাংলাদেশের প্রখ্যাত কমপিউটার লেখক ৩০ টি গ্রন্থ প্রণেতা মাহবুবুর রহমানের

কমপিউটারের চমক

বইটি পড়ুন । সময়ের সাথে এগিয়ে চলুন ।

এ বইটিতে যা পাবেন-

- কমপিউটারের প্রাথমিক ধারণা ।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে কমপিউটারের প্রয়োগ ।
- মাল্টিমিডিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা ।
- ইন্টারনেট কেন নিবেন ? কোথা থেকে নিবেন ? ইন্টারনেটে কি করতে পারবেন ? ইন্টারনেট নিতে কি লাগবে ? ইন্টারনেটে বিল কম হওয়ার উপায় কি ? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ।
- তথ্য প্রযুক্তি, কিছু প্রয়োগ, সমাজে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব ।
- কমপিউটার শিক্ষার গুরত্ব , কোথায় শিখবেন ? কি শিখবেন ? প্রোগ্রামার হতে হলে কি করতে হবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর ।
- কি কমপিউটার কিনবেন ? কোথা থেকে কিনবেন ? কমপিউটার নস্ট হলে কি করবেন ? ইত্যাদি দিক নির্দেশনা ছাড়াও আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর ।

বাংলাভাষায় সহজভাবে কমপিউটার শেখার জন্য সিসটেক পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত কমপিউটারের বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ুন ।

সিস্টেক কমপিউটার্স

জ-৭৭, মহাখালী
(স্কয়ার বিল্ডিং সংলগ্ন)
ঢাকা -১২১২ ।
ফোন নং- ৯৮৮৭০১১

সিস্টেক পাবলিকেশন্স

বাংলাবাজার বুক এন্ড কমপিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার , ঢাকা-১১০০
ফোন নং-৭১১২৪০৬

www.pathagar.com

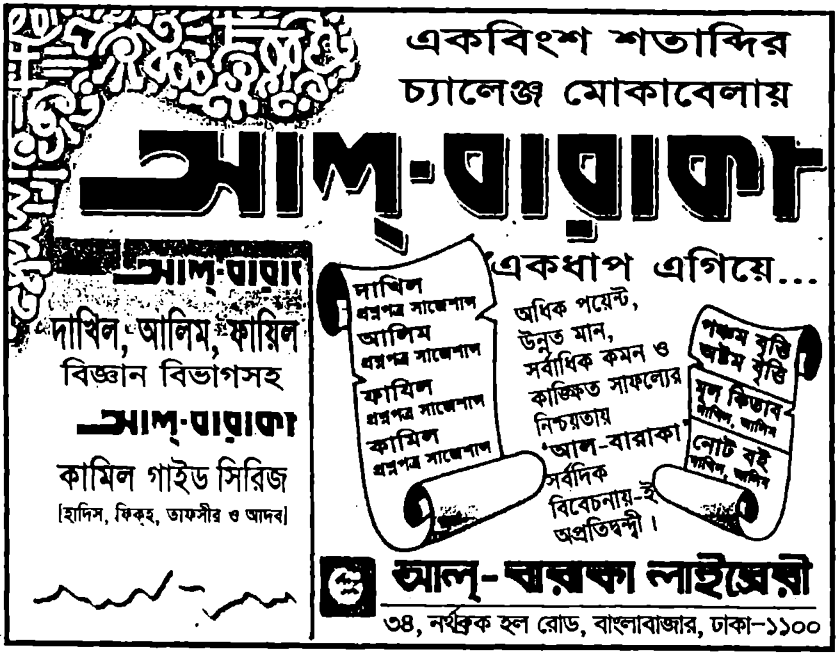
একবিংশ শতাব্দির
চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়
আল্-বারাকা
একধাপ এগিয়ে...
আল্-বারাকা
দাখিল, আলিম, ফাযিল
বিজ্ঞান বিভাগসহ
আল্-বারাকা
কামিল গাইড সিরিজ
[হাদিস, ফিক্হ, তাফসীর ও আদব]
দাখিল প্রশ্নপত্র সাজেশান
আলিম প্রশ্নপত্র সাজেশান
ফাযিল প্রশ্নপত্র সাজেশান
কামিল প্রশ্নপত্র সাজেশান
অধিক পয়েন্ট, উন্নত মান, সর্বাধিক কমন ও কাঙ্ক্ষিত সাফল্যের নিশ্চয়তায় 'আল-বারাকা' সর্বদিক বিবেচনায়-ই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।
পঞ্চম বৃত্তি
অষ্টম বৃত্তি
মূল কিতাব
দাখিল, আলিম
নোট বই
দাখিল, আলিম
আল্-বারাকা লাইব্রেরী
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

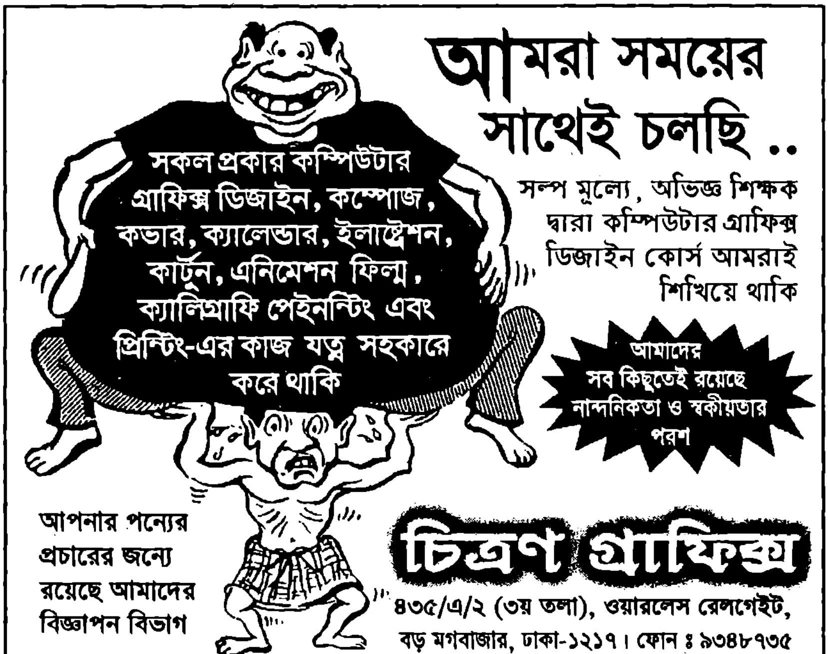
আমরা সময়ের সাথেই চলছি ..
সকল প্রকার কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন, কম্পোজ, কভার, ক্যালেন্ডার, ইলাস্ট্রেশন, কার্টুন, এনিমেশন ফিল্ম, ক্যালিগ্রাফি পেইনন্টিং এবং প্রিন্টিং-এর কাজ যত্ন সহকারে করে থাকি
সল্প মূল্যে, অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কম্পিউটার গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স আমরাই শিখিয়ে থাকি
আমাদের সব কিছুতেই রয়েছে নান্দনিকতা ও স্বকীয়তার পরশ
আপনার পন্যের প্রচারের জন্যে রয়েছে আমাদের বিজ্ঞাপন বিভাগ
চিত্রণ গ্রাফিক্স
৪৩৫/এ/২ (৩য় তলা), ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। ফোন ঃ ৯৩৪৮৭৩৫

আল মানার অডিও ভিজুয়াল সেন্টার প্রযোজিত

নাটক, ইসলামী সংগীত, প্রামান্য চিত্র ইত্যাদি অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি সুলভে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রাপ্তিস্থান

আল মানার
৫৯৪/এ মধুবাগ
মগবাজার, ঢাকা
ফোন: ৪০৪৪৯৮

প্রফেসার্স বুক কর্ণার
দৈনিক সংগ্রামের সামনে
ওয়ারলেস রেলগেট
মগবাজার, ঢাকা

কাটাবন বুক কর্ণার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
কাটাবন, ঢাকা।

এ্যাডফ্লাশ
মালিবাগ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
মালিবাগ, ঢাকা।

আকর্ষণীয় কমিশনে সারা দেশে এজেন্সি দেয়া হচ্ছে। সরাসরি ফোন অথবা চিঠির মাধ্যমে আল মানার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

নবীর জীবন হোক আমাদের চলার পথের পাথেয়

সব ধরণের ডিজাইন
কম্পিউটার কম্পোজ ও
কোয়ালিটি অফসেট প্রিন্টিংয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

শিল্পকোণ

৪২৩ বড় মগবাজার, (দৈনিক সংগ্রাম ভবন) ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৪০৯৫৩

শত শত বৈচিত্রপূর্ণ অডিও ভিডিও ক্যাসেট থেকে
আপনার পছন্দের কপি সংগ্রহ করুন

দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ক্যাসেট প্রযোজনা সংস্থা
CHP-এর
সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

ইসকপ অডিও ভিডিও সেন্টার
৫৫, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন: ০১৭৩৮১৯৬০

বেরিয়েছে! বেরিয়েছে!!
দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, প্রখ্যাত নজরুল গবেষক ও
আবৃত্তিকার শাহাবুদ্দিন আহমদ-এর কণ্ঠে
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের
কবিতা আবৃত্তির ক্যাসেট
এ ছাড়াও রয়েছে–
১. থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে ২. আমরা সেই সে জাতি ৩. পাখির বাসা
দেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে।

প্রযোজনায়
বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র
পরিবেশনায়
স্পন্দন অডিও ভিজুয়াল সেন্টার

www.pathagar.com

কোরআন / হাদীস / ইসলাম বিষয়ক

ড: মরিস বুকাইলির বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান ১২০/-আবদুল করীম পারেখের লোগাতুল কোরআন ২০০/- আসাদ বিন হাফিজের আল কোরআনের বিষয় অভিধান ১৩৫/- ইসলামী সংস্কৃতি ৫০/- এ.এস.এম শাহ্ আলমের বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষাপদ্ধতি ৫/- মাও: ইউসুফ ইসলাহীর তাফহীমুল হাদীস ৪৫/- এ.এন.এম সিরাজুল ইসলামের রমজানের তিরিশ শিক্ষা ১০০/-

বিশ্ব সাহিত্যের সেরা উপন্যাস

নসীম হিজাযীর সীমান্ত ঈগল ১৫০/- হেজাযের কাফেলা ১৬০/- আঁধার রাতের মুসাফির ১০০/- কায়সার ও কিসরা ১৬০/- শেষ বিকালের কান্না ১০০/- কিং সায়মনের রাজত্ব ১০০/- ইউসুফ বিন তাশপীন ১৫০/- ভগবান এস গিদওয়ানীর দি সোর্ড অব টিপু সুলতান ৭০/-

গল্প-উপন্যাস সাহিত্য / গবেষণা / ভ্রমণ

আল মাহমুদের মরু মুষিকের উপত্যকা ১১০/-, কবিতার জন্য সাত সমুদ্র ৪০/- নারী নিগ্রহ ৬০/-, রাজিয়া মজিদের যুদ্ধ ও ভালবাসা ১৫০/- শাহাবুদ্দীন আহমদের লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায়নাক নুড়ি ৬০/- নসীম হিজাযীর ইরান তুরান কাবার পথে ৩০/- আতা সরকারের তিতুর লেঠেল ৩০/- আপন লড়াই ৫০/- সুন্দর তুমি পবিত্রতম ৪০/- আসাদ বিন হাফিজের পনরই আগস্টের গল্প ৩০/-, ছন্দের আসর ৫০/- নাম তাঁর ফররুখ ৫৪/- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ৬০/-, হাসান আলীমের সোনার খাঁচা ৩০/- কাব্যচিন্তা ৫০/-

শিশু কিশোর সাহিত্য

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনের গাছগাছালি পাখপাখালি ২৫/- চিং পাহাড়ের হাতি ৩০/- অপারেশন স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার ৩০/- জাবেদ হুসেইনের মহেশখালীর খুনী জ্বীন ৪০/- ফারজানা মাহবুবার পলাতক জীবন ৪০/- নূরুল আলম রইসী SWEET RHYMES ২০/- সরদার জয়নুল আবেদীনের মিথ্যাবাদীর প্রতিজ্ঞা ২৫/- আসাদ বিন হাফিজের ইয়াগো মিয়াগো ২০/- হরফ নিয়ে ছড়া ২০/- আলোর হাসি ফুলের গান ৩০/- নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন ২০/- কুক কুরু কু ৩০/- কারবালা কাহিনী ৩০/- আল্লাহ মহান ২০/- আলোর পথে এসো ৩০/-

জনপ্রিয় রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

আসাদ বিন হাফিজের গাজী সালাহউদ্দীনের দু"সাহসিক অভিযান ৩০/- সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান ৩০/- সুবাক দূর্গে আক্রমণ ৩০/- ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ৩০/- ভয়াল রজনী ৩০/- আবারো সংঘাত ৩০/- দূর্গ পতন ৩০/- ফেরাউনের গুপ্তধন ৩০/- উপকূলে সংঘর্ষ ৩০/-

ইসলামী গান, কাব্য সমগ্র, কাব্য ও ছড়া গ্রন্থ

কবি গোলাম মোস্তফার গীতি সঞ্চয়ন ৮০/- কাব্য সমগ্র ৪০০/- তালিম হোসেনের কবিতা সমগ্র ৩০০/- সাবির আহমেদ চৌধুরীর শত হামদ শত নাত ২০০/- ইসলামী উপলক্ষের গান ১০০/- আসাদ বিন হাফিজ সম্পাদিত নির্বাচিত হামদ ১৫০/- নির্বাচিত না'ত ১৫০/- নির্বাচিত ইসলামী গান ৫০/- নির্বাচিত ইসলামী গান-(১ থেকে ৪ খণ্ড, প্রতি খণ্ড ৫০/-) আসাদ বিন হাফিজ ও মুকুল চৌধুরী সম্পাদিত রাসূলের শানে কবিতা ২০০/- হাসান আলীমের ডানাঅলা অট্টালিকা ৪০/- নূরুল মোস্তফা রইসীর সুন্দর উজানে কাঁদে ৫০/- মালেক ইমতিয়াজের বৃষ্টি পড়ে সৃষ্টি নড়ে ৩০/- আসাদ বিন হাফিজের কি দেখো দাঁড়িয়ে একা সুহাসিনী ভোর ৩০/- অনিবার্য বিপ্লবের ইশতেহার ৩০/-

www.pathagar.com

বই কিনুন বই পড়ুন
প্রিয়জনকে ইসলামী বই উপহার দিন

বিশ্ববরেণ্য তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন',
সহীহ আল-বুখারী, মাসয়ালা-মাসায়েল,
ইসলামী সাহিত্যরাজি, জীবনী গ্রন্থ,
ঐতিহাসিক উপন্যাস ও আরো অসংখ্য গ্রন্থের
প্রকাশক, বিক্রেতা ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান

আধুনিক প্রকাশনী

আপনার ব্যক্তিগত পাঠাগার, লাইব্রেরী ও বুকস্টলের জন্য আমাদের বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে আসুন (ভি.পি. এবং ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমেও বই পাঠানো হয়)।

আধুনিক প্রকাশনী

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৭১১৫১৯১

বিক্রয়কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ ওয়ারলেস রেলগেইট বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন: ৯৩৩৯৪৪২	১০, আদর্শ বই বিপনী বায়তুল মোকাররম ঢাকা-১০০০

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

আয়োজিত

সীরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন

এবং

সাহিত্য সংস্কৃতি

স্মারক প্রকাশনায়

যাঁরা বিভিন্নভাবে

সাহায্য সহযোগিতা দিয়েছেন

পরিশ্রম করেছেন

তাদের সকলের কাছে আমরা

আন্তরিকভাবে

কৃতজ্ঞ

ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র

১৭১, বড়মগবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

বালাগাল উলা বে কামালিহি ....

কে আসে, কে আসে, সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম-মুনিরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,
তব বিদ্যুতকণা-স্ফুলিংগে লুকানো র'য়েছে লক্ষ দিন,
তোমার আলোয় জাগে সিদ্দিক, জিননুরাইন, আলী নবীন,
ঘুম ভেঙ্গে যায় আল-ফারুকের-হেরি ও প্রভাত জ্যোতিষ্মান
মুক্ত উদার আলোকে তোমার অগণন শিখা পায় যে প্রাণ।

তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ,
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
তব শাহাদত অঙ্গুলি আজও ফিরদৌসের ইশারা করে
নিখিল ব্যথিত 'উম্মত লাগি' এখনো তোমার অশ্রু ঝরে।
তোমার রওজা মুবারকে আজও সেই খোশবুর বইছে বান,
চামেলির ঘ্রাণ, অশ্রুর বান এখনো সেখানে অনির্বাণ।

ফর্‌রুখ্‌ আহ্‌মদ

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী শরীয়াহ্‌ মোতাবেক পরিচালিত